Evergreen Bangla.com

পুরাণসংগ্রহ।

মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত

মহাভারত।

আশ্বমেধিক, আশ্রমবাসিক, মৌসল, মহাপ্রস্থানিক ও স্বর্গারোহণ পর্ব্ব।

সপ্তদশ খণ্ড।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক
মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।

ভূধররাজ হিমাচল ও পয়োনিধির ন্যায় এই মহাভারতকেও রত্নের
আকর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। " মহাভারত। "

সারস্বতাশ্রম।

পুরাণ সংগ্রহ যন্ত্র।

শকাব্দা ১৭৮৮।

ভূমিকা।

মহাভারতের সপ্তদশ খণ্ডে আশ্বমেধিক, আশ্রমবাসিক, মৌসল, মহাপ্রস্থানিক ও স্বর্গারোহণ এই পাঁচ পর্ব্ব মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। এই পাঁচ পর্ব্বের মধ্যে আশ্বমেধিক পর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের প্রতি ব্যাসের অশ্বমেধযজ্ঞানুষ্ঠানে উপদেশ, অর্জ্জুনের প্রতি কৃষ্ণের জ্ঞানোপদেশ, যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞ এবং তদুপলক্ষে অর্জ্জুনের অশ্বানুসরণ ও নানাদিগ্‌দেশীয় ভূপালগণের সহিত সংগ্রাম; আশ্রমবাসিক পর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী, কুন্তী, বিদুর ও সঞ্জয়ের সহিত অরণ্যাশ্রম আশ্রয়, যুধিষ্ঠিরাদির তাঁহার আশ্রমে গমন, বিদুরের যুধিষ্ঠিরের কলেবরমধ্যে প্রবেশ, মৃত পুত্রপৌত্রাদির সহিত অন্ধরাজ প্রভৃতির সাক্ষাৎকার এবং ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তীর দাবানলে প্রাণত্যাগ; মৌসল পর্ব্বে দুর্ব্বাসাপ্রভৃতি মহর্ষিত্রয়ের শাপসম্ভূত মুসলপ্রভাবে যদুবংশ ক্ষয় এবং সেই বৃত্তান্তশ্রবণে অর্জ্জুনের দ্বারকায় আগমন, যদুবংশীয় কামিনীগণকে লইয়া হস্তিনায় প্রতিগমন ও পথিমধ্যে দস্যুগণের হস্তে পরাজয়; মহাপ্রস্থানিক পর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভ্রাতৃচতুষ্টয় ও দ্রৌপদীর সহিত স্বর্গে যাত্রা, পথিমধ্যে তাঁহার ভ্রাতৃগণের ও দ্রৌপদীর অধঃপতন, ধর্ম্মরাজের সহিত ইন্দ্রের সাক্ষাৎকার ও তাঁহার সশরীরে স্বর্গে গমন এবং স্বর্গারোহণপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃগণের অনুসন্ধানক্রমে নরকদর্শন, মন্দাকিনী-জলে অবগাহন পূর্ব্বক নরদেহ ত্যাগ ও আত্মীয়গণের সহিত সাক্ষাৎকার এবং মহাভারত পাঠের ক্রম ও উহা শ্রবণের ফল বর্ণিত হইয়াছে।

এই পাঁচ পর্ব্বে যে যে বিষয় কীর্ত্তিত আছে, তৎসমুদায়ের মধ্যে অর্জ্জুনের প্রতি কৃষ্ণের জ্ঞানোপদেশ ভিন্ন আর সমুদায় বিষয়ই মূল গ্রন্থে অন্যান্য পর্ব্বে অভিহিত বিষয়সমুদায় অপেক্ষা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। মূল সংক্ষিপ্ত হওয়াতে উহার অনুবাদও সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। তদ্বিষয়ে সহৃদয় পাঠকগণ অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। মূল পরিহার বা মূলাতিরেক অনুবাদ করা আমাদের নিয়ম নহে।

আমার ভূতপূর্ব্ব সহযোগী ৺ কাশীরাম দেব এই পাঁচ পর্ব্বের মধ্যে আশ্রমবাসিক পর্ব্বের নাম গন্ধও করেন নাই। অবশিষ্ট যে চারিটি পর্ব্বের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতেও মূলের অনেক অংশ পরিত্যক্ত ও অনেক অংশ স্বকপোলকল্পিত হইয়াছে। অতএব এই নূতন অনুবাদ পাঠ করিয়া সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকগণ পূর্ব্বোক্ত পাঁচ পর্ব্বের যথার্থ তাৎপর্য্য অবগত এবং কাশীরাম দেব যে কতদূর মূল পরিহার ও মূলের অসঙ্গত অনুবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা উপলব্ধ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই।

সারস্বতাশ্রম,
১৭৮৮ শক।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

মহাভারতীয় আশ্বমেধিক পর্ব্বের সূচিপত্র।

প্রকরণ			পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি
আশ্বমেধিক পর্ব্বারম্ভ	..	...	১	১	১
সংবর্ত্তমরুত্তীয় উপাখ্যান	..	...	৩	১	২৫
ধর্ম্মবাসুদেবসংবাদ	..	...	১৫	২	২৬
অনুগীতা	..	...	২০	১	১৪
ব্রাহ্মণগীতা	...	...	২৭	১	৩৪
গুরুশিষ্যসংবাদ	...	...	৪৫	১	৮
কৃষ্ণের দ্বারকাগমন	..	...	৬৫	১	৮
উতঙ্কোপাখ্যান	...	..	৬৭	১	১৯
কৃষ্ণের দ্বারকাপ্রবেশ	...	...	৭৭	২	৩৪
যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞীয় সুবর্ণপ্রাপ্তি	..	...	৮৩	২	১১
পরিক্ষিতের জন্মকথন	...	..	৮৫	১	১৮
কৃষ্ণকর্ত্তৃক পরিক্ষিতের জীবনপ্রদান	..	..	৮৭	২	৩০
যুধিষ্ঠিরাদির গৃহে প্রত্যাগমন	...	...	৮৮	২	২৬
বেদব্যাসের আগমন ও অশ্বমেধের উপক্রম	...	...	৮৯	২	১৪
অর্জ্জুনের প্রতি অশ্বরক্ষার ভারার্পণ	...	..	৯০	২	১৯
অর্জ্জুনের অশ্বানুসরণ	...	...	৯১	২	১৬
অর্জ্জুনের সহিত বজ্রদত্তের যুদ্ধ	..	..	৯৪	১	১
বজ্রদত্তের পরাজয়	...	...	৯৪	২	২৩
সৈন্ধবগণের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ	...	...	৯৫	২	২৫
বভ্রুবাহনের হস্তে অর্জ্জুনের মৃত্যু	...	..	৯৮	২	৩৭
অর্জ্জুনের পুনর্জীবন	...	..	১০০	২	৪
অর্জ্জুনের নিকট মগধরাজ মেঘসন্ধির পরাজয়	...	...	১০৪	২	৪
যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞারম্ভ	...	...	১০৮	১	১৫
বভ্রুবাহনের হস্তিনায় আগমন	..	...	১১০	১	৩৩
অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন	...	...	১১৩	১	৬
নকুলোপাখ্যান	...	...	১১৪	২	২৮

আশ্বমেধিক পর্ব্বের সূচিপত্র সম্পূর্ণ।

মহাভারতীয় আশ্রমবাসিক পর্ব্বের সূচিপত্র।

যুধিষ্ঠিরের রাজ্যশাসন ও ধৃতরাষ্ট্রাদির প্রতি সদ্ব্যবহার		..	১	১	১
পিতৃগণের উদ্দেশে ধৃতরাষ্ট্রের দান	...	...	২	২	২৬
ধৃতরাষ্ট্রের বনগমনপ্রস্তাব	..	..	৩	২	১
যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের উপদেশ	...	...	৮	১	৯

প্রকরণ			পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি
ভীষ্মদ্রোণাদির উদ্দেশে ধৃতরাষ্ট্রের দান	..	...	১৭	২	১৪
ধৃতরাষ্ট্রের অরণ্যযাত্রা	...	...	১৮	১	২০
পুরবাসীদিগের বিলাপ	..	...	১৮	২	৩০
ধৃতরাষ্ট্রাদির গঙ্গাতীরে অবস্থান	...	..	২১	১	২১
ধৃতরাষ্ট্রের নিকট ঋষিগণের আগমন	..	..	২২	২	১৯
ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে যুধিষ্ঠিরাদির আগমন	...	...	২৫	২	২১
যুধিষ্ঠিরের দেহে বিদুরের প্রবেশ	..	...	২৮	১	১৭
ধৃতরাষ্ট্রের নিকট বেদব্যাসের আগমন	...	...	৩১	২	২
ধৃতরাষ্ট্রাদির পুত্রদর্শন	...	...	৩৫	২	৬
যুধিষ্ঠিরাদির হস্তিনায় প্রত্যাগমন	..	...	৩৮	২	৩৪
যুধিষ্ঠিরের নিকট নারদের আগমন ও ধৃতরাষ্ট্রাদির সদ্গতি কীর্ত্তন		..	৪১	১	২২
যুধিষ্ঠিরাদির বিলাপ	..	...	৪৩	১	২০
ধৃতরাষ্ট্রাদির উদ্দেশে যুধিষ্ঠিরের দান	...	...	৪৪	১	১৪

আশ্রমবাসিক পর্ব্বের সূচিপত্র সম্পূর্ণ।

মহাভারতীয় মৌসল পর্ব্বের সূচিপত্র।

মুসলোৎপত্তি	..	..	১	১	১
যাদবগণের দুর্নিমিত্ত দর্শন	...	...	২	২	১৫
যদুবংশধ্বংস	...	...	৩	২	২০
দারুকের হস্তিনাগমন এবং বজ্র, বলভদ্র ও বাসুদেবের প্রাণত্যাগ		..	৫	২	৩৭
অর্জ্জুনের দ্বারকায় আগমন	...	...	৭	২	১৩
বসুদেবের সহিত অর্জ্জুনের সাক্ষাৎকার	..	...	৮	১	২০
বসুদেবের প্রাণত্যাগ এবং অর্জ্জুন কর্ত্তৃক বসুদেবাদি বৃষ্ণিবংশীয়দিগের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যসম্পাদন		...	৯	১	৩০
স্ত্রীগণসমভিব্যাহারে অর্জ্জুনের দ্বারকাপরিত্যাগ ও পথিমধ্যে দস্যুগণ কর্ত্তৃক কামিনী অপহরণ		...	১০	২	৩৫
বেদব্যাসের আশ্রমে অর্জ্জুনের আগমন, যদুবংশবিনাশ-কীর্ত্তন এবং হস্তিনায় প্রতিগমন		...	১২	১	২৬

মৌসলপর্ব্বের সূচিপত্র সম্পূর্ণ।

প্রকরণ		পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি
মহাভারতীয় মহাপ্রস্থানিক পর্ব্বের সূচিপত্র।				
যুধিষ্ঠিরাদির মহাপ্রস্থান ...	..	১	১	১
সমুদ্রতীরে যুধিষ্ঠিরাদির সহিত অগ্নির সাক্ষাৎকার এবং অর্জ্জুনের গাণ্ডীবধনু ও অক্ষয় তূণীরপরিত্যাগ	...	২	১	৯
দ্রৌপদী প্রভৃতির অধঃপতন ...	...	৩	১	২০
যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎকার ও স্বর্গারোহণ	..	৪	২	৬
মহাপ্রস্থানিক পর্ব্বের সূচিপত্র সম্পূর্ণ।				
মহাভারতীয় স্বর্গারোহণ পর্ব্বের সূচিপত্র।				
স্বর্গে দুর্য্যোধনের ঐশ্বর্য্যদর্শনে যুধিষ্ঠিরের ক্রোধ এবং ভ্রাতৃগণের সহিত সাক্ষাৎকারলাভবাসনা	...	১	১	১
যুধিষ্ঠিরের নরকদর্শন ...	..	২	১	৩৭
দেবগণের সহিত যুধিষ্ঠিরের সাক্ষাৎকারলাভ এবং মন্দাকিনী-সলিলে কলেবরপরিত্যাগ	...	৪	২	১৫
যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক কর্ণ, অর্জ্জুন ও ভীমসেনাদির দিব্যমূর্ত্তিদর্শন	...	৬	১	৩০
যুধিষ্ঠিরাদির চরমগতি কীর্ত্তন	...	৭	১	২২
মহাভারতপাঠের ফল এবং ভারতপাঠ ও শ্রবণের ফলশ্রুতিকীর্ত্তন	...	৯	২	১৬
স্বর্গারোহণ পর্ব্বের সূচিপত্র সম্পূর্ণ।				
গ্রন্থার্পণ	...	১	১	১
উপসংহার ও দ্বিতীয় কল্পের বিজ্ঞাপন	...	১	১	১
মহাভারতের সূচিপত্র সম্পূর্ণ				

মহাভারত।

আশ্বমেধিক পর্ব্ব।

অশ্বমেধিক পর্ব্বাধ্যায়।

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম, নর ও দেবী সরস্বতীরে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মের উদ্দেশে তর্পণাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহারে অগ্রবর্ত্তী করিয়া ব্যাকুলিত চিত্তে গঙ্গার গর্ভ হইতে তীরে উত্থিত হইয়া ব্যাধবিদ্ধ মাতঙ্গের ন্যায় বাষ্পাকুললোচনে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন ভীম বাসুদেবের নিদেশানুসারে তৎক্ষণাৎ তাঁহারে গ্রহণ করিলেন। মহাত্মা বাসুদেব "মহারাজ! ধৈর্য্যাবলম্বন করুন" এই বলিয়া তাঁহারে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন; অন্যান্য ভূপালগণ তাঁহারে দুঃখিতচিত্তে বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া যার পর নাই শোকাকুল হইলেন এবং অর্জ্জুন প্রভৃতি পাণ্ডবগণ তাঁহারে বিচেতনপ্রায় অবলোকন করিয়া শোকাকুলিত চিত্তে তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিলেন।

ঐ সময় পুত্রশোকসন্তপ্ত প্রজ্ঞাচক্ষু ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তুমি এক্ষণে এই ধরাশয্যা হইতে উত্থিত হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে যত্নবান হও। তুমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে এই পৃথিবী অধিকার করিয়াছ; অতঃপর ভ্রাতা ও অন্যান্য সুহৃদ্গণ সমভিব্যাহারে ইহা উপভোগ কর। এক্ষণে তোমার ত শোক করিবার কিছুমাত্র কারণ দেখি না। আমার ও গান্ধারীর শত পুত্র স্বপ্নলব্ধ ধনের ন্যায় বিনষ্ট হইয়াছে; সুতরাং আমাদিগেরই শোক করা কর্ত্তব্য। আমি পূর্ব্বে দুর্ব্বুদ্ধিবশত সর্ব্বজ্ঞ বিদুরের হিতকর বাক্য গ্রহণ করি নাই। ধর্ম্মপরায়ণ বিদুর আমারে দ্যূতক্রীড়া সময়ে কহিয়াছিল, "মহারাজ! দুর্য্যোধনের অপরাধে আপনার কুল সমূলে নির্ম্মূল হইবে। এক্ষণে যদি আপনার কুল রক্ষা করিবার অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে আপনি আমার বাক্যানুসারে অনতিবিলম্বেই ঐ দুর্ব্বুদ্ধিরে পরিত্যাগ এবং যাহাতে উহার সহিত কর্ণ ও শকুনির সাক্ষাৎকার না হয়, তাহার উপায় বিধান করুন। এক্ষণে অবিবাদে দ্যূত নিবারণ করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যে

অভিষেক করা আপনার কর্ত্তব্য। ঐ মহাত্মাই ধর্ম্মানুসারে এই পৃথিবী পালন করিবেন। অথবা যদি ধর্ম্মরাজের রাজ্যলাভ আপনার অভিমত না হয়, তাহা হইলে আপনি স্বয়ংই রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া সকলের প্রতি সমভাবে দৃষ্টিপাত করুন। জ্ঞাতিবর্গ আপনারে অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হউন।„ তৎকালে দূরদর্শী মহাত্মা বিদুর আমারে বারংবার এইরূপ কহিলে আমি তাহার বাক্যে অনাদর প্রদর্শন করিয়া দুর্য্যোধনেরই পক্ষপাতী হইয়াছিলাম। এক্ষণে সেই বিদুরের বাক্য উল্লঙ্ঘনের সমুচিত ফল লাভ করিয়া শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে আমি ও গান্ধারী আমরা উভয়েই এই বৃদ্ধাবস্থায় শোকদুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়াছি। অতএব তুমি শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক একবার আমাদিগের প্রতি নেত্রপাত কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

হে মহারাজ! ধীমান ধৃতরাষ্ট্র এই কথা কহিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন মহাত্মা বাসুদেব তাঁহারে নিতান্ত বিমনায়মান দেখিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পরলোকগত ব্যক্তিদিগের উদ্দেশে সমধিক শোক করিলে তাঁহারা নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব এক্ষণে আপনি শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রভূত দক্ষিণাদানসহকারে বিধানানুসারে যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন। সোমরস দ্বারা দেবগণের, স্বধা দ্বারা পিতৃগণের, অন্নপান দ্বারা অতিথিগণের এবং প্রার্থনাধিক অর্থ দান দ্বারা দরিদ্রগণের তৃপ্তিসাধন করুন। যাহা জানিবার, তাহা জানিয়াছেন এবং যাহা কর্ত্তব্য, তাহারও অনুষ্ঠান করিয়াছেন। মহাত্মা ভীষ্ম, ব্যাস, নারদ ও বিদুরের অনুগ্রহে রাজধর্ম্ম সমুদায় আপনার শ্রুতিগোচর হইয়াছে। অতএব মূঢ়ের ন্যায় কার্য্য করা আপনার বিধেয় হইতেছে না; এক্ষণে পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় অধ্যবসায় সহকারে রাজ্যভার বহন করুন। যশ দ্বারা স্বর্গ লাভ করাই ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য। যাঁহারা সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিশ্চয়ই স্বর্গ লাভ হইয়াছে। যাহা হউক, ভবিতব্যই এই লোকক্ষয়ের কারণ। অতএব এক্ষণে শোক পরিত্যাগ করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। রণক্ষেত্রে যাঁহাদিগের মৃত্যু হইয়াছে, আপনি কখনই তাঁহাদিগের দর্শন লাভ করিতে পারিবেন না।

মহামতি বাসুদেব এই কথা কহিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বাসুদেব! তুমি আমার প্রতি যেরূপ প্রীতি প্রদর্শন কর, আমি তাহা বিলক্ষণ অবগত আছি। তুমি আমার প্রতি সুহৃদ্ভাব প্রদর্শন করিয়া আমারে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়া থাক। এক্ষণে তুমি যদি প্রীতমনে আমারে তপোবনগমনে অনুমতি প্রদান কর, তাহা হইলে আমার যার পর নাই প্রিয়ানুষ্ঠান করা হয়। মহাবীর কর্ণ ও পিতামহ ভীষ্মের লোকান্তর প্রাপ্তি হওয়াতে আমি কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না, এক্ষণে যে কার্য্য অনুষ্ঠান করিলে আমি এই ঘোরতর পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি, যাহা দ্বারা আমার মনে পবিত্রতার সঞ্চার হইতে পারে, তুমি তাহারই উপায় বিধান কর।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপ শোকাবহ বাক্য প্রয়োগ করিলে মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহারে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, বৎস! তোমার বুদ্ধি অদ্যাপি পরিপক্ক হয় নাই।

তুমি এখনও বাল্যভাবে বিমোহিত হইতেছ। কিন্তু আমরা তোমারে এইরূপ দেখিয়াও বারংবার বৃথা বাক্যব্যয় করিতেছি। যাহাদিগের যুদ্ধই জীবিকা, তুমি সেই ক্ষত্রিয়দিগের ধর্ম্ম বিলক্ষণ অবগত আছ। স্বধর্ম্মনিরত নরপতিগণ কখনই শোকদুঃখে নিমগ্ন হন না। তুমি আমার নিকট মোক্ষধর্ম্ম সমুদায় শ্রবণ করিয়াছ। আমি বারংবার তোমার বিবিধ বিষয়ে সন্দেহ দূর করিয়া দিয়াছি। এক্ষণে যখন উপদেশের কিছুমাত্র ফল দর্শে নাই, তখন বোধ হইতেছে, যে তুমি আমার নিকট যাহা যাহা শ্রবণ করিয়াছ, তত্তদ্বিষয়ে তোমার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা না থাকাতে তুমি তৎসমুদায় বিস্মৃত হইয়া গিয়াছ। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি আর শোকাকুল হইও না। অজ্ঞানতা তোমারে অচিরাৎ পরিত্যাগ করুক। তুমি সকল বিষয়েরই প্রায়শ্চিত্ত অবগত আছ এবং রাজধর্ম্ম ও দানধর্ম্মও সম্যক জ্ঞাত হইয়াছ। অতএব সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হইয়া অজ্ঞানের ন্যায় বিমোহিত হওয়া তোমার নিতান্ত অনুচিত।

তৃতীয় অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! তুমি অদ্যাপি বিশেষ রূপ জ্ঞানলাভে সমর্থ হও নাই। ইহলোকে কেহই স্বয়ং কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারে না। সকলেই ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া সাধু বা অসাধু কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। অতএব অনুতাপ পরিত্যাগ করা লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি আপনারে পাপপরায়ণ বলিয়া জ্ঞান করিতেছ। অতএব যে যে কার্য্য দ্বারা মনুষ্যের পাপ ধ্বংস হয়, আমি তৎসমুদায় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দুষ্কর্ম্মকারী ব্যক্তিরা দান, তপস্যা ও যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। দেবাসুরগণও পুণ্যলাভের নিমিত্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। যজ্ঞের তুল্য উৎকৃষ্ট কার্য্য আর কিছুই নাই। দেবগণ যজ্ঞানুষ্ঠানপ্রভাবেই সমধিক পরাক্রান্ত হইয়া দানবগণকে পরাজিত করিয়াছেন। অতএব তুমি দশরথাত্মজ শ্রীরাম ও তোমার পূর্ব্বপিতামহ শকুন্তলাগর্ভসম্ভূত মহারাজ ভরতের ন্যায় যথাবিধানে রাজসূয়, সর্ব্বমেধ ও অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। অশ্বমেধ যজ্ঞ অতি উৎকৃষ্ট। যথাবিধি দক্ষিণাদান সহকারে ঐ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা তোমার উচিত।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে ভূপালদিগের নিশ্চয়ই পবিত্রতা লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু এক্ষণে উহার অনুষ্ঠান করা আমার পক্ষে সহজ নহে। আমার অল্পমাত্রও ধন নাই, আমি এই সমুদায় জ্ঞাতিবধের হেতুভূত হইয়াও কিছুমাত্র দান করিতে পারিলাম না। আমার ঐশ্বর্য্য একবারে নিঃশেষিত হইয়াছে। আর যে সমুদায় রাজপুত্র এই স্থানে বিদ্যমান আছেন, তাঁহারাও নিতান্ত দীনভাবাপন্ন ও ক্ষত বিক্ষত হইয়াছেন; সুতরাং এক্ষণে তাঁহাদিগের নিকটও অর্থ প্রার্থনা করা আমার নিতান্ত অনুচিত। দুর্য্যোধনের অপরাধেই পৃথিবীস্থ ভূপালগণের সংহার ও আমাদিগের অকীর্ত্তি লাভ হইয়াছে। দুরাত্মা দুর্য্যোধনের অর্থলালসায় পৃথিবী একবারে বীরশূন্য ও ধনশূন্য হইয়াছে। সুতরাং এ সময় অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কি রূপে সম্ভবপর হইতে পারে? বিশেষত অশ্বমেধ যজ্ঞে পৃথিবীরে দক্ষিণা দান করাই প্রধান কল্প বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অন্যান্য প্রকার দক্ষিণাদান উহার অনুকল্প; কিন্তু অনুকল্প অবলম্বন করিতে আমার কিছুতেই প্রবৃত্তি হয়

না। অতএব আপনি এক্ষণে আমারে সময়োচিত উপদেশ প্রদান করুন।

তখন ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে মহর্ষি বেদব্যাস ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি চিন্তাকুল হইও না। তোমার ধনাগার এক্ষণে ধনশূন্য হইয়াছে বটে, কিন্তু অচিরাৎ উহা বিবিধ ধনে পরিপূর্ণ হইতে পারে। পূর্ব্বে মহারাজ মরুত্ত হিমালয় পর্ব্বতে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে রাশি রাশি সুবর্ণ প্রদান করাতে ব্রাহ্মণগণ তৎসমুদায় বহন করিতে না পারিয়া পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। সেই সমুদায় সুবর্ণ অদ্যাপি সেইস্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে। এক্ষণে তৎসমুদায় আনয়ন করিলে অনায়াসেই তোমার যজ্ঞ সম্পন্ন হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! মহাত্মা মরুত্ত কোন্ সময়ে পৃথিবীর অধীশ্বর ছিলেন এবং কি রূপেই বা তাহাঁর তাদৃশ সুবর্ণরাশি সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বেদব্যাস কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে করন্ধমবংশসম্ভূত মহাত্মা মরুত্তের বিষয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সত্যযুগে প্রথমত বৈবস্বত মনু রাজা হইয়া রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহা হইতে মহারাজ প্রসন্ধির উৎপত্তি হয়। প্রসন্ধির ঔরসে মহাত্মা ক্ষুপ ও ক্ষুপের ঔরসে ইক্ষ্বাকু জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজ ইক্ষ্বাকুর একশত ধার্ম্মিক পুত্র জন্মিয়াছিলেন। ইক্ষ্বাকু তাঁহাদের সকলকেই রাজপদে অভিষিক্ত করেন। উহাঁদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠের নাম বিংশ; ধনুর্ব্বিদ্যায় উহাঁর বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। উনি বিবিংশ নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। মহাত্মা বিবিংশের ঔরসে পঞ্চদশ পুত্র সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাহাঁরা সকলেই ধনুর্ব্বিদ্যাবিশারদ, সত্যবাদী, দানধর্ম্মনিরত ও পরাক্রমশালী ছিলেন। তাহাঁদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা খলীনেত্র সমুদায় ভ্রাতারে নিপীড়িত করিয়া বাহুবলে সমুদায় রাজ্য পরাজয় পূর্ব্বক পৃথিবীতে একাধিপত্য সংস্থাপন করেন। খলীনেত্র এইরূপ অসাধারণ প্রভাবশালী ছিলেন, তথাপি প্রজাগণ তাহাঁর প্রতি অনুরক্ত না হইয়া তাহাঁরে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাহাঁর পুত্র সুবর্চ্চারে রাজ্য প্রদান করিয়াছিল। মহাত্মা সুবর্চ্চাও পিতারে রাজ্যচ্যুত দেখিয়া শঙ্কিতচিত্তে যথোচিত যত্নসহকারে প্রতিনিয়ত প্রজাগণের হিতসাধনে তৎপর হইয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণপ্রিয়, সত্যবাদী, পবিত্র ও শমদমাদি গুণসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া সমুদায় প্রজাই তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছিল। তিনি এইরূপ ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিলেও কিয়দ্দিন পরে তাঁহার কোশ ও বাহন সমুদায় বিনষ্ট হইল। ঐ সুযোগে অধীনস্থ ভূপালগণ চতুর্দ্দিক হইতে সমাগত হইয়া তাহাঁরে আক্রমণ ও পীড়ন করিতে লাগিলেন। মহারাজ সুবর্চ্চা ঐ সময় ভৃত্য ও পুরবাসিগণের সহিত যাহার পর নাই বিপদাক্রান্ত হইলেন। শত্রুগণ কেবল তাহাঁর ধার্ম্মিকতানিবন্ধন তাহাঁর প্রাণ সংহার করিতে সমর্থ হইল না। পরিশেষে তিনি যদৃচ্ছাক্রমে করদ্বয় সংপুটিত করিয়া তাহাতে মুখমারুৎ সংযোগ করিবামাত্র তাঁহার অলৌকিক পরাক্রম প্রাদুর্ভূত হইল। তখন তিনি অনায়াসে সমুদায় বিপক্ষ ভূপতিরে পরাজিত করিলেন। এই নিমিত্ত অদ্যাপি সেই মহাত্মা সুবর্চ্চার নাম করন্ধম বলিয়া বিখ্যাত রহিয়াছে। ঐ মহাত্মা ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে অবিক্ষিৎ নামে এক ইন্দ্রতুল্য রূপবলসম্পন্ন দুর্জ্জয়

পুত্র উৎপাদন করেন। ঐ অবিক্ষিৎ রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে সমুদায় প্রজাই তাঁহার বশীভূত হইয়াছিল। তিনি ধর্ম্ম-পরায়ণ, যজ্ঞশীল, ধৈর্য্যশালী, সংযতেন্দ্রিয়, শমদমাদিগুণসম্পন্ন, সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশীল, বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিমান্ ও হিমালয়ের ন্যায় স্থিরপ্রকৃতি ছিলেন। তিনি কায়মনোবাক্যে প্রজা-গণের প্রীতিবর্দ্ধন পূর্ব্বক যথাবিধানে শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। মহাত্মা অঙ্গিরা স্বয়ং তাঁহার যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া-ছিলেন। ঐ মহাত্মাই অযুত নাগের তুল্য পরাক্রমশালী, মূর্ত্তিমান্ বিষ্ণুস্বরূপ মহা-রাজ মরুত্তকে উৎপাদন করেন। মহাত্মা মরুত্ত যজ্ঞাভিলাষী হইয়া হিমালয়ের উত্তর পার্শ্ববর্ত্তী সুমেরু পর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক অসংখ্য সুবর্ণময় পাত্র প্রস্তুত করাইয়া-ছিলেন। সুমেরুর অনতিদূরবর্ত্তী এক সুবর্ণময় পর্ব্বতের নিকটেই তাঁহার যজ্ঞ-ভূমি নির্ম্মিত হয়। ঐ স্থানে স্বর্ণকারগণ নৃপতির আজ্ঞানুসারে অসংখ্য সুবর্ণময় কুণ্ড, পাত্র, স্থালী ও আসন প্রস্তুত করিয়া-ছিল। মহারাজ মরুত্ত সেই উৎকৃষ্ট স্থানে নানাদিগ্‌দেশস্থ ভূপতিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বিধি পূর্ব্বক যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! মহীপতি মরুত্ত কিরূপ পরাক্রমশালী ছিলেন? কি প্রকারে তাঁহার তাদৃশ প্রভূত সুবর্ণ লাভ হইল? এক্ষণেই বা সেই সুবর্ণরাশি কোন্ স্থানে নিপতিত রহিয়াছে? আর কি রূপেই বা তাহা আমাদিগের হস্তগত হইবে, আপনি তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

তখন মহর্ষি বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরকে সম্বো-ধন পূর্ব্বক কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! দেবতা ও অসুরগণ যেমন উভয়পক্ষই প্রজাপতি দক্ষের দৌহিত্র হইয়াও পরস্পর পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধা করেন, তদ্রূপ মহাতেজস্বী বৃহস্পতি ও তপোধন সংবর্ত্ত ইঁহারা উভয়েই অঙ্গিরার পুত্র হইয়াও পরস্পর পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধা করিতেন। কিয়দ্দিন পরে বৃহস্পতি বিদ্বেষ-বশত বারংবার সংবর্ত্তকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলে সংবর্ত্ত বিষয়স্পৃহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিগম্বরবেশে অরণ্যে গমন করি-লেন। ঐ সময় দেবরাজ ইন্দ্র অসুরগণকে পরাজিত করিয়া ত্রিলোকের অধিপতি হইয়া বৃহস্পতিরে পৌরোহিত্য কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে বৃহস্পতির পিতা মহর্ষি অঙ্গিরা নরপতি করন্ধমের কুলপুরোহিত ছিলেন। এই ভূমণ্ডল মধ্যে করন্ধমের তুল্য বলবান্ ও সদ্ব্যবহারসম্পন্ন আর কেহই ছিল না। তিনি ধার্ম্মিক, ব্রতপরায়ণ ও ইন্দ্রের তুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন। তাঁহার ধ্যানবল ও মুখমারুত প্রভাবে উৎকৃষ্ট বাহন, যোদ্ধা, নানাবিধ বন্ধু ও মহার্হ শয়নীয় সকল সমুৎ-পন্ন হইয়াছিল। তিনি স্বীয় অসাধারণ গুণরাশি দ্বারা অন্যান্য সমুদায় নরপতিরে বশীভূত করিয়া আপনার অভিলাষানুরূপ দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া পরিশেষে সশরীরে স্বর্গলাভ করেন। তাঁহার পুত্র অবিক্ষিৎ মহা-বলপরাক্রান্ত যযাতির ন্যায় ধার্ম্মিক এবং পিতার ন্যায় বিক্রম ও সদ্গুণশালী হইয়া বসুন্ধরারে স্ববশে সমানীত করিয়াছিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত মরুত্ত রাজা সেই অবিক্ষিৎ নরপতির পুত্র। সসাগরা পৃথিবী মরুত্তের প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছিলেন। ঐ মহীপাল দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত প্রতিনিয়ত স্পর্দ্ধা করিতেন। দেবরাজ ইন্দ্র যত্নবান্ হইয়াও তাঁহারে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। পরিশেষে সুররাজ মরুত্তকে অতি-ক্রম করিবার মানসে বৃহস্পতিরে আহ্বান

করিয়া দেবগণসমক্ষে তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! যদি আপনি আমার প্রিয়চিকীর্ষু হন, তাহা হইলে কখনই মরুত্ত রাজার পৌরোহিত্য কার্য্য স্বীকার করিতে পারিবেন না। আমি ত্রিলোকের অধীশ্বর; কিন্তু মরুত্ত কেবল মর্ত্ত্যলোকের অধিপতি। অতএব আপনি মৃত্যুবিহীন সুরগণের যাজক হইয়া কি রূপে মৃত্যুর বশবর্ত্তী মরুত্ত রাজার যাজনক্রিয়া সম্পাদন করিবেন। যাহা হউক, যদি আপনি মরুত্তের পৌরোহিত্য স্বীকার করেন, তাহা হইলে আপনারে আমার পৌরোহিত্য পরিত্যাগ করিতে হইবে। অতএব এক্ষণে আপনি হয় মরুত্তকে পরিত্যাগ করিয়া আমার, না হয় আমারে পরিত্যাগ করিয়া মরুত্তের পুরোহিত হউন।

দেবরাজ ইন্দ্র এই কথা কহিলে বৃহস্পতি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবেন্দ্র! তুমি জীবগণের অধিপতি। সমুদায় লোকই তোমাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তুমি নমুচি, বিশ্বরূপ ও বলদৈত্যের নিহন্তা। তোমা হইতেই দৈত্যগণের দর্প চূর্ণ হইয়াছে। তুমি সর্ব্বদা স্বর্গ ও মর্ত্ত্যলোকের ভরণপোষণ করিতেছ। অতএব তোমার পৌরোহিত্য সম্পাদন করিয়া কি রূপে মর্ত্ত্যলোকস্থিত মরুত্তের যাজনক্রিয়া স্বীকার করিব। এক্ষণে আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছি যে, আমি কদাচ মনুষ্যের যজ্ঞকার্য্যের স্রুব গ্রহণ করিব না। যদি অনল শীতল, পৃথিবী পরিবর্ত্তিত ও সূর্য্য প্রভারহিত হন, তথাপি আমার বাক্য মিথ্যা হইবে না।

সুরগুরু বৃহস্পতি এই কথা কহিলে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার বাক্য শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া স্বভবনে প্রবেশ করিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! অতঃপর বৃহস্পতিমরুত্তসংবাদ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সুরাচার্য্য বৃহস্পতি ইন্দ্রের নিকট 'মনুষ্যের যাজ্যক্রিয়া করিব না' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলে, নরপতি মরুত্ত সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অচিরাৎ বৃহত্তর যজ্ঞের আয়োজন পূর্ব্বক বৃহস্পতির সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! পূর্ব্বে আমি আপনার বাক্যানুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। এক্ষণে সেই পূর্ব্বসঙ্কল্পিত যজ্ঞ আরব্ধ করিতে উৎসুক হইয়া উপকরণ সমুদায় আহরণ করিয়াছি। অতএব আপনি আগমন পূর্ব্বক আমার যজ্ঞ সমাধান করুন।

তখন বৃহস্পতি কহিলেন, বৎস! আমি দেবরাজ ইন্দ্রের পৌরোহিত্যে বৃত ও তাঁহার নিকট মনুষ্যের যাজ্যক্রিয়া করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়াছি; অতএব আমি তোমার যাজনকার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিব না।

মরুত্ত কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার পৈতৃক যজমান; আপনারে যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকি। অতএব আপনারে অবশ্যই আমার যাজনক্রিয়া সম্পাদন করিতে হইবে।

বৃহস্পতি কহিলেন, রাজন্! আমি দেবতাদিগের পুরোহিত হইয়া কি রূপে মনুষ্যের পৌরোহিত্য করিব। অতএব তুমি এ স্থান হইতে প্রস্থান কর। আমি কখনই তোমার যাজনক্রিয়া সম্পাদন করিব না; অতঃপর তোমার যাহারে অভিলাষ হয়, যজ্ঞে বরণ কর।

বৃহস্পতি এই রূপে প্রত্যাখ্যান করিলে নরপতি মরুত্ত একান্ত লজ্জিত হইয়া তথা হইতে গৃহাভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। আগমনকালে পথিমধ্যে দেবর্ষি নারদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল। তখন তিনি বিধিপূর্ব্বক তাঁহারে অভিবাদন করিয়া

তাঁহার সমীপে কৃতাঞ্জলিপুটে বিষণ্ণভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। দেবর্ষি নারদ তাঁহারে নিতান্ত বিষণ্ণ দেখিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! আজি তোমারে এরূপ দুঃখিত দেখিতেছি কেন? কোন্ অমঙ্গল ত হয় নাই? তুমি কোন্ স্থানে গমন করিয়াছিলে এবং তোমার অপ্রসন্নতারই বা কারণ কি? যদি বক্তব্য হয়, আমার নিকট ব্যক্ত কর। আমি সাধ্যানুসারে তোমার দুঃখাপনোদন করিব।

দেবর্ষি নারদ এইরূপ কহিলে, নরপতি মরুত্ত তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবর্ষে! আমি যজ্ঞের সমুদায় উপকরণ আহরণ করিয়া বৃহস্পতিরে পৌরোহিত্যে বরণ করিবার মানসে তাঁহার নিকট গমন করিয়াছিলাম; তিনি আমারে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। অতএব আর আমার জীবন ধারণ করিতে বাসনা নাই। যখন গুরু আমারে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই আমি দূষিত হইয়াছি।

নরপতি মরুত্ত এইরূপ দুঃখ প্রকাশ করিলে দেবর্ষি নারদ তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! অঙ্গিরার কনিষ্ঠ পুত্র পরম ধার্ম্মিক সংবর্ত্ত দিগম্বরবেশে মানবদিগের বিস্ময়োৎপাদন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছেন। তুমি তাঁহার নিকট গমন করিয়া তাঁহারে প্রসন্ন কর, তাহা হইলে তিনিই তোমার যাজনক্রিয়া সম্পাদন করিবেন।

তখন নরপতি মরুত্ত নারদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবর্ষে! আপনি আমারে এই উপদেশ প্রদান করিয়া প্রাণদান করিলেন। এক্ষণে সংবর্ত্ত কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন, কি রূপে আমি তাঁহার দর্শনলাভে সমর্থ হইব এবং তাঁহার নিকট কিরূপ ব্যবহার করিলে তিনি আমারে প্রত্যাখ্যান করিবেন না, আপনি তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন। তিনি আমারে প্রত্যাখ্যান করিলে, আমি কদাচ জীবন ধারণ করিব না।

তখন দেবর্ষি নারদ কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে মহাত্মা সংবর্ত্ত উন্মত্তের ন্যায় বেশধারণ করিয়া নিত্য বিশ্বেশ্বরের দর্শনবাসনায় বারাণসীতে পরিভ্রমণ করিতেছেন। তুমি তথায় গমন করিয়া বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের দ্বারদেশে এক মৃতদেহ সংস্থাপন কর। যিনি প্রাতঃকালে বিশ্বেশ্বরের দর্শনার্থ তথায় আগমন করিয়া সেই মৃতদেহ দর্শন করিবামাত্র প্রতিনিবৃত্ত হইবেন, তিনিই সংবর্ত্ত। ঐ মহাত্মা শবদর্শনানন্তর যে দিকে গমন করুন না কেন, তুমি তাঁহার অনুগমন করিবে। পরে কোন নির্জ্জন স্থানে উপস্থিত হইলে তুমি তাঁহার সম্মুখীন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার শরণাপন্ন হইবে। যদি তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কাহার নিকট আমার বিষয় অবগত হইলে? তাহা হইলে তুমি কহিবে, আমি নারদের নিকট আপনার বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি। তুমি ঐ কথা কহিলে যদি তিনি আমার নিকট আগমন করিবার মানসে আমার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তুমি নির্ভীকচিত্তে কহিও, নারদ অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন।

দেবর্ষি নারদ এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে নরপতি মরুত্ত তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহারে অভিবাদন পূর্ব্বক বরাণসীতে গমন করিয়া বিশ্বেশ্বরের পুরীর দ্বারদেশে এক মৃতদেহ স্থাপিত করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহর্ষি সংবর্ত্ত ঐ পুরীর দ্বারদেশে প্রবেশ করিয়া শবদর্শন করিবামাত্র তথা হইতে নিবৃত্ত হইলেন। তখন মহারাজ মরুত্ত তাঁহারে পৌরোহিত্য স্বীকার করাইবার নিমিত্ত কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহর্ষি

সংবর্ত্ত নির্জ্জন স্থানে মহারাজ মরুত্তকে সম্মুখীন অবলোকন করিয়া তাঁহার গাত্রে পাংশু, কর্দ্দম, শ্লেষ্মা ও নিষ্ঠীব নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মরুত্ত তাহাতে নিবৃত্ত না হইয়া তাঁহারে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে মহর্ষি সংবর্ত্ত সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া এক বহুশাখাসমাকীর্ণ অশ্বত্থবৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় সমাসীন হইলেন। মহারাজ মরুত্তও কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সমীপে দণ্ডায়মান রহিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

তখন মহর্ষি সংবর্ত্ত নরপতি মরুত্তকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! যদি তুমি আমার প্রিয়চিকীর্ষু হও, তাহা হইলে তুমি কাহার নিকট আমার বৃত্তান্ত অবগত হইলে, তাহা যথার্থ রূপে কীর্ত্তন কর। সত্য কথা কহিলে তোমার সমুদায় মনোরথ পরিপূর্ণ হইবে; আর যদি তুমি মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইবে।

মরুত্ত কহিলেন, ভগবন্! আমি পথিমধ্যে দেবর্ষি নারদের নিকট আপনার বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি। আপনি আমার গুরুপুত্র। আমি আপনারে অবগত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি।

সংবর্ত্ত কহিলেন, রাজন্! তুমি যথার্থ কহিয়াছ, নারদ আমারে যজ্ঞকুশল বলিয়া অবগত আছেন। এক্ষণে নারদ কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন, তাহা আমার নিকট ব্যক্ত কর।

তখন মরুত্ত কহিলেন, ভগবন্! তিনি আমার নিকট আপনার বিষয় ব্যক্ত করিয়া আমারে আপনার নিকট আগমন করিতে অনুজ্ঞা প্রদান পূর্ব্বক বহ্নিমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন।

মহারাজ মরুত্ত এই কথা কহিলে মহর্ষি সংবর্ত্ত অতি কঠোর বাক্যে তাঁহারে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, রাজন্! আমি যজ্ঞকার্য্যে সমর্থ বটি; কিন্তু আমি বায়ুরোগগ্রস্ত ও বিকৃতবেশধারী, আমার চিত্তের স্থৈর্য্য নাই; অতএব কি রূপে আমাদ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিতে তোমার বাসনা হইতেছে। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বৃহস্পতি ইন্দ্রের যাজনক্রিয়ায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। তিনি কার্য্যদক্ষ; অতএব তাঁহা দ্বারা যজ্ঞাদি কার্য্য সমুদায় সম্পাদন করা তোমার কর্ত্তব্য। তিনি আমার পরম পূজ্য; সুতরাং যদিও আমি তোমার যাজনক্রিয়ায় নিযুক্ত হই, তাহা হইলে তাঁহার অনুমতি ব্যতীত হইব না। অতএব যদি তোমার আমা দ্বারা যজ্ঞ করাইবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে বৃহস্পতির অনুমতি গ্রহণ করিয়া প্রত্যাগমন কর। তাহা হইলে আমি তোমার যাজনক্রিয়া নির্ব্বাহ করিব।

তখন মরুত্ত কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি ইতিপূর্ব্বে বৃহস্পতির নিকট গমন করিয়াছিলাম। ইন্দ্র যজমান হওয়াতে তিনি আমার যজ্ঞসম্পাদন করিতে বাসনা করেন না। তিনি অসারে প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক কহিয়াছেন, যে আমি দেবপুরোহিত; মনুষ্যের যজ্ঞসম্পাদন করা আমার কর্ত্তব্য নহে। বিশেষত ইন্দ্র আমারে তোমার পৌরহিত্য করিতে নিষেধ করিয়া কহিয়াছেন যে, মরুত্ত রাজা সর্ব্বদাই আমার সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে; অতএব তাহার যজ্ঞে দীক্ষিত হওয়া আপনার নিতান্ত অনুচিত। হে ব্রহ্মন্! আপনার ভ্রাতা ইন্দ্রের সেই বাক্যে সম্মত হইয়াছেন। আমি স্নেহপ্রযুক্ত তাঁহার নিকট গমন করিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি ইন্দ্রের অনুরোধে আমার পৌরোহিত্য সম্পাদনে সম্মত হন নাই। এক্ষণে সর্ব্বস্বান্ত করিয়াও আপনার দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক ইন্দ্রকে

অতিক্রম করিতে আমার বাসনা হইয়াছে। আর আমার বৃহস্পতির নিকট গমন করিবার অভিলাষ নাই। তিনি নিরপরাধে আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

তখন সংবর্ত্ত কহিলেন, রাজন্! যদি তুমি আমার অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য্য করিতে সম্মত হও, তাহা হইলে আমি তোমার সমুদায় অভিলাষ পরিপূর্ণ করিব। আমি তোমার যাজনক্রিয়া আরম্ভ করিলে ইন্দ্র ও বৃহস্পতি ইহাঁরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আমার বিদ্বেষাচরণ করিবেন। সেই সময় আমার প্রতি তোমার দৃঢ় ভক্তি থাকে কি না, তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ হইতেছে। অতএব অগ্রে তুমিও দৃঢ় শপথ দ্বারা আমার সেই সন্দেহ ভঞ্জন কর। নতুবা আমি কুপিত হইলে তোমারে সবান্ধবে ভস্মসাৎ করিব।

মরুত্ত কহিলেন, ভগবন্! আমি যদি আপনারে কখন পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে যতদিন সূর্য্য তাপপ্রদান করিবেন ও যত কাল পর্ব্বত সমুদায় বিদ্যমান থাকিবে, তত কাল যেন আমার নরক ভোগ হয় এবং আমি যেন কদাচ সুমতি লাভে ও বিষয়-বাসনা পরিত্যাগে সমর্থ না হই।

তখন সংবর্ত্ত কহিলেন, রাজন্! এক্ষণে আমি তোমার যজ্ঞকার্য্যে হিত উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি যেরূপ উৎকৃষ্ট অক্ষয় যজ্ঞোপকরণের উপদেশ প্রদান করিব, তুমি সেইরূপ উপকরণ সংগ্রহ করিলে অনায়াসে গন্ধর্ব্বদিগের সহিত ইন্দ্রাদি দেবগণকে পরাভব করিতে পারিবে। ধন বা যজ্ঞীয় উপকরণে আমার কিছুমাত্র স্পৃহা নাই; কেবল যাহাতে আমার ভ্রাতা বৃহস্পতি ও সুররাজ ইন্দ্রের অপকার হয় এবং যাহাতে তুমি ইন্দ্রের সমকক্ষ হইতে সমর্থ হও, আমি তদ্বিষয়েই সবিশেষ চেষ্টা করিব।

অষ্টম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অতঃপর তুমি যে রূপে উৎকৃষ্ট যজ্ঞোপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিবে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। হিমালয়ের অনতিদূরে মুঞ্জবান্ নামে এক পর্ব্বত আছে। ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতি পার্ব্বতীর সহিত ঐ পর্ব্বতের শৃঙ্গ, বৃক্ষমূল ও গুহাতে পরম সুখে বিহার করিয়া থাকেন। রুদ্র, সাধ্য, বিশ্বদেব, বসু, ভূত, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, দেবর্ষি, আদিত্য, মরুৎ ও রাক্ষসগণ এবং যম, বরুণ কুবের ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় সতত তাঁহার উপাসনা করেন। কুবেরের বিকৃতাকার অনুচরগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে ক্রীড়া করিয়া থাকে। তাঁহার রূপ নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল। তাঁহার রূপ, আকার, তেজ, তপস্যা ও বীর্য্য নিরূপণ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। তিনি মুঞ্জবান্ পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া ঐ পর্ব্বতের কোন স্থানেই শীত, গ্রীষ্ম, প্রচণ্ড বায়ু, সূর্য্যের প্রখর উত্তাপ, জরা, ক্ষুৎপিপাশা, মৃত্যু ও ভয় বিদ্যমান নাই। ঐ পর্ব্বতে সূর্য্যরশ্মির ন্যায় সমুজ্জ্বল সুবর্ণরাশি বিদ্যমান আছে। কুবেরের প্রিয়চিকীর্ষু অনুচরগণ সর্ব্বদা উহা রক্ষা করিয়া থাকে। এক্ষণে তুমি সেই পর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক ভগবান্ ভূতভাবনকে "হে দেবাদিদেব! তুমি সর্ব্ববেধা, রুদ্র, শিতিকণ্ঠ, সুরূপ, সুবর্চ্চা, কপর্দ্দী, করাল, হরিচ্ছক্ষু, বরদ, ত্রিনয়ন, পূষার দন্তবিপাটক, বামন, শিব, যাম্য, অব্যক্তরূপ সদ্বৃত্ত, শঙ্কর, ক্ষেম্য, হরিকেশ, স্থাণু, পুরুষ, হরিনেত্র, মুণ্ড, কৃশ, উত্তারণ, ভাস্কর, সুতীর্থ, দেবদেব, বেগবান, ভবনীবধারী, সুবক্ত্র, সহস্রাক্ষ, কামপূরক গিরীশ, প্রশান্ত, যতী, চীরবাসা, বিল্বদণ্ডধারী, সিদ্ধ, সর্ব্বদণ্ডধর, মৃগভেত্তা, মহান্,

ধনুর্দ্ধারী, ভব, বর, ব্যোমবক্ত্র, সিদ্ধমন্ত্র, চক্ষুঃস্বরূপ, হিরণ্যবাহু, উগ্র, দিক্‌পতি, লেলিহান, গোষ্ঠ, বৃষ্টি, পশুপতি, ভূতপতি, বৃষ, মাতৃভক্ত, সেনানী, মধ্যম, স্রুবহস্ত, যতী, বুদ্ধিস্বরূপ, ভার্গব, অজ, কৃষ্ণনেত্র, বিরূপাক্ষ, তীক্ষ্ণদংষ্ট্র, তীক্ষ্ণ, বৈশ্বানরমুখ, মহাদ্যুতি, অনঙ্গ, সর্ব্বস্বরূপ, বিলোহিত, দীপ্ত, দীপ্তাক্ষ, মহৌজা, কপালমালাসম্পন্ন, সুবর্ণমুকুটধারী, মহাদেব, কৃষ্ণ, ত্র্যম্বক, অনঘ, ক্রোধন, নৃশংস, মৃদু, বেগশালী, উগ্র, পতি, পশু, কৃত্তিবাসা, দণ্ডী, তপ্ততপা, অক্রূরকর্ম্মা, সহস্রশিরা, সহস্রচরণ, ত্রিপুরহন্তা, বসুরূপ, দংষ্ট্রী, সুবর্ণরেতা, সুরূপ, অনন্ত, মহাদ্যুতি, পিনাকী, মহাযোগী, অব্যয়, ত্রিশূলহস্ত, ভুবনেশ্বর, ত্রিলোকেশ, মহৌজা, সর্ব্বভূতের সৃষ্টিকর্ত্তা, ধারণ, ধরণীধর, ঈশান, শিব, বিশ্বেশ্বর, ভব, উমাপতি বিশ্বরূপ, মহেশ্বর, দশভুজ, দিব্যবৃষধ্বজ, উগ্র, রৌদ্র, গৌরীশ্বর, ঈশ্বর, শিতিকণ্ঠ, অজ, শুক্র, পৃথু, পৃথুহর, বর ও চতুর্ম্মুখ, তোমারে নমস্কার,, বলিয়া প্রণাম কর। তুমি সেই সনাতন দেবাদিদেবকে নমস্কার করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলে অবশ্যই তোমার সেই সুবর্ণরাশি লাভ হইবে। তাহা হইলেই তুমি তদ্দ্বারা অতি উৎকৃষ্ট যজ্ঞপাত্র সমুদায় নির্ম্মাণ করাইতে পারিবে। অতএব তুমি অবিলম্বে স্বীয় দূতগণকে সুবর্ণ বহনার্থ মুঞ্জবান্ পর্ব্বতে গমন করিতে আদেশ করিয়া স্বয়ং তথায় গমন কর।

মহাত্মা সংবর্ত্ত এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে মহারাজ মরুত্ত অচিরাৎ মুঞ্জবান্ পর্ব্বতে গমন ও ভগবান্ ভবানীপতির সন্তোষসম্পাদন পূর্ব্বক সেই সুবর্ণরাশি লাভ করিয়া যজ্ঞের আয়োজন করিতে লাগিলেন। শিল্পকরেরা সুবর্ণময় পাত্র সমুদায় প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। এ দিকে সুরপুরোহিত বৃহস্পতি মহারাজ মরুত্তের দেবদুর্লভ সুখসমৃদ্ধ যজ্ঞের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নিতান্ত সন্তাপিত হইলেন। তাঁহার ভ্রাতা সংবর্ত্ত ঐ যজ্ঞে পৌরোহিত্য করিয়া অতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইবেন, বিবেচনা করিয়া তাঁহার শরীর দিন দিন ক্ষীণ ও বিবর্ণ হইতে লাগিল।

নবম অধ্যায়।

ঐ সময় সুররাজ ইন্দ্র বৃহস্পতিরে সন্তপ্ত জানিয়া তাঁহার সন্তাপের কারণ অবগত হইবার নিমিত্ত সুরগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার সমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, সুরাচার্য্য! আপনি ত পরমসুখে নিদ্রিত হইয়া থাকেন? আপনার পরিচারকেরা ত আপনারে যথোচিত পরিচর্য্যা করে? আপনি ত সতত সুরগণের সুখ প্রার্থনা করিয়া থাকেন? দেবতারা ত আপনারে সতত প্রতিপালন করিতেছেন?

বৃহস্পতি কহিলেন, সুররাজ! আমি পরম সুখে নিদ্রিত হই। আমার পরিচারকেরা যথোচিত পরিচর্য্যা দ্বারা আমার প্রীতি উৎপাদন করিয়া থাকে। আমি নিরন্তর দেবগণের সুখপ্রার্থনা করি এবং দেবগণও আমারে প্রতিনিয়ত প্রতিপালন করিয়া থাকেন।

ইন্দ্র কহিলেন, সুরাচার্য্য! তবে আপনার মুখশ্রী কি নিমিত্ত পাণ্ডুবর্ণ হইল? আর আপনার শারীরিক ও মানসিক দুঃখেরই বা কারণ কি? আপনি তাহা অকপটে কীর্ত্তন করুন। যাহারা আপনার দুঃখের কারণ, আমি অবশ্যই তাহাদিগকে বিনষ্ট করিব।

বৃহস্পতি কহিলেন, দেবরাজ! আমি শুনিয়াছি, রাজা মরুত্ত প্রভূত দক্ষিণাদান সহকারে এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছে। আমার ভ্রাতা সংবর্ত্ত সেই যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছে। এক্ষণে আমার ইচ্ছা এই যে, সংবর্ত্ত মরুত্তের যাজনকার্য্য না করে।

ইন্দ্র কহিলেন, সুরাচার্য্য! আপনি দেবগণের পুরোহিত, আপনার সকল কামনাই পূর্ণ হইয়াছে এবং আপনি স্বপ্রভাববলে জরামৃত্যু উভয়কেই অতিক্রম করিয়াছেন। অতএব সংবর্ত্ত হইতে আপনার কি অপকারের সম্ভাবনা?

বৃহস্পতি কহিলেন, সুররাজ! তুমি অসুরগণের মধ্যে যাহাদিগকে সমৃদ্ধিশালী দেখ, দেবগণের সহিত সমবেত হইয়া তাহাদিগকেই সংহার করিয়া থাক। সুতরাং শত্রুর সমৃদ্ধি দর্শন যে নিতান্ত দুঃখাবহ, তাহা তোমার অবিদিত নাই। সংবর্ত্ত আমার প্রধান শত্রু; এক্ষণে তাহার সমৃদ্ধি দর্শনই আমার অসুখের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। আমার শত্রু পরিবর্দ্ধিত হইবে বিবেচনা করিয়াই আমি এইরূপ বিবর্ণ হইয়াছি। অতএব তুমি এক্ষণে যে কোন উপায়ে হউক হয় সংবর্ত্ত, না হয় রাজা মরুত্তের নিগ্রহ কর।

সুরগুরু এই কথা কহিলে, দেবেন্দ্র অগ্নিরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হুতাশন! তুমি এক্ষণে বৃহস্পতিরে রাজা মরুত্তের নিকট লইয়া গিয়া বল, এই সুরগুরু তোমার যাজনকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তোমারে অমরত্ব প্রদান করিবেন।

দেবরাজ এইরূপ অনুরোধ করিলে অগ্নি তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবরাজ! আমি তোমার বাক্যরক্ষা ও বৃহস্পতির সৎকারের নিমিত্ত দূতরূপে রাজা মরুত্তের নিকট ইহাঁরে লইয়া চলিলাম। এই বলিয়া হুতাশন গ্রীষ্মকালীন প্রচণ্ড বায়ুর ন্যায় বন উপবন সমুদায় বিমর্দ্দিত করিয়া অচিরাৎ বৃহস্পতির সহিত মরুত্তের নিকট উপস্থিত হইলেন।

তখন মরুত্ত রাজা হুতাশনকে সমুপস্থিত দেখিয়া সংবর্ত্তকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষে! আজি অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিলাম। হুতাশন স্বয়ং আমার যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন। অতএব আপনি শীঘ্র উহাঁরে আসন, পাদ্য, অর্ঘ ও মধুপর্ক প্রদান করুন।

অগ্নি কহিলেন, রাজন! আমি তোমার বাক্যেই আসন ও পাদ্যাদি প্রাপ্ত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলাম। ইন্দ্র আমারে দূতরূপে তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

মরুত্ত কহিলেন, ভগবন! দেবরাজ ইন্দ্র ত সুখে অবস্থান করিতেছেন? তিনি ত আমাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট আছেন। এবং দেবগণ ত তাঁহার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করেন না?

অগ্নি কহিলেন, রাজন! পুরন্দর পরম সুখে অবস্থান করিতেছেন। তিনি তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট রহিয়াছেন। দেবতারাও তাঁহার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করেন নাই। তিনি এক্ষণে তোমার নিকট বৃহস্পতিরে সমর্পণ করিতে আমারে প্রেরণ করিয়াছেন। অতঃপর এই সুরগুরু বৃহস্পতি তোমার যাজনক্রিয়া সম্পাদন করিয়া তোমারে অমরত্ব প্রদান করুন।

মরুত্ত কহিলেন, মহাত্মন! মহর্ষি সংবর্ত্ত আমার যাজনক্রিয়া সম্পাদন করিতেছেন। অতএব আমি বৃহস্পতির নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিতেছি যে, উনি অমর পুরন্দরের পুরোহিত হইয়া এক্ষণে মৃত্যুবশবর্ত্তী মরুত্তের পৌরোহিত্য না করেন।

তখন অগ্নি কহিলেন, রাজন! যদি তুমি বৃহস্পতিরে পৌরোহিত্যে বরণ কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই যশস্বী হইয়া অত্যুৎকৃষ্ট মনুষ্যলোক, প্রজাপতিলোক ও স্বর্গলোক সমুদায় পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে এবং সুরপতি ইন্দ্রের প্রসাদবলে স্বর্গমধ্যে কোন উৎকৃষ্ট লোকই তোমার অপ্রাপ্য থাকিবে না।

[illegible], আমি এই রূপে, মরুত্তকে প্রতারিত করিতে আরম্ভ করিলাম, মহর্ষি সংবর্ত্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া হুতাশনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, অনল! তুমি অচিরাৎ প্রস্থান কর। আর কখন মরুত্ত রাজার নিকট বৃহস্পতিরে সমর্পণ করিতে এ স্থলে আগমন করিও না। তুমি পুনরায় বৃহস্পতিরে লইয়া এ স্থানে আগমন করিলে আমি নিশ্চয়ই ক্রোধদৃষ্টিপাতে তোমারে ভস্মাবশেষ করিব। মহর্ষি সংবর্ত্ত এই কথা কহিলে, হুতাশন তাঁহার বাক্যে একান্ত ভীত ও নিতান্ত ব্যথিত হইয়া বৃহস্পতির সহিত তথা হইতে প্রস্থান পূর্ব্বক দেবসভায় সমুপস্থিত হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহারে দর্শন করিবামাত্র সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হুতাশন! আমি মরুত্ত রাজার নিকট বৃহস্পতিরে সমর্পণ করিতে তোমারে প্রেরণ করিয়াছিলাম। তুমি কি নিমিত্ত উহাঁরে লইয়া তথা হইতে প্রত্যাগমন করিলে? যজ্ঞদীক্ষিত নরপতি মরুত্ত তোমারে কি কহিয়াছে, তাহা ব্যক্ত কর।

অগ্নি কহিলেন, রাজন্! নরপতি মরুত্ত আপনার বাক্যে সম্মত হয় নাই। সে কৃতাঞ্জলিপুটে বৃহস্পতিরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। আমি বৃহস্পতিরে পৌরোহিত্যে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত মরুত্তকে বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু সে কিছুতেই সম্মত হইল না। সে কহিল, সংবর্ত্তই আমার যাজনক্রিয়া সম্পাদন করিবেন। বৃহস্পতি যজ্ঞ করিলে যদি আমার উৎকৃষ্ট মনুষ্যলোক ও প্রজাপতি লোকসমুদায় লাভ হয়, তথাপি আমি সুরগুরু দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিব না।

ইন্দ্র কহিলেন, হুতাশন! তুমি পুনর্ব্বার মরুত্ত রাজার নিকট গমন করিয়া তাহাতে আমার অনুরোধ বিজ্ঞাপন কর। যদি সে তাহাতেও আমার বচন রক্ষা না করে, তাহা হইলে আমি নিজ [illegible] বজ্রপ্রহার করিব।

অগ্নি কহিলেন, রাজন্! গন্ধর্ব্বাধিপতি ধৃতরাষ্ট্র তথায় গমন করুন। আমার তথায় গমন করিতে শঙ্কা হইতেছে। ব্রহ্মচারী মহর্ষি সংবর্ত্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আমারে কহিয়াছেন যে, যদি তুমি পুনরায় মরুত্ত রাজার নিকট বৃহস্পতিরে সমর্পণ করিতে আগমন কর, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই ক্রোধ দৃষ্টিপাতে তোমারে ভস্মাবশেষ করিব।

ইন্দ্র কহিলেন, হুতাশন! তুমিই সকলকে দগ্ধ করিয়া থাক। তোমা ভিন্ন দাহকর্ত্তা আর কেহই নাই। তোমার সংস্পর্শে সমুদায় লোক ভীত হয়; অতএব সংবর্ত্ত যে তোমারে ভস্ম করিবেন, এ কথায় আমার শ্রদ্ধা হইতেছে না।

অগ্নি কহিলেন, দেবেন্দ্র! আপনি অসংখ্য সৈন্য দ্বারা সসাগরা পৃথিবী ও সমুদায় স্বর্গলোক পরিবেষ্টিত করিতে পারেন, তবে বৃত্রাসুর কি রূপে আপনার স্বর্গলোক অপহরণ করিয়াছিল?

ইন্দ্র কহিলেন, হুতাশন! আমি সামান্য যুদ্ধে ঐরাবতকে প্রেরণ, শক্রদত্ত সোমরস পান ও দুর্ব্বলের প্রতি বজ্রনিক্ষেপ করি নাই। আমি স্বীয় বাহুবলে পৃথিবী হইতে কালকেয় গণকে অন্তরীক্ষ হইতে দানবগণকে এবং স্বর্গ হইতে প্রহ্লাদকে দূরীভূত করিয়াছি। অতএব মর্ত্ত্যলোকমধ্যে কোন ব্যক্তি আমার সহিত শত্রুতাচরণ করিয়া অস্ত্রপ্রহার করিতে সমর্থ হইবে?

অগ্নি কহিলেন, রাজন্! আপনি সর্য্যাতি রাজার যজ্ঞ স্মরণ করুন। মহর্ষি চ্যবন ঐ যজ্ঞে ঋত্বিক হইয়া যখন অশ্বিনীকুমারদিগের সহিত সোমরস পান করেন, তখন আপনি তাঁহারে নিষেধ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি অশ্বিনীকুমার [illegible]

কর্ণপাতও করেন নাই। ঐ সময়ে আপনি সেই মহর্ষিকর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া তাঁহারে ঘোরতর বজ্রপ্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু কোনক্রমেই তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। মহর্ষি চ্যবন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তপোবলে অনায়াসে আপনার বাহু স্তম্ভিত করিয়া মদনামে এক ভীষণমূর্ত্তি অসুরের সৃষ্টি করিলেন। সেই অসুরের বিকটমূর্ত্তি দর্শনে তৎকালে আপনারে নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিতে হইয়াছিল। ঐ অসুরের অধর পৃথিবী ও ওষ্ঠ স্বর্গলোক স্পর্শ করিয়াছিল। তাহার শতযোজন বিস্তৃত ঘোরতর সহস্র দন্ত রজতস্তম্ভসদৃশ দুইশত যোজন বিস্তীর্ণ দংষ্ট্রাচতুষ্টয়দর্শনে তত্রত্য সকলেরই মনে ভয় সঞ্চার হইয়াছিল। সেই অসুর আপনার বিনাশবাসনায় ঘোরতর শূল উদ্যত করিয়া আপনার প্রতি ধাবমান হয়। সেই সময় আপনি সেই বিকটমূর্ত্তি অসুরকে অবলোকন করিয়া যাহার পর নাই ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মহর্ষির শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। অতএব হে দেবেন্দ্র! ক্ষত্রিয়বল অপেক্ষা ব্রহ্মবল শ্রেষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কেহই নাই। আমি ব্রহ্মতেজ বিলক্ষণ অবগত আছি; অতএব আমার সংবর্ত্তকে পরাজয় করিতে কিছুতেই বাসনা হয় না।

দশম অধ্যায়।

তখন ইন্দ্র কহিলেন, হুতাশন! ব্রহ্মবল যে অতি উৎকৃষ্ট এবং ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম যে আর কেহই নাই, তাহা যথার্থ বটে; কিন্তু মরুত্ত রাজার পরাক্রম আমার কিছুতেই সহ্য হইতেছে না। অতএব আমি নিশ্চয়ই তাহারে বজ্রপ্রহার করিব। সুররাজ পুরন্দর অনলকে এই কথা কহিয়া গন্ধর্ব্বরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র! তুমি শীঘ্র মরুত্ত রাজার নিকট গমন করিয়া সংবর্ত্তের সমক্ষে তাহারে বল যে, মহারাজ! তুমি অচিরাৎ বৃহস্পতিরে পৌরোহিত্যে বরণ কর, নচেৎ দেবরাজ তোমারে বজ্র প্রহার করিবেন।

সুররাজ এইরূপ আদেশ করিলে গন্ধর্ব্বরাজ ধৃতরাষ্ট্র অচিরাৎ মরুত্তের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমার নাম ধৃতরাষ্ট্র; আমি গন্ধর্ব্বকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। এক্ষণে লোকাধিপতি দেবরাজ ইন্দ্র যে নিমিত্ত আপনার নিকট আমারে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। তিনি কহিয়াছেন, যদি আপনি বৃহস্পতিরে পৌরোহিত্যে বরণ না করেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই আপনার প্রতি বজ্রপ্রহার করিবেন।

তখন মরুত্ত কহিলেন, গন্ধর্ব্বরাজ! মিত্রদ্রোহী যে ব্রহ্মহত্যাসদৃশ মহাপাপে লিপ্ত হইয়া থাকে এবং তাহার যে কোন কালে নিষ্কৃতি লাভ হয় না, ইহা কি তোমার কি ইন্দ্রের কি বসুগণের কি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের কি মরুদ্গণের কাহারই অবিদিত নাই? অতএব আমি কখনই আমার পরম মিত্র সংবর্ত্তকে পরিত্যাগ করিয়া বৃহস্পতিরে পৌরোহিত্যে বরণ করিতে পারিব না। সুরগুরু বৃহস্পতি বজ্রধর দেবরাজের পৌরোহিত্য করুন। মহাত্মা সংবর্ত্তই আমার যজ্ঞ সম্পাদন করিবেন। আমি কদাচ ইহার অন্যথা করিতে পারিব না।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহারাজ! ঐ দেখুন, ভগবান্ শতক্রতু আপনার প্রতি বজ্র পরিত্যাগ করিবেন বলিয়া আকাশপথে ভীষণ সিংহনাদ করিতেছেন; অতএব এই সময়ে স্বীয় হিতচিন্তা করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য।

গন্ধর্ব্বরাজ ধৃতরাষ্ট্র এই কথা কহিলে মহারাজ মরুত্ত আকাশে ইন্দ্রের ভীষণ

গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া তপোনুষ্ঠাননিরত ধর্ম্মবিদগ্রগণ্য মহাত্মা সংবর্ত্তকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! সুররাজ অধিক দূরে অবস্থান করিতেছেন, বলিয়া আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছেন না। কিন্তু উনি বজ্রপ্রহার করিলে নিশ্চয়ই আমারে কালকবলে নিপতিত হইতে হইবে; অতএব এক্ষণে আপনি আমারে অভয় প্রদান ও আমার মঙ্গল বিধান করুন। ঐ দেখুন, দেবরাজ বজ্র ধারণ পূর্ব্বক দশদিক্ আলোকিত করিয়া আগমন করিতেছেন। উহাঁর ভয়ঙ্কর নিনাদে সভাস্থ সমস্ত লোকই নিতান্ত ব্যাকুলিত হইয়াছে।

সংবর্ত্ত কহিলেন, মহারাজ! ইন্দ্র হইতে তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। আমি অবিলম্বে সংস্তম্ভিনী বিদ্যাপ্রভাবে উহাঁর সমুদায় কার্য্য স্তম্ভিত করিয়া তোমার ভয় নিবারণ করিব। আমি সমুদায় দেবতার অস্ত্র বিনষ্ট করিতে পারি। বজ্র দিক্ সমুদায়ে নিক্ষিপ্ত, বায়ু প্রবাহিত, কাননে বারিধারা নিপতিত, সমুদ্র প্লাবিত ও আকাশপথে সৌদামিনী লক্ষিত হউক, তুমি কিছুতেই ভীত হইও না। হুতাশন তোমার মঙ্গল বিধান করুন, বা না করুন এবং ইন্দ্র তোমার কামনা পূর্ণ করিতে বা বজ্র প্রহার করিতে সমুদ্যত হউন, তাহার নিমিত্ত তোমার কিছুমাত্র চিন্তা নাই।

মরুত্ত কহিলেন, ভগবন্! বাসবের বায়ুঘোষসংবলিত ভীষণ বজ্রনিস্বন শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ বারংবার ব্যথিত হইতেছে। আমি কোন রূপে স্বাস্থ্যলাভে সমর্থ হইতেছি না।

সংবর্ত্ত কহিলেন, মহারাজ! ইন্দ্রের ভীষণ বজ্র হইতে তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। আমি বায়ুভূত হইয়া অবিলম্বে ঐ বজ্র সংহার করিতেছি, এক্ষণে তোমার আর কোন কার্য্যসাধন করিব, তাহা প্রকাশ কর।

মরুত্ত কহিলেন, ভগবন্! এক্ষণে দেবরাজ ও অন্যান্য দেবগণ সহসা এই যজ্ঞভূমিতে সমুপস্থিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট আসন সমুদায়ে উপবেশন পূর্ব্বক স্ব স্ব যজ্ঞভাগ গ্রহণ করুন।

মহারাজ মরুত্ত এই কথা কহিলে, মহর্ষি সংবর্ত্ত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক ইন্দ্রাদি দেবগণকে আহ্বান করিয়া মরুত্তকে কহিলেন, মহারাজ! ঐ দেখ, দেবরাজ আমার মন্ত্রবলে হরিদশ্বযুক্ত রথে সমারূঢ় হইয়া দেবগণের সহিত এই যজ্ঞস্থলে আগমন করিতেছেন।

মহাত্মা সংবর্ত্ত এই কথা কহিবামাত্র দেবরাজ ইন্দ্র মরুত্ত রাজার যজ্ঞীয় সোমরস পান করিতে অভিলাষী হইয়া অন্যান্য দেবগণের সহিত সেই যজ্ঞস্থলে সমুপস্থিত হইলেন। তখন মহারাজ মরুত্ত দেবগণপরিবেষ্টিত সুররাজকে সমাগত দেখিয়া পুরোহিত সমভিব্যাহারে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া যথোচিত সৎকার করিলেন। ঐ সময় মহাত্মা সংবর্ত্ত পুরন্দরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবরাজ! আপনি ত সুখে আগমন করিয়াছেন? আপনার আগমনে এই যজ্ঞ সমধিক শোভাসম্পন্ন হইল, এক্ষণে আপনি এই যজ্ঞীয় সোমরস পান করুন।

অনন্তর মহারাজ মরুত্ত পুনর্ব্বার ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনারে প্রণিপাত করিতেছি, আপনি প্রশান্তভাবে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, আজি আপনার আগমনে আমার যজ্ঞ ও জীবন সফল হইল। এই দেখুন, বৃহস্পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগবান্ সংবর্ত্ত আমার যজ্ঞ সমাপন করিতেছেন।

ইন্দ্র কহিলেন, মহারাজ! এই দীপ্ততেজা ভগবান্ সংবর্ত্তের মাহাত্ম্য আমার অবিদিত নাই। আজি আমি এই মহাত্মা কর্ত্তৃক সমাগত হইয়া তোমার প্রতি কোপ

পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রীতমনে এই যজ্ঞস্থানে সমাগত হইয়াছি।

সংবর্ত্ত কহিলেন, দেবরাজ! যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনি এই সমাজমধ্যে ভাগসমুদায় যথাযোগ্য কল্পনা ও এই যজ্ঞে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন।

মহাত্মা সংবর্ত্ত এই কথা কহিলে, দেবরাজ দেবগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সুরগণ! তোমরা অবিলম্বে স্বর্গীয়-সভার তুল্য অতি সমৃদ্ধ বিচিত্র সভা নির্ম্মাণ করিয়া উহার মধ্যে অসংখ্য স্তম্ভ এবং গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণের নৃত্যগীতাদির স্থান প্রস্তুত কর। ঐ সভাতে গন্ধর্ব্বগণ গান ও অপ্সরোগণ নৃত্য করুক।

সুররাজ এইরূপ আজ্ঞা করিলে, দেবগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহার আজ্ঞানুরূপ কার্য্য করিলেন। তখন দেবরাজ প্রীতমনে মরুত্তকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি, তোমার পিতৃলোক ও অন্যান্য দেবগণ আমরা সকলেই তোমার প্রতি প্রীত হইয়া তোমার যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতে সমুদ্যত হইয়াছি। অতএব এক্ষণে ব্রাহ্মণগণ অগ্নির প্রীতির নিমিত্ত লোহিত ছাগ, বিশ্বদেবগণের প্রীতির নিমিত্ত নানাবর্ণ ছাগ এবং অন্যান্য দেবগণের প্রীতির নিমিত্ত পবিত্র বৃষ ছেদন করুন। দেবরাজ এই কথা কহিবামাত্র যজ্ঞের উৎসব পরিবর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ হইল। দেবগণ স্বয়ং অন্ন পরিবেশন করিতে লাগিলেন এবং দেবরাজ স্বয়ং সদস্য কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

অনন্তর দ্বিতীয় পাবকের ন্যায় পরম তেজস্বী মহাত্মা সংবর্ত্ত দেবগণের নাম উল্লেখ করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন সর্ব্বাগ্রে দেবরাজ ও তৎপরে অন্যান্য দেবগণ সোমরস পান করিয়া প্রীতিলাভ পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। পরিশেষে মহারাজ মরুত্ত যজ্ঞভূমির নানাস্থানে রাশি রাশি সুবর্ণ সংস্থাপিত করিয়া ব্রাহ্মণগণকে উহা দান করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণ সেই অপরিমিত সুবর্ণবহনে অসমর্থ হইয়া অগত্যা উহার অধিকাংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অল্পাংশমাত্র গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

এই রূপে মহারাজ মরুত্তের যজ্ঞক্রিয়া সুসম্পন্ন হইলে তিনি সেই স্থানে সেই ব্রাহ্মণগণের পরিত্যক্ত সুবর্ণ সমুদায় স্তূপাকার করিয়া গুরুর আজ্ঞানুসারে রাজধানীতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সসাগরা পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! মহারাজ মরুত্ত এইরূপ গুণশালী ছিলেন। তাঁহার যজ্ঞে প্রভূত সুবর্ণ সঞ্চিত হইয়াছিল। এক্ষণে তুমি সেই সমুদায় সুবর্ণ আনয়ন করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক দেবগণের তৃপ্তিসাধন কর। মহাত্মা বেদব্যাস এই কথা কহিলে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁহার এই বাক্য শ্রবণে পরিতুষ্ট হইয়া যজ্ঞ করিবার মানসে অমাত্যদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

একাদশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অদ্ভুতকর্ম্মা মহর্ষি ব্যাস যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া মৌনাবলম্বন করিলে, বৃষ্ণিবংশাবতংস বাসুদেব সেই রাহুগ্রস্ত দিবাকরের ন্যায় সধূম অনলের ন্যায় নিতান্ত নিষ্প্রভ দুঃখিতচিত্ত ধর্ম্মরাজকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, ধর্ম্মরাজ! 'কুটিলতাই মৃত্যুর এবং সরলতাই ব্রহ্মপ্রাপ্তির কারণ।' এই বাক্যটী বিশেষ রূপে বোধগম্য হইলেই যথার্থ জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা ভিন্ন আর যত বাক্য

সকলই প্রলাপমাত্র। আপনার কোন কার্য্যই সমাহিত হয় নাই। আপনার এখনও শত্রু অবশিষ্ট আছে। আপনার শরীরের অভ্যন্তরে যে অহঙ্কাররূপ দুর্জ্জয় শত্রু রহিয়াছে, তাহা কি আপনি নিরীক্ষণ করিতেছেন না। হে মহারাজ! এক্ষণে আমি জীবের সহিত অহঙ্কারের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে অহঙ্কার পৃথিবীসমুৎপন্ন ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া জীবাত্মারে সুগন্ধ আঘ্রাণরূপ বিষয়ভোগে নিতান্ত উৎসুক করিয়াছিল। তখন জীব নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অহঙ্কারের প্রতি বিবেকরূপ অস্ত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহারে দূরীভূত করিলেন। অনন্তর অহঙ্কার জলসমুৎপন্ন রসনেন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া জীবাত্মারে রসাস্বাদনে সমুৎসুক করিল। তদ্দর্শনে জীব অহঙ্কারের প্রতি পুনরায় বিবেকাস্ত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহারে দূরীভূত করিলেন। তখন অহঙ্কার জ্যোতিঃসমুৎপন্ন নয়নেন্দ্রিয় অধিকার করিয়া জীবকে বস্তুদর্শনে সমুৎসুক করিল। তদ্দর্শনে জীব অহঙ্কারের প্রতি পুনরায় বিবেকরূপ অস্ত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহারে অপসারিত করিলেন। অনন্তর অহঙ্কার বায়ুসমুৎপন্ন ত্বগিন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া জীবকে স্পর্শানুভবে সমুৎসুক করিল। তদ্দর্শনে জীব পুনরায় তাহার প্রতি বিবেকাস্ত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহারে দূরীভূত করিলেন। পরে অহঙ্কার আকাশসম্ভূত কর্ণেন্দ্রিয় অধিকার করিয়া জীবকে শব্দ শ্রবণে সমুৎসুক করিল। তখন জীবাত্মা ক্রোধভরে পুনরায় বিবেকরূপ অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। পরিশেষে অহঙ্কার গত্যন্তর না দেখিয়া জীবাত্মার মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। অহঙ্কার প্রবেশ করিবামাত্র জীবাত্মা মোহে একান্ত অভিভূত হইলেন। ঐ সময় গুরু তাঁহাকে তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে প্রতিবোধিত করিলেন। তখন জীবাত্মা সেই তত্ত্বজ্ঞানরূপ বজ্র দ্বারা অহঙ্কারকে এককালে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র ঋষিগণের নিকট ও তৎপরে ঋষিগণ আমার নিকট এই রহস্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! ব্যাধি দুই প্রকার, শারীরিক ও মানসিক। ঐ দুই প্রকার ব্যাধি পরস্পরের সাহায্যে পরস্পর সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। শরীরে যে ব্যাধি উপস্থিত হয় তাহারে শারীরিক এবং মনোমধ্যে যে পীড়া উপস্থিত হয়, তাহারে মানসিক ব্যাধি কহে। কফ, পিত্ত ও বায়ু এই তিনটি শরীরের গুণ, যখন এই তিন গুণ সমভাবে অবস্থান করে, তখন শরীরকে সুস্থ এবং যখন ঐ গুণত্রয়ের মধ্যে বৈষম্য উপস্থিত হয়, তখনই শরীরকে অসুস্থ বলা যায়। পিত্তের আধিক্য হইলে কফের হ্রাস ও কফের আধিক্য হইলে পিত্তের হ্রাস হইয়া থাকে। শরীরের ন্যায় আত্মারও তিনটী গুণ আছে। ঐ তিনটী গুণের নাম সত্ত্ব, রজ ও তম। ঐ গুণত্রয় সমভাবে অবস্থান করিলে আত্মার স্বাস্থ্য লাভ হয়। ঐ গুণত্রয়ের মধ্যে একের আধিক্য হইলে অন্যের হ্রাস হয়। হর্ষ উপস্থিত হইলে শোক এবং শোক উপস্থিত হইলে হর্ষ তিরোহিত হইয়া যায়। দুঃখের সময় কি কেহ সুখানুভব করে এবং সুখের সময় কি কাহার দুঃখানুভব হয়? যাহা হউক এক্ষণে সুখদুঃখ উভয়ই স্মরণ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। সুখদুঃখাতীত পরব্রহ্মকে স্মরণ করাই আপনার বিধেয়। অথবা যদি সুখদুঃখ জীবের স্বভাব সিদ্ধ বলিয়া আপনি এককালে উহা পরিত্যাগ করিতে না পারেন, তথাপি সভামধ্যে পণ্ডিতগণসমক্ষে রজস্বলা

দ্রৌপদীর কেশাম্বরকর্ষণ, আপনাদিগের অজিনধারণপূর্ব্বক নগর হইতে বহির্গমন, মহারণ্যমধ্যে অবস্থান, জটাসুর কর্ত্তৃক দ্রৌপদীহরণ, চিত্রসেনের সহিত যুদ্ধ, সিন্ধুরাজ কর্ত্তৃক দ্রৌপদীর অপমান, অজ্ঞাতবাস এবং দ্রৌপদীর গাত্রে কীচকের পদাঘাতজনিত অতীত দুঃখ সমুদায় স্মরণ করা আপনার কদাপি উচিত নহে। পূর্ব্বে ভীষ্মদ্রোণাদির সহিত আপনার যে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে একমাত্র অহঙ্কারের সহিত তাহা অপেক্ষা অধিক ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইয়াছে। ঐ যুদ্ধে অভিমুখীন হওয়া আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। যোগ ও তদুপযোগী কার্য্য সমুদায় অবলম্বন করিলেই এই যুদ্ধে জয় লাভ করিতে পারিবেন। এই যুদ্ধে শরনিকর, ভৃত্য ও বন্ধুবর্গের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই; একমাত্র মনকে সহায় করিয়া ঐ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ঐ যুদ্ধে জয়লাভ করিতে না পারিলে দুঃখের পরিসীমা থাকিবে না। অতএব আপনি আমার এই উপদেশানুসারে অচিরাৎ অহঙ্কারকে পরাজয় পূর্ব্বক শোক পরিত্যাগ করিয়া সুস্থচিত্তে পৈতৃক রাজ্য প্রতিপালন করুন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! কেবল রাজ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধিলাভ করা কদাপি সম্ভবপর নহে। ইন্দ্রিয়সমুদায়কে পরাজয় করিতে পারিলেও সিদ্ধিলাভ হয় কি না সন্দেহ। যাহারা রাজ্যাদি বিষয়সমুদায় পরিত্যাগ করিয়াও মনে মনে বিষয়ভোগের বাসনা করে তাহাদিগের ধর্ম্ম ও সুখ তোমার শত্রুগণ লাভ করুক। মমতা সংসার প্রাপ্তির ও নির্ম্মমতা ব্রহ্মলাভের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ঐ বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী মমতা ও নির্ম্মমতা লোকসমুদায়ের চিত্তে অলক্ষিতভাবে অবস্থান পূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ ও পরাজয় করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্বের অবিনশ্বরতানিবন্ধন জগতের অস্তিত্ব অবিনশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করেন, প্রাণিগণের দেহনাশ করিলেও তাঁহারে হিংসাপাপে লিপ্ত হইতে হয় না। যে ব্যক্তি স্থাবরজঙ্গমসংবলিত সমুদায় জগতের আধিপত্য লাভ করিয়াও মমতা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহারে কখনই সংসারপাশে বদ্ধ হইতে হয় না। আর যে ব্যক্তি অরণ্যে ফলমূলাদি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়াও বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিতে না পারে, তাহারে নিশ্চয়ই সংসারজালে জড়িত হইতে হয়। অতএব ইন্দ্রিয় ও বিষয় সমুদায় মায়াময় বলিয়া নিশ্চয় করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি ঐ সমুদায়ের প্রতি কিছুমাত্র মমতা না করেন, তিনি নিশ্চয়ই সংসার হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ হন। কামপরতন্ত্র মূঢ়ব্যক্তিরা কদাচ প্রশংসার আস্পদ হইতে পারে না। কামনা মন হইতে সমুৎপন্ন হয়; উহা সমুদায় প্রবৃত্তির মূল কারণ। যে সমুদায় মহাত্মা বহুজন্মের অভ্যাসবশত কামনারে অধর্ম্মরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া ফললাভের বাসনা সহকারে দান, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, ব্রত, যজ্ঞ, বিবিধ নিয়ম, ধ্যানমার্গ ও যোগমার্গ আশ্রয় না করেন, তাঁহারাই এককালে কামনারে পরাজয় করিতে সমর্থ হন। কামনিগ্রহই যথার্থ ধর্ম্ম ও মোক্ষের বীজস্বরূপ, সন্দেহ নাই।

অতঃপর পুরাবিদ্ পণ্ডিতগণ যে কামগীতা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, আমি এক্ষণে তোমার নিকট তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। কামনা স্বয়ং কহিয়াছে যে, নির্ম্মমতা ও যোগাভ্যাস ভিন্ন কেহই আমারে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি জপাদি কার্য্য দ্বারা আমারে জয় করিতে

চেষ্টা করে, আমি তাহার মনে আভিমান-রূপে অবির্ভূত হইয়া তাহার কার্য্য বিফল করিয়া থাকি। যে ব্যক্তি বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা আমারে পরাজিত করিতে চেষ্টা করে, আমি তাহার মনে জঙ্গম-মধ্যগত জীবাত্মার ন্যায় ব্যক্তরূপে উদিত হই। যে ব্যক্তি বেদবেদান্ত সমালোচন দ্বারা আমারে শাসন করিতে যত্নবান্ হয়, আমি তাহার মনে স্থাবরান্তর্গত জীবাত্মার ন্যায় অব্যক্তরূপে অবস্থান করি। যে ব্যক্তি ধৈর্য্য দ্বারা আমারে জয় করিতে চেষ্টা করে, আমি কখনই তাহার মন হইতে অপনীত হই না। যে ব্যক্তি তপস্যা দ্বারা আমারে পরাজয় করিতে যত্ন করে, আমি তাহার তপস্যাতেই প্রাদুর্ভূত হই এবং যে ব্যক্তি মোক্ষার্থী হইয়া আমারে জয় করিতে বাসনা করে, আমি তাহারে লক্ষ্য করিয়া নৃত্য ও উপহাস করিয়া থাকি। পণ্ডিতেরা আমারে সর্ব্বভূতের অবধ্য ও সনাতন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি আপনার নিকট কামগীতা সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। অতএব কামনারে পরাজয় করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। আপনি বিধি পূর্ব্বক অশ্বমেধ ও অন্যান্য সুসমৃদ্ধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া কামনারে ধর্ম্মবিষয়ে নীত করুন। বারংবার বন্ধুবিয়োগে অভিভূত হওয়া আপনার নিতান্ত অনুচিত। আপনি অনুতাপ দ্বারা কখনই তাঁহাদিগের পুনর্দ্দর্শন লাভে সমর্থ হইবেন না। অতএব এক্ষণে মহা সমারোহে সুসমৃদ্ধ যজ্ঞ সমুদায়ের অনুষ্ঠান করুন, তাহা হইলেই ইহলোকে অতুল কীর্ত্তি ও পরলোকে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভগবান্ কৃষ্ণ, বেদব্যাস, দেবস্থান, নারদ, ভীম, দ্রৌপদী, সহদেব, অর্জ্জুন ও অন্যান্য শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এককালে বন্ধুবিয়োগজনিত শোক পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর তিনি পুনরায় আত্মীয় স্বজনদিগের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য অনুষ্ঠান এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের যথোচিত সৎকার করিয়া প্রশান্তমনে পৃথিবী শাসন করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। পরে একদা তিনি মহর্ষি ব্যাস, নারদ ও অন্যান্য মহর্ষিগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে তপোধনগণ! আমি আপনাদিগের বিবিধ উপদেশ প্রভাবে সম্পূর্ণ আশ্বাস লাভ করিয়াছি; এক্ষণে আমার আর অণুমাত্রও দুঃখ নাই। হে পিতামহ বেদব্যাস! আপনি আমারে প্রভূত অর্থপ্রাপ্তির উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমি অচিরাৎ ঐ অর্থ লাভ করিয়া উহা দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব। অতঃপর আমরা আপনার প্রভাবে পরিরক্ষিত হইয়া অবিলম্বে বিবিধ অদ্ভুত পদার্থ পরিপূর্ণ হিমালয়ে গমন করিব। আপনি, দেবর্ষি নারদ ও দেবস্থান আপনারা আমারে বহুবিধ শুভ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। যে ব্যক্তির অদৃষ্ট মন্দ, সে দুঃখে নিপতিত হইলে কদাচ এইরূপ সদ্গুরুলাভে সমর্থ হয় না।

মহাত্মা যুধিষ্ঠির অনুনয়সহকারে এই কথা কহিলে, তাঁহারা কৃষ্ণের ও অর্জ্জুনের অনুজ্ঞা লাভ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্ম কর্ণ প্রভৃতি বীরগণের পারলৌকিক শুভসাধনোদ্দেশে ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর পরিমাণে অর্থদান ও শৌচকার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় সেই প্রজ্ঞাচক্ষু মহাত্মারে সান্ত্বনা করিয়া

ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! পাণ্ডবদিগের জয়লাভের পর রাজ্য নিরুপদ্রব হইলে মহাত্মা বাসুদেব ও ধনঞ্জয় ইহাঁরা কি করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবগণের জয়লাভের পর রাজ্য নিরুপদ্রব হইলে বাসুদেব ও ধনঞ্জয়ের আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। তখন তাঁহারা অশ্বিনীকুমারদ্বয় যেমন পরমাহ্লাদে নন্দনবনে বিচরণ করেন, তদ্রূপ মহা আহ্লাদে বিচিত্র বন, পর্ব্বতগুহা, পবিত্র তীর্থ, পল্বল ও নদী প্রভৃতি রমণীয় স্থান সমুদায়ে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। পরিশেষে তাঁহারা ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন পূর্ব্বক সভায় উপবিষ্ট হইয়া কথাপ্রসঙ্গে যুদ্ধবৃত্তান্ত এবং ঋষি ও দেবতাদিগের বংশ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় বাসুদেব বিবিধ বিচিত্র কথা কীর্ত্তন করিয়া ধনঞ্জয়ের সহস্র সহস্র জ্ঞাতি এবং পুত্রবিনাশজন্য শোকাপনোদন পূর্ব্বক তাঁহারে যুক্তিযুক্ত মধুর সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন, পার্থ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তোমার বাহুবল এবং ভীমসেন, নকুল ও সহদেবের পরাক্রমপ্রভাবেই এই সসাগরা ধরিত্রী পরাজয় করিয়াছেন। ধর্ম্মানুসারে এই রাজ্য অকণ্টক হইয়া তাঁহার হস্তগত এবং ধর্ম্মানুসারেই দুরাত্মা দুর্য্যোধন নিহত হইয়াছে। যে সকল অধর্ম্মপ্রবৃত্ত রাজ্যলোলুপ দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রতনয় সর্ব্বদা অপ্রিয় বাক্য ব্যবহার করিত, এক্ষণে তাহারা সকলেই পরলোকে গমন করিয়াছে। এখন রাজা যুধিষ্ঠির তোমা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া অকণ্টকে এই সাম্রাজ্য সম্ভোগ করিতেছেন। তোমার সহিত এই জনসমাজে বাস করিবার কথা দূরে থাকুক, অরণ্যে অবস্থান করিলেও আমি পরম প্রীত হইয়া থাকি। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন, নকুল ও সহদেব ইহাঁরা যে স্থানে অবস্থান করেন, সেইস্থান আমার একান্ত প্রিয়। আমি তোমার সহিত এই স্বর্গতুল্য পরম পবিত্র রমণীয় সভামধ্যে অবস্থান করিয়া বহুকাল অতিবাহিত করিলাম। একালপর্য্যন্ত আমি পুত্র, বলদেব ও বৃষ্ণিবংশীয় অন্যান্য ব্যক্তিদিগের দর্শনে বঞ্চিত রহিয়াছি। সুতরাং এক্ষণে দ্বারকা নগরীতে গমন করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে। অতএব তুমি আমার দ্বারকা গমনে অনুমোদন কর। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আমার উপদেষ্টা হইলেও যে সময়ে ভীষ্মদেব তাঁহারে যুক্তিযুক্ত উপদেশ প্রদান করেন, তৎকালে আমিও তাঁহারে অনেক উপদেশ প্রদান করিয়াছি। তিনি অবিচলিতচিত্তে তৎসমুদায় গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ধার্ম্মিক, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, বুদ্ধিমান্ ও স্থিরনিয়মসম্পন্ন। এক্ষণে যদি তোমার অভিমত হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মরাজের নিকট গমন করিয়া আমার দ্বারকাগমন প্রস্তাব কর। দ্বারকা নগরে গমনের কথা দূরে থাকুক, প্রাণরক্ষার নিমিত্তও আমি তাঁহার অপ্রিয়কার্য্য সাধন করিতে সম্মত নহি। আমি সত্য কহিতেছি, কেবল তাঁহারই প্রীতির নিমিত্ত এই যুদ্ধাদিকার্য্য সমুদায়ের অনুষ্ঠান করিয়াছি। এক্ষণে আমার এ স্থানে অবস্থানের উদ্দেশ্য সম্পন্ন হইয়াছে। ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধন সবলে নিহত হইয়াছে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও বিবিধ রত্নপূর্ণা সসাগরা পৃথিবী স্ববশে সমানীত করিয়াছেন, অতঃপর উনি সিদ্ধ মুনিগণে পরিবেষ্টিত ও বন্দিগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া ধর্ম্মানুসারে সমুদায় পৃথিবী প্রতিপালন করুন। এক্ষণে

তুমি রাজার নিকট গমন করিয়া আমার দ্বারকাগমন প্রস্তাব কর। আমি ধন প্রাণ প্রভৃতি সমুদায়ই যুধিষ্ঠিরে সমর্পণ করিয়াছি। তিনি আমার পরম প্রিয় ও মান্য। এখন তোমার সহিত একত্র অবস্থান ভিন্ন আমার এখানে বাস করিবার আর কোন প্রয়োজন নাই। অতএব এই সময়ে একবার দ্বারকা গমন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

হে মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব অমিতপরাক্রম অর্জ্জুনকে এই কথা কহিলে, তিনি অতিকষ্টে তাঁহার বাক্যে সম্মত হইলেন।

আশ্বমেধিক পর্ব্ব সমাপ্ত।

অনুগীতা পর্ব্বাধ্যায়।

ষোড়শ অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! মহাত্মা মধুসূদন ও অর্জ্জুন বিপক্ষগণকে সংহার পূর্ব্বক সেই সভায় বাস করিয়া কিরূপ কথোপকথন করিয়াছিলেন, কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন আপনাদিগের পৈতৃক রাজ্য অধিকার করিয়া বাসুদেবের সহিত সেই সভাতে বিহার করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা একদা সজ্জনগণসমভিব্যাহারে যদৃচ্ছাক্রমে স্বর্গের ন্যায় রমণীয় সেই সভার কোন এক প্রদেশে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ সময় অর্জ্জুন প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে সেই সভার শোভা সন্দর্শন করিয়া বাসুদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মধুসূদন! যুদ্ধকালে আমি তোমার মাহাত্ম্য সম্যক অবগত হইয়াছি এবং তোমার বিশ্বমূর্ত্তিও নিরীক্ষণ করিয়াছি। তুমি পূর্ব্বে বন্ধুত্ব নিবন্ধন আমারে যে সমস্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলে, আমি স্বীয় বুদ্ধিদোষে তৎসমুদায় বিস্মৃত হইয়াছি। এক্ষণে সেই সমস্ত জ্ঞাত হইতে পুনরায় আমার কৌতূহল উপস্থিত হইতেছে। তুমি অচিরাৎ দ্বারকায় গমন করিবে; অতএব এই সময়ে আমার নিকট পুনরায় তৎসমুদায় কীর্ত্তন কর।

অর্জ্জুন এই কথা কহিলে মহাত্মা বাসুদেব তাঁহারে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, ধনঞ্জয়! আমি তোমার নিকট নিগূঢ় ধর্ম্ম ও নিত্যলোক সমুদায়ের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছি। তুমি যে বুদ্ধিপূর্ব্বক সেই সকল বিষয় শ্রবণ ও অবধারণ কর নাই ইহাতে আমি যার পর নাই দুঃখিত হইতেছি। পূর্ব্বে আমি তোমার নিকট যাহা যাহা কহিয়াছিলাম, তৎসমুদায় এক্ষণে আর আমার স্মৃতিপথে উদিত হইবে না। বিশেষত আমার বোধ হইতেছে; তুমি অতি নির্ব্বোধ ও শ্রদ্ধাশূন্য; অতএব আমি আর কোনক্রমেই তোমারে তাদৃশ উপদেশ প্রদান করিতে পারিব না। সেই ধর্ম্মোপদেশপ্রভাবে ব্রহ্মপদ অবগত হইতে সমর্থ হওয়া যায়; এক্ষণে পুনরায় আমি তাহা সমগ্ররূপে কীর্ত্তন করিতে পারি না। আমি তৎকালে যোগযুক্ত হইয়াই সেই পরব্রহ্মপ্রাপক বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছিলাম। যাহাই হউক, এক্ষণে তোমার নিকট ব্রহ্মজ্ঞানসম্পাদক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি অবহিত মনে শ্রবণ কর। তুমি ঐ ইতিহাস শ্রবণ করিলে উৎকৃষ্ট বুদ্ধিলাভ পূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইবে। একদা কোন এক ব্রাহ্মণ, স্বর্গ ও ব্রহ্মলোক পরিভ্রমণ পূর্ব্বক আমাদিগের নিকট আগমন করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহারে সমুচিত সৎকার করিয়া মোক্ষধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মধুসূদন! তুমি প্রাণিগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত আমারে যে মোক্ষধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা

শ্রবণ করিলে, প্রাণিগণের মোহ নিরাকৃত হইয়া যায়। এক্ষণে আমি তাহা যথার্থত কীর্ত্তন করিতেছি, অনন্যমনে শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে কাশ্যপ নামে ধর্ম্মপরায়ণ এক ব্রাহ্মণ এক সিদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট গমন করিয়াছিলেন। ঐ ব্রাহ্মণ লোকতত্ত্বার্থকুশল, সুখদুঃখ, জন্মমৃত্যু ও পাপপুণ্যতত্ত্বজ্ঞ, জীবন্মুক্ত, প্রশান্তচিত্ত, জিতেন্দ্রিয়, ব্রাহ্মী শ্রীসম্পন্ন, অন্তর্দ্ধানগতিবেত্তা, সর্ব্বত্র সঞ্চরণশীল ও শাস্ত্রমর্ম্মজ্ঞ। উনি প্রাণিগণ স্ব স্ব কর্ম্মপ্রভাবে যেরূপ গতি লাভ করিয়া থাকে, তৎসমুদায় বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। উনি চক্রধারী সিদ্ধগণের সহিত গমনাগমন, উপবেশন ও নির্জ্জনে কথোপকথন করিতেন। তিনি পবনের ন্যায় অপ্রতিহতভাবে সর্ব্বত্র গমন করিতে পারিতেন। বুদ্ধিমান্ কাশ্যপ তাঁহার এইরূপ গুণগ্রাম অবগত হইয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে তাঁহার সমীপে গমন পূর্ব্বক কিয়দ্দিন তথায় অবস্থান করিয়া শিষ্যের ন্যায় সেই মহর্ষির পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। তখন সেই সিদ্ধ মহর্ষি কাশ্যপের গাঢ়তর ভক্তি দর্শনে অনতিকাল মধ্যে তাঁহার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, কাশ্যপ। আমি এক্ষণে উৎকৃষ্ট সিদ্ধির বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি অবহিত চিত্তে তাহা শ্রবণ কর। মনুষ্যেরা বিবিধ কার্য্য ও পুণ্যযোগবলে উৎকৃষ্ট গতি লাভ ও দেবলোকে অবস্থান করিয়া থাকে। কোন ব্যক্তি নিরন্তর সুখ লাভ করিতে পারে না। উৎকৃষ্ট লোক সমুদায় অতিকষ্টে উপলব্ধ হইলেও তাহা হইতে বারংবার পতন হইয়া থাকে। আমি কাম, ক্রোধ, তৃষ্ণা ও মোহপ্রভাবে সতত পাপে লিপ্ত হইয়া অতি কষ্টকর অশুভ গতি সমুদায় প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। আমি বারংবার জন্মমৃত্যু ভোগ করিয়াছি। আমারে বিবিধ ভক্ষ্যভোজ্য উপভোগ ও বিবিধ স্তনদুগ্ধ পান করিতে হইয়াছে। আমি বহু সংখ্য জনকজননী দৃষ্টিগোচর করিয়াছি এবং বিবিধ সুখ ও বিবিধ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছি। কতবার আমার প্রিয়বিচ্ছেদ ও অপ্রিয় সংযোগ উপস্থিত হইয়াছে। আমি বহু যত্নে ধন সঞ্চয় করিয়াও তাহার উপভোগে বঞ্চিত হইয়াছি। আত্মীয় স্বজন ও ভূপতিগণ বারংবার আমার অবমাননা করিয়াছেন। আমি কতবার শারীরিক ও মানসিক কষ্ট সহ্য করিয়াছি। কতবার বধবন্ধনযাতনা অনুভব করিয়াছি। কতবার আমারে নরকযন্ত্রণা যম যন্ত্রণা ও জরাব্যাধিজনিত যন্ত্রণায় নিপীড়িত হইতে হইয়াছে। লৌকিক বিপদ সমুদায় কতবার আমারে আক্রমণ করিয়াছে। আমি এই রূপে বারংবার বিবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরিশেষে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া লোকতন্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই পথ অবলম্বন করিয়াছি। এক্ষণে মনঃপ্রসাদনিবন্ধন আমার সিদ্ধি লাভ হইয়াছে। ঐ সিদ্ধি প্রভাবে আর আমারে এই সংসারে আগমন করিতে হইবে না। অতঃপর যে পর্য্যন্ত আমার মুক্তিলাভ ও জগতের প্রলয় না হইবে, ততকাল আমি আপনার ও এই লোকসমূহের শুভ গতি সমুদায় প্রত্যক্ষ করিব। আমি দেহত্যাগের পর এই সংসার হইতে এককালে সত্যলোকে গমন করিব এবং সেই সত্যলোক হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ব্রহ্মের স্বরূপতা প্রাপ্ত হইব। তুমি আমার এই বাক্যে অণুমাত্র সন্দেহ করিও না। আমি আর কখনই এই মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিব না। এক্ষণে আমি তোমার প্রতি পরম প্রীত হইয়াছি; অতএব বল, আমারে তোমার কি প্রিয়ানুষ্ঠান করিতে হইবে। তুমি যাহা লাভ করিবার অভিলাষ করিয়া আমার নিকট আগমন করিয়াছ এক্ষণে তোমার তাহা প্রাপ্ত হইবার অবসর উপ-

স্থিত হইয়াছে। এক্ষণে তোমার ইচ্ছা কি, তাহা স্বয়ং ব্যক্ত কর। আমি অচিরাৎ এই সংসার পরিত্যাগ করিব, এই নিমিত্ত তোমারে এইরূপ ত্বরা প্রদর্শন করিতেছি। আমি তোমার চরিত্র দর্শন করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আমারে যে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে, আমি তাহা অকপটে কীর্ত্তন করিব। তুমি যখন আমারে সম্যক্ জ্ঞাত হইয়াছ, তখন তোমার বুদ্ধি অতি উৎকৃষ্ট, তাহার আর সন্দেহ নাই।

সপ্তদশ অধ্যায়।

মহাত্মা সিদ্ধ এই কথা কহিলে, ধর্ম্মপরায়ণ কাশ্যপ তাঁহারে নমস্কার করিয়া কহিলেন, ভগবন্! জীবাত্মা কি রূপে এক দেহ পরিত্যাগ ও অন্যদেহ আশ্রয় করে? আর কি রূপেই বা স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ পরিত্যাগ করিয়া এই ক্লেশকর সংসার হইতে বিমুক্ত হয়? কি রূপে উহার শুভাশুভ কার্য্যের ফল ভোগ হইয়া থাকে এবং দেহত্যাগের পর উহার কর্ম্মসমুদায় কোন্ স্থানে অবস্থান করে, এই সমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

মহর্ষি কাশ্যপ এইরূপ প্রশ্ন করিলে মহাত্মা সিদ্ধ তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষে! জীব দেহ আশ্রয় করিয়া যে সমুদায় আয়ুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সেই সমুদায় কার্য্যের ক্ষয় হইলেই তাহার আয়ুঃক্ষয় হয়। তখন সে বিপরীত বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া নিরন্তর অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করে। স্বীয় শরীরের অবস্থা বল ও কাল পরিজ্ঞাত হইয়াও অধিক পরিমাণে অহিতকর বস্তু ভোজনে প্রবৃত্ত হয়। কোন দিন অতি ভোজন ও কোন দিন একবারে ভোজন পরিত্যাগ করে। কখন অপেয় পান এবং অপরিমিত দুষ্ট অন্ন, আমিষ ও পরস্পরবিরোধী গুরুতর বস্তু সমুদায় ভোজনে আসক্ত হয়। কোন দিন ভুক্ত বস্তু জীর্ণ না হইতে হইতেই ভোজন করে। কোন দিন দিবসে নিদ্রিত হয়। কোন দিন কঠিন পরিশ্রম ও বারংবার স্ত্রীসংসর্গ করিয়া শরীরের দৌর্ব্বল্য উৎপাদন করে। কোন দিন অনবরত বিষয়কর্ম্ম সম্পাদনবাসনায় মলমূত্রাদির বেগ ধারণে প্রবৃত্ত হয় এবং কোন দিন অসময়ে ভোজন করিয়া শরীরস্থ বায়ুপিত্তাদি প্রকোপিত করে। জীব এইরূপ অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইলে অচিরাৎ প্রাণনাশক রোগ আসিয়া উহারে আক্রমণ করিয়া থাকে। কেহ কেহ আয়ুঃক্ষয় হইলে কুপথ্যসেবনাদি অত্যাচার না করিয়াও বুদ্ধিভ্রংশনিবন্ধন উদ্বন্ধনাদি দ্বারা দেহত্যাগ করে।

এই আমি তোমার নিকট যে নিমিত্ত জীবের দেহত্যাগ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর জীবাত্মা যে রূপে দেহ হইতে বহির্গত হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। জীবাত্মার দেহত্যাগের সময় শরীরান্তর্গত উষ্মা বায়ুবেগবশত প্রকোপিত হইয়া দেহ উত্তপ্ত ও প্রাণ রুদ্ধ করিয়া সমুদায় মর্ম্মস্থান ভেদ করিতে থাকে। তখন জীবাত্মা মর্ম্মভেদী বিষম যন্ত্রণায় সমাক্রান্ত হইয়া দেহ হইতে অপসৃত হয়।

সমুদায় জীবই বারংবার জন্মমরণের বশীভূত হইয়া থাকে। জীব মৃত্যুসময়ে যেরূপ কষ্টভোগ করে, তাহারে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক গর্ভ হইতে বহির্গত হইবার সময়ও সেইরূপ কষ্টভোগ করিতে হয়। ঐ সময় সে তীব্রবায়ু প্রভাবে শীতে কম্পিত ও ক্লেদে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। পঞ্চভূতের পৃথগ্ভাব সময়ে শরীরের অভ্যন্তরস্থ প্রাণ ও অপানবায়ু ঊর্দ্ধগামী হইয়া দেহকে পরিত্যাগ করে। তখন সেই দেহ বিজ্ঞান বিচেতন এবং উষ্মা ও উচ্ছ্বাসবিহীন হইয়া মৃত

বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। জীবাত্মা ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপরসাদি বিষয় সমুদায়ের আস্বাদগ্রহ করিতে পারে, কিন্তু উহা দ্বারা আহারসম্ভব প্রাণকে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। সনাতন জীবই শরীরের মধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করে। পণ্ডিতেরা শরীরের সন্ধিস্থান সমুদায়কে মর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ঐ সমুদায় মর্ম্ম ভিন্ন হইলে জীব ঐ সমুদায়কে পরিত্যাগ পূর্ব্বক বুদ্ধিরে রুদ্ধ করে। বুদ্ধি রুদ্ধ হইলে জীবাত্মা সচেতন হইয়াও কোন বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। ঐ সময় সমীরণ সেই নিরধিষ্ঠান জীবকে মহাবেগে চালিত করিতে থাকে। তখন জীবাত্মা সুদারুণ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেহকে কম্পিত করিয়া উহা হইতে বিনির্গত হয়।

জীব এই রূপে দেহচ্যুত হইলেও তৎকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কর্ম্মসমুদায় তাহারে পরিত্যাগ করে না। সে ঐ সমুদায় কর্ম্মে সমাবৃত হইয়া পুনরায় ভূমণ্ডলে জন্মপরিগ্রহ করে। তখন জ্ঞানবান বেদবেত্তা ব্রাহ্মণগণ লক্ষণ দ্বারা উহারে পুণ্যবান্ বা পাপাত্মা বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন। যেমন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিরা চক্ষুদ্বারা অন্ধকারে উড্ডীয়মান খদ্যোতকে দর্শন করে, তদ্রূপ জ্ঞানাপন্ন সিদ্ধ মহাত্মারা জ্ঞানচক্ষু দ্বারা জীবের জন্ম, মরণ ও গর্ভপ্রবেশ দর্শন করিতে সমর্থ হন। শাস্ত্রে জীবের স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও নরক এই ত্রিবিধ স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। কেহ কেহ এই কর্ম্মভূমিতে শুভাশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া এই স্থানেই তাহার ফলভোগ করে; কেহ কেহ পুণ্যবলে স্বর্গারোহণ করিয়া বিবিধ ভোগ প্রাপ্ত হয় এবং কেহ কেহ অশেষ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া অনন্তকাল নরকভোগ করিয়া থাকে। জীব একবার নরকে নিপতিত হইলে তাহার তাহা হইতে মোক্ষলাভ হওয়া নিতান্ত কঠিন। অতএব যাহাতে নরকে নিপতিত হইতে না হয়, এরূপ চেষ্টা করা সকলের কর্ত্তব্য।

এক্ষণে জীবসমুদায় স্বর্গগামী হইয়া যে যে স্থানে অবস্থান করে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। উহা শ্রবণ করিলে কর্ম্মগতি তোমার অবিদিত থাকিবে না। যাঁহারা ইহলোকে পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা দেহান্তে ঊর্দ্ধগামী হইয়া চন্দ্রসূর্য্য অথবা নক্ষত্রলোক লাভ করিয়া থাকেন। কর্ম্মক্ষয় হইলে তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার সেই সেই স্থান হইতে নিপতিত হইতে হয়। পুণ্যশীল ব্যক্তিগণ বারংবার ঐ সমুদায় স্থানে গমন ও ঐ সমুদায় স্থান হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। স্বর্গেও উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও নীচ এই ত্রিবিধ স্থান বিদ্যমান আছে, সুতরাং যাঁহারা স্বর্গে বাস করেন, তাঁহারাও আপনা অপেক্ষা অন্যের শ্রী দর্শন করিয়া ঈর্ষান্বিত হন। এই আমি তোমার নিকট জীব সমুদায়ের গতি কীর্ত্তন করিলাম; অতঃপর জীবের দেহ পরিগ্রহের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

ইহলোকে ফল ভোগ ব্যতীত শুভ বা অশুভকার্য্যের ধ্বংস হয় না। যে ব্যক্তি যে রূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, জন্মান্তরে দেহ প্রতিগ্রহ করিয়া তাঁহারে তদনুরূপ ফল ভোগ করিতে হয়। বনস্পতি হইতে যেমন ফলকালে বহুফল সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে সেই কার্য্যপ্রভাবে পরিণামে বহুতর পুণ্যফল এবং দুষ্টান্তঃকরণে দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে সেই কার্য্যপ্রভাবে পরিণামে বহুতর পাপফল সমুৎপন্ন হইয়া

থাকে। আত্ম মনকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। এক্ষণে মনুষ্য যেরূপ স্বকর্ম্মে পরিবৃত হইয়া জন্মান্তরে গর্ভে প্রবেশ করে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। শোণিতমিশ্রিত শুক্র স্ত্রীজাতির গর্ভকোশে প্রবিষ্ট হইয়া জীবের শুভ ও অশুভ কর্ম্মানুরূপ দেহে পরিণত হয়। পরে জীব সেই দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। অতিশয় সূক্ষ্মতা ও অলক্ষ্যত্ব-নিবন্ধন তিনি কুত্রাপি লিপ্ত হন না। ঐ জীবই শাশ্বত ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। ঐ জীবই সমুদায় লোকের বীজ-স্বরূপ। প্রাণিগণ উহারই প্রভাবে জীবিত থাকে। তাম্রাদি ধাতু যেমন সুবর্ণরসে সিক্ত হইলে তাহার সমুদায় অঙ্গ সুবর্ণময় বলিয়া বোধ হয়, লৌহপিণ্ডমধ্যে বহ্নি প্রবেশ করিলে যেমন তাহার সমুদায় অবয়ব উত্তপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ জীব শরীরমধ্যে প্রবেশ করিলে সমুদায় শরীর জীবময় ও সচেতন বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। অন্ধকারসময়ে প্রজ্বলিত প্রদীপ যেমন গৃহস্থিত সমুদায় বস্তু প্রকাশ করে, তদ্রূপ জীব সমুদায় অঙ্গের পরিচালন করিয়া থাকে। জীবমাত্রেই শরীর আশ্রয় পূর্ব্বক জন্মগ্রহণের পর জন্মান্তরীণ কার্য্যের ফল ভোগ ও বিবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। এই রূপে জীব যতকাল মোক্ষধর্ম্ম অবগত হইতে সমর্থ না হয়, ততকাল তাহার ফল ভোগ দ্বারা জন্মান্তরীণ শুভাশুভ কার্য্য ক্ষয় ও বর্ত্তমান জন্মে অনুষ্ঠান দ্বারা বিবিধ শুভাশুভ কার্য্য সঞ্চয় হইয়া থাকে।

হে ব্রহ্মন্! এক্ষণে মানবগণ বিবিধ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে সুখলাভে সমর্থ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দান, ব্রতচর্য্যা, ব্রহ্মচর্য্য, বেদাভ্যাস, শান্তি, ইন্দ্রিয়সংযম, জীবের প্রতি দয়া, সরলতা, পরস্বাপহরণে নিস্পৃহতা, প্রাণিগণের অহিতচিন্তা পরিত্যাগ, পিতামাতার শুশ্রূষা, দয়া, শুদ্ধতা এবং গুরু, দেবতা ও অতিথিগণের পূজা প্রভৃতি শুভকার্য্যসমুদায়ের অনুষ্ঠানই সাধুদিগের স্বভাবসিদ্ধ ব্যবহার। ঐরূপ ব্যবহার দ্বারা ধর্ম্মানুষ্ঠান হয়। ঐ ধর্ম্ম-প্রভাবেই প্রজাগণ রক্ষিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত দানাদি সদাচারসমুদায় সাধুদিগের নিকট নিরত বিদ্যমান রহিয়াছে। সদাচারই সনাতন ধর্ম্মনামে অভিহিত হয়। যাঁহারা ঐ সদাচার অবলম্বন করেন, তাঁহাদিগকে কখন দুর্গতি ভোগ করিতে হয় না। মানবগণ ধর্ম্মপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইলে, একমাত্র সদাচারউপদেশ দ্বারাই তাহাদিগকে সৎপথে সমানীত করা যায়। অতএব সদাচারপরায়ণ হওয়া লোকের অবশ্য বিধেয়।

যোগী ব্যক্তিরা সদাচারপরায়ণ ব্যক্তিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। কারণ উহাঁরা যোগবলে অচিরাৎ সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন; কিন্তু দানাদি ধর্ম্মানুষ্ঠাননিরত ব্যক্তিরা বহুকালে সংসার হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন। জীবগণ সকল জন্মেই পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া থাকে। কর্ম্মই আত্মার জীবরূপে পরিণত হইবার প্রধান কারণ।

হে দ্বিজবর! সর্ব্বপ্রথমে কে শরীর গ্রহণ করিল, এই বলিয়া মানবগণের মনোমধ্যে মহা সংশয় উপস্থিত হইয়া থাকে। এক্ষণে আমি সেই সংশয় অপনোদন করিতেছি শ্রবণ কর। সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা সর্ব্বাগ্রে স্বয়ং শরীরধারণ পূর্ব্বক পরিশেষে অন্যান্য শরীরীর শরীর কল্পনা করিয়া এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি করেন। তিনিই দেহের অনিত্যত্ব ও জীবের বিবিধ দেহ পরিগ্রহের নিয়ম করিয়াছেন। শরীরীদিগের দেহকে ক্ষর এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মারে অক্ষর

বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। এই তিন পদার্থ-মধ্যে দেহ ও জীবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অবস্থান করিয়া থাকে।

জীবগণের মধ্যে যে ব্যক্তি সুখ দুঃখকে অনিত্য, শরীরকে অপবিত্র বস্তুর সমষ্টি, বিনাশকে কর্ম্মের ফল ও সুখকে দুঃখ বলিয়া জ্ঞান করেন, তিনি অনায়াসে সংসারসাগর হইতে সমুত্তীর্ণ হইতে পারেন। যিনি এই জরামৃত্যু ও রোগের অধীন অচিরস্থায়ী শরীর ধারণ করিয়া সমুদায় জীবে সমভাবে দৃষ্টিপাৎ করেন, তিনি ব্রহ্ম অনুসন্ধান করিলে অনায়াসে অবগত হইতে সমর্থ হন। এক্ষণে যে রূপে সেই শাশ্বত অব্যয় পরম পুরুষকে অবগত হওয়া যায়, তাহা বিস্তারিত রূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

একোনবিংশতিতম অধ্যায়।

হে তপোধন! যে ব্যক্তি স্থূল সূক্ষ্ম দেহাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিন্তাশূন্য হইয়া ব্রহ্মে লীন হন; যিনি সকলের মিত্র, সর্ব্বসহিষ্ণু, শান্তিনিরত, বীতরাগ, জিতেন্দ্রিয়, ভয়ক্রোধশূন্য ও অভিমানবিহীন; যিনি সকলের প্রতি আত্মবৎ ব্যবহার এবং যিনি জন্ম, মৃত্যু, সুখদুঃখ, লাভ, অলাভ, প্রিয় ও অপ্রিয় সমান জ্ঞান করিয়া থাকেন; যিনি কাহারও দ্রব্যে স্পৃহা এবং কাহারও প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন না করেন; যাঁহার শত্রু ও মিত্র নাই; যিনি ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনই পরিত্যাগ করিতে পারেন; যিনি অপত্যস্নেহশূন্য, যিনি ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক নহেন; যাঁহার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মসমুদায় বিনষ্ট হইয়া যায়, অপুনরাগমননিবন্ধন যাঁহার চিত্ত প্রশান্ত হইয়াছে; যিনি কাম্যকর্ম্মবিহীন; যিনি এই জন্মমৃত্যুজরাযুক্ত জগৎকে অনিত্য বলিয়া আলোচনা করেন; যাঁহার অন্তরে বৈরাগ্যবুদ্ধি নিরন্তর জাগরূক থাকে; যিনি সতত আত্মদোষ দর্শন করেন, এবং যিনি অগন্ধ, অরস, অস্পর্শ, অশব্দ, অরূপ, অপরিগ্রহ, অনভিজ্ঞেয়, অহঙ্কারশূন্য, স্বয়ম্ভু, নির্গুণ ও গুণভোক্তা পরমাত্মার দর্শনলাভে সমর্থ হন, তিনি এই সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন। যিনি বুদ্ধিবলে দৈহিক ও মানসিক সংকল্প সমুদায় পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনি দাহ্যপদার্থহীন অনলের ন্যায় নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যিনি সর্ব্বসংস্কারনির্ম্মুক্ত, নির্দ্বন্দ্ব ও নিষ্পরিগ্রহ হইয়া তপোবলে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করেন, তিনিই মুক্ত হইয়া সনাতন প্রশান্ত নিত্য পরম ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।

হে তপোধন! অতঃপর যোগিগণ যোগযুক্ত হইয়া যে রূপে বিশুদ্ধ চৈতন্যকে দর্শন করেন এবং যে সমস্ত নিগ্রহোপায় দ্বারা চিত্তকে বিষয়াসক্তি হইতে নিবৃত্ত করিতে হয়, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তীব্রতপোনুষ্ঠানসহকারে ইন্দ্রিয়সমুদায়কে স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া আত্মাতে চিত্তকে ধারণ পূর্ব্বক মুক্তির নিমিত্ত যত্ন করা কর্ত্তব্য। তপস্বী ব্রাহ্মণ যোগবলে সতত মন দ্বারা হৃদয়ে আত্মাকে দর্শন করিতে চেষ্টা করিবেন। যখন তিনি হৃদয়ে আত্মাকে যোগ করিতে পারিবেন, তখনই তিনি একান্তমনে হৃদয়ে পরমাত্মার সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হইবেন। যেমন স্বপ্নযোগে অদৃষ্টচর বস্তু দর্শন পূর্ব্বক প্রবুদ্ধ হইলে পুনরায় তাহার জ্ঞান লাভ হয়, সেইরূপ সমাধিবলে বিশ্বরূপ আত্মারে প্রত্যক্ষ করিয়া ধ্যানভঙ্গ হইলেও তাহার অভিজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। যেমন কোন ব্যক্তি মুঞ্জা হইতে ইষীকা নিষ্কাসন পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করে, সেইরূপ যোগী ব্যক্তি দেহ হইতে আত্মারে পৃথক্ করিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। যখন যোগী যোগবলে আত্মারে সম্যক্ নিরী-

ক্ষণ করেন, তখন ত্রিলোকের অধিপতিও তাঁহার নিকট আধিপত্য করিতে পারেন না। তিনি ঐ সময় স্বেচ্ছানুসারে অনায়াসে দেবগন্ধর্ব্বাদির মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হন। জরামৃত্যু, শোক ও হর্ষ আর তাঁহারে আক্রমণ করিতে পারে না। তিনি দেবগণেরও দেবতা হইতে পারেন ও অচিরাৎ এই অনিত্য দেহ পরিত্যাগ করিয়া অক্ষয় ব্রহ্মকে লাভ করিতে সমর্থ হন। লোকক্ষয় আরম্ভ হইলে তাঁহার অন্তরে কিছুমাত্র ভয় সঞ্চার হয় না। সমুদায় প্রাণী ক্লিশ্যমান হইলেও তাঁহার কোন ক্লেশ উপস্থিত হয় না। সেই শান্তচিত্ত নিস্পৃহ যোগী সংসর্গ ও স্নেহ সমুৎপন্ন ভয়ঙ্কর দুঃখ ও শোকপ্রভাবে কখনই বিচলিত হন না। শস্ত্রজাল তাঁহারে সংহার ও মৃত্যু তাঁহারে আক্রমণ করিতে পারে না। তাঁহা অপেক্ষা এই জীবলোকে আর কাহারেই সুখী বলিয়া গণ্য করা যায় না। তিনি নিরুপাধিক আত্মাতে মনঃসংযোগ পূর্ব্বক জরাজনিত দুঃখ পরিহার করিয়া নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাণসুখ অনুভব করিয়া থাকেন। যোগৈশ্বর্য্য উপভোগ পূর্ব্বক যোগে শিথিলপ্রযত্ন হওয়া যোগীর কদাপি উচিত নহে। যোগীর যখন আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়, তখন স্বয়ং সুররাজ ইন্দ্র উপস্থিত হইলেও তিনি তাঁহার নিকট কিছুমাত্র প্রার্থনা করেন না। এক্ষণে ধ্যানপরায়ণ হইয়া যে রূপে যোগ লাভ করা যায়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। জীব শরীরের মধ্যে মূলাধার প্রভৃতি যে যে চক্রে অবস্থান করিবে, মনকে সেই সেই চক্রে সংস্থাপিত করা আবশ্যক। মনকে দেহের বহির্ভাগে স্থাপন করা কোন ক্রমেই শ্রেয়স্কর নহে। যখন জীব সেই মূলাধারাদি চক্রে সর্ব্বাত্মক ঈশ্বরকে নিরীক্ষণ করে, সেই সময়ে সে কদাচই বহির্ব্বিষয়ে সংসক্ত হয় না। সর্ব্বাগ্রে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিয়া নিঃশব্দ নির্জ্জন অরণ্যমধ্যে একাগ্রচিত্তে দেহের অভ্যন্তরে পূর্ণব্রহ্মকে চিন্তা করাই যোগী ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। সনাতন ব্রহ্ম শরীরের সমুদায় অংশেই দেদীপ্যমান রহিয়াছেন; অতএব তাঁহারে সর্ব্বাঙ্গে চিন্তা করাই আবশ্যক। আপনার গৃহমধ্যে রত্ন সঞ্চিত থাকিলে সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া যেমন তাহা অনুসন্ধান করিতে হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয় নিগ্রহ পূর্ব্বক মনকে দেহমধ্যে প্রবেশিত করিয়া অপ্রমাদে হৃদয়নিহিত পরমাত্মারে অনুসন্ধান করা আবশ্যক। এইরূপ নিরন্তর উদ্‌যোগসম্পন্ন ও প্রীতচিত্ত হইয়া ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করিলে অনতিকালমধ্যেই তাঁহারে প্রাপ্ত হওয়া যায়। জীব তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিলেই সূক্ষ্মদর্শিতা লাভ করিতে পারে। সেই পরমাত্মা ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন। মনঃস্বরূপ চক্ষু প্রদীপকে উজ্জ্বল করিয়া তাঁহারে প্রত্যক্ষ করিতে হয়। তাঁহার কর, চরণ, চক্ষু, মুখ, মস্তক ও কর্ণ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই সর্ব্বশক্তিমান এই বিশ্বের আদ্যন্তমধ্যে ওতপ্রোতভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন, যোগী সর্ব্বাগ্রে দেহ হইতে পৃথগ্‌ভূত আত্মারে দর্শন করিবেন এবং তৎপরে সেই আত্মারে ব্রহ্মে লীন করিয়া চিত্ত নিরোধ পূর্ব্বক প্রফুল্লমনে নির্গুণ ব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎকারে প্রবৃত্ত হইবেন। ঐ নির্গুণ ব্রহ্মকে আশ্রয় করিলেই মোক্ষ লাভ হয়। হে ব্রহ্মন্! এই আমি তোমার নিকট সমুদায় রহস্য কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আমি চলিলাম; তুমি যথায় ইচ্ছা গমন কর। সিদ্ধ ব্রাহ্মণ কাশ্যপকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, তিনি সন্তুষ্টচিত্তে স্বাভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিলেন।

হে অর্জ্জুন! দ্বারকায় সমাগত ব্রাহ্মণ আমারে মোক্ষধর্ম্মমূলক এইরূপ উপদেশ

প্রদান করিয়া সর্ব্বসমক্ষে অন্তর্হিত হইলেন। আমি এক্ষণে তোমার নিকট যে যে উপদেশ কীর্ত্তন করিলাম, তৎসমুদায় তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিয়াছ। তুমি সংগ্রামকালে রথারূঢ় হইয়া আমার নিকট অবিকল এই সমুদায় উপদেশই শ্রবণ করিয়াছিলে। অকৃতপ্রজ্ঞ ও চঞ্চল চিত্ত ব্যক্তি কদাপি ইহা সম্যক্ অবগত হইতে পারে না। এই ধর্ম্মোপদেশ দেবগণেরও গোপনীয়। তোমা ভিন্ন অন্য কোন মনুষ্যই ইহা শ্রবণ করিবার উপযুক্ত নহে। যাগযজ্ঞাদিক্রিয়ানিষ্ঠ মহাত্মারা দেবলোকে গমন করিয়া থাকেন। সেই যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়ার উচ্ছেদসাধন পূর্ব্বক জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়া মুক্তিলাভ করা দেবগণের অভিপ্রেত নহে। সনাতন ব্রহ্মই জীবের পরম গতি। জীব জ্ঞানমার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক দেহ পরিত্যাগ করিয়া সেই ব্রহ্মেতে লীন হইয়াই মুক্তিলাভ করে। স্বধর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের কথা দূরে থাকুক, পাপনিরত স্ত্রী, বৈশ্য ও শূদ্রও এই আত্মদর্শন রূপ ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া অনায়াসেই পরম গতিলাভে সমর্থ হয়। এই আমি তোমার নিকট এই যুক্তিযুক্ত ধর্ম্ম, ধর্ম্মসাধনোপায় ও সিদ্ধির বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এই ধর্ম্ম অপেক্ষা সুখকর ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই অসার বিষয় ভোগ পরিত্যাগ করে, সে এই উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক অচিরাৎ পরমগতি লাভে সমর্থ হয়। ছয়মাসকাল প্রতিনিয়ত যোগসাধন করিলে যোগের ফল লাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

বিংশতিতম অধ্যায়।

হে অর্জ্জুন! এক্ষণে ব্রাহ্মণব্রাহ্মণী-সংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে এক জ্ঞানবিজ্ঞানপারদর্শী ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা বিজন প্রদেশে সমাসীন হইয়া যোগসাধন করিতেন। একদা তাঁহার পত্নী তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, নাথ! শুনিয়াছি, কামিনীগণ পতির কর্ম্মানুরূপ লোকলাভ করিয়া থাকে, কিন্তু আপনি ধর্ম্মপরিত্যাগ পূর্ব্বক নিতান্ত অনভিজ্ঞের ন্যায় কাল হরণ করিতেছেন; অতএব জানি না আপনার এই কর্ম্মপরিত্যাগনিবন্ধন চরমে আমার কিরূপ দুর্গতি লাভ হইবে।

প্রশান্তমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ পত্নী কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সহাস্যমুখে তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! ইহলোকে যে সমুদায় কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, কর্ম্মনিরত ব্যক্তিরা তন্মধ্যে কতকগুলিরে অসৎকর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। ঐ সমুদায় গুণহীন ব্যক্তি কার্য্য দ্বারা লোকের মোহ উৎপাদন করে। উহারা মুহূর্ত্তকালও কর্ম্মবিহীন হইয়া কাল হরণ করিতে সমর্থ হয় না। প্রাণিগণ যতকাল মোক্ষলাভ করিতে না পারে, ততকাল বিবিধ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া কায়মনোবাক্যে শুভ বা অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। বিশেষত ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা যজ্ঞাদিকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে দুরাত্মারা প্রায়ই উহার বিঘ্ন উৎপাদন করে। এই নিমিত্তই আমি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া যজ্ঞাদি কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক জ্ঞানচক্ষু দ্বারা হৃদ্গত স্থান দর্শন করিতেছি। ঐ স্থানে নির্দ্দ্বন্দ্ব পরব্রহ্ম চন্দ্র ও হুতাশন বিদ্যমান রহিয়াছেন। জীবাত্মা ঐ স্থানে অবস্থিত হইয়া পঞ্চভূতকে ধারণ পূর্ব্বক সংসারকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। ব্রাহ্মাদি দেবগণ এবং ব্রতপরায়ণ প্রশান্তমূর্ত্তি জিতেন্দ্রিয় মহাত্মারা সেই রূপ রসাদি বিষয়াতীত, চক্ষুকর্ণ ও মনের অগোচর হৃদ্গত অক্ষর ব্রহ্মের উপা-

সন্না করিয়া থাকেন। সেই পরব্রহ্ম হইতে সমুদায় পদার্থ সৃষ্ট হইয়া তাঁহারেই আশ্রয় করিয়া থাকে। প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চবিধ বায়ু তাঁহা হইতে সমুৎপন্ন ও তাঁহাতেই বিলীন হয়। সমান, ও ব্যান বায়ুর মধ্যে প্রাণ ও অপান বায়ু বিচরণ করে। সুতরাং প্রাণ ও অপান বায়ু রুদ্ধ হইলে সমান ও ব্যান বায়ুও রুদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু উদান বায়ু কোন বায়ুরই আয়ত্ত নহে। ঐ বায়ু অপান ও প্রাণ বায়ুরে আবৃত করিয়া অবস্থান করে। এই নিমিত্ত প্রাণ ও অপান বায়ু নিদ্রিত পুরুষকে পরিত্যাগ করে না। ফলত উদান বায়ু প্রাণাদি সমুদায় বায়ুরেই আয়ত্ত করিয়া রাখে, এই নিমিত্ত ব্রহ্মবাদী মহাত্মারা ঐ বায়ুরে সংযত করিয়া প্রাণায়াম করিয়া থাকেন। শরীরস্থ সমুদায় বায়ুর অন্তর্গত সমান বায়ু মধ্যে জঠরানল সপ্তধা প্রদীপ্ত রহিয়াছে। চক্ষু কর্ণ নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, মন ও বুদ্ধি এই সাতটী উহার শিখাস্বরূপ। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ শব্দ, সংশয় ও নিশ্চয় এই সাতটী সমিধ এবং ঘ্রাতা, ভক্ষয়িতা, দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা ও বোদ্ধা এই সাতটী ঋত্বক শরীরস্থ সপ্ত অগ্নিতে রূপরসাদি সপ্ত বিষয়কে আহুতি প্রদানপূর্ব্বক ব্রহ্মের স্বরূপত্ব লাভ করেন। সুষুপ্তকালে গন্ধাদি গুণসমুদায় ইতর ব্যক্তির চিত্তে বাসনারূপে অবস্থান করিয়া জাগ্রদ্দশায় নাসিকাদি ইন্দ্রিয়ে আবির্ভূত হয় কিন্তু যোগিগণের সেরূপ হয় না। স্বভাবত তাঁহাদিগের অন্তরেই ঐ সমুদায় গুণ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। তাঁহারা পূর্ণব্রহ্মের আবির্ভাবনিবন্ধন সতত আত্মজ্যোতিতে পরিপূর্ণ হইয়া থাকেন। পূর্ব্বে মহর্ষিগণ যোগশীল মহাত্মাদিগের এইরূপ নিয়ম নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন।

একবিংশতিতম অধ্যায়।

হে ভামিনি! এক্ষণে দশহোতৃবিহিত অন্তর্যাগের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ কর। কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, মুখ, চরণ, কর, উপস্থ ও পায়ু এই দশবিধ হোতা। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, বাক্য, ক্রিয়া, গতি, ত্যাগ, মূত্র ও পুরীষ পরিত্যাগ এই দশবিধ হবনীয় দ্রব্য। দিক্ বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী, অগ্নি, বিষ্ণু, চন্দ্র, প্রজাপতি ও মিত্র এই দশবিধ অগ্নি। কর্ণাদি দশবিধ হোতা দিগাদি দশবিধ অগ্নিতে শব্দাদি দশবিধ হবনীয় দ্রব্য আহুতি প্রদান করেন। চিত্ত ঐ যজ্ঞের স্রুব এবং পাপপুণ্য উহার দক্ষিণাস্বরূপ। এই যজ্ঞ সমাপন হইলে অতি উৎকৃষ্ট বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ হয়। ঐ জ্ঞান জগৎ হইতে ভিন্ন পদার্থ। জ্ঞাতব্য বস্তুরে জ্ঞেয়, সমুদায় দ্রব্যের প্রকাশককে জ্ঞান এবং স্থূল সূক্ষ্মশরীরাভিমানী জীবকে জ্ঞাতা বলিয়া কীর্ত্তন করে। ঐ জ্ঞাতা জীবাত্মা গার্হপত্য অগ্নিস্বরূপ। উনি শরীর হইতে পৃথগ্‌ভাবে অবস্থান করিতেছেন। আস্যদেশ আহবনীয় অগ্নিস্বরূপ। ঐ অগ্নিতে অন্নাদি বস্তু সমুদায় প্রক্ষিপ্ত হইলেই বাক্য রূপে পরিণত হয়। মন প্রাণবায়ু সহকারে সেই বাক্যের পর্য্যালোচনা করিয়া থাকে।

ব্রাহ্মণী কহিলেন, ভগবন্! যখন মনোমধ্যে বাক্যের পর্য্যালোচনা না করিলে কখন তাহার আবির্ভাব হয় না, তখন বাক্য মনেরই অধীন। কিন্তু আপনার কথা দ্বারা বোধ হইতেছে, মন বাক্যের অধীন। এক্ষণে মন বাক্যের অধীন, কি বাক্য মনের অধীন তদ্বিষয়ে আমার অত্যন্ত সন্দেহ হইতেছে। আর সুষুপ্তিকালে প্রাণ মনের সহিত একত্র অবস্থান করিয়াও মনের ন্যায় লয় প্রাপ্ত হয় না কেন? ঐ সময়ে কে উহারে রুদ্ধ করিয়া রাখে?

ব্রাহ্মণ কহিলেন, প্রিয়ে! সুষুপ্তি কালে অপানবায়ু প্রাণকে আপনার বশীভূত ও রুদ্ধ করিয়া রাখে। মনই প্রাণের গতির অধীন; কিন্তু প্রাণ মনের গতির অধীন নহে। এই নিমিত্তই মনের লয়ে প্রাণের লয় হয় না। অতঃপর তুমি বাক্য ও মনের বিষয়ে যে প্রশ্ন করিয়াছ, তাহার উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা বাক্য ও মন জীবাত্মার নিকট গমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, প্রভো! আমাদের উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? তখন জীবাত্মা কহিলেন, আমার মতে মনই শ্রেষ্ঠ। জীবাত্মা এই কথা কহিলে, বাক্য তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রভো! আমার প্রভাবেত আপনার অশেষবিধ বিষয় ভোগ হইয়া থাকে, তবে মন কি নিমিত্ত আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইল? বাক্য এই কথা কহিলে জীবাত্মা তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন মন জীবাত্মার অভিপ্রায় অবগত হইয়া বাক্যকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, ভদ্র! ইহলৌকিক দৃশ্য পদার্থ সমুদায় ও পারলৌকিক স্বর্গাদি এই উভয়েই আমার অধিকার আছে। তন্মধ্যে ইহলৌকিক দৃশ্য পদার্থ সমুদায় আমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অধিকার করিয়া থাকি; কিন্তু পারলৌকিক স্বর্গাদিতে তোমার সাহায্য দ্বারাই আমার অধিকার জন্মে। তুমি মন্ত্রাদিরূপে পরিণত হইয়া স্বর্গাদি পারলৌকিক বিষয় সমুদায় প্রকাশ না করিলে উহাতে আমার অধিকার হয় না। অতএব ইহলৌকিক বিষয়ে আমার ও পারলৌকিক বিষয়ে তোমার প্রাধান্য আছে। তুমি আপনার প্রাধান্য লাভের নিমিত্ত নিতান্ত সচেষ্টিত হইয়াছিলে বলিয়াই আমি এই কথা কহিলাম।

ব্রাহ্মণ এই রূপে ব্রাহ্মণীর নিকট বাক্য ও মনের বিষয়ভেদে প্রাধান্য কীর্ত্তন করিয়া পুনরায় তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্রে! মন অপেক্ষা বাক্যের প্রাধান্য কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। প্রাণ ও অপান মনের বৃত্তি বিশেষ। বাক্য সেই প্রাণ ও অপানের প্রভাবেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। পূর্ব্বে বাক্য প্রাণ ব্যাপারের অভাবে নিতান্ত নীচভাবাপন্ন হইয়া প্রজাপতির নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার শরণাপন্ন হওয়াতে প্রজাপতি প্রাণকে সতত বাক্যের সাহায্য করিতে অনুমতি করিয়াছিলেন। সেই অবধি প্রাণ সর্ব্বদা বাক্যের সাহায্য করিয়া তাহারে সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশিত করে। প্রাণের সাহায্য ব্যতীত বাক্য কখনই উচ্চরিত হইতে পারে না। এই নিমিত্তই কুম্ভককালে কোন বাক্যই উৎপন্ন হয় না।

বাক্য দুই প্রকার; ব্যক্ত ও অব্যক্ত। তন্মধ্যে ব্যক্ত বাক্যই প্রাণের অধীন। অব্যক্ত বাক্য জাগ্রৎস্বপ্নাদি সমুদায় অবস্থাতেই মনুষ্যের অন্তরে হংসমন্ত্ররূপে বিদ্যমান থাকে। এই নিমিত্তই অব্যক্ত বাক্যকে ব্যক্ত বাক্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত করা যায়। কিন্তু ব্যক্ত বাক্য মনুষ্যের অশেষবিধ শুভ কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। ধেনু যেমন দুগ্ধ দ্বারা লোকের সবিশেষ হিতসাধন করে, তদ্রূপ আগম রূপ ব্যক্ত বাক্য স্বর্গাদি ফল প্রদান পূর্ব্বক তাহার সবিশেষ উপকারক হয়। ব্রহ্মপ্রকাশক উপনিষৎরূপ মহাবাক্য মনুষ্যগণকে মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকে।

ব্রাহ্মণী কহিলেন, নাথ! বাক্য কি উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক উচ্চরিত ও শ্রুত হইয়া থাকে, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, প্রিয়ে! আত্মা প্রথমত বিপক্ষ হইয়া মনকে বাক্যোচ্চারণের নিমিত্ত প্রেরণ করিলে মন জঠরানলকে সন্ধুক্ষিত করে। জঠরানল সন্ধুক্ষিত হই-

সেই তাহার প্রভাবে প্রাণবায়ু সঞ্চালিত হইয়া অপানে গমন করে। তৎপরে ঐ বায়ু উদান বায়ুর প্রভাবে ঊর্দ্ধে নীত ও মস্তকে প্রতিহত এবং ব্যান বায়ুর প্রভাবে কণ্ঠতালুাদি স্থানে অভিহত হইয়া বেগবশতঃ বর্ণোৎপাদন পূর্ব্বক বৈখরীরূপে লোকের শ্রবণপথে প্রবিষ্ট হয়। অনন্তর যখন উহার বেগ এককালে নিবৃত্ত হইয়া যায়, তখন উহা পুনরায় সমানভাবে পরিণত হয়।

দ্বাবিংশতম অধ্যায়।

হে শোভনে! অনন্তর অন্তর্যাগনিরত সপ্ত হোতার বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঘ্রাণ, চক্ষু, জিহ্বা, ত্বক, শ্রোত্র, মন ও বুদ্ধি এই সাতটি অন্তর্যাগনিরত হোতা। ইহারা সূক্ষ্ম লিঙ্গশরীরে অবস্থান করিয়া থাকে, কদাপি পরস্পর পরস্পরের গুণ প্রত্যক্ষ করিতে পারে না।

ব্রাহ্মণী কহিলেন, নাথ! ঐ সপ্ত হোতা লোকের সূক্ষ্ম লিঙ্গশরীরে পরস্পর পরস্পরের অপ্রত্যক্ষে কি রূপে অবস্থান করিতেছে এবং উহাদের স্বভাবই বা কিরূপ, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, ভদ্রে! পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞ; সুতরাং তিনিই সকলের গুণ অবগত আছেন। ইন্দ্রিয়গণ সর্ব্বজ্ঞ নহে সুতরাং উহারা কখনই পরস্পর পরস্পরের গুণ অবগত হইতে পারে না। দেখ, জিহ্বা, চক্ষু, শ্রোত্র, ত্বক, মন ও বুদ্ধি গন্ধ আঘ্রাণ করিতে সমর্থ নহে, একমাত্র নাশিকাই উহা আঘ্রাণ করিয়া থাকে। নাশিকা, চক্ষু, কর্ণ, ত্বক, মন ও বুদ্ধি রসাস্বাদনে সমর্থ হয় না; একমাত্র জিহ্বাই উহার আস্বাদ প্রাপ্ত হয়। নাশিকা, জিহ্বা, কর্ণ, ত্বক মন ও বুদ্ধি কখনই রূপ দর্শন করিতে পারে না; একমাত্র চক্ষুই উহা দর্শন করিয়া থাকে। নাশিকা, জিহ্বা, চক্ষু, কর্ণ, মন ও বুদ্ধি কদাপি স্পর্শানুভব করিতে সমর্থ হয় না; একমাত্র ত্বকই উহা অনুভব করে। নাশিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক, মন ও বুদ্ধি কখনই শব্দ শ্রবণ করিতে পারে না; একমাত্র কর্ণই উহা শ্রবণ করিয়া থাকে। নাশিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক, কর্ণ ও বুদ্ধি কদাপি সংশয় করিতে সমর্থ হয় না; একমাত্র মনই উহা করিয়া থাকে। নাশিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক, কর্ণ ও মন কখন নিশ্চয় জ্ঞান লাভ করিতে পারে না; একমাত্র বুদ্ধিই উহা লাভ করে।

এক্ষণে আমি ইন্দ্রিয়মনঃসংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা মন অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, হে ইন্দ্রিয়গণ! আমা ব্যতীত তোমরা কোন কার্য্য করিতে পার না। আমি না থাকিলে নাশিকা আঘ্রাণ, জিহ্বা রসাস্বাদন, চক্ষু রূপ সন্দর্শন, ত্বক্ স্পর্শানুভব এবং কর্ণ শব্দ শ্রবণ করিতে কখনই সমর্থ হয় না। আমাভিন্ন তোমরা সকলেই জনশূন্য গৃহের ন্যায় প্রশান্তশিখ অগ্নির ন্যায় একেবারে প্রভাশূন্য হইয়া থাক। আমি না থাকিলে জীবগণ কেবল তোমাদিগের সহায়বলে কখনই বিষয় জ্ঞানে সমর্থ হয় না। অতএব আমি তোমাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান।

মন গর্ব্বিতভাবে এই কথা কহিলে, ইন্দ্রিয়গণ তাহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, ভদ্র! যদি' তুমি আমাদিগের সাহায্য ব্যতীত সমুদায় বিষয় সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইতে, তাহা হইলে তুমি যাহা বলিলে তাহা আমরা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিতাম। যদি আমাদের উপর তোমার সম্পূর্ণ প্রভুত্ব থাকে; তাহা হইলে তুমি ঘ্রাণ দ্বারা রূপ দর্শন, চক্ষু দ্বারা রসাস্বাদন, শ্রোত্র দ্বারা গন্ধ গ্রহণ, জিহ্বা দ্বারা স্পর্শা-

নুভব, ত্বকদ্বারা শব্দ শ্রবণ এবং বুদ্ধিদ্বারা স্পর্শানুভব করিতে যত্নবান হও। বলবান ব্যক্তিরা কখনই নিয়মের বশীভূত হয় না; দুর্ব্বল ব্যক্তিরাই নিয়মের বশীভূত হইয়া থাকে, যদি তুমি আপনারে বলবান বোধ কর তাহাহইলে এক্ষণে অপূর্ব্ব ভোগ সমুদায় সম্ভোগ করাই তোমার উচিত। আমাদের উচ্ছিষ্ট ভোগ করা তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে। শিষ্য যেমন গুরু প্রদর্শিত বেদার্থের অনুগমন করে, তদ্রূপ তুমি নিদ্রাবস্থায় হউক আর জাগরণাবস্থায় হউক আমাদিগের প্রদর্শিত অতীত ও অনাগত বিষয় সমুদায় সম্ভোগ করিয়া থাক। বিমনায়মান সামান্য বুদ্ধি জীবগণ কেবল আমাদিগের প্রভাবেই প্রাণ ধারণ করিয়া থাকে। মনুষ্য বিবিধ সংকল্প ও স্বপ্নজনিত বিষয় ভোগ করিয়া ও ক্ষুধায় কাতর হইয়া আমাদের সাহায্য গ্রহণে প্রবৃত্ত হয়। আর দেখ আমরা বিষয় ভোগে নিবৃত্ত হইলেও জীব কেবল তোমারই নিমিত্ত সংকল্প জনিত বিষয় ভোগে ব্যাপৃত হইয়া মুক্তিলাভে সমর্থ হয় না। তোমার লয় হইলেই জীব নিরিন্ধন হুতাশনের ন্যায় নির্ব্বাণ পদলাভে সমর্থ হইয়া থাকে। যাহা হউক আমরা পরস্পর পরস্পরের গুণ অবগত নহি সতত স্ব স্ব বিষয়েই অবস্থান করিয়া থাকি যথার্থ বটে, কিন্তু আমাদিগের সহায়তা ভিন্ন তোমার কোন জ্ঞানলাভ হয় না। তোমার অভাবে আমাদিগের কেবল হর্ষেরই হানি হয়।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, প্রিয়ে! অতঃপর অন্তর্যাগ নিরত প্রাণাদি পঞ্চহোতার বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। প্রাণ, অপান, উদান, ব্যান ও সমান এই পঞ্চ হোতা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণী কহিলেন, নাথ! আমি ইতিপূর্ব্বে আপনার মুখে স্ব স্ব বিষয়ে অবস্থিত নেত্র কর্ণাদি সাতজন হোতার বিষয় শ্রবণ করিয়াছি; এক্ষণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণাদি পঞ্চ হোতার বিষয় বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, প্রিয়ে! বায়ু প্রাণ কর্ত্তৃক পরিপুষ্ট হইয়া অপান রূপে অপান কর্ত্তৃক পরিপুষ্ট হইয়া ব্যানরূপে, ব্যান কর্ত্তৃক পরিপুষ্ট হইয়া উদান রূপে ও উদান কর্ত্তৃক পরিপুষ্ট হইয়া সমান রূপে পরিণত হয়। উহারা সকলেই স্ব স্ব প্রধান। পূর্ব্বকালে ঐ পঞ্চবায়ু সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন পূর্ব্বক কহিয়াছিল ভগবন্! আমাদের মধ্যে কোন বায়ু প্রধান তাহা কীর্ত্তন করুন। আপনি যাহারে প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন আমরা সকলেই তাহারে শ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মান করিব।

তখন ব্রহ্মা কহিলেন, হে বায়ুগণ! তোমাদের পাঁচজনের মধ্যে যে ব্যক্তির লয় হইলেই অন্য চারিজন লয় প্রাপ্ত হইবে এবং যে ব্যক্তি সঞ্চরিত হইলেই অন্য চারিজন সঞ্চরণ করিবে, সেই তোমাদের মধ্যে প্রধান। এক্ষণে তোমরা যথা ইচ্ছা গমন কর।

ব্রহ্মা এই কথা কহিলে প্রাণ অপানাদি অন্য বায়ু চতুষ্টয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, হে বায়ুগণ! আমি তোমাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। আমার লয় হইলেই তোমারা সকলে লয় প্রাপ্ত হও এবং আমি সঞ্চরিত হইলেই তোমরা সকলে সঞ্চরণ কর। এই দেখ আমি লয় প্রাপ্ত হই, তাহা হইলেই তোমাদিগকে লীন হইতে হইবে।

প্রাণ বায়ু অপনাদি বায়ু চতুষ্টয়কে এই কথা বলিয়া কিয়ৎকাল সংলীন থাকিয়া পুনরায় সঞ্চরণ করিতে লাগিল। তখন

সমান ও উদান বায়ু তাহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, প্রাণ! তুমি আমাদের ন্যায় অপানাদি সমুদায় বায়ুতে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান কর না। একমাত্র অপানই তোমার বশবর্ত্তী; তোমার লয় হওয়াতে আমাদের কিছুমাত্র হানি হয় নাই। সুতরাং তুমি আমাদের মধ্যে প্রধান নহ। সমান ও উদান এই কথা কহিলে প্রাণ তাহাদের বাক্যে উত্তরপ্রদানে অসমর্থ হইয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক সঞ্চরণ করিতে লাগিল।

তখন অপান বায়ু অন্যান্য বায়ু চতুষ্টয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, হে বায়ুগণ! আমার লয় হইলে তোমাদের সকলকেই লয়প্রাপ্ত হইতে হয় এবং আমি সঞ্চরণ করিলেই তোমাদের সঞ্চার হইয়া থাকে। অতএব আমিই তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই দেখ আমি বিলীন হই, তাহা হইলেই তোমাদিগকে লয় প্রাপ্ত হইতে হইবে।

অপান বায়ু এই কথা কহিবা মাত্র ব্যান ও উদান তাহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল অপান! একমাত্র প্রাণই তোমার বশবর্ত্তী; সুতরাং তুমি আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহ। ব্যান ও উদান এই কথা কহিলে অপান তাহাদের বাক্যে উত্তর প্রদানে অসমর্থ হইয়া পূর্ব্ববৎ সঞ্চরণ করিতে লাগিল। তখন ব্যান বায়ু অন্যান্য বায়ু চতুষ্টয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন হে বায়ুগণ! আমি সংলীন হইলে তোমাদের সকলেরই লয় হয় এবং আমি সঞ্চরণ করিলেই তোমাদের সঞ্চার হইয়া থাকে সুতরাং আমিই তোমাদের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই দেখ আমি বিলীন হই তাহাহইলেই তোমাদের সকলকে লয় প্রাপ্ত হইতে হইবে।

ব্যান বায়ু এই কথা কহিয়া কিয়ৎকাল সংলীন থাকিয়া পুনরায় পূর্ব্ববৎ সঞ্চরণ করিতে লাগিল। তখন প্রাণাদি বায়ুগণ তাহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, ব্যান! একমাত্র সমানই তোমার বশবর্ত্তী সুতরাং তুমি আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহ। প্রাণাদিবায়ুগণ এই কথা কহিলে ব্যান তাহাদের বাক্যে উত্তর প্রদানে অসমর্থ হইয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক পূর্ব্বেরন্যায় সঞ্চরণ করিতে লাগিল।

তখন সমান বায়ু অন্যান্য বায়ুগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, হে বায়ুগণ! আমার লয় হইলে তোমাদের সকলকেই বিলীন হইতে হয় এবং আমি সঞ্চরণ করিলেই তোমাদের সঞ্চার হইয়া থাকে; সুতরাং আমিই তোমাদের মধ্যে প্রধান। এই দেখ আমি বিলীন হই; তাহা হইলেই তোমাদের সকলকে বিলীন হইতে হইবে।

সমানবায়ু এই কথা কহিয়া কিয়ৎকাল সংলীন থাকিয়া পুনরায় সঞ্চরণ করিতে লাগিল; কিন্তু তন্নিবন্ধন অন্যান্য বায়ুচতুষ্টয়ের কিছুমাত্র হানি হইল না। তখন উদানবায়ু অন্যান্য বায়ুগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, হে বায়ুগণ! আমি সংলীন হইলে তোমাদের সকলকেই লয়প্রাপ্ত হইতে হয় এবং আমি সঞ্চরণ করিলে তোমাদের সঞ্চার হইয়া থাকে, সুতরাং আমিই তোমাদের মধ্যে প্রধান। এই দেখ আমি সংলীন হই; তাহা হইলেই তোমাদের সকলকে লয়প্রাপ্ত হইতে হইবে।

উদানবায়ু এই কথা কহিয়া কিয়ৎকাল সংলীন থাকিয়া পুনরায় সঞ্চরণ করিতে লাগিল। তখন প্রাণাদি বায়ুগণ তাহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল উদান! একমাত্র ব্যানই তোমার বশবর্ত্তী; সুতরাং তুমি আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহ।

এইরূপে প্রাণাদি পঞ্চবায়ু প্রত্যেকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা লাভ করিবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে ব্রহ্মা তাহাদিগের সকলকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন হে বায়ুগণ! তোমরা সকলেই স্ব স্ব

প্রধান। তোমাদের মধ্যে একের লয় হইলে সমুদায়ের লয় হয় না, এই নিমিত্ত আমি তোমাদিগের সকলকেই প্রধান বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছি। কিন্তু তোমরা কেহই স্বাধীন নহ, এই নিমিত্ত তোমাদের সকলকেই নিকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও করা যায়। তোমরা আমার আত্মার স্বরূপ। তোমরা একমাত্র হইয়া স্থান ও কার্য্যভেদে পাঁচ নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাক। এক্ষণে তোমরা সকলে পরস্পর সুহৃদ্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক পরস্পরের সাহায্যে নিরত হইয়া পরম সুখে অবস্থান কর। তোমাদের মঙ্গল লাভ হউক।

চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায়।

হে প্রিয়ে! অতঃপর দেবমতনারদ-সংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা মহর্ষি দেবমত দেবর্ষি নারদের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! শরীরীর জন্মগ্রহণ করিবার সময় প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর মধ্যে কোন্ বায়ু সর্ব্ব প্রথমে তাহার শরীরে সঞ্চারিত হয়?

নারদ কহিলেন, ব্রহ্মন্! শরীরী কোন কারণবিশেষ দ্বারা জড়রূপে নির্ম্মিত ও তন্মধ্যে অন্য কারণ আবির্ভূত হইলে সর্ব্বপ্রথমে প্রাণ ও অপান বায়ু উহাতে সঞ্চরিত হয়। ঐ বায়ুদ্বয় দেবতা, মনুষ্য ও পশু-পক্ষী প্রভৃতি সকলেরই শরীরে অবস্থিত থাকে।

দেবমত কহিলেন, ভগবন্! কোন্ কারণ দ্বারা জড়দেহ নির্ম্মিত হয়? ঐ দেহ নির্ম্মিত হইলে তাহার মধ্যে যে অন্য কারণের আবির্ভাব হয়, তাহাই বা কি এবং প্রাণ ও অপান বায়ু কি রূপে সর্ব্বপ্রথমে জড়দেহে সঞ্চারিত হয়?

নারদ কহিলেন, ব্রহ্মন্! পরমাত্মা দেহ পরিগ্রহ করিতে অভিলাষী হইলে তাঁহার সঙ্কল্পপ্রভাবে শুক্রশোণিতরূপ পঞ্চভূত দ্বারা দেহের সৃষ্টি ও তন্মধ্যে জীবরূপে পরমাত্মার আবির্ভাব হয়। শুক্র গর্ভকোষে প্রবিষ্ট হইবামাত্র সর্ব্বপ্রথমে প্রাণবায়ু উহাতে সঞ্চারিত হইয়া উহা বিকৃত করে। শুক্র প্রাণবায়ু দ্বারা বিকৃত হইলেই উহাতে অপান বায়ুর সঞ্চার হয়। এই রূপে জড়দেহ নির্ম্মিত হইলে পরমাত্মা সেই দেহ ও তাহার কারণে নির্লিপ্ত হইয়া সাক্ষীস্বরূপ দেহমধ্যে অবস্থান করেন। সমান ও ব্যান বায়ুর প্রভাবে শুক্রশোণিতের সৃষ্টি ও কামপ্রভাবে ঐ পদার্থদ্বয়ের উদ্রেক হয়। ঐ দুই পদার্থ উদ্রিক্ত হইয়াই স্থূল দেহের সৃষ্টি করে। স্থূল দেহ সৃষ্ট হইলে তন্মধ্যে প্রাণ ও অপান বায়ুর ক্রিয়া দ্বারা জীবের ঊর্দ্ধগতি ও অধোগতি এবং ব্যান ও সমান বায়ুর প্রভাবে উহার তির্য্যগ্গতি ও ভেদবুদ্ধি হইয়া থাকে। পরমাত্মা অগ্নিস্বরূপ। উহাঁতে সকল দেবতাই প্রতিষ্ঠিত আছেন, বেদ উঁহার আজ্ঞা। ঐ বেদপ্রভাবেই ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির অতি উৎকৃষ্ট জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। তম ও রজোগুণ সেই অগ্নিরূপী পরমাত্মার ধূম ও ভস্মস্বরূপ। জীবগণ সেই অগ্নিরূপী পরমাত্মাতে আহুতিরূপ অন্নাদি ভোজ্য দ্রব্য প্রদান করিয়া থাকেন। প্রাণ ও অপান ঐ হুতাশনরূপী পরমাত্মার আজ্যভাগদ্বয়স্বরূপ। উনি বিদ্যা অবিদ্যা, উৎপত্তি প্রলয় ও কার্য্য কারণ প্রভৃতি দ্বন্দ্ববিষয় সমুদায়ে নির্লিপ্ত হইয়া অবস্থান করেন। উনি যে সঙ্কল্প দ্বারা কার্য্য ও কারণরূপে প্রকাশিত হন, সেই সঙ্কল্প দ্বারাই কর্ম্ম সমুদায় বিস্তৃত হয়। অতএব ঐ সংকল্পকে রোধ করিতে পারিলেই পরমাত্মার যথার্থ ভাব অন্তঃকরণে প্রকাশিত হইয়া থাকে। কার্য্য কারণ ও শুদ্ধ ব্রহ্মের একতা সম্পাদনের

নাম শান্তি। ঐ শান্তির উদয় হইলেই সনাতন ব্রহ্ম প্রকাশিত হন।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়।

হে প্রিয়ে! অতঃপর চাতুর্হোত্রবিষয়ক রহস্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। করণ, কর্ম্ম, কর্ত্তা ও মোক্ষ এই চারিটী হোতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্, শ্রোত্র, মন ও বুদ্ধি এই সাতটীর নাম করণ; ইহারা অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন হয়। গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, সংশয় ও নিশ্চয় এই সাতটীর নাম কর্ম্ম; ইহারা পাপ পুণ্য হইতে উৎপন্ন হয়। ঘ্রাতা, ভক্ষয়িতা, দ্রষ্টা, স্পর্শকারী, শ্রোতা, সংশয়কর্ত্তা ও নিশ্চয়কর্ত্তা এই সাতটীর নাম কর্ত্তা; ইহারা পূর্ব্বতন কর্ম্মানুরূপ শব্দাদির উৎপাদনকর্ত্তা জীব হইতেই উৎপন্ন হয়। আর ঐ ঘ্রাতা ভক্ষয়িতা প্রভৃতি সাত জন যখন ভেদজ্ঞান শূন্য হইয়া চিন্মাত্র রূপে অবস্থান করে, তখন ঐ সাত জনকে মোক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঘ্রাণাদি ক্রিয়ার অভিমান পরিত্যাগই উহাদের উৎপত্তির কারণ।

যে সকল তত্ত্ববেত্তা পণ্ডিত ঘ্রাণাদির বিষয় বিশেষ রূপে অবগত হন, তাঁহাদের নাসিকাদি ইন্দ্রিয় সমুদায়ই গন্ধাঘ্রাণ প্রভৃতি ক্রিয়া সমুদায় সম্পাদন করিয়া থাকে; জীবাত্মা কখনই উহাতে লিপ্ত হয় না। অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই শব্দাদি উপভোগ করিতে বা উপভোগের নিমিত্ত প্রস্তুত করাইতে প্রবৃত্ত হইয়া "আমরা গন্ধাদি উপভোগ করিতেছি; আমাদিগের নিমিত্ত গন্ধাদি প্রস্তুত হইতেছে," বিবেচনা করিয়া মমতানিবন্ধন মৃত্যুমুখে প্রবেশ করে। ঐরূপ অভিমানযুক্ত ব্যক্তিদিগকেই অভক্ষ্যভক্ষণ ও অপেয়পাননিবন্ধন নরকে নিপতিত হইতে হয়। উহারাই বিষয়ভোগনিবন্ধন বারংবার মৃত্যুমুখে প্রবেশ ও বারংবার জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু যে সকল মহাত্মা তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে জগতের সমুদায় পদার্থের মর্ম্ম সবিশেষ অবগত হইয়া নির্লিপ্তভাবে বিষয় ভোগ করেন, তাঁহাদিগকে কখনই জন্মমৃত্যুর বশীভূত হইতে হয় না। তাঁহারা অলৌকিক শক্তি প্রভাবে অনায়াসে বিষয় সমুদায়ের সৃষ্টি করিতে পারেন। বিষয়ভোগনিবন্ধন তাঁহাদের কিছুমাত্র দুরদৃষ্ট জন্মে না। অতএব মনঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমুদায়কে সংযত করিয়া মন্তব্য, বক্তব্য, শ্রোতব্য, দৃশ্য, স্পৃশ্য ও ঘ্রেয় বিষয় সমুদায় ব্রহ্মাগ্নিতে আহুতি প্রদান করা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়। আমার অন্তঃকরণে সতত যোগরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইতেছে। পরব্রহ্ম ঐ যজ্ঞের অগ্নি, প্রাণ উহার স্তোত্র, অপান উহার শস্ত্রমন্ত্র, সর্ব্বত্যাগ উহার দক্ষিণা, সত্যবাক্য প্রশাস্তার বাক্য ও অপবর্গ উত্তরাঙ্গ কর্ম্মস্বরূপ। অহংকার, মন ও বুদ্ধি ইহারা হোতা, অধ্বর্য্যু ও উদ্গাতার স্বরূপ হইয়া ঐ যজ্ঞে স্তবপাঠ করিতেছে। হে প্রিয়ে! আমি এক্ষণে যেরূপ যজ্ঞবিধি কীর্ত্তন করিলাম; ঋক্‌বেদে এই রূপই কীর্ত্তিত হইয়াছে। সামবেদেও অন্তর্গাগানুষ্ঠান পূর্ব্বক নারায়ণের উদ্দেশে পশুস্বরূপ রিপুসমুদায়ের ছেদন করিবার বিধি বিহিত আছে। ভগবান্ নারায়ণই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বময়।

ষড়্‌বিংশতিতম অধ্যায়।

ভগবান্ নারায়ণ সতত জীবের হৃদয়মধ্যে বাস করেন। তিনিই সকলের শাসনকর্ত্তা। তিনি আমারে যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছেন, আমি তদনুরূপ কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইয়াছি। ঐ মহাত্মাই অদ্বিতীয় গুরু; উনিই অদ্বিতীয় শিষ্য এবং উনিই সকলের দ্রষ্টা। উহাঁর প্রভাবেই দানবগণ দম্ভযুক্ত হইয়াছে, উহাঁর প্রভাবেই সপ্তর্ষি মণ্ডল

দমগুণসম্পন্ন হইয়া অতি উৎকৃষ্ট শোভা ধারণ করিয়াছেন। দেবরাজ উঁহারেই গুরু বোধ করিয়া উঁহার নিকট অবস্থান পূর্ব্বক অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং সর্পগণ উঁহার প্রভাবে সকল লোকের প্রতি দ্বেষভাবাপন্ন হইয়াছে।

এক্ষণে আমি এই উপলক্ষে সর্প, দেবতা, ঋষি ও অসুরগণের যে রূপে দ্বেষভাবাদি লাভ হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে দেবতা, ঋষি, সর্প ও অসুরগণ প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট গমন পূর্ব্বক বিনীতভাবে তাঁহাকে কহিয়াছিলেন, ভগবন্! যাহাতে আমাদের শ্রেয়োলাভ হয়, আপনি আমাদিগকে এরূপ উপদেশ প্রদান করুন। তাঁহারা এইরূপ অনুরোধ করিলে প্রজাপতি তাঁহাদের সমক্ষে 'ওঁ' এই একাক্ষর শব্দ উচ্চারণ করিলেন। তখন দেবতা, ঋষি, সর্প ও অসুরগণ সকলেই ঐ একাক্ষর শব্দের অর্থ পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। ঐ শব্দের অর্থ পর্য্যালোচনা করিতে করিতে সর্পদিগের মনে দংশনপ্রবৃত্তি, অসুরদিগের মনে দম্ভভাব, দেবতাদিগের চিত্তে দানপ্রবৃত্তি ও মহর্ষিদিগের অন্তঃকরণে দমগুণের সঞ্চার হইল। এই রূপে পূর্ব্বকালে একমাত্র উপদেষ্টার মুখে একমাত্র একাক্ষর শব্দ শ্রবণ করিয়া সর্প, দেবতা, ঋষি ও দানবগণের চিত্তে পৃথক্ পৃথক্ ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল। সেই সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বময় নারায়ণ সর্ব্বত্র বিরাজিত রহিয়াছেন। তিনি আপনিই আপনার গুরু। তিনি শিষ্যরূপে প্রশ্ন করিয়া গুরুরূপে উহা শ্রবণ ও অবধারণ পূর্ব্বক উহার উত্তর প্রদান করেন। তাঁহারই অভিলাষানুসারে সমুদায় কর্ম্ম সম্পাদিত হইয়া থাকে। তিনি একাকী গুরু, বোদ্ধা, শ্রোতা ও দ্রষ্টা। তিনি সকল লোকের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। তিনিই পাপকার্য্যে নিরত হইয়া পাপচারী, পুণ্যকর্ম্মে নিরত হইয়া পুণ্যচারী, ইন্দ্রিয়সুখে নিরত হইয়া কামচারী এবং ইন্দ্রিয় পরাজয় ও ব্রতাদিকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মে অবস্থিত ও ব্রহ্মভূত হইয়া ব্রহ্মচারী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনিই ব্রহ্মরূপ ঋত্বিকের সাহায্যে ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্মরূপ সমিধ্ প্রদান ও ব্রহ্মরূপ জল প্রোক্ষণ করেন। পণ্ডিতগণ তাঁহারই উপদেশানুসারে সূক্ষ্ম ব্রহ্মচর্য্য অবগত হইয়া থাকেন।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, প্রিয়ে! এক্ষণে আমি সংকল্পরূপ দংশমশকসম্পন্ন, শোকহর্ষরূপ শীতাতপযুক্ত, মোহরূপ তিমিরপরিপূর্ণ এবং লোভ ও ব্যাধিরূপ সরীসৃপে সমাকীর্ণ, সংসাররূপ অরণ্য অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মরূপ মহাবনে প্রবেশ করিয়াছি। ঐ সংসারারণ্যের পথে কাম ও ক্রোধরূপ দুইটি শত্রু সতত অবস্থান করিয়া থাকে এবং উহাতে একাকীই গমনাগমন করিতে হয়।

ব্রাহ্মণী কহিলেন, নাথ! আপনি যে মহাবনের কথা উল্লেখ করিলেন, সেই বন কোথায়? ঐ বনে কিরূপ বৃক্ষ, নদী ও পর্ব্বত সমুদায় বিদ্যমান রহিয়াছে? এবং কতদূর গমন করিলেই বা ঐ বন উপলব্ধ হইয়া থাকে?

ব্রাহ্মণ কহিলেন, প্রিয়ে! ঐ বন হইতে স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র, হ্রস্ব ও দীর্ঘ এবং সুখকর ও দুঃখজনক পদার্থ কিছুই নাই। ব্রাহ্মণেরা ঐ বনে প্রবেশ করিতে পারিলে তাঁহাদের আর শোক বা হর্ষের লেশমাত্র থাকে না। তৎকালে তাঁহারা আর কাহা হইতেও ভীত হন না এবং তাঁহাদিগের হইতেও কেহ ভয় প্রাপ্ত হয় না। ঐ বনমধ্যে অহঙ্কার প্রভৃতি সাতটি মহৎ বৃক্ষ বিদ্যমান আছে। শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ,

নন্তর মহাবিষ আশীবিষের ন্যায় দুরাসদ, কুরুবংশাবতংস মহানুভব রাজা যুধিষ্ঠির, বৈদূর্য্য ও কাঞ্চনময় অক্ষগুটিকাসকল বস্ত্র দ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক কক্ষে নিক্ষেপ করিয়া সর্ব্বাগ্রে সভাস্থ বিরাটরাজার নিকট উপনীত হইলেন। তিনি অপূর্ব্ব রূপ ও বলপ্রভাবে সাক্ষাৎ অমরের ন্যায় নিবিড় জলদজালজড়িত সূর্য্যের ন্যায় ও ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নির ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। বিরাটরাজ অচিরকালমধ্যে অভ্রপটলসংবৃত সুধাংশুসদৃশ সভাগত যুধিষ্ঠিরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ, সূত, বৈশ্য ও অন্যান্য সভ্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সভাসদ্গণ! যিনি প্রথমে আগমন করিয়া রাজার ন্যায় সভা নিরীক্ষণ করিতেছেন, উনি কে? উনি ব্রাহ্মণ নন, আমার বোধ হয়, কোন রাজা হইবেন। উহাঁর সমভিব্যাহারে দাস, রথ ও হস্তী কিছুই নাই; তথাচ উনি দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। যেমন মদমত্ত বারণ অকুতোভয়ে নলিনীর সমীপে সমুপস্থিত হয়, তদ্রূপ ইনিও আমার নিকট অসঙ্কুচিত চিত্তে আগমন করিতেছেন। যাহা হউক, উহার আকার প্রকার দর্শনে উহাঁরে রাজা বলিয়া আমার বোধ হইতেছে।

বিরাটরাজ এই রূপ তর্ক বিতর্ক করিতেছেন, ইত্যবসরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার সন্নিধানে উপনীত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি ব্রাহ্মণ জাতি; সর্ব্বস্বান্ত হওয়াতে জীবিকা লাভের নিমিত্ত আপনকার নিকট উপস্থিত হইয়াছি; মানস করিয়াছি, এই স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক মহাশয়ের অভিলাষানুরূপ কার্য্য সংসাধন করিব। তখন বিরাটরাজ সাতিশয় প্রহৃষ্ট মনে স্বাগত প্রশ্নপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া কহিলেন, তাত! তোমারে নমস্কার। এক্ষণে তুমি কোন্ রাজার রাজধানী হইতে আগমন করিতেছ? তোমার নাম ও গোত্র কি? এবং তুমি কি কি শিল্প কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাক? এই সমস্ত সত্য করিয়া বল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহারাজ! আমি ব্যাঘ্রপদী গোত্রসম্ভূত ব্রাহ্মণ, আমার নাম কঙ্ক; পূর্ব্বে আমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রিয় সখা ছিলাম; দ্যূতে আমার সবিশেষ নিপুণতা আছে। বিরাট কহিলেন, আমি তোমার প্রার্থনা পূরণে সম্মত আছি; তুমি মৎস্য দেশ শাসন কর; আমি তোমার একান্ত বশম্বদ, দ্যূতানুরক্ত ব্যক্তিগণ আমার প্রিয় পাত্র; অতএব তুমিও আমার প্রিয় ও রাজ্য লাভে সম্যক্ উপযুক্ত। যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহারাজ! আমি নীচ লোকের সহিত কখনই দ্যূতক্রীড়া করিব না এবং আমি যাহারে পরাজয় করিব, সে আমার ধন লাভে কদাচ অধিকারী হইবে না; আপনি অনুকম্পা করিয়া আমার এই প্রার্থনায় সম্মত হউন। বিরাট কহিলেন, আমি তোমার অহিতকারী ব্রাহ্মণকে বিষয় হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিব এবং অন্যে তোমার অপ্রিয়ানুষ্ঠান করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণ নাশ করিব।

হে জানপদবর্গ! তোমরা সকলেই সমাগত হইয়াছ; এক্ষণে আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। অদ্যাবধি প্রিয় সখা কঙ্ক আমার ন্যায় সকল বিষয়েই সম্পূর্ণ অধিকারী হইলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, সখে! আমি তোমার সহিত এক যানে আরোহণ করিব এবং আমার ন্যায় তোমারও প্রচুর বস্ত্র ও অপর্য্যাপ্ত পান ভোজন লাভ হইবে। আমি গৃহের দ্বার সকল উদ্ঘাটন করিয়া দিতেছি, তুমি সর্ব্বদাইবাস্থান্তর পর্য্যবেক্ষণ করিবে, যদি কেহ জীবিকা লাভে অসমর্থ হইয়া তোমার নিকট

কিঞ্চিৎ প্রার্থনা করে, তাহা হইলে তুমি তৎক্ষণাৎ আমারে বলিবে, আমি নিঃসন্দেহ তাহার মনোরথ পূর্ণ করিব; আমার সন্নিধানে তোমার কিছুমাত্র শঙ্কা নাই।

হে মহারাজ! এই রূপে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বিরাটের সহিত সমাগত হইয়া পরম সমাদরে বাস করিতে লাগিলেন, কেহই তাঁহার এই বৃত্তান্তের বিন্দু বিসর্গও অবগত হইতে পারিল না।

অষ্টম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভীমপরাক্রম ভীমসেন সকললোকবিকাশী প্রভাকরের ন্যায় স্বীয় তেজঃপ্রভাবে দীপ্যমান হইয়া অসিত বসন পরিধান এবং করে কোষনিষ্কাশিত অসিতাঙ্গ অসি, মন্থদণ্ড ও দর্ব্বী ধারণপূর্ব্বক সূপকারবেশে মৎস্যরাজসমীপে সমুপস্থিত হইলেন। মৎস্যরাজ ভূপতিসন্নিভ অন্তিকাগত কুন্তী-কুমারকে অবলোকন করিয়া সমাগত জনপদবাসীদিগকে কহিলেন, ঐ যে সিংহসদৃশ, উন্নতস্কন্ধ, সূর্য্যসদৃশ পরম রূপবান্, অদৃষ্টপূর্ব্ব যুবা দৃষ্টিগোচর হইতেছেন; উনি কে? আমি সবিশেষ অনুধাবন করিয়াও উহাঁর অভিসন্ধি স্থির করিতে সমর্থ হইতেছি না। অতএব তোমরা অবিলম্বে উহাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা কর; উনি গন্ধর্ব্বরাজ হউন বা দেবরাজই হউন, আমি বিচার না করিয়া উহাঁর মনোরথ পরিপূর্ণ করিব।

তাহারা মৎস্যরাজের আদেশানুসারে দ্রুতপদ সঞ্চারে ভীমসেনসন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া সমুদায় রাজবাক্য নিবেদন করিল। মহাত্মা বৃকোদর তাহাদিগের বাক্যে প্রত্যুত্তর না করিয়া বিরাটের সন্নিকটে আগমনপূর্ব্বক অসঙ্কুচিত বাক্যে কহিলেন, মহারাজ! আমি সূপকার, আমার নাম বল্লব, আমি অতি উত্তম ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে পারি; আমারে গ্রহণ করুন।

বিরাট কহিলেন, হে বল্লব! তোমারে সুররাজের ন্যায়, নররাজের ন্যায় রূপলাবণ্য ও বিক্রমসম্পন্ন দেখিয়া সূপকার বলিয়া বিশ্বাস হইতেছে না।

ভীম কহিলেন, নরেন্দ্র! আমি সূপকার আপনার পরিচারক; পূর্ব্বে রাজা যুধিষ্ঠিরের সূপাধিকারে নিযুক্ত ছিলাম। আমি কেবল সূপকার্য্যে পারদর্শী নই; আমার তুল্য বাহুযোদ্ধা বলবান্ও অতি দুর্লভ। আমি সর্ব্বদা হস্তী ও সিংহের সহিত সংগ্রাম করিতাম; এক্ষণে নিরন্তর আপনার প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিব।

বিরাট কহিলেন বল্লব! আমি তোমার মনোরথ পরিপূর্ণ করিলাম; তুমি মহানসে অধিকার গ্রহণ কর; কিন্তু এপ্রকার কর্ম্ম তোমার উপযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে না; তুমি সসাগর ধরামণ্ডলের অধিকারযোগ্য। যাহা হউক, তুমি আত্মকামনানুসারে মহানসে নিযুক্ত হইলে; আমি তোমারে তত্রস্থ সমস্ত অধিকৃতবর্গের উপরে আধিপত্য প্রদান করিলাম।

ভীমসেন এই রূপে মহানসে নিযুক্ত হইয়া বিরাট নৃপতির সাতিশয় প্রীতিভাজন হইলেন। তত্রস্থ পরিচারক বা অন্য কোন ব্যক্তি তাঁহার প্রকৃত পরিচয় অবগত হইতে সমর্থ হয় নাই।

নবম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর অসিতলোচনা দ্রৌপদী নীল সূক্ষ্ম সুকোমল ও সুদীর্ঘ কেশপাশ বেণীরূপে বন্ধন, অতিমাত্র মলিন একমাত্র বসন পরিধান করিয়া সৈরিন্ধ্রীবেশে দীনভাবে গমন করিতে লাগিলেন। নাগরিক পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা দ্রুত পদে তাঁহার নিকট আগমন করিয়া "তুমি কে? তোমার অভিলাষ কি?" বারংবার এই রূপ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তখন দ্রৌ-

করা যাইতে পারে? হিংসা ভিন্ন কখনই আঘ্রাণাদি কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে না। ইহলোকে হিংসা ভিন্ন কাহারও কোন কার্য্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব এক্ষণে আপনার মতে অহিংসা কি? তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

সন্ন্যাসী কহিলেন, ব্রহ্মন্! আত্মা দুই-প্রকার ক্ষর ও অক্ষর। পণ্ডিতেরা উপাধি-যুক্ত আত্মারে ক্ষর ও উপাধিবিহীন সনাতন আত্মারে অক্ষর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যে ব্যক্তির আত্মা মায়ার সহিত মিলিত হইয়া প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিরূপে ব্যবহৃত হয়, সেই ব্যক্তিরই হিংসাজনিত ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে, আর যে ব্যক্তির আত্মা ঐ প্রাণাদি হইতে পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিত হইয়া নির্দ্দ্বন্দ্ব ও সর্ব্বভূতে সমদর্শী হয়, তাহারে কদাপি হিংসাজনিত ভয়ে ভীত হইতে হয় না। অতএব আমার মতে প্রাণাদি হইতে পৃথগ্‌ভাবে অবস্থানই অহিংসা।

তখন যাজ্ঞিক কহিলেন, ভগবন্! আপনার বাক্য শ্রবণ করিয়া বোধ হইতেছে যে, ইহলোকে সাধুসংসর্গ লাভ করা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য্য আর কিছুই নাই। এক্ষণে আপনার উপদেশে আমার বুদ্ধি অতিশয় নির্ম্মল হইয়াছে। আমি নিশ্চয় বুঝিতেছি, যে আমার আত্মা কিছুতেই লিপ্ত নহে। সুতরাং এই বেদবিহিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান-নিবন্ধন আমারে কখনই অপরাধী হইতে হইবে না।

যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিলে সন্ন্যাসী তাঁহার বাক্যের উত্তরপ্রদানে অসমর্থ হইয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণও মোহ-বিহীন হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। হে প্রিয়ে! এই আমি তোমার নিকট সন্ন্যাসী ও যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিলাম। মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রালোচনা দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ আত্মার প্রাণাদি হইতে পৃথক্‌ভাবে অবস্থানই মোক্ষলাভের উপায় বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়া তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদিগের উপদেশানুসারে উহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

একোনত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে বরবর্ণিনি! অতঃপর আমি এই উপলক্ষে কার্ত্তবীর্য্যসমুদ্রসংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে সহস্রবাহুসম্পন্ন মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন স্বীয় শরপ্রভাবে সসাগরা পৃথিবী পরাজয় করিয়াছিলেন। তিনি একদা সমুদ্রতীরে বিচরণ করিতে করিতে সমুদ্রকে লক্ষ্য করিয়া শতশত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন সমুদ্র মূর্ত্তিমান হইয়া নিতান্ত ব্যথিতচিত্তে তাঁহার সমীপে আগমন করিয়া প্রণতিপুরঃসর কৃতাঞ্জলি-পুটে তাঁহারে কহিলেন, বীরবর! আপনি আর আমার প্রতি শর নিক্ষেপ করিবেন না, এক্ষণে আমারে আপনার কোন কার্য্য সাধন করিতে হইবে আদেশ করুন। আমার আশ্রিত জীবজন্তুগণ আপনার ভীষণ শর-প্রভাবে নিহত হইতেছে; এক্ষণে আপনি তাহাদিগকে অভয় প্রদান করুন।

তখন কার্ত্তবীর্য্য কহিলেন, জলনিধে! আমি এই ভূমণ্ডলমধ্যে আমার সমকক্ষ যোদ্ধা দেখিতে পাই নাই, এই নিমিত্তই তোমার উপর শরনিক্ষেপ করিতেছি। এক্ষণে যদি ইহলোকে কেহ আমার তুল্য ধনুর্দ্ধর বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে তুমি শীঘ্র তাহার নাম নির্দ্দেশ কর, আমি অবিলম্বে তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।

সমুদ্র কহিলেন, মহারাজ! আপনি মহর্ষি জমদগ্নির নাম শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। তাঁহার পুত্র পরশুরামই আপনার

সমকক্ষ। সমুদ্র এই কথা কহিলে, কার্ত্তবীর্য্য তাঁহার বাক্য শ্রবণমাত্র ক্রোধে অধীর হইয়া বন্ধুবান্ধবগণ সমভিব্যাহারে পরশুরামের আশ্রমে গমন পূর্ব্বক তাঁহার অনিষ্টাচরণ করিয়া তাঁহার ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন। ঐ সময় তাঁহার কোপানলপ্রভাবে কার্ত্তবীর্য্যের সৈন্য সমুদায় দগ্ধপ্রায় হইতে লাগিল এবং তিনি অচিরাৎ পরশু গ্রহণ পূর্ব্বক বহুশাখাসমাকীর্ণ বিটপীর ন্যায় সহস্রবাহুসম্পন্ন কার্ত্তবীর্য্যকে সহসা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কার্ত্তবীর্য্য নিপতিত হইলে, তাঁহার বান্ধবগণ এককালে সকলে খড়্গ ও শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক পরশুরামের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর পরশুরামও সত্বরে শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক রথারোহণ করিয়া একাকী তাহাদিগকে কালকবলে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভার্গব এই রূপে অলৌকিক বীরত্ব প্রকাশ করিলে, সেই সমরাঙ্গনস্থ হতাবশিষ্ট ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ প্রায় সকলেই সিংহনিপীড়িত মৃগের ন্যায় নিতান্ত ভীত হইয়া গিরিগহ্বরে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় যে সকল ক্ষত্রিয় গ্রাম বা নগরমধ্যে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারাও পরশুরামের ভয়ে স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে সমর্থ হইলেন না। সুতরাং বেদ তিরোহিত প্রায় হইল এবং প্রজাগণ শূদ্রের ন্যায় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময়ই ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের ব্যতিক্রমনিবন্ধন দ্রবিড়, আভীর, পুণ্ড্র ও শবর দেশীয় সমুদায় ব্যক্তিই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।

এই রূপে ক্ষত্রিয়গণ পরশুরামের হস্তে নিহত ও পৃথিবী নিক্ষত্রিয়া হইলে, ব্রাহ্মণগণ পৃথিবীর দুর্দ্দশা নিবারণের নিমিত্ত বিধবা ক্ষত্রিয়াদিগের গর্ভে পুত্রোৎপাদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহাবীর পরশুরাম তাহাও সহ্য করিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মণদিগের ঔরসে যতবার ক্ষত্রিয় সমুদায় সমুৎপন্ন হইতে লাগিল, মহাবীর ভার্গব ততবারই তাহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। এই রূপে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল হইলে পর একদা এই আকাশবাণী সর্ব্বসমক্ষে পরশুরামের কর্ণগোচর হইল যে, বৎস! বারংবার ক্ষত্রিয়কুল ক্ষয় করাতে তোমার কিছুমাত্র ফলোদয় নাই; অতএব তুমি এ ব্যবসা হইতে অচিরাৎ নিবৃত্ত হও। ঐ সময় পরশুরামের পূর্ব্বপুরুষ ঋচিক প্রভৃতি মহাত্মারাও আকাশ হইতে তাঁহারে বারংবার নিবারণ করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি এক্ষণে ক্ষত্রিয়বিনাশের সংকল্প পরিত্যাগ কর। পূর্ব্বপুরুষগণ এই রূপে বারংবার ক্ষত্রিয়বধে নিবারণ করিলেও পরশুরাম পিতৃবধজনিত ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি তাহাদিগকে ও ঋষিগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে পিতৃগণ! আমি ক্ষত্রিয়সংহারে দৃঢ়সংকল্প হইয়াছি; এক্ষণে আমারে নিবারণ করা আপনাদিগের কর্ত্তব্য নহে।

ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

এখন সেই ঋচিক প্রভৃতি মহাত্মারা পুনরায় পরশুরামকে কহিলেন, বৎস! ব্রাহ্মণ হইয়া ক্ষত্রিয় বিনাশ করা তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে আমরা তোমার নিকট এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি উহা শ্রবণ করিয়া তদনুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। পূর্ব্বকালে অলর্ক নামে এক মহাতপস্বী পরম ধার্ম্মিক সত্যপরায়ণ রাজর্ষি ছিলেন। তিনি প্রথমত স্বীয় বাহুবলে সসাগরা পৃথিবী পরাজয় করিয়া পরিশেষে বৃক্ষমূলে অবস্থান পূর্ব্বক অতিসূক্ষ্ম পরমব্রহ্মে মনঃ-

সমাধান করিতে বাসনা করিয়া চিন্তা করিলেন যে, ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুগণ আমারে পরিবেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে; অতএব বাহ্য শত্রু পরিত্যাগ করিয়া উহাদিগের প্রতি শর নিক্ষেপ করাই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। মন চপলতানিবন্ধন মনুষ্যদিগকে বিবিধ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে, ঐ দুরাত্মাই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান; অতএব উহারে জয় করিলেই সমুদায় ইন্দ্রিয়কে জয় করা হইবে। এক্ষণে আমি মনের প্রতিই এই সুতীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিব।

অলর্ক এইরূপ অভিসন্ধি করিলে, মন তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অলর্ক! তুমি ঐ নরকলেবরভেদী শরনিকরদ্বারা কখনই আমারে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি আমার প্রতি ঐ সমুদায় শর পরিত্যাগ করিলে তোমারই মর্ম্মভেদ ও মৃত্যু হইবে। অতএব যদি আমারে নিপীড়িত করিতে তোমার বাসনা হইয়া থাকে, তবে তুমি কোন অলৌকিক বাণের অনুসন্ধান কর;

তখন অলর্ক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া পরিশেষে নাসিকারে পরাজয় করিবার বাসনায় কহিলেন। এই নাসিকা বিবিধ উৎকৃষ্ট গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া পুনরায় আমারে সেই সকল গন্ধ আঘ্রাণে প্রলোভিত করে; অতএব আমি নাসিকার প্রতিই এই নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিব।

তখন নাসিকা তাঁহারে সম্বোধন পুর্ব্বক কহিল, অলর্ক! ঐ নরকলেবরভেদী শরনিকর দ্বারা কখনই আমারে পরাজয় করিতে পারিবে না। যদি তুমি আমার প্রতি ঐ সমুদায় শর নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে তোমারই মর্ম্মভেদ ও মৃত্যু হইবে। অতএব যদি আমারে পরাজয় করিতে তোমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে তুমি কোন অলৌকিক শরের অনুসন্ধান কর।

তখন অলর্ক ক্ষণকাল উহা চিন্তা করিয়া রসনারে পরাজয় করিবার বাসনায় কহিলেন, এই রসনাই বিবিধ সুস্বাদু বস্তুর রসাস্বাদন করিয়া পুনরায় সেই সমুদায় বস্তুতে আমারে প্রলোভিত করে; অতএব আমি ইহার প্রতি এই নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিব।

তখন রসনা তাঁহারে সম্বোধন পুর্ব্বক কহিল, অলর্ক! তুমি ঐ সকল শরদ্বারা কখনই আমারে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে না; যদি তুমি ঐ সমুদায় বাণ আমার প্রতি পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে তোমারই মর্ম্মভেদ ও মৃত্যু হইবে। অতএব যদি তোমার আমারে পরাজয় করিতে বাসনা হইয়াথাকে, তবে তুমি কোন অলৌকিক শরের অনুসন্ধান কর।

রসনা এই কথা কহিলে, অলর্ক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া পরিশেষে স্পর্শেন্দ্রিয়কে পরাজয় করিবার বাসনায় কহিলেন, এই ত্বকই বিবিধ স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া পুনরায় সেই সমুদায়ে আমারে প্রলোভিত করে। অতএব আজি আমি এই কঙ্কপত্রভূষিত শরনিকরে ত্বক্‌কেই নিপীড়িত করিব।

তখন স্পর্শেন্দ্রিয় কহিল, অলর্ক! তুমি এতাদৃশ ভূরি ভূরি শর নিক্ষেপ করিয়াও আমারে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে না; যদি তুমি আমার প্রতি ঐ সমুদায় শর নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে তোমারই মর্ম্মভেদ ও মৃত্যু হইবে। অতএব যদি আমারে পরাজয় করিবার বাসনা থাকে, তবে তুমি অচিরাৎ কোন অলৌকিক শরের অনুসন্ধান কর।

স্পর্শেন্দ্রিয় এই কথা কহিলে, অলর্ক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কর্ণকে পরাজয় করিবাসনায় কহিলেন, এই কর্ণই বিবিধ শব্দ শ্রবণ করিয়া বারংবার আমারে তদ্বিষয়ে প্রলোভিত করে, অতএব আজি আমি

কর্ণের প্রতিই এই নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিব।

তখন কর্ণ কহিল, অলর্ক! ঐ সমুদায় নরদেহভেদী শর দ্বারা তুমি কখনই আমারে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে না; যদি তুমি আমার প্রতি ঐ সমুদায় শর নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে তোমারই মর্ম্মভেদ ও মৃত্যু হইবে। যদি তুমি আমারে জয় করিতে অভিলাষী হইয়া থাক, তবে কোন অলৌকিক শরের অনুসন্ধান কর।

কর্ণ এই কথা কহিলে, অলর্ক মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া নেত্রকে পরাজয় করিবার মানসে কহিলেন, এই নেত্রই বিবিধরূপ দর্শন করিয়া বারংবার আমারে তদ্বিষয়ে প্রলোভিত করে; অতএব আজি আমি এই শাণিত শরনিকর দ্বারা নেত্রকেই নিপীড়িত করিব।

তখন নেত্র কহিল, অলর্ক! ঐ সমুদায় নরদেহবিদারক শর দ্বারা তুমি কখনই আমারে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে না। যদি তুমি আমার প্রতি ঐ সমুদায় বাণ নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে তোমারই মর্ম্মভেদ ও মৃত্যু হইবে। অতএব যদি আমারে পরাজয় করিবার বাসনা থাকে, তবে তুমি অচিরাৎ কোন অলৌকিক বাণের অনুসন্ধান কর।

চক্ষু এই কথা কহিলে, অলর্ক কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বুদ্ধিরে জয় করিবার মানসে কহিলেন, বুদ্ধি স্বীয় জ্ঞানশক্তি দ্বারা বিবিধ কার্য্য নিশ্চয় করিয়া থাকে; অতএব আমি বুদ্ধির প্রতিই এই নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিব।

তখন বুদ্ধি কহিল, অলর্ক! তুমি ঐ সামান্য শরনিকর দ্বারা কখনই আমারে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে না। যদি তুমি আমার প্রতি ঐ সমুদায় বাণ পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে তোমারই মর্ম্মভেদ ও মৃত্যু হইবে; অতএব যদি আমারে নিপীড়িত করিতে তোমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে তুমি অচিরাৎ কোন অলৌকিক শরের অনুসন্ধান কর।

মন, বুদ্ধি ও ঘ্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয় এই কথা কহিলে, অলর্ক তাহাদিগের নিপীড়নে নিতান্ত অভিলাষী হইয়া অলৌকিক বাণ লাভ করিবার অভিলাষে সেই বৃক্ষমূলে অবস্থান পূর্ব্বক ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই ইন্দ্রিয়নিপীড়ক অলৌকিক শরের অনুসন্ধান পাইলেন না। পরিশেষে তিনি সমাহিতচিত্তে বহুকাল অনুধ্যান পূর্ব্বক যোগকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া একাগ্রমনে স্তিমিতভাবে যোগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। যোগবলে ক্রমে ক্রমে তাঁহার সমুদায় ইন্দ্রিয় বশীভূত ও উৎকৃষ্ট সিদ্ধি হস্তগত হইল। তখন তিনি একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিলেন যে, একাল পর্য্যন্ত আমি বৃথা ভোগসুখে আসক্ত হইয়া রাজ্যশাসন ও বিবিধ বাহ্যাড়ম্বর করিয়াছি। এখন বুঝিতে পারিলাম যে, যোগ অপেক্ষা পরম সুখকর পদার্থ আর কিছুই নাই।

ঋচিক প্রভৃতি মহাত্মারা এই রূপে অলর্কের ইতিহাস সমাপ্ত করিয়া পরশুরামকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস পরশুরাম! তুমি এক্ষণে এই সমুদায় পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক ক্ষত্রিয়বধে বিরত হইয়া যোগমার্গ অবলম্বন কর; তাহা হইলেই শ্রেয়োলাভে সমর্থ হইবে।

পিতৃপুরুষগণ এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলে মহাত্মা ভার্গব যোগমার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক অচিরাৎ পরম সিদ্ধি লাভ করিলেন।

একত্রিংশত্তম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, প্রিয়ে! সত্ত্ব, রজ ও

তম এই তিনটি মনুষ্যের শত্রু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। বৃত্তিভেদে ঐ তিনটিই আবার নয় প্রকার হয়। প্রহর্ষ, প্রীতি ও আনন্দ এই তিনটি সত্ত্বগুণের বৃত্তি। বিষয়-বাসনা, ক্রোধ ও দ্বেষাভিনিবেশ এই তিনটি রজোগুণের বৃত্তি। শ্রম, তন্দ্রা ও মোহ এই তিনটি তমোগুণের বৃত্তি। সর্ব্বশুদ্ধ এই তিনগুণের নয়টি বৃত্তি হইল। প্রাশান্তস্বভাব জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ধৈর্য্যসহকারে শমাদিরূপ শরসমূহ দ্বারা এই সমস্ত অন্তঃসন্তার বিনাশ করিয়া পশ্চাৎ বাক্য প্রভৃতি বাহ্য শত্রুদিগের বিনাশে যত্ন করিয়া থাকেন। এক্ষণে শান্তিগুণাবলম্বী মহারাজ অম্বরীষ এই বিষয়ে যেরূপ কার্য্য ও আত্মমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহাত্মা অম্বরীষের চিত্তে রাগাদি দোষসমুদায় প্রবল ও শমদমাদি গুণসকল উচ্ছিন্নপ্রায় হইলে, তিনি জ্ঞানবলে রাগাদির উপর আপনার আধিপত্য বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন তিনি আপনার দোষসমুদায়কে যথোচিত নিগ্রহ ও শমদমাদির সমুচিত সমাদর করিয়া অল্পকালের মধ্যে সিদ্ধিলাভ করিলেন। তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়া কহিয়াছিলেন যে, আমি দোষসমুদায়কে সম্যক্ পরাজয় করিয়াছি; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল যে একটি দোষ আছে, সে বধার্হ হইলেও আমি তাহারে সংহার করিতে পারিলাম না। ঐ দোষপ্রভাবে মনুষ্য কোন বিষয়েই শান্তিলাভে সমর্থ হয় না। মনুষ্য উহার বশবর্ত্তী হইয়া সতত নীচকার্য্যের অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু কখনই উহা অনুধাবন করিতে পারে না। উহার প্রভাবেই জীব নানাপ্রকার অকার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ঐ দোষের নাম লোভ। উহারে জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা ছেদন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ঐ লোভ হইতেই বিষয়তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় এবং বিষয়-তৃষ্ণাপ্রভাবেই চিন্তা প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। লোভী ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে সমগ্র রাজসগুণ অধিকার করিয়া পশ্চাৎ তামসগুণ সমুদায় প্রাপ্ত হয় এবং ঐ সমুদায় গুণের প্রভাবেই বারংবার জন্ম মৃত্যু স্বীকার পূর্ব্বক বিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান করে। অতএব সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিয়া ধৈর্য্যসহকারে লোভকে নিগ্রহ করিয়া দেহরূপ রাজ্যে রাজত্ব লাভের চেষ্টা করিবে। এই রাজত্বই যথার্থ রাজত্ব, স্বয়ং আত্মাই এই রাজ্যের রাজা।

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে প্রিয়ে! অতঃপর আমি ব্রাহ্মণ-জনকসংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে মহারাজ জনকের রাজ্যে এক ব্রাহ্মণ কোন গুরুতর অপরাধ করাতে জনকরাজ তাঁহারে শাসন করিবার নিমিত্ত কহিয়াছিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি আমার অধিকারমধ্যে বাস করিতে পারিবেন না। মহাত্মা জনক এইরূপ আজ্ঞা করিলে, ব্রাহ্মণ তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! কোন্ কোন্ স্থানে আপনার অধিকার আছে, আপনি তাহা নির্দ্দেশ করুন; আমি অবিলম্বেই আপনার বাক্যানুসারে সেই সমুদায় স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্য রাজার রাজ্যে গমন করিব।

ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে, মহারাজ জনক তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৌনভাবে চিন্তা করিতে করিতে অকস্মাৎ রাহুগ্রস্ত দিবাকরের ন্যায় মহামোহে সমাক্রান্ত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার মোহ অপনীত হইলে, তিনি ব্রাহ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! যদিও এই পুরুষপরম্পরাগত রাজ্য আমার বশীভূত রহিয়াছে, তথাপি আমি বিশেষ বিবেচনা

করিয়া দেখিলাম, পৃথিবীস্থ কোন পদার্থেই আমার সম্পূর্ণ অধিকার নাই। আমি প্রথমে সমুদায় পৃথিবীতে, তৎপরে একমাত্র মিথিলানগরীতে ও পরিশেষে স্বীয় প্রজামণ্ডলীমধ্যে আপনার অধিকার অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু কোন পদার্থেই আমার সম্পূর্ণ সত্ত্ব প্রতীত হইল না। এই রূপে আমি কোন পদার্থেই আপনার অধিকার নাই দেখিয়া মোহে আক্রান্ত হইয়াছিলাম। এক্ষণে আমার মোহ নির্ম্মুক্ত হওয়াতে আমি নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছি যে, কোন পদার্থেই আমার অধিকার নাই; অথবা আমি সমুদায় পদার্থেরই অধিকারী। আমার আত্মাও আমার নহে; অথবা সমুদায় পৃথিবীই আমার। ফলত ইহলোকে সকল বস্তুতেই সকলের সমান অধিকার বিদ্যমান রহিয়াছে; অতএব আপনি নিরুদ্বেগে যথা ইচ্ছা অবস্থান ও যাহা ইচ্ছা ভোজন করুন।

তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ! আপনার এই পিতৃপিতামহোপভুক্ত বিশাল রাজ্য বশীভূত থাকিতে আপনি কি রূপে সমুদায় পদার্থে মমতাবিহীন হইয়াছেন এবং কিরূপ বুদ্ধি প্রভাবেই বা আপনার রাজ্যসম্পর্কভিন্ন অন্য পদার্থ সমুদায় আপনার বলিয়া জ্ঞান করিতেছেন, তাহা বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করুন।

জনক কহিলেন, ভগবন্! সমুদায় পদার্থই অচিরস্থায়ী বলিয়া আমার বোধ হইতেছে এবং শাস্ত্রানুসারে কোন পদার্থেই কাহারও অধিকার নাই, এই নিমিত্তই কোন পদার্থ আমার আপনার বলিয়া প্রতীতি হইতেছে না। আমি এইরূপ বুদ্ধি আশ্রয় করিয়াই সমুদায় বিষয়ে মমতাবিহীন হইয়াছি। এক্ষণে যে বুদ্ধিপ্রভাবে আমি স্বয়ং সমুদায় বিষয়ের অধিকারী বলিয়া আমার বিবেচনা হইতেছে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি আত্মতৃপ্তির নিমিত্ত গন্ধাঘ্রাণ, রসাস্বাদন, রূপদর্শন, স্পর্শানুভব, শব্দশ্রবণ, ও মন্তব্য বিষয়ের সমালোচন করি না। এই নিমিত্তই পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ ও মন আমার সম্পূর্ণ বশীভূত হইয়াছে; সুতরাং ঐ সমুদায় বিষয়েই আমার অধিকার আছে। ফলত আমি আত্মতৃপ্তির নিমিত্ত কোন কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করি না। জগতের সমুদায় পদার্থই দেবতা, পিতৃলোক, ভূত ও অতিথিগণের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করি।

মহাত্মা জনক এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণ তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি ধর্ম্ম, আজি তোমারে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণবেশে তোমার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে নিশ্চয় বুঝিলাম, এই ভূমণ্ডলমধ্যে তুমিই সত্ত্বগুণরূপ নেমিযুক্ত ব্রহ্মলাভরূপ দুষ্পরিচাল্য চক্রের প্রধান পরিচালক।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, শোভনে! তুমি স্বীয় বুদ্ধ্যানুসারে আমারে দেহাভিমানী সামান্য ব্যক্তির ন্যায় বিবেচনা করিতেছ; কিন্তু আমি সেরূপ নহি। তুমি আমারে ব্রাহ্মণ, জীবন্মুক্ত, সন্ন্যাসী, গৃহস্থ বা ব্রতচারী যাহা ইচ্ছা বলিয়া উল্লেখ করিতে পার। আমি সামান্য ব্যক্তির ন্যায় পুণ্যপাপে আসক্ত নহি। এই জগতে যে সমুদায় পদার্থ অবলোকন করিতেছ, আমি তৎসমুদায়েই বিদ্যমান রহিয়াছি। অগ্নি যেমন কাষ্ঠের নাশক, তদ্রূপ আমি এই জগতের স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় পদার্থেরই সংহারকর্ত্তা। আমার বুদ্ধি কি স্বর্গ, কি মর্ত্ত্য সর্ব্বত্রেই আমার রাজ্য বলিয়া স্থির করিয়াছে। ফলত বুদ্ধিই আমার

ধনস্বরূপ। ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের মধ্যে কি গৃহস্থ, কি বানপ্রস্থ, কি সন্ন্যাসী, কি ভিক্ষু যিনি যে আশ্রমে অবস্থান করুন না কেন, সকলেরই ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথ এক প্রকার। উহাঁরা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার লিঙ্গ ধারণ করিয়া একমাত্র বুদ্ধিরই উপাসনা করিয়া থাকেন। উহাঁদের সকলেরই বুদ্ধি শান্তিগুণযুক্ত। পৃথিবীস্থ নদী সমুদায় যেমন ভিন্ন ভিন্ন দিকে গমন করিয়াও একমাত্র সাগরে নিপতিত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মবেত্তাদিগের মধ্যে যিনি যে প্রকার আচরণ করুন না কেন, চরমে সকলেই এক মাত্র জ্ঞানপথে সমুপস্থিত হইয়া থাকেন। একমাত্র বুদ্ধিই মনুষ্যদিগকে ঐ পথে সমানীত করিয়া থাকে। শরীর দ্বারা কখনই ঐ পথে গমন করা যায় না। শরীর উৎপত্তি ও ক্ষয়শীল কর্ম্মপ্রভাবেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। এক্ষণে আমার এই সমুদায় উপদেশ বাক্য হৃদয়ে ধারণ করিলে তোমার কখনই পরলোকের নিমিত্ত ভীত হইতে হইবে না। তুমি অনায়াসেই চরমে আমার আত্মাতে লীন হইয়া মুক্তিলাভ করিবে।

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ এই রূপে ব্রাহ্মণীরে আশ্বাস প্রদান করিলে ব্রাহ্মণী তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, নাথ! আপনি সংক্ষেপে যেরূপ সুবিস্তীর্ণ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ প্রদান করিলেন, উহা হৃদয়ঙ্গম করা অল্পবুদ্ধি ও অকৃতাত্মা ব্যক্তিদিগের নিতান্ত দুঃসাধ্য। সুতরাং আমার বুদ্ধিও কোন রূপে উহার মর্ম্মগ্রহণে সমর্থ হইতেছে না। এক্ষণে কি উপায়ে আপনার ন্যায় জ্ঞানাত্মিকা বুদ্ধি লাভ করা যায় এবং ঐরূপ বুদ্ধি কোন কারণ হইতেই বা সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; অতএব আপনি উহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, প্রিয়ে! বুদ্ধি প্রথম অরণীকাষ্ঠ এবং গুরু দ্বিতীয় অরণীকাষ্ঠস্বরূপ। বেদান্ত শ্রবণ ও মনন দ্বারা ঐ উভয়কাষ্ঠ মথিত হইলে ঐ কাষ্ঠদ্বয় হইতে জ্ঞানাগ্নির উদ্ভব হয়।

ব্রাহ্মণী কহিলেন, নাথ! জীব ব্রহ্মের অধীন, তবে কি রূপে লোকে জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করে?

ব্রাহ্মণ কহিলেন, প্রিয়ে! জীব নির্গুণ ও দেহপরিশূন্য; কেবল ভ্রান্তবুদ্ধি ব্যক্তিরা ভ্রমবশত উহারে সগুণ ও দেহযুক্ত বলিয়া গণনা করে। এক্ষণে যাহাতে ভ্রম দূর হয় ও জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারা যায়, আমি সেই উপায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কর্ম্মনিরত ব্যক্তিরা ভ্রমবশত আত্মারে অঙ্গবান বলিয়া জ্ঞান করে; কিন্তু ভ্রমর যেমন পুষ্পের উপরিভাগে ভ্রমণ করিতে করিতে তন্মধ্যস্থিত মধু লক্ষ্য করে, তদ্রূপ যোগীরা শ্রবণমননাদি উপায় দ্বারা শরীরস্থিত আত্মারে পৃথগ্‌ভাবে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। যে মহাত্মারা মোক্ষধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের পক্ষে কর্ম্মীদিগের ন্যায় কোন বিষয়েরই বিধি বা নিষেধ ব্যবস্থা নাই। ইহলোকে সাধ্যানুসারে পৃথিব্যাদি যত প্রকার ব্যক্ত ও অব্যক্ত পদার্থ জ্ঞাত হইতে পারা যায়, তৎসমুদায়ই অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। পৃথিব্যাদি পদার্থ সমুদায় উত্তম রূপে অবগত হইয়া পরিশেষে যে পদার্থকে ঐ সমুদায়ের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হইবে, তাহারই নাম পরব্রহ্ম। শমদমাদির অভ্যাসনিবন্ধনই ঐ পরম পদার্থের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে।

বাসুদেব কহিলেন, ধনঞ্জয়! ব্রাহ্মণ এই রূপে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিলে, ব্রাহ্মণীর জীবোপাধি জ্ঞান তিরোহিত ও ব্রহ্মজ্ঞান আবির্ভূত হইল।

তখন অর্জ্জুন কহিলেন, বাসুদেব!

যে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী এই রূপে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহারা উভয়ে কোন স্থানে অবস্থান করিতেছেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বাসুদেব কহিলেন, অর্জ্জুন! আমার মন ব্রাহ্মণ, বুদ্ধি ব্রাহ্মণী এবং আমিই ক্ষেত্রজ্ঞ।

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, বাসুদেব! এক্ষণে তোমার প্রসাদবলে সূক্ষ্ম বিষয় অবগত হইতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে; অতএব তুমি যথার্থ রূপে আমার নিকট পরম ব্রহ্মের স্বরূপ কীর্ত্তন কর।

তখন বাসুদেব অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ধনঞ্জয়! আমি এই উপলক্ষে গুরু-শিষ্যসম্বাদ নামা এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা এক শিষ্য আসনোপবিষ্ট স্বীয় উপাধ্যায়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি মুক্তি পরায়ণ হইয়া আপনার শরণাগত হইলাম; অতএব এক্ষণে আমি যে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি এবং যাহা আমার পক্ষে শ্রেয়, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার নিকট তৎ-সমুদায় কীর্ত্তন করুন। শিষ্য এই কথা কহিলে, আচার্য্য তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! যে সমুদায় বিষয়ে তোমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, সমুদায় ব্যক্ত কর, আমি একাদিক্রমে তোমার সমুদায় সংশয় অপনোদন করিব। তখন শিষ্য কহিলেন, ভগবন্! আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, আপনার, আমার এবং এই অন্যান্য স্থাবরজঙ্গম পদার্থসমুদায়ের উৎপত্তির কারণ কে? জীবগণ কাহার প্রভাবে জীবিত রহিয়াছে? প্রাণিগণের পরমায়ু এবং সত্য ও তপস্যা কি পদার্থ? সাধুগণ কোন্ কোন্ গুণের প্রশংসা করেন? কোন্ কোন্ পথ মঙ্গল জনক এবং কাহারে পুণ্য ও কাহারেই বা পাপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়? আপনি আমার এই সমুদায় প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করুন। আপনি ভিন্ন এ সমুদায় প্রশ্নের সদুত্তরদাতা আর কেহই নাই। লোকে আপনারে মোক্ষধর্ম্মপারদর্শী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। এক্ষণে আমিও মুমুক্ষু হইয়া আপানার নিকট সমাগত হইয়াছি; অতএব আপনি আমার এই সমুদায় সংশয় অপনোদন করুন।

শান্তিগুণাবলম্বী, দমগুণসম্পন্ন ছায়ার ন্যায় গুরুর একান্ত অনুগত ব্রহ্মচর্য্যানিরত, শিষ্য এইরূপ প্রশ্ন করিলে, ব্রতাবলম্বী, অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন, আচার্য্য তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি বেদবিদ্যানুসারে আমার নিকট যে সমুদায় প্রশ্ন করিলে, আমি তাহার উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। জ্ঞানই পরম ব্রহ্ম এবং সন্ন্যাসই উৎকৃষ্ট তপস্যা। যে ব্যক্তি নিগূঢ়ভাবে জ্ঞানতত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হয়, তাহার সমুদায় কামনা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। যিনি দেহের সহিত আত্মার অভিন্ন ও ভিন্নভাব এবং জীবের সহিত ঈশ্বরের অভিন্ন ও ভিন্নভাব দর্শন করেন, তাঁহার দুঃখের লেশমাত্র থাকে না। যে ব্যক্তি অহঙ্কার ও মমতাপরিশূন্য হইয়া মায়া, সত্ত্বাদিগুণ ও সর্ব্বভূতের কারণকে অবগত হইতে পারেন, তিনিই জীবন্মুক্ত। যে ব্যক্তি ব্রহ্মরূপ বীজপ্রভাবে প্রকৃতিতে অঙ্কুরিত বুদ্ধিরূপ স্কন্ধ, অহঙ্কাররূপ পল্লব, ইন্দ্রিয়রূপ কোটর, মহাভূতরূপ শাখা, কার্য্যরূপ প্রশাখা আশারূপ পত্র, সঙ্কল্পরূপ পুষ্প ও শুভাশুভঘটনারূপ ফলসম্পন্নদেহরূপ বৃক্ষকে সবিশেষ অবগত হইয়া জ্ঞানরূপ মহাখড়্গ দ্বারা ছেদন করিতে পারেন, তাঁহারে কখনই জন্মমৃত্যুজনিত দুঃখ সম্ভোগ করিতে হয় না। এক্ষণে মনীষিগণ যাঁহারে অবগত হইলে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হন,

আমি সেই ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের আদি, ধর্ম্ম কাম ও অর্থের নিশ্চয়জ্ঞ, সিদ্ধ-সমূহের পরিজ্ঞাত, নিত্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঈশ্বরের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা প্রজাপতি দক্ষ, ভরদ্বাজ, গৌতম, ভার্গব, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, বিশ্বামিত্র ও অত্রি কর্ম্মপথ পরিভ্রমণনিবন্ধন একান্ত শ্রান্ত হইয়া বৃহস্পতিরে পুরোবর্ত্তী করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহারে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! কি রূপে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য? কি প্রকারে পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়? কোন্ পথ আমাদিগের মঙ্গলজনক? সত্য ও পাপের লক্ষণ কি? মৃত্যু ও মোক্ষ-পথের বৈলক্ষণ্য কি এবং প্রাণিগণের উৎপত্তি ও বিনাশই বা কি প্রকারে হইয়া থাকে? তাহা কীর্ত্তন করুন।

মহর্ষিগণ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে তপোধনগণ! স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতসমুদায় একমাত্র সত্যস্বরূপ ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়া স্ব স্ব কর্ম্মপ্রভাবে জীবিত থাকে। উহারা কর্ম্ম দ্বারা আপনাদিগের নিত্যমুক্ত স্বভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক জন্মমৃত্যুভাব প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছে। সত্য স্বভাবত নির্গুণ। যখন উহা সগুণ হয়, তখন উহারে ঈশ্বর, ধর্ম্ম, জীব, আকাশাদি ভূত ও জরায়ুজাদি প্রাণী এই পাঁচ প্রকার বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই হেতু ব্রাহ্মণেরা নিত্য যোগপরায়ণ ক্রোধশূন্য সন্তাপবিমুক্ত ও ধর্ম্মের সেতুস্বরূপ হইয়া সত্যকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। এক্ষণে যাঁহারা পরস্পরের তমপ্রভাবে কদাচই ধর্ম্ম অতিক্রম করেন না, সেই বিদ্যাবান ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক লোকভাবন ব্রাহ্মণগণের শুভসম্পাদনার্থ চারিবর্ণ ও চারি আশ্রমের নিত্য চতুষ্পাদ ধর্ম্ম, ধর্ম্মার্থ প্রভৃতি চতুর্ব্বর্গ এবং বিজ্ঞ লোকেরা ব্রহ্মভাবলাভের নিমিত্ত যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই শুভজনক পথের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। আশ্রমচতুষ্টয়ের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রথম, গার্হস্থ দ্বিতীয়, বানপ্রস্থ তৃতীয় ও সন্ন্যাস চতুর্থ। যে কাল পর্য্যন্ত যোগীদিগের আত্মজ্ঞান লাভ না হয়, সেই কাল পর্য্যন্ত তাঁহারা জ্যোতি, আকাশ, আদিত্য, বায়ু, ইন্দ্র, ও প্রজাপতি প্রভৃতি বিবিধ বিভিন্নরূপ দর্শন করেন; কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভ হইলে আর তাঁহাদিগের বিভিন্ন জ্ঞান থাকে না। তখন তাঁহাদিগের হৃদয়ে একমাত্র ব্রহ্মই উদ্ভাসিত হইতে থাকে। এক্ষণে মোক্ষের উপায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই তিনটিই মোক্ষসাধক প্রধান ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণেরই ঐ ধর্ম্মত্রয়ে অধিকার আছে। গার্হস্থ ধর্ম্ম সমুদায় বর্ণের পক্ষে বিহিত হইয়াছে। পণ্ডিতগণ শ্রদ্ধারে ঐ ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই আমি তোমাদিগের নিকট ব্রহ্মজ্ঞানের উপায়ভূত পথসমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। সাধু ব্যক্তিরা সৎকর্ম্ম সহকারে ঐ সমুদায় পথে পদার্পণ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ব্রতপরায়ণ হইয়া ঐ ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি ধর্ম্মের অন্যতম আশ্রয় করেন, তিনি কালসহকারে মুক্ত হইয়া প্রাণিগণের জন্মমৃত্যু দর্শনে সমর্থ হন। অতঃপর যথার্থ রূপে তত্ত্বসমুদায়ের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, প্রকৃতি, একাদশ ইন্দ্রিয়, পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত, গন্ধাদি পঞ্চ বিষয় এবং জীবাত্মা এই পঞ্চবিংশতিরে তত্ত্ব বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। যে ব্যক্তি ঐ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের উৎপত্তি ও বিনাশ অবগত হইতে সমর্থ হন, তাঁহারে আর কখনই মুগ্ধ হইতে হয় না। ফলত

যিনি ঐ সমুদায় তত্ত্ব, সত্ত্বাদিগুণ ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণকে সবিশেষ অবগত হন, তাঁহার পাপের লেশমাত্র থাকে না। তিনি সমুদায় বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া সমুদায় লোক লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন।

ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহর্ষিগণ! ঐ সমুদায়ের মধ্যে সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ অক্ষুব্ধভাবে অবস্থান করিলে উহাদিগকে অব্যক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই গুণত্রয় সর্ব্বকার্য্যব্যাপী অবিনাশী ও স্থির। আর যখন সেই গুণত্রয় ক্ষুভিত হয়, তখন উহা পঞ্চভূতাত্মক নবদ্বারযুক্ত পুররূপে পরিণত হইয়া থাকে। ঐ পুরমধ্যে একজন ইন্দ্রিয় অবস্থান পূর্ব্বক জীবকে বিষয়বাসনায় আক্রান্ত করে। মন ঐ পুরমধ্যে অবস্থান করিয়া বিষয় সমুদায় অভিব্যক্ত করিয়া দেয়। বুদ্ধি ঐ পুরের কর্ত্রী। লোকে ভ্রান্তিবশত এই পুরকেই জীবাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, কিন্তু বস্তুত তাহা নহে। জীব ঐ পুরমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক সুখদুঃখভোগ করিয়া থাকেন। সত্ত্ব, রজ ও তম এই ত্রিগুণাত্মক তিনটি প্রণালী স্ব স্ব বিষয় প্রবাহিত করিয়া এই পুরমধ্যস্থ জীবাত্মাকে পরিতৃপ্ত করে। এই গুণত্রয় পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় পূর্ব্বক অবস্থান করিয়া থাকে। যে স্থানে উহাদের মধ্যে একের আধিক্য হয়, তথায় অন্যের হীনতা লক্ষিত হইয়া থাকে। পৃথিব্যাদিপঞ্চভূত ঐ গুণত্রয় অপেক্ষা পরিহীন নহে। যেস্থানে সত্ত্বগুণের আধিক্য হয়, সে স্থানে রজ ও তম গুণের এবং যে স্থানে রজোগুণের বা তমোগুণের আধিক্য হয়, সে স্থানে সত্ত্বগুণের হীনতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। তমোগুণের হ্রাস হইলেই রজোগুণ প্রকাশিত ও রজোগুণের হ্রাস হইলেই সত্ত্বগুণ আবির্ভূত হয়। তমোগুণ অপ্রকাশাত্মক, উহাকে মোহ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। উহার প্রভাবেই মনুষ্যের অধর্ম্মে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে এবং উহার প্রাদুর্ভাব দর্শনে মনুষ্যকে পরমাত্মা বলিয়া পরিগণিত করা যায়। রজোগুণ সৃষ্টির কারণস্বরূপ। উহা প্রথমত আকাশাদি সূক্ষ্ম ভূত সমুদায় উৎপন্ন করিয়া তৎপরে তৎসমুদায় হইতে পৃথিব্যাদি স্থূলভূত সমুদায় উৎপাদন করে। রজোগুণ সকল ভূতেই অবস্থিত রহিয়াছে। দৃশ্য পদার্থ সমুদায়ই এই গুণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সত্ত্বগুণ প্রকাশাত্মক। ইহার প্রভাবে জীবের গর্ব্বরাহিত্য ও শ্রদ্ধাশীলতা জন্মে। এক্ষণে আমি এই তিন গুণের কার্য্য সমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। মোহ, অজ্ঞানতা, অত্যাগ, অনিশ্চিততা, স্বপ্ন, স্তম্ভ, ভয়, লোভ, শোক, সৎকার্য্য দূষণ, অস্মৃতি, অফলতা, নাস্তিকতা, দুশ্চরিত্রতা, সদসৎবিবেকরাহিত্য, ইন্দ্রিয়বর্গের অপরিস্ফুটতা, নিকৃষ্ট ধর্ম্মে প্রবৃত্তি, অকার্য্যে কার্য্য জ্ঞান, অজ্ঞানে জ্ঞানাভিমান, অমিত্রতা, কার্য্যে অপ্রবৃত্তি, অশ্রদ্ধা, বৃথাচিন্তা, অসরলতা, কুবুদ্ধি, অক্ষমতা, অজিতেন্দ্রিয়তা অন্যের অপবাদ, ব্রাহ্মণের নিন্দাবাদ, অভিমান, মোহ, ক্রোধ, অসহিষ্ণুতা মৎসরতা, নীচ কর্ম্মে অনুরাগ, অসুখকর কার্য্যের অনুষ্ঠান, অপাত্রে দান ও অতিথি প্রভৃতিরে দান না করিয়া ভোজন এইগুলি তমোগুণের কার্য্য। যে সকল পাপাত্মা ঐ সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া শাস্ত্রমর্য্যাদা অতিক্রম করে, তাহাদিগকেই তামসিক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঐ তামস প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিরা জন্মান্তরে স্থাবর পদার্থ, রাক্ষস, সর্প, কৃমী, কীট, পক্ষী বিবিধ চতুষ্পদ জন্তু এবং উন্মত্ত, বধির, মূক ও অন্যান্য পাপরোগাক্রান্ত মনুষ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যাহাদিগের মনোবৃত্তি নিতান্ত নিকৃষ্ট, তাহারাই তামস

বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এক্ষণে ইহাদিগের যে রূপে ক্রমশ উৎকর্ষলাভ ও পুণ্যের আবির্ভাব হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। স্বকর্ম্মনিরত শুভার্থী ব্রাহ্মণেরা মূকাদি তামস প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিদিগকে বৈদিক সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত করিলে উহারা স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। আর যাহারা তামস প্রকৃতি প্রভাবে পশুপক্ষী প্রভৃতির দেহ পরিগ্রহ করে, তাহারা যজ্ঞাদি কার্য্যে নিহত হইলে, প্রথমত চাণ্ডালাদি যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে এবং তৎপরে সেই সমস্ত যোনি হইতে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট যোনি প্রাপ্ত হয়। মনুষ্য উৎকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও যদি কুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে তাহার পরজন্মে অপকৃষ্ট যোনি লাভ হয়, সন্দেহ নাই। শাস্ত্রে তামস প্রকৃতি পাঁচ প্রকার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, অবিবেকরূপ তম, চিত্তবিভ্রমাত্মক মোহ, বিষয়াসক্তিরূপ মহামোহ, ক্রোধাত্মক তামিস্র ও মৃত্যুসংজ্ঞক অন্ধতামিস্র। এই আমি স্বরূপ, গুণ ও যোনি অনুসারে তোমাদিগের নিকট এই তমোগুণের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। ভ্রান্তচিত্ত ব্যক্তিরা কখনই উহা বিশেষ রূপে অবগত হইতে পারে না। যে ব্যক্তি উহা বিশেষ রূপে অবগত হইতে পারে, সে কদাপি উহাতে অভিভূত হয় না।

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহর্ষিগণ! এক্ষণে আমি তোমাদিগের নিকট রজোগুণের বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সন্তাপ, রূপদর্শন, আয়াস, সুখ, দুঃখ, শীত গ্রীষ্মের অনুভব, ঐশ্বর্য্য, নিগ্রহ, সন্ধি, হেতুবাদ, রতি, ক্ষমা, বল, শৌর্য্য, মদ, রোষ, ব্যায়াম, কলহ, ঈর্ষা, ইচ্ছা, খলতা, অভিমমতা, পরিবারপোষণ, বধ, বন্ধন, ক্লেশ, ক্রয়, বিক্রয়, ভেদ, ছেদ ও বিদারণের চেষ্টা, মর্ম্মপীড়ন, নিষ্ঠুরতা, হিংসা, আক্রোশ, পরচ্ছিদ্রানুসরণ, ইহলোক ও পরলোকের চিন্তা, মাৎসর্য্য, মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ, লাভপ্রত্যাশায় দান, বিষয়ানুরাগ, নিন্দা, স্তুতি, প্রশংসা, প্রতাপ, আক্রমণ, পরিচর্য্যা, আজ্ঞাপালন, সেবা, বিষয়তৃষ্ণা, পরাশ্রয়গ্রহণ, ব্যবহার, রচনাকৌশল, নীতি, প্রমাদ, পরিবাদ, স্বীকার, স্ত্রী পুরুষ দ্রব্য ও গৃহেরসংস্কার, সন্তাপ, অবিশ্বাস, ব্রত, নিয়ম, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠাদি ফলজনক কার্য্য, স্বাহাকার, নমস্কার, স্বধাকার, বষট্কার, যাজনা, অধ্যাপন, যজন, অধ্যয়ন, দান, প্রতিগ্রহ, প্রায়শ্চিত্ত, মাঙ্গল্যকর্ম্ম, বিষয়াভিলাষ, অনিষ্টাচরণ, মায়া, প্রবঞ্চনা, গৌরব, চৌর্য্য, হিংসা, পরিতাপ, রাত্রিজাগরণ, দম্ভ, দর্প, অনুরাগ, ভক্তি, প্রীতি, প্রমোদ, অক্ষক্রীড়া, অখ্যাতি, স্ত্রৈণতা, এবং নৃত্যগীতাদিতে আসক্তি এই সমুদায় গুণ রজোগুণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। যে সমুদায় ব্যক্তি ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গে অনুরক্ত হইয়া সর্ব্বদা ভূত, ভব্য ও বর্ত্তমান বিষয়ের চিন্তা করে এবং যাহারা নিরন্তর কামনাযুক্ত হইয়া বিবিধ বিষয় ভোগ দ্বারা ইন্দ্রিয় সমুদায় চরিতার্থ করে, তাহাদিগকেই রাজস বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। উহারা বারংবার ইহলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলকামনায় দান, প্রতিগ্রহ, তর্পণ ও হোমপ্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। এই আমি তোমাদিগের নিকট রজোগুণের কার্য্য সমুদায় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। ঐ সমুদায় বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে আর কখনই ঐ সমুদায়ে লিপ্ত হইতে হয় না।

অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে ঋষিগণ! অতঃপর আমি তোমাদি-

গের নিকট সর্ব্বভূতের হিতকর পরম পবিত্র সত্ত্বগুণের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। আনন্দ, প্রীতি, উন্নতি, প্রকাশ, সুখ, বদান্যতা, অভয়, সন্তোষ, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, ধৈর্য্য, অহিংসা, মমতা, সত্য, সরলতা, অক্রোধ, অনসূয়া, শৌচ, দক্ষতা, উৎসাহ, বিশ্বাস, লজ্জা, তিতিক্ষা, ত্যাগ, অতন্দ্রিতা, অনৃশংসতা, অংসমোহ, সর্ব্বভূতে দয়া, অক্রূরতা, হর্ষ, তুষ্টি, বিস্ময়, বিনয়, সাধুব্যবহার, শান্তিকার্য্যে সরলতা, বিশুদ্ধবুদ্ধি, পাপকার্য্যনিবৃত্তি, ঔদাসীন্য, ব্রহ্মচর্য্য, অনাসক্তি, নির্ম্মমত্ব, ফলকামনা পরিত্যাগ ও নিত্যধর্ম্মের অনুশীলন এই সমুদায় কার্য্য সত্ত্বগুণ হইতে সমুৎপন্ন হয়। যে সমুদায় ব্রাহ্মণ ঐ সমুদায় অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে শাস্ত্রীয়জ্ঞান, ব্যবহার, সেবা, আশ্রম, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, ব্রত, প্রতিগ্রহ, ধর্ম্ম ও তপস্যাতে অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক পরব্রহ্মে নিতান্ত ভক্তিপরায়ণ হন, তাঁহারাই যথার্থ সাধুদর্শী। সত্ত্বগুণাবলম্বী মহাত্মারাই রাজস ও তামস কার্য্য সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া যোগবলে স্বর্গারোহণ পূর্ব্বক দেবগণের ন্যায় ইচ্ছানুসারে ঐশ্বর্য্যশালী, স্বাধীন ও ক্ষুদ্রকায় হইতে সমর্থ হন। উহাঁদিগকে দেবতুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে এবং উহাঁরা স্বর্গারূঢ় হইয়া অভিলষিত দ্রব্যসমুদায় লাভ ও অন্যের সুখসাধন করিয়া থাকেন। এই আমি তোমাদিগের নিকট সত্ত্বগুণের বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি ঐ গুণ বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনি অনায়াসে সমুদায় অভিলষিত বিষয় প্রাপ্ত ও বিষয়ে নির্লিপ্ত হইতে সমর্থ হন।

একোনচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে ঋষিগণ! সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ সর্ব্বদা প্রাণিগণের দেহে অবিচ্ছিন্ন রূপে অবস্থান করিতেছে, সুতরাং উহাদিগকে কখনই পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। উহারা নিরন্তর পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া থাকে। সত্ত্বগুণ সত্ত্বে তমোগুণ এবং তম ও সত্ত্বগুণ সত্ত্বে রজোগুণ কদাচ তিরোহিত হয় না। ঐ গুণত্রয় পরস্পর মিলিত হইয়া সাংসারিক সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করে। কেবল জন্মান্তরীণ পুণ্যপাপনিবন্ধন প্রাণিগণের দেহে উহাদিগের তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে। তির্য্যগ্‌যোনিগত প্রাণিগণের তমোগুণ অধিক, এই নিমিত্ত উহাদিগের রজ ও সত্ত্বগুণের; মনুষ্যগণের রজোগুণ অধিক, এই নিমিত্ত উহাদিগের তম ও সত্ত্বগুণের এবং দেবগণের সত্ত্বগুণ অধিক, এই নিমিত্ত উহাদিগের তম ও রজোগুণের ন্যূনতা হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণ হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় হইতে শব্দাদি বিষয়সমুদায় প্রকাশিত হয়। সত্ত্বগুণের তুল্য পরম ধর্ম্মের সাধন আর কিছুই নাই। সত্ত্বগুণসম্পন্ন মনুষ্যদিগের উৎকৃষ্ট গতি, রজোগুণসম্পন্ন মনুষ্যদিগের মধ্যম গতি ও তমোগুণসম্পন্ন মনুষ্যদিগের অধোগতি লাভ হইয়া থাকে। তমোগুণ শূদ্রকে, রজোগুণ ক্ষত্রিয়কে এবং সত্ত্বগুণ ব্রাহ্মণকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থান করে; কিন্তু উহাদিগের মিশ্রভাবনিবন্ধন কখন কখন ইহার ব্যতিক্রমও লক্ষিত হইয়া থাকে। সূর্য্যে সত্ত্বগুণের আধিক্য, তস্করসমূহে তমোগুণের আধিক্য এবং আতপতাপিত পথিকগণে রজোগুণের আধিক্য বিদ্যমান থাকে; এই নিমিত্ত সূর্য্যোদয় হইলে তস্করগণ ভীত এবং পথিকগণ সমধিক দুঃখিত হয়। সূর্য্যের প্রকাশ সত্ত্বগুণ, তাপ রজোগুণ এবং রাহুকৃত গ্রাস তমোগুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ সমুদায় জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের প্রকাশ, ও

অপ্রকাশনিবন্ধন পর্য্যায়ক্রমে গুণত্রয়ের প্রকাশ ও অপ্রকাশ দৃষ্টিগোচর হয়। স্থাবর সমুদায়ে তমোগুণের আধিক্য বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু উহারা রজ ও সত্ত্বগুণে একবারে বিরহিত নয়। মধুরাদি রস উহাদিগের রজোগুণ এবং স্নেহপদার্থ উহাদিগের সত্ত্বগুণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। দিবা, রাত্রি, পক্ষ, মাস, ঋতু, বৎসর প্রভৃতি কাল এবং দান, যজ্ঞ, স্বর্গাদি লোক, দেবতা, বিদ্যা, গতি, ত্রৈকালিক বিষয়, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং প্রাণ, অপান ও উদানাদি বায়ু এই সমুদায়ই ত্রিগুণাত্মক। বস্তুত ইহলোকে যে সমুদায় পদার্থ বিদ্যমান আছে, তৎসমুদায়েই তিনগুণ পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশিত হইয়া থাকে। প্রকৃতি হইতে এই গুণ ত্রয়ের উৎপত্তি হয়। অধ্যাত্মচিন্তানিরত পণ্ডিতেরা প্রকৃতিরে তম, অব্যক্ত, শিব, ধাম, রজ যোনি, সনাতন, বিকার, প্রলয়, প্রধান, প্রভব, লয়, অনুদ্রিক্ত, অন্যূন, অকম্প, অচল, ধ্রুব, সৎ, অসৎ ও ত্রিগুণাত্মক নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যাঁহারা প্রকৃতির এই সমুদায় নাম ও সত্ত্বাদি গুণের গতি সবিশেষ অবগত হইতে পারেন, তাঁহারা সর্ব্বগুণ বিমুক্ত হইয়া দেহ ত্যাগ পূর্ব্বক মুক্তি লাভে সমর্থ হন।

চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে ঋষিগণ! প্রকৃতি হইতে প্রথমত মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হইয়াছে। ঐ মহত্তত্ত্বকে সমুদায় সৃষ্টির আদি সৃষ্টি বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। লোকে উহারে মতি, বিষ্ণু, জিষ্ণু, শম্ভু, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, উপলব্ধি, খ্যাতি, ধৃতি ও স্মৃতি প্রভৃতি নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ঐ মহত্তত্ত্বকে সবিশেষ অবগত হইতে সমর্থ হন, তাঁহারে কখনই মুগ্ধ হইতে হয় না। ঐ মহত্তত্ত্বের হস্ত, পাদ, চক্ষু, মস্তক, মুখ ও কর্ণ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছে এবং উনি সমুদায় স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। ঐ মহাপ্রভাবসম্পন্ন মহত্তত্ত্ব সকলের হৃদয়েই বিদ্যমান রহিয়াছেন। উনি অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, ঈশান, অব্যয় ও জ্যোতিস্বরূপ। ইহলোকে যাহারা বুদ্ধিমান, সদ্ভাবনিরত, ধ্যানপরায়ণ, যোগী, সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, জ্ঞানবান, লোভপরিশূন্য, ক্রোধবিহীন, প্রসন্নচিত্ত, ধীরপ্রকৃতি এবং মমতা ও অহঙ্কারপরিশূন্য, তাঁহারাই ঐ মহত্তত্ত্বে বিলীন হইয়া থাকেন। ইহলোকে যে মহাত্মা গুহাশায়ী, বিশ্বরূপী, বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের একমাত্র গতি, পুরাতন পরম পুরুষ মহত্তত্ত্বের গতি সবিশেষ অবগত হইতে সমর্থ হন, তিনিই যথার্থ পণ্ডিত। তাঁহারে কখনই মুগ্ধ হইতে হয় না। তিনি বুদ্ধিতত্ত্বকে অতিক্রম পূর্ব্বক অবস্থান করেন এবং সৃষ্টিকালে বিষ্ণুতুল্য হইয়া থাকেন।

একচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে ঋষিগণ! মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি হইয়াছে। উহা দ্বিতীয় সৃষ্টি। ঐ অহঙ্কার সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস এই তিন প্রকারে পরিণত হইয়া থাকে। উহা চেতনাযুক্ত হইলেই প্রজাসৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি নামে অভিহিত হয়। উহা হইতেই ইন্দ্রিয়, মন ও ত্রিলোকের সৃষ্টি হইয়া থাকে। "অহং, এই অভিমানকেই অহঙ্কার বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। বেদাধ্যয়ন ও যজ্ঞে নিরত অধ্যাত্মশাস্ত্রজ্ঞ মুনিগণ ঐ অহঙ্কারে লীন হইয়া থাকেন। জীব বিষয়ভোগে অভিলাষী হইলে, তামস অহঙ্কার পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত ও গন্ধাদি পঞ্চগুণের সৃষ্টি, সাত্ত্বিক অহঙ্কার পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি করিয়া জীবের দর্শনাদি ক্রিয়াসম্পাদন এবং রাজস অহঙ্কার পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চপ্রাণের সৃষ্টি করিয়া উহাঁর সন্তোষসাধন করিয়া থাকে।

দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে তপোধনগণ! অহঙ্কার হইতে পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও জ্যোতি এই পঞ্চমহাভূত সমুৎপন্ন হইয়াছে। প্রাণিগণ ঐ পাঁচ মহাভূতে বিলীন হইয়া থাকে। ঐ মহাভূত সমুদায়ের নাশ হইতে আরম্ভ হইলেই প্রলয়কাল সমুপস্থিত হয়। ঐ প্রলয়কালে প্রাণিগণের ভয়ের আর পরিসীমা থাকে না। ঐ সময় যে যে মহাভূত যাহা যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, সেই সেই মহাভূত তৎসমুদায়েই বিলীন হইয়া থাকে। এই রূপে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় ভূত বিলীন হইলেও স্মরণজ্ঞানযুক্ত যোগিগণের লয় হয় না। উহারা সূক্ষ্মশরীর ধারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিয়া থাকেন। শব্দাদি বিষয় সমুদায় সূক্ষ্ম; এই নিমিত্ত প্রলয়কালে উহাদিগের ধ্বংস হয় না। সুতরাং উহাদিগকে নিত্য, আর স্থূল পদার্থ সমুদায়কে অনিত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। কর্ম্ম সমুৎপন্ন, মাংসশোণিতসংযুক্ত, অকিঞ্চিৎকর বাহ্য শরীর সমুদায় স্থূল পদার্থ এবং প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চবায়ু আর বাক্য, মন ও বুদ্ধি এই কয়েকটি অন্তরস্থিত পদার্থ সূক্ষ্মপদার্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ঘ্রাণাদি পাঁচ ইন্দ্রিয়, বাক্য, মন ও বুদ্ধিরে বশীভূত করিতে সমর্থ হন, তিনি অনায়াসেই পরাৎপর পরব্রহ্মকে লাভ করিতে পারেন।

এক্ষণে অহঙ্কার হইতে সমুৎপন্ন একাদশ ইন্দ্রিয়ের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, পাদ, পায়ু, উপস্থ, হস্ত, বাক্য ও মন এই একাদশটীকে ইন্দ্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যিনি এই ইন্দ্রিয় সমুদায়কে পরাজয় করিতে সমর্থ হন, তাঁহার হৃদয়েই পরম পদার্থ পরব্রহ্ম উদ্ভাসিত হইতে থাকেন। ঐ ইন্দ্রিয় সমুদায়ের মধ্যে নেত্রকর্ণাদি পাঁচটীরে জ্ঞানেন্দ্রিয়, পদাদি পাঁচটীরে কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনকে জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যে সকল পণ্ডিত এই ইন্দ্রিয়তত্ত্ব সবিশেষ অবগত হইতে পারেন, তাঁহারাই যথার্থ কৃতার্থতালাভে সমর্থ হন।

অতঃপর আমি জ্ঞানেন্দ্রিয় সমুদায়ের বিষয় বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। আকাশ প্রথমভূত; কর্ণ উহার অধ্যাত্ম, [ইন্দ্রিয়] শব্দ উহার অধিভূত [বিষয়] এবং দিক সমুদায় উহার অধিদেবতা [অধিষ্ঠাত্রী দেবতা]। বায়ু দ্বিতীয় ভূত; ত্বক উহার অধ্যাত্ম, স্পর্শ উহার অধিভূত এবং বিদ্যুৎ উহার অধিদেবতা। তেজ তৃতীয় ভূত; চক্ষু উহার অধ্যাত্ম, রূপ উহার অধিভূত এবং সূর্য্য উহার অধিদেবতা। জল চতুর্থ ভূত; জিহ্বা উহার অধ্যাত্ম, রস উহার অধিভূত এবং চন্দ্র উহার অধিদেবতা। পৃথিবী পঞ্চমভূত; ঘ্রাণ উহার অধ্যাত্ম, গন্ধ উহার অধিভূত এবং বায়ু উহার অধিদেবতা।

অতঃপর প্রত্যেক কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয় বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। চরণ অধ্যাত্ম, গন্তব্য স্থান উহার অধিভূত ও বিষ্ণু উহার অধিদেবতা। পায়ু অধ্যাত্ম, পুরীষ পরিত্যাগ উহার অধিভূত ও মিত্র উহার অধিদেবতা। উপস্থ অধ্যাত্ম, শুক্র উহার অধিভূত ও প্রজাপতি উহার অধিদেবতা। হস্ত অধ্যাত্ম, কর্ম্ম উহার অধিভূত ও ইন্দ্র উহার অধিদেবতা। বাক্য অধ্যাত্ম, বক্তব্য উহার অধিভূত ও বহ্নি উহার অধিদেবতা। মন অধ্যাত্ম, সংকল্প উহার অধিভূত ও চন্দ্রমা উহার অধিদেবতা। অহঙ্কার অধ্যাত্ম, অভিমান উহার অধিভূত ও রুদ্র উহার অধিদেবতা। বুদ্ধি অধ্যাত্ম, মন্তব্য উহার অধিভূত ও ব্রহ্মা উহার অধিদেবতা।

জীবগণের জল, স্থল ও আকাশ এই তিন প্রকার ভিন্ন অন্য কোন বাসস্থান নাই। উহারা অণ্ডজ, স্বেদজ, জরায়ুজ ও উদ্ভিজ্জ এই চারি প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে। ঐ চারি প্রকার জীবমধ্যে পক্ষীও সরীসৃপগণ অণ্ডজ, ক্রিমিগণ, স্বেদজ, বৃক্ষলতাদি উদ্ভিজ্জ এবং মনুষ্য ও চতুষ্পাদ প্রাণিগণ জরায়ুজ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ দুই প্রকার, তপস্বী ও যাজ্ঞিক। বৃদ্ধ জনেরা কহেন যে, ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ ও দান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি এই বৃদ্ধানুশাসন বিলক্ষণ রূপে অবগত হন, তাঁহার পাপের লেশমাত্র থাকে না।

হে ঋষিগণ! এই আমি তোমাদিগের নিকট অধ্যাত্ম বিধি সবিশেষ কীর্ত্তন করিলাম। জ্ঞানবান ব্যক্তিরা এই অধ্যাত্ম বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইয়া থাকেন। ইন্দ্রিয়, গন্ধাদিবিষয় ও পঞ্চ মহাভূতের বিষয় সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া মনোমধ্যে ধারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মন নিস্তেজ হইলে কখন জন্মজন্য সুখ লাভ হয় না। জ্ঞানবান ব্যক্তিরা অনায়াসেই সেই সুখ লাভ করিতে সমর্থ হন।

হে ঋষিগণ! অতঃপর আমি তোমাদিগের নিকট নিবৃত্তি বিষয়ক উপদেশ সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পণ্ডিতেরা গুণবিহীন অভিমান শূন্য অভেদদর্শী ব্রাহ্মণের সুখকে সর্ব্ব সুখের আধার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কূর্ম্ম যেমন দেহমধ্যে স্বীয় অঙ্গ সমুদায় সঙ্কুচিত করে, তদ্রূপ যে মহাত্মা রজোগুণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় কামনা সমুদায়কে সঙ্কুচিত করিয়া বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ সুখী। যে ব্যক্তি বিষয়তৃষ্ণাবিহীন, সমাহিত ও, সর্ব্বভূতের সুহৃৎ হইয়া 'কামনা সমুদায় সংযমিত করিতে সমর্থ হন, তিনিই ব্রহ্মের স্বরূপত্ব লাভ করিতে পারেন। ইন্দ্রিয়রোধ দ্বারাই নিঃশঙ্ক মহাত্মাদিগের বিজ্ঞানানল প্রজ্বালিত হয়। যেমন কাষ্ঠ দ্বারা হুতাশনের জ্যোতি স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়রোধ দ্বারা পরমাত্মার প্রকাশ হইয়া থাকে। যোগপরায়ণ মহাত্মা যখন নির্ম্মলচিত্ত হইয়া আত্মহৃদয়ে সর্ব্বভূতকে দর্শন করিতে পারেন, তখনই তিনি স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম পরব্রহ্মকে লাভ করিতে সমর্থ হন। মনুষ্যের পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহে অগ্নি বর্ণ রূপে, সলিল শোণিতাদি রূপে, বায়ু ত্বকরূপে, পৃথিবী অস্থি ও মাংসাদিরূপে এবং আকাশ শ্রবণরূপে অবস্থান করে। ঐ দেহে রোগ, শোক, পাঁচ ইন্দ্রিয়ের স্রোত, নবদ্বার, ত্রিগুণও তিন ধাতু সতত বিদ্যমান থাকে। জীবাত্মা ও পরমাত্মা উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং উহা বিনশ্বর বুদ্ধির অধীন, ব্যাধিসমাক্রান্ত ও মলিন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। অমরগণসংবলিত সমুদায় জগতের উৎপত্তি বিনাশ ও বোধের কারণস্বরূপ কালচক্র ঐ শরীরের উদ্দেশেই নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে। মনুষ্য ঐ শরীরান্তর্গত ইন্দ্রিয় সমুদায়কে রুদ্ধ করিতে পারিলেই অপরিহার্য্য কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, অভিদ্রোহ ও মিথ্যাপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি ঐ পাঞ্চভৌতিক স্থূল দেহের অভিমান পরিত্যাগ করেন, তিনিই হৃদয়াকাশে পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি পঞ্চেন্দ্রিয়রূপ মহাকূলযুক্ত মনোবেগরূপ সলিলরাশি দ্বারা সমাকীর্ণ মোহহ্রদসংবলিত ভয়ঙ্কর দেহনদী উত্তীর্ণ হইয়া কামক্রোধ পরাজয় করিতে পারেন, তিনিই সর্ব্বদোষ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ

হন। যোগশীল ব্যক্তি হৃৎপদ্মে মনকে সংস্থাপিত করিয়া পরমাত্মারে দর্শন করিয়া থাকেন। যেমন একমাত্র দীপ হইতে শত শত দীপ প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ একমাত্র পরব্রহ্মের প্রভাবে তাঁহার হৃদয়ে বিবিধ রূপের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ঐ মহাত্মা বিষ্ণু, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, প্রজাপতি, ধাতা, বিধাতা, প্রভু, সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বভূতের হৃদয় ও আত্মা বলিয়া অভিহিত হন। ব্রাহ্মণ, সুর, অসুর, যক্ষ, পিশাচ, পিতৃলোক, পক্ষী, রাক্ষস, ভূত ও মহর্ষিগণ নিরন্তর উঁহার স্তব করিয়া থাকেন।

ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহর্ষিগণ! রজোগুণযুক্ত ক্ষত্রিয় মনুষ্যগণের; হস্তী বাহনগণের; সিংহ বনজন্তুগণের; মেষ গ্রাম্য পশুগণের; সর্প গর্ত্তবাসীদিগের; বৃষভ গোসমুদায়ের; পুরুষ স্ত্রীসমূহের, বট, জম্বু, অশ্বত্থ, শাল্মলি, শিংশপ, মেষশৃঙ্গ ও কীচকবেণু বৃক্ষসমুদায়ের; হিমালয়, পারিপাত্র, সহ্য, বিন্ধ্য, ত্রিকুট, শ্বেত, নীল, ভাসি, কোষ্ঠবান, গুরুস্কন্ধ, মহেন্দ্র ও মাল্যবান পর্ব্বতদিগের; সূর্য্য উষ্ণপদার্থ গ্রহ সমুদায়ের; চন্দ্র ওষধি, ব্রাহ্মণ ও নক্ষত্র সমুদের; যম পিতৃলোকের; সাগর নদীগণের; বরুণ জলজন্তুদিগের; অগ্নি পৃথিব্যাদি ভূতসমুদায়ের; বৃহস্পতি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের; বিষ্ণু বলবান্ দিগের; ত্বষ্টা রূপসমুদায়ের; শিব প্রাণিগণের; যজ্ঞ দীক্ষিত দেবতাদিগের; উত্তরদিক্ দিক্সমুদায়ের; কুবের রত্নসমুদায়ের এবং প্রজাপতিগণ প্রজাগণের অধিপতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। ভগবতী পার্ব্বতীরে কামিনীগণের মধ্যে এবং অপ্সরোগণকে বেশ্যাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত করা যায়। আমি সর্ব্বভূতের অধীশ্বর ও ব্রহ্মময়। এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে আমার ও বিষ্ণুর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রাণী আর কেহই নাই। ব্রহ্মময় বিষ্ণু দেবতা, নর, কিন্নর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, পন্নগ, রাক্ষস ও দানব প্রভৃতি সমুদায় প্রাণীর ঈশ্বর ও নারদাদি যোগিগণের পরম ঐশ্বর্য্যস্বরূপ। ব্রাহ্মণ উঁহারে সতত হৃদয় মধ্যে দর্শন করিয়া পরমসুখ অনুভব করিয়া থাকেন।

ভূপতিগণ সতত ধর্ম্মলাভের অভিলাষ করিয়া থাকেন; অতএব ধর্ম্মের হেতুভূত ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মরক্ষা করা তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যে সকল রাজার রাজ্যমধ্যে সাধু ব্রাহ্মণগণ নিয়ত কষ্টভোগ করেন, তাঁহারা ইহলোকে নিতান্ত নিন্দনীয় ও পরলোকে নীচগতি প্রাপ্ত হন। আর যে সমুদায় ভূপতির রাজ্যমধ্যে সাধু ব্রাহ্মণগণ সতত পরিরক্ষিত হন, তাঁহারা উভয়লোকেই অতি উৎকৃষ্ট সুখভোগে সমর্থ হইয়া থাকেন।

অতঃপর আমি তোমাদিগের নিকট পদার্থ সমুদায়ের অসাধারণ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অহিংসা পরম ধর্ম্মের, হিংসা অধর্ম্মের, অকস্মাৎ আবির্ভাব দেবতাদিগের, যজ্ঞাদিকর্ম্ম মনুষ্যগণের, শব্দ আকাশের, স্পর্শ বায়ুর, রূপ তেজের, রস জলের, গন্ধ ধরিত্রীর, বর্ণাত্মক শব্দ বাক্যের, সংশয় মনের, নিশ্চয় বুদ্ধির, ধ্যান চিত্তের, স্বপ্রকাশকত্ব জীবের, প্রবৃত্তি কাম্যকর্ম্মের ও সন্ন্যাস জ্ঞানের অসাধারণ ধর্ম্ম। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়াই সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন। যিনি সন্ন্যাসধর্ম্ম সম্যক্ রূপে প্রতিপালন করিতে পারেন, তিনিই মোহ, জরা, মৃত্যু ও সুখদুঃখাদি হইতে মুক্ত হইয়া পরম গতিলাভে সমর্থ হন। এই আমি তোমাদিগের নিকট পদার্থ সমুদায়ের অসাধারণ ধর্ম্ম সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম।

অতঃপর যে যে দেবতার সাহায্যে যে

যে ইন্দ্রিয় দ্বারা যে যে গুণ পরিগৃহীত হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। গন্ধ পৃথিবীর গুণ; উহা নাসিকাস্থিত বায়ুর সাহায্যে নাসিকা দ্বারা আঘ্রাত হইয়া থাকে। রস জলের গুণ; উহা জিহ্বাস্থিত চন্দ্রের সাহায্যে জিহ্বা দ্বারা আস্বাদিত হয়। রূপ তেজের গুণ; উহা নেত্রস্থিত আদিত্যের সাহায্যে নেত্র দ্বারা দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্পর্শ বায়ুর গুণ, উহা ত্বক্‌স্থিত বায়ুর সাহায্যে ত্বক্ দ্বারা অনুভূত হয়। শব্দ আকাশের গুণ; উহা কর্ণস্থিত দিক্ সমুদায়ের সাহায্যে কর্ণ দ্বারা শ্রুত হইয়া থাকে। চিন্তা মনের গুণ; উহা হৃদয়স্থিত জীবের সাহায্যে প্রজ্ঞা দ্বারা সম্পাদিত হয়।

বুদ্ধি নিশ্চয় জ্ঞান দ্বারা এবং মহত্তত্ত্ব চৈতন্যপ্রতিবিম্ব দ্বারা অনুভূত হইয়া থাকে। আত্মার জ্ঞাপক কিছুই নাই। উহা নির্গুণ ও একমাত্র অনুভব স্বরূপ। প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কার প্রভৃতি যাবতীয় উৎপন্ন পদার্থকে ক্ষেত্রশব্দে নির্দ্দেশ করা যায়। এক্ষণে আমি সেই ক্ষেত্রকে পুরুষ হইতে অভিন্ন বলিয়া পরিজ্ঞাত হইতেছি। পুরুষ ক্ষেত্রকে সবিশেষ অবগত আছেন বলিয়া ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত হন। ক্ষেত্রজ্ঞ আদিমধ্যান্তবিশিষ্ট অচেতন গুণ সমুদায়কে অনায়াসে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। কিন্তু গুণ সমুদায় বারংবার সৃষ্ট হইয়াও ক্ষেত্রজ্ঞকে অবগত হইতে পারে না। ক্ষেত্রজ্ঞ প্রকৃতি প্রভৃতি সমুদায় তত্ত্ব হইতে অতীত। উহাঁরে কেহই অবগত হইতে পারে না। উনি আপনি আপনার স্বরূপ অবগত হইতে পারেন; এই নিমিত্তই ধর্ম্মতত্ত্বকুশল পণ্ডিতেরা গুণ সমুদায় ও বুদ্ধিরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপ হইয়া নির্দ্দ্বন্দ্ব পরব্রহ্মে লীন হইয়া থাকেন।

চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে তপোধনগণ! এক্ষণে যে যে পদার্থ যে যে পদার্থের আদি এবং যে যে পদার্থ যে যে পদার্থের অন্ত আমি তহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। দিবস রাত্রির, শুক্ল পক্ষ মাসের, শ্রবণা নক্ষত্র সমুদায়ের, শিশির ঋতুনিচয়ের, ভূমি গন্ধের, জল রসের, তেজ রূপের, বায়ু স্পর্শের, আকাশ শব্দের, সূর্য্য জ্যোতিঃপদার্থ সমুদায়ের, অগ্নি দৃশ্য ভূতত্রয়ের, সাবিত্রী বিদ্যাসমুদায়ের, প্রজাপতি দেবগণের, ওঁকার বেদসকলের, প্রাণবায়ু বাক্যের, গায়ত্রী ছন্দের, সৃষ্টির পূর্ব্বকাল প্রজাগণের, গাভী চতুষ্পাদদিগের, ব্রাহ্মণ মনুষ্য সমুদায়ের, শ্যেন পক্ষীদিগের, আহুতি যজ্ঞসমুদায়ের, সর্প সরীসৃপগণের, সত্য যুগ সমুদায় যুগের, সুবর্ণ সমুদায় রত্নের, যব ওষধিনিচয়ের, অন্ন ভক্ষ্য দ্রব্যের, জল দ্রব দ্রব্য ও পানীয় সমুদায়ের, ব্রহ্মার নিবাসস্থান প্লক্ষ পাদপ স্থাবর সমুদায়ের, আমি প্রজাপতিদিগের, অচিন্ত্যাত্মা স্বয়ম্ভু ভগবান্ বিষ্ণু আমার, সুমেরু পর্ব্বতগণের, পূর্ব্বদিক দিক্‌সমুদায়ের, গঙ্গা নদীগণের, সাগর জলাশয়সকলের, ভগবান বিষ্ণু দেব, দানব, ভূত, পিশাচ, উরগ, রাক্ষস, নর, কিন্নর, ও যক্ষগণ সম্বলিত সমুদায় জগতের, এবং গার্হস্থ্য সমুদায় আশ্রমের আদি। প্রকৃতি সমুদায় লোকের আদি ও অন্তস্বরূপ। সূর্য্যের অস্তগমন সময় দিবসের, সূর্য্যের উদয় কাল রাত্রির, সুখ দুখের, দুঃখ সুখের ক্ষয় সঞ্চিত বস্তুর, পতন উন্নত বস্তুর, বিয়োগ সংযোগের এবং মরণ জীবিত কালের অন্ত। ইহলোকে কি স্থাবর কি জঙ্গম কোনবস্তুই চিরস্থায়ী নহে। উৎপন্ন পদার্থ মাত্রেরই ধ্বংস হইবে। দান, যজ্ঞ, তপস্যা, ব্রত ও নিয়ম সমুদায়ের ফল ও কালক্রমে ধ্বংস হইয়া যায়; কিন্তু জ্ঞানের কখনই ধ্বংস হয় না। প্রশান্তচিত্ত জিতেন্দ্রিয় অহঙ্কার বিহীন মহাত্মারা ঐ জ্ঞান প্রভাবেই সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন।

পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে ঋষিগণ! পণ্ডিতেরা জরা শোক-সমাক্রান্ত, ব্যাধিব্যসনসঙ্কুল, অনিয়মিত কালস্থায়ী, বিবিধাকারে পরিণত, সর্ব্ব-পাপের হেতুভূত, রজোগুণের প্রবর্ত্তক, দর্পের আধার, ত্রিগুণাত্মক, মৃত্যুর বশীভূত, ক্রিয়াকারণসংযুক্ত, মায়াময়, ভয় মোহ সমাকীর্ণ কামক্রোধে পরিপূর্ণ, বাহ্য সুখা সক্ত, চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব নির্ম্মিত, সংসার-কারণ পাঞ্চভৌতিক জড়দেহকে কালচক্র স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ঐ চক্র মনের ন্যায় ভীষণবেগে নিরন্তর লোক-সমুদায়ে বিচরণ করিতেছে। বুদ্ধি উহার সার, মন উহার স্তম্ভ, ইন্দ্রিয় সমুদায় উহার বন্ধন, স্ত্রী উহার নেমি, শ্রম ও ব্যায়াম উহার নিঃস্বন, দিবা ও রাত্রি উহার পরি-চালক, শীত ও গ্রীষ্ম উহার মণ্ডল, সুখ দুঃখ উহার অর, ক্ষুৎপিপাসা উহার কীলক, ছায়া ও আতপ উহার রেখা, পরিতাপ উহার বন্ধনপট্টিকা, এবং লোভজনিত ইচ্ছা উহার নিম্নোন্নত প্রদেশে পতনজনিত আস্ফালন-হেতু। এই কালচক্রই সমুদায় জগতের সৃষ্টি, সংহার ও রোধের কারণ। যে ব্যক্তি এই দেহরূপ কালচক্রের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির হেতু সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনি সর্ব্বসংস্কারবিহীন, সুখদুঃখাদি বিব-র্জ্জিত ও সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া পরম গতি-লাভে সমর্থ হন।

শাস্ত্রে গার্হস্থ্য, ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চতুর্ব্বিধ আশ্রম নির্দ্দিষ্ট আছে। গৃহস্থাশ্রমই ঐ সমুদায় আশ্রমের মূল। পূর্ব্বতম পণ্ডিতেরা কহিয়া গিয়াছেন, বেদ-বিহিত শাস্ত্র সমুদায় অধ্যয়ন করা গৃহস্থ ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য। সৎকুলসম্ভূত ব্রাহ্মণগণ সংস্কারসম্পন্ন হইয়া গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করিয়া গৃহে প্রত্যগমন ও গার্হস্থ্য ধর্ম্ম আশ্রয় করি-বেন। স্বদারনিরত, শিষ্টাচারসম্পন্ন ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা গৃহস্থ ব্রাহ্মণদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। উহাঁরা দেবতা ও অতিথিদিগের অবশিষ্টান্ন ভোজন, যথাশক্তি বেদবিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান ও দান করিবেন। কদাপি নিষিদ্ধ দেশে গমন, নিষিদ্ধ বস্তু গ্রহণ, নিষিদ্ধ বিষয় দর্শন ও নিষিদ্ধ বাক্য ব্যব-হার করিবেন না। যজ্ঞোপবীতসম্পন্ন শুক্লবস্ত্রধারী পবিত্র এবং দান ও তপো-নুষ্ঠানে অনুরক্ত হইয়া সর্ব্বদা শিষ্টসংসর্গে বাস করা উহাঁদের অবশ্য কর্ত্তব্য। উহাঁরা শিষ্টাচারনিরত, জিতেন্দ্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া বেণুনির্ম্মিত যষ্টি ও জলপূর্ণ কমণ্ডলু ধারণ করিবেন। উহাঁদিগের অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয় প্রকার কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে। তন্মধ্যে যজন, অধ্যাপন ও সাধুদিগের নিকট প্রতিগ্রহ এই ত্রিবিধ কার্য্য দ্বারা উহাঁদের জীবিকা নির্ব্বাহ এবং দান অধ্যয়ন ও যজ্ঞানুষ্ঠান এই ত্রিবিধ কার্য্যদ্বারা ধর্ম্মোপার্জ্জন হইয়া থাকে। জিতেন্দ্রিয়, ক্ষমাবান, সর্ব্বভূতে সম-দর্শী, ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণগণের, দান অধ্যয়ন ও যজ্ঞানুষ্ঠানে অসাবধান হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। নিয়মধারী, পবিত্রস্বভাব গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণ এইরূপ আচার পরায়ণ হইলে, অনায়াসে স্বর্গলোক পরাজয় করিতে পারেন।

ষট্‌চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে ঋষিগণ! এক্ষণে আমি তোমাদি-গের নিকট ব্রহ্মচারীদিগের ধর্ম্ম বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। স্বধর্ম্ম-নিরত জিতেন্দ্রিয় সত্যধর্ম্মপরায়ণ গুরু-হিতৈষী পরম পবিত্র ব্রহ্মচারিগণ যথাবিধি গুরুগৃহে বেদাধ্যয়ন করিয়া গুরুর আজ্ঞানু-

সারে প্রসন্নচিত্তে ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন করিবেন। পবিত্র ও সমাহিত হইয়া উভয় কালে অগ্নিতে আহুতি প্রদান, বিল্ব বা পলাসদণ্ড ধারণ এবং ক্ষৌম, কার্পাশ-নির্ম্মিত বস্ত্র, মৃগচর্ম্ম বা কাষায় বস্ত্র পরিধান করা উহাঁদিগের পরম ধর্ম্ম। উহাঁরা যজ্ঞোপবীতসম্পন্ন, স্বাধ্যায়-নিরত, নিত্যস্নায়ী, অলুব্ধ ও যতব্রত হইয়া কটি-দেশে শরমুঞ্জাদিনির্ম্মিত মেখলা ও মস্তকে জটা ধারণ পূর্ব্বক সর্ব্বদা পবিত্র জলদ্বারা দেবগণের তর্পণ করিবেন। ব্রহ্মচারী এই রূপ ধর্ম্মনিষ্ঠ হইলেই সকলে প্রশংসার আস্পদ হইয়া থাকেন।

ব্রাহ্মণগণ এইরূপ ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া ব্রহ্মচর্য্য সমাপন পূর্ব্বক বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে সমুদায় লোক জয় করিয়া পরম গতি লাভ করিতে সমর্থ হন। উহাঁদিগকে কখনই আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরা ব্রহ্মচর্য্যের পর দার-পরিগ্রহ না করিয়াই বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বন করেন। বনে অবস্থান পূর্ব্বক জটা বল্কল ধারণ করিয়া প্রাতঃকাল ও সায়ং কালে স্নান করা বানপ্রস্থাশ্রমী মহাত্মাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। অরণ্য হইতে গ্রামে প্রত্যাগমন করা উহাদিগের কদাপি বিধেয় নহে। উহারা বন্য ফল মূল পত্র ও শ্যামাক দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া যথাকালে অতিথি-সৎকার ও উদাসীনদিগকে বাসস্থান প্রদান করিবেন। স্বধর্ম্ম অতিক্রম না করিয়া যথানিয়মে বনের জলপান ও বায়ু সেবন করা উহাঁদিগের আবশ্যক। ভিক্ষার্থীদিগকে ভিক্ষা প্রদান, ফলমূলাদি দ্বারা দেবার্চ্চনা ও অতিথিদিগের সৎকার করিয়া পরিশেষে মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক ভোজন করা উহাঁদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। উহাঁরা স্পর্দ্ধা বিহীন, যজ্ঞাদিনিরত, পবিত্র, কার্য্যনিপুণ, জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বভূতে দয়াবান, ক্ষমাশীল, কেশশ্মশ্রুধারী, হোমনিরত, বেদাধ্যয়নে অনুরক্ত ও সমাহিত হইলে সমুদায় লোক জয় করিতে পারেন।

হে ঋষিগণ! এক্ষণে আমি তোমাদিগের নিকট সন্ন্যাসধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কি গৃহস্থ, কি ব্রহ্মচারী, কি বানপ্রস্থ যে কোন ব্যক্তি মোক্ষলাভ করিতে বাসনা করেন, সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। সন্ন্যাসধর্ম্ম নিরত মহাত্মারা সর্ব্বভূতে দয়াবান, জিতেন্দ্রিয় ও কর্ম্মত্যাগী হইবেন। উহাঁরা কোন ব্যক্তির নিকট ভক্ষ্য বস্তু যাচ্ঞা না করিয়া অপরাহ্নে যদৃচ্ছালব্ধ অন্ন ভক্ষণ করিবেন। যখন গৃহস্থদিগের গৃহ সমুদায় ধূমশূন্য হয়, এবং পরিবারগণ আহারান্তে ভোজন পাত্র সমুদায় পরিত্যাগ করে, সেই সময় তাঁহাদিগের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া মৌনভাবে দণ্ডায়মান হওয়া সন্ন্যাসীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। উহাঁরা কদাচ লাভে পরিতুষ্ট বা অলাভে দুঃখিত হইবেন না। কেবল শরীরযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত উহাঁদিগের উক্ত প্রকারে ভিক্ষা করা আবশ্যক। প্রাকৃত লোকের ন্যায় লাভের আকাঙ্ক্ষা করা উহাঁদিগের কদাপি বিধেয় নহে। উহাঁরা নিমন্ত্রিত হইয়া কোন ব্যক্তির গৃহে ভোজন করিবেন না। যে সন্ন্যাসী নিমন্ত্রিত হইয়া ভোজন করেন, তাঁহারে অবশ্যই নিন্দনীয় হইতে হয়। কটুতিক্ত কষায় বা মিষ্ট বস্তু ভক্ষণ সময়ে মনঃসংযোগ পূর্ব্বক আস্বাদগ্রহণ করা সন্ন্যাসীদিগের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। উহারা কেবল প্রাণধারণের নিমিত্ত যৎকিঞ্চিৎ আহার করিবেন। শরীরযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত কোন ব্যক্তিরে কষ্ট প্রদান করা উহাদিগের কখনই কর্ত্তব্য নহে। উহারা কদাচ নীচ-লোকের নিকট ভিক্ষা লাভের বাসনা করিবেন না। সর্ব্বদা স্বধর্ম্ম গোপন করিয়া

বিজন স্থানে বিচরণ করিবেন। শূন্যাগার, অরণ্য, বৃক্ষমূল, নদীতট অথবা পর্ব্বতগুহায় বাস করাই উহাঁদিগের কর্ত্তব্য। গ্রীষ্ম কালে এক গ্রামমধ্যে এক রাত্রির অধিক বাস করা উহাঁদের নিতান্ত অনুচিত; কিন্তু উহাঁরা সমুদায় বর্ষাকাল এক গৃহস্থের ভবনে অতিবাহিত করিতে পারেন। সর্ব্বভূতে দয়াশীল হইয়া দিবসে কীটের ন্যায় নানাস্থান বিচরণ করা উহাঁদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। উহাঁরা রাত্রিকালে ভ্রমণ করিলে উহাঁদের অজ্ঞাতসারে পদাঘাতে কীটাদি জীবগণের প্রাণনাশ হইতে পারে, এই নিমিত্ত রজনীযোগে পরিভ্রমণ করা উহাঁদের কখনই উচিত নহে। উহাঁরা কদাপি কোন দ্রব্য সঞ্চয় করিয়া রাখিবেন না এবং স্নেহের বশীভূত হইয়া কুত্রাপি অবস্থান করিবেন না। উদ্ধৃত পবিত্র জল দ্বারা স্নান ও অন্যান্য কার্য্য সমুদায় সম্পাদন এবং অহিংসানিরত, ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ, সরল, ক্রোধশূন্য, অসূয়াবিহীন, শান্তস্বভাব ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া নিষ্পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা উহাঁদিগের পরম ধর্ম্ম। উহাঁরা নিষ্পৃহ হইয়া কেবল প্রাণধারণের নিমিত্ত উপস্থিত ভোজ্য বস্তু গ্রহণ করিবেন। ধর্ম্মলব্ধ অন্ন ভক্ষণ করাই উহাঁদিগের কর্ত্তব্য। উহাঁরা কদাচ কোন বিষয়ে কামনা করিবেন না। গ্রাসাচ্ছাদনের অতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা করা উহাঁদিগের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। উহাঁরা কেবল আত্মোদর পূরণের উপযুক্ত ভোজ্য গ্রহণ করিবেন। অন্যের নিমিত্ত প্রতিগ্রহ করা উহাঁদিগের উচিত নহে। আপনাদিগের ভোজ্য বস্তু বিভাগ করিয়া দরিদ্রদিগকে প্রদান করা উহাঁদিগের কর্ত্তব্য। অযাচিত হইয়া কাহার নিকট প্রতিগ্রহ করা উহাঁদিগের কদাপি বিধেয় নহে। উহাঁরা একবার উৎকৃষ্ট বস্তু ভোগ করিয়া পুনর্ব্বার তাহা ভোগ করিবার অভিলাষ করিবেন না। কোন ব্যক্তির অধিকারস্থ মৃত্তিকা, সলিল, পত্র, পুষ্প ও ফলমূলাদি গ্রহণ করা উহাঁদিগের কখনই কর্ত্তব্য নহে। উহাঁরা কদাপি শিল্প কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ ও সুখলাভের বাসনা করিবেন না। দ্বেষশূন্য, উপদেশবিহীন ও নির্ব্বিকার হওয়া উহাঁদিগের নিতান্ত আবশ্যক। উহাঁরা অনুরোধ পরিত্যাগ, পবিত্র বস্তু ভোজন ও নিষ্কাম হইয়া প্রাণিগণের সহিত সদ্ব্যবহার করিবেন। হিংসাযুক্ত কাম্যকর্ম্ম ও লৌকিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান বা অন্যকে ঐ সমুদায় কার্য্যানুষ্ঠানে উপদেশ প্রদান করা উহাঁদিগের কদাপি বিধেয় নহে। উহাঁরা সর্ব্বভূতে সমদর্শী ও বাহ্যাড়ম্বরবিহীন হইয়া অল্পমাত্র পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক ইতস্তত পরিভ্রমণ করিবেন। স্বয়ং উদ্বিগ্ন হওয়া ও অন্যকে উদ্বেগযুক্ত করা উহাঁদিগের ধর্ম্ম নহে। সর্ব্বভূতের বিশ্বাসপাত্র ও সমাহিত হইয়া অতীত অনাগত ও উপস্থিত বিষয়ের চিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৃত্যুকাল প্রতীক্ষা করা উহাঁদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। উহাঁরা চক্ষু, মন ও বাক্য দ্বারা কোন বস্তু দূষিত করিবেন না। পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে কাহারও অনিষ্ট করা উহাঁদিগের নিতান্ত অনুচিত। উহাঁরা নিরীহ, সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ, নির্দ্দ্বন্দ্ব, সর্ব্বভূতে সমদর্শী, কর্ম্মত্যাগী, নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, যোগক্ষেমবিহীন, নির্গুণ, প্রশান্তচিত্ত, শঙ্কাবিহীন, নিরাশ্রয় ও নিঃসঙ্গ হইয়া ইন্দ্রিয় সমুদায়কে দেহমধ্যে রুদ্ধ করিতে পারিলে নিঃসন্দেহ মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হন। যাঁহারা রূপরসাদি বিষয়াতীত, নিরাকার, নির্গুণ, সর্ব্বভূতস্থ, নির্লিপ্ত পরমাত্মারে দর্শন করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে কখনই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হয় না। পরমাত্মা বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, দেবতা, বেদ, যজ্ঞ, লোক, তপস্যা ও ভূতসমূহ-

ধ্যানের অগোচর। জ্ঞানবান্ মহাত্মারা সমাধি-বলেই তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া থাকেন, অতএব সমাধির বিষয় সবিশেষ অবগত হইয়া উহা আশ্রয় করা জ্ঞানবান্ দিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি জ্ঞানবান্ হইয়া গৃহে বাস করেন, জ্ঞানীদিগের ন্যায় ব্যবহার করা তাঁহার নিতান্ত আবশ্যক। তত্ত্বদর্শী মহাত্মারা অমূঢ় হইয়াও মূঢ়ের ন্যায় ব্যবহার করিবেন। যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে লোকসমাজে অবজ্ঞাস্পদ হইতে হয়, সেই-রূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান সহকারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করাই উহাঁদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। সাধু-চরিত ধর্ম্মের নিন্দা করা উহাঁদিগের বিধেয় নহে। যে মহাত্মা এইরূপ ধর্ম্মপরায়ণ হন, তিনিই শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। যিনি ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের বিষয় ও মহাভূত সমু-দায় এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, প্রকৃতি ও পুরুষ এই সমুদায়কে সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়া একান্তমনে পরব্রহ্মের ধ্যান করেন, তিনিই সর্ব্ববন্ধনবিমুক্ত বায়ুর ন্যায় নিঃসঙ্গ ও শঙ্কাবিহীন হইয়া পরব্রহ্মকে লাভকরিতে সমর্থ হন।

সপ্তচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে তপোধনগণ! নিশ্চয়বাদী, জ্ঞানবৃদ্ধ, ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ সন্ন্যাসকেই উৎকৃষ্ট তপস্যা ও জ্ঞানকেই পরব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন। পরব্রহ্ম নির্দ্দ্বন্দ্ব, নির্গুণ, নিত্য, অচিন্ত্য, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও বেদবিদ্যাতীত। উহাঁরে লাভ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। পণ্ডিতগণ রজোগুণবিমুক্ত ও বিশুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক জ্ঞান দ্বারা উহাঁরে অবলোকন ও উহাঁর সমীপে গমন করিয়া থাকেন। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা সন্ন্যাস-রূপ উৎকৃষ্ট তপস্যারে মোক্ষমার্গপ্রকাশক প্রদীপ, সদাচারকে ধর্ম্মের সাধন ও জ্ঞানকে পরব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যে মহাত্মা নির্লিপ্তভাবে সর্ব্বভূতে অবস্থিত জ্ঞানময় পরমাত্মারে অবগত হইতে পারেন, তিনি অনায়াসে সর্ব্বত্র গমনে সমর্থ হন। যিনি দেহের সহিত জীবের একীভাব ও পৃথগ্ভাব এবং পরমাত্মার সহিত জীবের একত্ব ও পৃথগ্ভাব সবিশেষ অবগত হইতে পারেন, তিনি অনায়াসে সমুদায় দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। যে মহাত্মা কোন বিষয় অভিলাষ বা কোন বিষয়ে অবজ্ঞাপ্রদর্শন না করেন, তিনি ইহলোকে অবস্থান করিয়াই ব্রহ্মের সারূপ্য প্রাপ্ত হন। যিনি প্রকৃতির গুণ সমুদায় বিশেষ রূপে অবগত, মমতাপরিশূন্য, নিরহঙ্কার ও সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ববিহীন হইয়া শুভাশুভ কর্ম্ম-সমুদায় পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই শান্তিগুণের সাহায্যে নিত্য নির্গুণ পর-ব্রহ্মকে অবগত হইয়া মুক্তিলাভে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি মমতাপরিশূন্য হইয়া ব্রহ্মরূপ বীজ হইতে প্রকৃতিতে অঙ্কুরিত, বুদ্ধিরূপ স্কন্ধ, অহঙ্কাররূপ পল্লব, ইন্দ্রিয়রূপ কোটর, মহাভূতরূপ শাখা, কার্য্যরূপ প্রশাখা, আশা-রূপ পত্র, সংকল্পরূপ পুষ্প ও শুভাশুভ ঘটনারূপ ফলসম্পন্ন দেহরূপ বৃক্ষকে সবি-শেষ অবগত হইয়া তত্ত্বজ্ঞানরূপ মহাখড়্গ দ্বারা উহা ছেদন করিতে পারেন, তাঁহার নিশ্চয়ই মোক্ষ লাভ হয়। ঐ বৃক্ষে দুইটী পক্ষী অবস্থান করে। উহাদের নাম জীব ও ঈশ্বর। জীব ও ঈশ্বর বুদ্ধি ও মায়াতে প্রতিবিম্বিত হন বলিয়া উহাদিগকে চৈতন্য-ময় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যিনি ঐ উভয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেই পরমাত্মাই চৈতন্য-ময়। জীবাত্মা লিঙ্গশরীর হইতে বিমুক্ত হইলেই সর্ব্বদোষবিমুক্ত ও নির্গুণ হইয়া বুদ্ধ্যাদির চেতনকর্ত্তা পরমাত্মা হইতে অভিন্ন-ভাবে অবস্থান করেন।

অষ্টচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহর্ষিগণ! কোন কোন মহাত্মা

ব্রহ্মকে জগদাকারে পরিণত বলিয়া বিবেচনা করেন এবং কেহ কেহ বা তাঁহারে নির্ব্বিকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যাঁহার অন্তকালে উচ্ছ্বাসমাত্র কালও পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার অভেদ জ্ঞান জন্মে, তাঁহার নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। নিমেষমাত্রও জীবাত্মাতে পরমাত্মারে নিরুদ্ধ করিলে চিত্তপ্রসন্নতা দ্বারা মুক্তিলাভে কৃতকার্য্য হইতে পারা যায়। যে ব্যক্তি প্রতিদিন প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল ও সায়ংকালে দশ বা দ্বাদশ বার প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণ সমুদায় সংযত করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই ব্রহ্মলাভ হয়। প্রাণায়াম দ্বারা যাঁহার চিত্তশুদ্ধি হয়, তিনি যেরূপ ইচ্ছা করেন, তাহাই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। অব্যক্ত ঈশ্বরকে লাভ করিয়া উদ্রিক্ত হইলেই জীবের মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণজ্ঞ মহাত্মারা সত্ত্বগুণ ব্যতীত আর কোন গুণেরই প্রশংসা করেন না। পুরুষ যে সত্ত্বগুণাশ্রয়ী, আমরা তাহা অনুমান দ্বারা অবগত হইয়া থাকি। পুরুষে সত্ত্বগুণ নাই, ইহা কোন রূপে প্রতিপাদন করিতে পারা যায় না। ক্ষমা, ধৈর্য্য, অহিংসা, সমদৃষ্টি, সত্য, ঋজুতা, জ্ঞান ও সন্ন্যাস এই কএকটি সত্ত্বগুণের বৃত্তি। অনেকে কহিয়া থাকেন যে, সত্ত্ব আত্মা হইতে পৃথক্ নহে। কারণ ক্ষমা ধৈর্য্যপ্রভৃতি গুণ সমুদায় আত্মার নিত্যসিদ্ধ; সুতরাং আত্মার সহিত সত্ত্বের একীভাব সম্পাদন যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে। এই মত নিতান্ত দূষনীয়; কারণ ক্ষমা ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণ সমুদায় যদি আত্মার নিত্যসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে আত্মার অনুচ্ছেদে উহাদিগের কি নিমিত্ত উচ্ছেদ হইবে? সত্ত্ব আত্মা হইতে পৃথক্ বটে, কিন্তু আত্মার সহিত উহার সবিশেষ সংশ্রব আছে বলিয়া উহারে আত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়। যেমন মশক ও উডুম্বরের, সলিল ও মৎস্যের এবং পদ্মপত্র ও জলবিন্দুর একত্ব ও পৃথকত্ব উভয়ই লক্ষিত হইয়া থাকে, সেইরূপ সত্ত্বগুণ ও আত্মার একত্ব ও পৃথকত্ব প্রতীত হয়।

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, মহর্ষিগণ পুনর্ব্বার তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! ধর্ম্মের বিবিধ গতি দর্শন করিয়া আমাদিগের মোহ উপস্থিত হইয়াছে; সুতরাং কোন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, তাহা আমাদিগের কোন রূপেই বোধগম্য হইতেছে না। ইহলোকে কেহ কেহ দেহনাশের পর আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন, আবার কেহ কেহ কহেন যে, দেহের নাশ হইলেই আত্মার ধ্বংস হয়। কোন কোন ব্যক্তি আত্মার অস্তিত্ববিষয়ে সংশয় করেন এবং কোন কোন ব্যক্তির ঐ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ কেহ আত্মারে অনিত্য, কেহ কেহ নিত্য, কেহ কেহ ক্ষণভঙ্গুর, কেহ কেহ একমাত্র, কেহ কেহ প্রকৃতি ও পুরুষ এই দ্বিবিধ, কেহ কেহ প্রকৃতির সহিত মিলিত, কেহ কেহ পঞ্চবিধ ও কেহ কেহ বহুবিধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতেরা দেশ ও কালকে চিরস্থায়ী বলিয়া কীর্ত্তন করেন, আবার কোন কোন ব্যক্তির মতে ঐ মত নিতান্ত হেয়। কেহ কেহ জটাবল্কলধারী, কেহ কেহ মুণ্ড এবং কেহ কেহ দিগম্বর হইয়া বিচরণ করিয়া থাকেন। তত্ত্বদর্শী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেহ কেহ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য ও কেহ কেহ ব্রহ্মচর্য্যের পর গার্হস্থ্য ধর্ম্ম আশ্রয় করেন। কোন কোন ব্যক্তিরে ভোজনে আসক্ত ও কোন কোন ব্যক্তিরে ভোজনপরিত্যাগী হইতে দেখা যায়। কেহ কেহ কর্ম্মানু-

জ্ঞানের, কেহ কেহ কর্ম্ম ত্যাগের, কেহ কেহ মোক্ষের ও কেহ কেহ বিবিধ ভোগের সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। কোন কোন ব্যক্তি প্রভূত ধনলাভের বাসনা করেন এবং কোন কোন ব্যক্তি নির্ধন হইতে নিতান্ত অভিলাষী হন। কেহ কেহ সতত ধ্যানাদির অনুষ্ঠান করেন এবং কোন কোন ব্যক্তির মতে ঐ সমুদায় নিতান্ত অলীক বলিয়া পরিগণিত হয়। কেহ কেহ সতত অহিংসা ধর্ম্মে নিরত থাকেন। আবার কেহ কেহ যাহার পর নাই হিংসাপরায়ণ হন। কেহ কেহ পুণ্যবান্ ও কেহ কেহ যশস্বী হইয়া কালহরণ করেন এবং কোন কোন ব্যক্তি পুণ্যকে অলীক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কোন কোন ব্যক্তিরে সদ্ভাবনিরত ও কোন কোন ব্যক্তিরে সংশয়মার্গে অবস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ দুঃখনিবৃত্তি ও কেহ কেহ সুখপ্রাপ্তির অভিলাষে ধ্যান করিয়া থাকেন। কেহ কেহ যজ্ঞের, কেহ কেহ দানের, কেহ কেহ তপস্যার, কেহ কেহ বেদাধ্যয়নের, কেহ কেহ সন্ন্যাসলব্ধ জ্ঞানের ও কেহ কেহ স্বভাবের প্রশংসা করিয়া থাকেন। কাহার কাহার মতে ঐ সমুদায় বিষয়ই প্রশংসনীয়, আবার কেহ কেহ ঐ সমুদায়ের মধ্যে একটীরও প্রশংসা করেন না। হে পিতামহ! আমরা ধর্ম্মের এইরূপ বিবিধ গতি দর্শনে নিতান্ত বিমোহিত হইয়া সনাতন ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইতে নিতান্ত অসমর্থ হইয়াছি। ইহলোকে মানবগণ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি যে ধর্ম্মাক্রান্ত হন, তিনি সেই ধর্ম্মের অনুষ্ঠানেই সতত অনুরক্ত থাকেন। এই সমুদায় কারণবশত আমাদিগের মন ও বুদ্ধি নানা দিকে ধাবমান হইতেছে, সুতরাং আমরা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কি এবং সত্ত্বগুণের সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ কিরূপ, তাহা কোন রূপেই পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হইতেছি না; অতএব আপনি ঐ সমস্ত বিস্তরে আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করুন।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

মহর্ষিগণ এইরূপ প্রশ্ন করিলে, ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে তপোধনগণ! আমি এই উপলক্ষে এক গুরু স্বীয় শিষ্যকে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। সর্ব্বভূতে অহিংসাই পরম ধর্ম্ম ও প্রধান কার্য্য। ঐ ধর্ম্মে উদ্বেগের লেশমাত্র নাই। তত্ত্বদর্শী বৃদ্ধগণ জ্ঞানকে মোক্ষসাধক বলিয়া কীর্ত্তন করেন। এই নিমিত্ত বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভ হইলেই মনুষ্য সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। যাহারা হিংসাপরায়ণ নাস্তিক ও লোভ মোহে একান্ত আসক্ত, তাহারা নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইয়া থাকে। যাঁহারা আলস্য পরিত্যাগ করিয়া কামনা পূর্ব্বক বিবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা ইহলোকে বারংবার জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক পরম সুখে কালাতিপাত করেন। আর যাঁহারা কামনা পরিশূন্য হইয়া সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, সেই সাধুদর্শী ব্যক্তিদিগকে কদাপি জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

অতঃপর সত্ত্বগুণ ও পুরুষের পরস্পর সংযোগ ও বিয়োগের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সত্ত্বগুণ ও পুরুষ এই উভয়ের মধ্যে সত্ত্বগুণ বিষয় এবং পুরুষকে বিষয়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। উভয়ের মধ্যে মশক যেমন নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থান করে, তদ্রূপ পুরুষ সত্ত্বগুণে নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থান করিয়া থাকেন। সত্ত্বগুণ অচেতন পদার্থ, উহার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই; পুরুষ যে ঐ গুণকে সর্ব্বদা ভোগ করিয়া থাকেন,

তাহা ঐ গুণ কোন ক্রমেই পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। কিন্তু পুরুষ ঐ বিষয় সবিশেষ অবগত হইয়া থাকেন। পণ্ডিতগণ সত্ত্বগুণকে সুখদুঃখাদিসংযুক্ত এবং পুরুষকে সুখদুঃখাদিবিহীন ও নির্গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পদ্মপত্র যেমন সলিলের সহিত নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করিয়া উহা ভোগ করে, তদ্রূপ পুরুষ সত্ত্বগুণের সহিত নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থান পূর্ব্বক উহা উপভোগ করিয়া থাকেন। উনি সমুদায় গুণের সহিত সংযুক্ত হইয়াও পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দুর ন্যায় উহাদের সহিত লিপ্ত হন না। স্থূলদেহ ও পুরুষ যেমন পরস্পর পৃথক্ হইলেও অভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ সত্ত্বগুণ ও পুরুষ ইহাঁরা পরস্পর নির্লিপ্ত হইলেও অভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। যেমন প্রদীপের সাহায্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রদেশস্থিত পদার্থ দর্শন করা যায়, তদ্রূপ সত্ত্বগুণের সাহায্যে সংসারমধ্যে পুরুষের দর্শনলাভ হইয়া থাকে। যেমন প্রদীপে তৈলাদি বর্ত্তমান থাকিলেই উহা বস্তু সমুদায় প্রকাশিত করে এবং তৈলাদি নিঃশেষিত হইলেই উহা নির্ব্বাণ হয়, তদ্রূপ সত্ত্বগুণ কর্ম্মে সংযুক্ত থাকিলেই আত্মারে প্রকাশ করে এবং কর্ম্ম হইতে বিযুক্ত হইলেই বিনষ্ট হয়। যেমন প্রদীপ নির্ব্বাণ হইলেও পদার্থসমুদায় বিদ্যমান থাকে, তদ্রূপ সত্ত্বগুণ বিনষ্ট হইলেও পুরুষের বিনাশ হয় না।

যেমন সহস্র উপদেশ প্রদান করিলেও নির্ব্বোধ ব্যক্তিরা কোন রূপে প্রকৃত বিষয় বোধগম্য করিতে পারে না, কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা অল্পমাত্র উপদেশ প্রাপ্ত হইলেই অনায়াসে প্রকৃত বিষয়বোধে সমর্থ হয়, তদ্রূপ যাহারা বুদ্ধিমান্ হয়, তাহারা অনায়াসেই ধর্ম্মপথ অবগত হইতে সমর্থ হইয়া থাকে; কিন্তু যাহারা অল্পবুদ্ধি, তাহাদিগের পক্ষে তাহা অবগত হওয়া নিতান্ত কঠিন হইয়া উঠে। পাথেয়পরিশূন্য ব্যক্তি যেমন পথিমধ্যে অতিকষ্টে ভ্রমণ করিতে করিতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ প্রাক্তনপুণ্যবিহীন ব্যক্তি যোগমার্গ অবলম্বন করিলে, যোগ সম্যক্ অনুষ্ঠিত না হইতে হইতেই তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ফলত লোকের প্রাক্তন পুণ্য সঞ্চয় না থাকিলে সে কোন ক্রমেই সম্যক্ রূপে যোগের অনুষ্ঠান করিতে পারে না। যেমন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি পাদচারে অপরিচিত সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিবার চেষ্টা করে, তদ্রূপ অদূরদর্শী ব্যক্তিরাই শাস্ত্রজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত সংসারমার্গ অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। আর যেমন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দ্রুতগামী তুরঙ্গমযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া সেই পথ অতিশীঘ্র অতিক্রম করে, তদ্রূপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা অনায়াসে সংসারপথ অতিক্রম করিয়া থাকেন। যেমন পর্ব্বতশিখরে আরোহণোদ্যত ব্যক্তি ভূতলস্থিত রথারূঢ় ব্যক্তিরে রথ দ্বারা পর্ব্বতারোহণে নিতান্ত অসমর্থ দেখিয়া রথারোহণবাসনা পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ পরমপদ ব্রহ্মপদ লাভের অধিকারী মহাত্মা শাস্ত্রের সাহায্যে ঐ পদলাভ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়া শাস্ত্র পরিত্যাগ করিবেন। রথারূঢ় ব্যক্তি যেমন রথগমনোপযোগী পথ নিঃশেষিত হইলেই রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাদচারে গমন করে, তদ্রূপ ধীমান্ ব্যক্তিরা চিত্তশুদ্ধিপর্য্যন্ত শাস্ত্রপথে পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে যোগতত্ত্ব অবগত হইলেই উহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে হংস পরমহংসাদি পদে গমন করিয়া থাকেন। মূঢ় ব্যক্তি যেমন নৌকারোহণ না করিয়া মোহবশত বাহুমাত্র অবলম্বন পূর্ব্বক ঘোরতর অর্ণব সমুত্তীর্ণ হইতে অভিলাষী হইয়া বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ অনভিজ্ঞ

লোক উপদেষ্টা ব্যতীত সংসারসাগর সমুত্তীর্ণ হইতে বাসনা করিয়া অচিরাৎ মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। আর বিজ্ঞ ব্যক্তি যেমন অতি উৎকৃষ্ট ক্ষেপণীসংযুক্ত নৌকায় আরোহণ পূর্ব্বক অনবরত পোত সঞ্চালন করিয়া পরিশেষে পরপারে সমুত্তীর্ণ হয়, তদ্রূপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি উপদেষ্টার সাহায্য গ্রহণ পূর্ব্বক দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। যেমন সমুদ্রতীরে উত্তীর্ণ হইয়া স্থলপথে গমন করিবার সময় নৌকা পরিত্যাগ করিতে হয়, তদ্রূপ সংসার হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইবার সময় উপদেষ্টারে পরিত্যাগ করা উচিত। নাবিক যেমন স্নেহপ্রযুক্ত সর্ব্বদা নৌকাতে অবস্থান পূর্ব্বক পরিভ্রমণ করে, তদ্রূপ মূঢ় ব্যক্তি মোহজালে জড়িত হইয়া সতত এই সংসারমধ্যেই পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। যেমন নৌকারোহণ করিয়া স্থলপথে এবং রথারোহণ করিয়া জলপথে পরিভ্রমণ করিতে পারা যায় না, তদ্রূপ বিবিধ কার্য্যে লিপ্ত হইয়া ব্রহ্মলাভ ও কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সংসারকার্য্যে পরিভ্রমণ করা সাধ্যায়ত্ত নহে। ইহলোকে যিনি যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি তদনুরূপ ফললাভ করিবেন।

যিনি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পঞ্চ বিষয় হইতে অতীত, মুনিগণ তাঁহারেই প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ঐ প্রধানের অপর নাম প্রকৃতি। প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার ও অহঙ্কার হইতে পঞ্চ মহাভূত সমুৎপন্ন হইয়াছে। শব্দাদি পঞ্চ বিষয় ঐ পঞ্চ মহাভূতের গুণ। প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চ মহাভূত ইহারা সকলেই কার্য্য ও কারণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ঐ পঞ্চ ভূতের মধ্যে কোন ভূতই মনের অগোচর নাই। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ পৃথিবীর গুণ, তন্মধ্যে গন্ধ সুখকর, দুঃখজনক, মধুর, অম্ল, কটু, দূরগামী, মিশ্রিত, স্নিগ্ধ, রুক্ষ ও বিশদ এই দশবিধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই চারিটী জলের গুণ। তন্মধ্যে রসকে পণ্ডিতেরা মধুর, অম্ল, কটু, তিক্ত, কষায় ও লবণ এই ছয় প্রকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই তিনটী তেজের গুণ, তন্মধ্যে রূপ শুক্ল, কৃষ্ণ, রক্ত, নীল, পীত, অরুণ, হ্রস্ব, দীর্ঘ, কৃশ, স্থূল, চতুষ্কোণ ও বর্ত্তুল এই দ্বাদশবিধ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ এই দুই গুণ তন্মধ্যে স্পর্শকে রুক্ষ, শীতল, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, বিশদ, কঠিন, চিক্কণ, সূক্ষ্ম, পিচ্ছিল, দারুণ ও মৃদু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। একমাত্র শব্দই আকাশের গুণ। ঐ শব্দ ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, নিষাদ, ধৈবত সুখকর অসুখকর ও দৃঢ় এই দশবিধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। আকাশ সর্ব্ব ভূতের শ্রেষ্ঠ। ঐ আকাশ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে প্রকৃতি ও প্রকৃতি হইতে সনাতন পুরুষকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যে ব্যক্তি সর্ব্বকার্য্যের বিধিজ্ঞ, অধ্যাত্মকুশল ও সর্ব্বভূতে সমদর্শী হন, তিনিই সেই পরম পুরুষকে লাভ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই।

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে তপোধনগণ! আত্মাই ভূতগণের সৃষ্টিসংহারের কারণ। বিবেকজা প্রজ্ঞা আত্মার ঐশ্বর্য্য ব্যক্ত করিয়া দেয়। আত্মাই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। সারথি যেমন অশ্বগণকে প্রেরণ করে, সেইরূপ মন ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয়ে নিয়োগ করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়সমুদায় মন ও বুদ্ধি ইহারা সকলেই আত্মার ভোগের নিমিত্ত

স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করে। দেহাভিমানী জীব ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বসংযুক্ত বুদ্ধিরূপ প্রতোদ-যুক্ত মনোরূপ সারথিসম্পন্ন দেহময় রথে আরোহণ করিয়া সর্ব্বত্র ধাবমান হইয়া থাকে। যখন ঐ ইন্দ্রিয়রূপ অশ্ব সমুদায় মনোরূপ সারথি কর্ত্তৃক বুদ্ধিরূপ প্রতোদ দ্বারা বশীভূত হয়, তখনই ঐ দেহরূপ রথ জীবের ব্রহ্মময়ত্বনিবন্ধন ব্রহ্মময় বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। যিনি এই রূপে ব্রহ্মময় রথের বিষয় অবগত হইতে পারেন, তিনি কদাচ মোহপ্রাপ্ত হন না। কি পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, নদী, পর্ব্বত প্রভৃতি স্থূল পদার্থ, কি প্রকৃত্যাদি সূক্ষ্ম পদার্থ, সমুদায় পদার্থই পরব্রহ্মস্বরূপ। ঐ পরম পুরুষ সর্ব্বভূতের এক মাত্র গতি। জীবাত্মা উহাঁতেই পরমসুখে বিহার করিয়া থাকেন। প্রলয়কালে অগ্রে স্থাবরাদি বাহ্যপদার্থ সমুদায় লয়প্রাপ্ত হইলে পশ্চাৎ ভূতকৃত গুণ শব্দাদি সমুদায় বিলীন হইয়া যায় এবং পরিশেষে সূক্ষ্মদেহাবস্তক পঞ্চভূতের লয় হয়। দেবতা, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ ও রাক্ষসগণ ঈশ্বরের ইচ্ছাবশতই সৃষ্ট হইয়া থাকেন। যজ্ঞাদি বা ব্রহ্মাদি উহাঁদিগের সৃষ্টির মূলকারণ নহেন। মরীচি প্রভৃতি ভূতস্রষ্টা মহর্ষিগণ মহাভূত হইতে বারংবার উৎপন্ন হইয়া সাগরোত্থিত উর্ম্মি-মালার ন্যায় যথা সময়ে মহাভূতেই লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মুক্ত ব্যক্তি সূক্ষ্ম ভূত হইতেও উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হন। ভগবান্ প্রজাপতি তপোবলে মনদ্বারা এই স্থাবরজঙ্গ-মাত্মক বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং মহর্ষিগণ তপোবলেই দেবলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ফল-মূলাশী তপঃসিদ্ধ মহাত্মারা ক্রমশ সংকল্প দ্বারা সমাধিযুক্ত হইয়া ত্রৈলোক্য দর্শন করিয়া থাকেন। আরোগ্য, ঔষধ ও বিবিধ বিদ্যা তপঃপ্রভাবেই সিদ্ধ হয়। ফলত সিদ্ধি-লাভ তপস্যারই আয়ত্ত। যে বিষয় নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য, দুর্ব্বোধ ও দুর্দ্ধর্ষ, তৎসমুদায়ই তপোবলে সিদ্ধ হইয়া থাকে। তপোবলকে অতিক্রম করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। সুরাপায়ী, ব্রহ্মঘ্ন, সুবর্ণচৌর্য্যনিরত, ভ্রূণঘাতী ও গুরু-তল্পগামী পামরেরা তপঃপ্রভাবেই পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। মনুষ্য, পিতৃ-লোক, দেবতা, পশুপক্ষী ও বৃক্ষপ্রভৃতি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ভূতসমুদায় তপঃপরায়ণ হইয়া সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়। দেবগণ তপোবলেই স্বর্গলাভ করিয়াছেন। যাঁহারা অহঙ্কার-পরতন্ত্র হইয়া সকামকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন। যাঁহারা নিরহঙ্কৃত হইয়া বিশুদ্ধ ধ্যানযোগ দ্বারা মমতাশূন্য হন, তাঁহারা মহত্তত্ত্ব প্রাপ্ত হন আর যাঁহারা আত্মজ্ঞানলাভ পূর্ব্বক ধ্যান-যোগে আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন, তাঁহারাই পূর্ণানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মে প্রবিষ্ট হন। যাঁহারা ধ্যানযোগে প্রবৃত্ত হইয়া উহার সম্যক্ অনুষ্ঠান না হইতে হইতেই প্রাণ-ত্যাগ করেন, তাঁহারা প্রকৃতিতে প্রবেশ করিয়া থাকেন। উহাঁদিগকে পুনরায় প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত হইয়া প্রথমত অজ্ঞানে আবৃত হইতে হয়। পরিশেষে উহাঁরা রজ ও তমোগুণ হইতে বিমুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ অবলম্বন পূর্ব্বক সর্ব্ববিষয়ে অভিমান পরিত্যাগ করিয়া পরব্রহ্মের সরূপত্ব লাভ করেন। যিনি সেই পরাৎপর পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তিনিই যথার্থ বেদবেত্তা। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি চিত্ত হইতে জ্ঞানলাভ করিয়া সংযত ভাবে মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করিবেন। যাহাকে চিত্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তাহারই নাম মন। ইহা পরম রহস্য। প্রকৃতি হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত সমুদায়কে জড় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। গুণানুসারে এই সমুদা-য়ের লক্ষণ অবগত হওয়া যায়। মমতা মৃত্যু, নির্ম্মমতা শাশ্বত ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। জ্ঞানবান্ মহাত্মারা কখনই কর্ম্মের

প্রশংসা করেন না; কেবল মন্দবুদ্ধি মূঢ়েরাই কর্ম্মের প্রশংসা করিয়া থাকে। কর্ম্মপ্রভাবেই জীবাত্মা পঞ্চভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়াত্মক লিঙ্গশরীরে সমাক্রান্ত হন। বিদ্যাশক্তি ঐ ষোড়শাত্মক লিঙ্গশরীরকে গ্রাস করিলেই তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মারা কেবল সেই একমাত্র পুরুষকে দর্শন ও আশ্রয় করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত যথার্থ তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিরা কার্য্যের অনুষ্ঠানে একবারে বিরত হইয়া থাকেন। পুরুষ বিদ্যাময়। উহাঁরে কখনই কর্ম্মময় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। যে ব্যক্তি জিতচিত্ত হইয়া সেই অক্ষর সনাতন পুরুষকে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনিই মৃত্যুকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন। ফলত ইন্দ্রিয়সংযমাদি দ্বারা অপরাজিত অকৃত্রিম পরাৎপর পরমাত্মারে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেই মোক্ষলাভে সমর্থ হওয়া যায়। যাহাঁরা সর্ব্বভূতে মিত্রভাব প্রভৃতি সৎপ্রবৃত্তি সমুদায়কে সুদৃঢ় করিয়া হৃদ্‌পদ্মে নিরোধ করিতে পারেন, তাঁহারাই অলৌকিক পরব্রহ্মকে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হন। সত্ত্বগুণের উদয় হইলেই মনুষ্য আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারে। যেমন স্বপ্নে বিবিধ বিষয় ভোগ করিয়া স্বপ্নাবসানে তৎসমুদায় অলীক বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ সত্ত্বগুণের প্রকাশ হইলে জগতের সমুদায় পদার্থই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে। আত্মপ্রসাদই জীবন্মুক্ত মহাত্মাদিগের পরম গতি। যোগিগণ ঐ আত্মপ্রসাদ প্রভাবে অতীত ও অনাগত কর্ম্মসমুদায় অনায়াসে দর্শন করিয়া থাকেন। ফলত নিবৃত্তিধর্ম্মই বিষয়রাগবিহীন জ্ঞানবান্ মহাত্মাদিগের পরম গতি, পরম ধর্ম্ম, পরম লাভ ও যার পর নাই উৎকৃষ্ট কার্য্য।

যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতে সমদর্শী ও নিস্পৃহ হইতে পারেন, তিনিই ঐ সনাতন ধর্ম্ম লাভ করিতে সমর্থ হন। হে মহর্ষিগণ! এই আমি তোমাদিগের নিকট নিবৃত্তিধর্ম্ম সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে তোমরা এই সনাতন ধর্ম্ম আশ্রয় কর, তাহা হইলে অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হইবে।

উপাধ্যায় এই রূপে শিষ্যের নিকট ব্রহ্মার সহিত ঋষিগণের কথোপকথন কীর্ত্তন করিয়া তাঁহারে কহিলেন, বৎস! সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান ব্রহ্মা মহর্ষিগণকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে তপোধনগণ উপদেশানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া পরিশেষে অভীষ্ট লোক লাভ করিয়াছিলেন। অতএব তুমিও তাঁহাদিগের ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ হও; নিশ্চয়ই সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হইবে। উপাধ্যায় এইরূপ আদেশ করিলে মেধাবী শিষ্য তাঁহার বাক্যানুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক অচিরাৎ মোক্ষ লাভ করিলেন।

মহাত্মা ধনঞ্জয় এই রূপে বাসুদেবের মুখে গুরুশিষ্যসংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সখে! তুমি যে গুরুশিষ্যের বিষয় কীর্ত্তন করিলে, উহাঁরা কে? তাহা পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; অতএব তুমি আমার নিকট উহা কীর্ত্তন কর।

তখন বাসুদেব কহিলেন, বয়স্য! আমিই গুরু এবং আমার মনই শিষ্য। এক্ষণে আমি কেবল তোমার প্রীতির নিমিত্ত এই রহস্য বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। আমি যুদ্ধকালেও তোমারে এইরূপ বিবিধ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলাম, এক্ষণে যদি আমার প্রতি তোমার প্রীতি থাকে, তাহা হইলে আমার এই উপদেশানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান কর; অচিরাৎ সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া মোক্ষ লাভ করিতে পারিবে। যাহা হউক, বহুদিন হইল, আমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করা হয় নাই; অতএব যদি তোমার মত হয়, তাহা হইলে এক্ষণে দ্বারকায় প্রস্থান করি।

মহাত্মা বাসুদেব এই কথা কহিলে, অর্জ্জুন তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সখে! চল আজি আমরা হস্তিনায় গমন করি, তথায় তুমি ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া দ্বারকায় প্রস্থান করিবে।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

মহামতি ধনঞ্জয় এই কথা কহিলে ভগবান্ বাসুদেব দারুককে রথ সুসজ্জিত করিতে আদেশ করিলেন। দারুকও অচিরাৎ রথ সংযোজিত করিয়া তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন হস্তিনাগমনের নিমিত্ত অনুযাত্রীদিগকে সুসজ্জিত হইতে আদেশ করিলে, তাহারা অবিলম্বে সুসজ্জিত হইয়া তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক নিবেদন করিল, মহাশয়! আমরা সকলেই হস্তিনাগমনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছি। তখন কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন উভয়ে রথারোহণ করিয়া মহা আহ্লাদে বিবিধ বিষয়ক কথোপকথন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া অর্জ্জুন বাসুদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহাত্মন্! রাজা যুধিষ্ঠির তোমারই প্রসাদবলে জয়লাভ করিয়াছেন। তোমারই অনুগ্রহে আমাদের শত্রুসমুদায় নিহত ও রাজ্য নিষ্কণ্টক হইয়াছে। তুমিই আমাদের পরম সহায়। আমরা নৌকাস্বরূপ তোমারেই অবলম্বন করিয়া এই দুস্তর কৌরবসমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইয়াছি। হে বিশ্বকর্ম্মন্! হে বিশ্বময়! তুমি আমারে যেরূপ অবগত আছ, আমিও তোমারে তদ্রূপ অবগত আছি। তোমার তেজঃপ্রভাবেই সমুদায় জীব সমুৎপন্ন হইয়াছে। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় তোমারই ক্রীড়া এবং স্বর্গ মর্ত্ত্য তোমারই মায়ামাত্র। এই চরাচর বিশ্বসংসার তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। জরায়ুজাদি চারি প্রকার জীব তোমা হইতেই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। তুমি স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও অন্তরীক্ষের সৃষ্টিকর্ত্তা। তোমার হাস্যই নির্ম্মল জ্যোৎস্না, তোমার ইন্দ্রিয়গ্রামই সমুদায় ঋতু, তোমার প্রাণই সমীরণ, তোমার ক্রোধই মৃত্যু এবং তোমার প্রসন্নতাই লক্ষ্মীস্বরূপ। রতি, সন্তোষ, ধৈর্য্য, ক্ষমা, বুদ্ধি, কান্তি ও চরাচর বিশ্ব তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। কল্পান্তকালে তুমিই নিধন বলিয়া অভিহিত হইয়া থাক। অতি সুদীর্ঘকালেও তোমার গুণের ইয়ত্তা করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। তুমি আত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ; তোমারে নমস্কার। আমি দেবর্ষি নারদ, অসিতদেবল, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ও কুরুপিতামহ ভীষ্মের নিকট তোমার মাহাত্ম্য সবিশেষ অবগত হইয়াছি। তুমিই অদ্বিতীয় ঈশ্বর। তুমি ইতিপূর্ব্বে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমারে যে সমুদায় উপদেশ প্রদান করিয়াছ, আমি তৎসমুদায়ই প্রতিপালন করিব। তুমি আমাদিগের প্রিয়চিকীর্ষু হওয়াতেই দুরাত্মা দুর্য্যোধন নিহত হইয়াছে। তুমি কৌরবসৈন্যগণকে ক্রোধানলে দগ্ধ করাতেই আমি তাহাদিগকে সংহার করিতে সমর্থ হইয়াছি। তোমার কর্ম্ম, তোমার বুদ্ধি ও তোমার পরাক্রমপ্রভাবেই আমার সংগ্রামে জয় লাভ হইয়াছে। তুমি দুরাত্মা দুর্য্যোধন, মহাবীর কর্ণ, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ও ভূরিশ্রবার বধোপায় নির্দ্দেশ করিয়াছ। এক্ষণে তুমি দ্বারকাগমনের নিমিত্ত যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, উহা আমার অভিমত। আমি ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিয়া যাহাতে তোমার দ্বারকায় গমন করা হয়, তাহার চেষ্টা করিব। তুমি অচিরাৎ আমার মাতুল বসুদেব এবং বলদেব প্রভৃতি বৃষ্ণিবংশীয়দিগের সহিত সাক্ষাৎ কার লাভে সমর্থ হইবে।

মহাত্মা অর্জ্জুন কৃষ্ণের সহিত এইরূপ

কথোপকথন করিতে করিতে হৃষ্টজনসমাকীর্ণ হস্তিনায় গমন করিয়া প্রথমে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের ইন্দ্রালয়তুল্য রম্য ভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, মহাত্মা বিদুর, অপরাজিত যুযুৎসু, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন, মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব, এবং পরিচারিকাগণপরিবৃতা পতিপরায়ণা গান্ধারী, কুন্তী, দ্রৌপদী ও সুভদ্রা প্রভৃতি কৌরবকামিনীগণকে অবলোকন করিলেন। অনন্তর সেই মহাপুরুষদ্বয় অন্ধরাজের নিকট গমন পূর্ব্বক আপনাদিগের পরিচয় প্রদান করিয়া তাঁহারে এবং গান্ধারী, কুন্তী, যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনকে অভিবাদন ও বিদুরকে আলিঙ্গনপুরঃসর কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। ক্রমে রজনী সমুপস্থিত হইল। তখন অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র সমাগত সমুদায় ব্যক্তিরে স্ব স্ব ভবনে গমন করিতে অনুজ্ঞা করিয়া বিদায় করিলেন।

অনন্তর সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে, মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনের গৃহে গমন করিয়া পরম সমাদরে পান ভোজন সমাপন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত একশয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। ক্রমে শর্ব্বরী প্রভাত হইল। তখন অর্জ্জুন ও বাসুদেব উভয়ে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমুদায় সমাপন পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের গৃহে গমন করিলেন। ঐ স্থানে ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মনন্দন দেবগণপরিবেষ্টিত দেবরাজের ন্যায় অমাত্যগণপরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে সমাগত দেখিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে যথাস্থানে উপবেশন করাইয়া কহিলেন, হে মহাবীরদ্বয়! আমার বোধ হইতেছে, তোমরা কোন বিশেষ কার্য্যের অনুরোধে আমার নিকট আগমন করিয়াছ। অতএব এক্ষণে অচিরাৎ আপনাদিগের অভিপ্রেত বিষয় ব্যক্ত কর। তোমরা আমারে যে বিষয়ে অনুরোধ করিবে, আমি অবিচারিত চিত্তে তাহা সম্পাদন করিব। ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে, বাক্যবিশারদ মহাত্মা অর্জ্জুন বিনীতবাক্যে তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! বহুদিন হইল, আমাদিগের পরম সুহৃদ্ বাসুদেব দ্বারকা হইতে আগমন করিয়াছেন। এক্ষণে ইহাঁর পিতার সহিত সাক্ষাৎকার করিতে নিতান্ত বাসনা হইয়াছে; অতএব যদি আপনার অনুমতি হয়, তাহা হইলে ইনি স্বীয় আবাসে গমন করেন।

মহাত্মা অর্জ্জুন এইরূপ অনুরোধ করিলে, ধর্ম্মনন্দন কৃষ্ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বাসুদেব! এক্ষণে তুমি পিতৃদর্শনার্থ নির্ব্বিঘ্নে দ্বারকায় গমন কর। মাতুল বসুদেব, মাতুলানী দেবকী ও মহাবীর বলদেবের সহিত আমার বহুদিন সাক্ষাৎকার হয় নাই। তুমি দ্বারকায় গমন করিয়া উহাঁদিগকে অভিবাদন পূর্ব্বক উহাঁদিগের নিকট আমার, ভীমসেনের, অর্জ্জুনের ও মাদ্রীতনয়দ্বয়ের প্রণাম জানাইবে। আমারে এবং আমার ভ্রাতৃগণকে যেন একবারে বিস্মৃত হইও না। তোমার গমনবিষয়ে আমার কিছুমাত্র অমত নাই। কিন্তু যখন আমি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব, তখন অবশ্যই তোমারে এই স্থানে আগমন করিতে হইবে। এক্ষণে তুমি বিবিধ রত্ন এবং স্বীয় মনোনীত বস্তু সমুদায় গ্রহণ করিয়া দ্বারকাভিমুখে যাত্রা কর। আমরা তোমার প্রভাবেই শত্রুনিপাত ও পৃথিবী লাভ করিয়াছি।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে মহাত্মা বাসুদেব তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আজি আমি আপনারে পৃথিবীর অধীশ্বর দেখিয়া যার পর নাই পরিতুষ্ট হইলাম। আপনি আমারে

গৃহস্থিত রত্নসমুদায়কেও আপনার বলিয়া জ্ঞান করিবেন। মহাত্মা বাসুদেব এইরূপ অনুনয় করিলে, ধর্ম্মরাজ তাঁহারে যথোচিত সৎকার পূর্ব্বক বিদায় করিলেন। তখন মহাত্মা মধুসূদন পিতৃষ্বসা কুন্তী ও বিদুর প্রভৃতি মহাত্মাদিগের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে ভগিনী সুভদ্রারে সমভিব্যাহারে লইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক হস্তিনা হইতে বিনির্গত হইলেন। তখন মহাত্মা অর্জ্জুন, সাত্যকি, ভীমসেন, বিদুর, নকুল, সহদেব ও অন্যান্য পুরবাসিগণ তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। উহাঁরা কিয়দ্দূর গমন করিলে মহাত্মা বাসুদেব উহাঁদিগকে মধুর বাক্যে সম্ভাষণ পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইতে আদেশ করিয়া দারুক ও সাত্যকিরে বেগে রথচালন করিতে অনুজ্ঞা করিলেন।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

মহারাজ! এই রূপে ভগবান্ বাসুদেব অনুগামিগণকে প্রস্থান করিতে আদেশ করিলে, অনুযাত্রিগণ তাঁহারে আলিঙ্গন করিয়া সকলেই তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অর্জ্জুন বারংবার তাঁহারে আলিঙ্গন করিয়া যতক্ষণ নয়নগোচর করিতে পারিলেন, ততক্ষণ দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। মহাত্মা মধুসূদনও প্রিয়সখা ধনঞ্জয়কে নির্নিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর পরস্পর পরস্পরের দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে অর্জ্জুন অতিকষ্টে তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। মহামতি বাসুদেবও সুহৃদ্বিচ্ছেদনিবন্ধন অনতিপ্রফুল্লচিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় কৃষ্ণের গমনমার্গে বহুবিধ শুভ লক্ষণ আবির্ভূত হইতে লাগিল। পবনদেব প্রবলবেগে বাসুদেবের রথের পুরোভাগে প্রবাহিত হইয়া ধূলি কর্কর ও কণ্টক সমুদায় দূরীভূত করিতে আরম্ভ করিলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার সম্মুখে সুগন্ধ বারি ও দিব্যকুসুম সমুদায় বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই রূপে ভগবান বাসুদেব গমন করিতে করিতে ক্রমে মরুধন্ব প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানে মহর্ষি উতঙ্কের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল। তখন তিনি অচিরাৎ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সেই মহর্ষিরে পূজা করিয়া তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন মহর্ষি উতঙ্ক তাঁহার যথেষ্ট সমাদর করিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বাসুদেব! তুমি ত কুরুপাণ্ডবদিগের সমীপে গমন পূর্ব্বক তাহাদিগের পরস্পর সন্ধি ও অকৃত্রিম সৌভ্রাত্র সংস্থাপন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছ? তাহারা ত সকলেই এক্ষণে তোমার সহিত পরম সুখে বিহার করিতে সমর্থ হইবে? কৌরবগণ এখন ত শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছে? নরপতিগণ ত এখন স্ব স্ব রাজ্যমধ্যে পরম সুখে অবস্থান করিতে পারিবে? আমি এতদিন যে প্রত্যাশা করিয়া রহিয়াছি, তাহা ত সফল হইয়াছে?

মহর্ষি উতঙ্ক এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, মহাত্মা বাসুদেব তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ঋষিবর! আমি পাণ্ডবদিগের সহিত কৌরবদিগের সন্ধি সংপস্থানের নিমিত্ত বিশেষ যত্নবান হইয়াছিলাম, কিন্তু কৌরবগণকে কোন ক্রমেই তদ্বিষয়ে সম্মত করিতে পারি নাই। এক্ষণে তাহারা সকলেই সবান্ধবে নিহত হইয়াছে। বুদ্ধি বা বল দ্বারা কেহ কখন অদৃষ্টকে অতিক্রম করিতে পারে না। পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসের পর মহাবীর ভীষ্ম, বিদুর ও আমি আমরা সকলেই কৌরবগণকে বারংবার সন্ধি করিবার পরামর্শ প্রদান করিলাম; কিন্তু তাহারা আমাদের বাক্যে কর্ণপাত

না করিয়া পাণ্ডুনন্দনদিগের সহিত সমর-সাগরে অবগাহন পূর্ব্বক শমনসদনে গমন করিল। ঐ যুদ্ধে পাণ্ডবদিগের পুত্রগণও নিহত হইয়াছে; এক্ষণে কেবল যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা জীবিত আছেন।

ভগবান্ বাসুদেব এই কথা কহিলে, মহর্ষি উতঙ্ক ক্রোধে অধীর হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, কেশব! তুমি বল পূর্ব্বক কৌরবগণকে নিবারণ ও তাহাদের পরিত্রাণসাধনে সমর্থ হইয়াও তদ্বিষয়ে বিমুখ হইয়াছ এবং বিনষ্ট হইতে আরম্ভ হইলেও তুমি তাহাতে উপেক্ষা করিয়াছ। ফলত তোমার কপটতাপ্রভাবেই কুরুকুল ধ্বংস হইয়াছে। অতএব আমি অচিরাৎ তোমারে শাপ প্রদান করিব।

তখন বাসুদেব কহিলেন, তপোধন! আমি অতি বিনীতভাবে কহিতেছি, আপনি আমারে শাপ প্রদান করিবেন না। এক্ষণে আমি আপনার নিকট বিস্তারিত রূপে অধ্যাত্মবিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি উহা শ্রবণ পূর্ব্বক ক্রোধ সংবরণ করুন। সামান্য তপঃপ্রভাবে আমারে পরাভব করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। আপনি যে কৌমার ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া অতি নির্ম্মল তপোলাভ এবং ঐকান্তিক ভক্তিপ্রভাবে গুরুর তৃপ্তিসাধন করিয়াছেন, তাহা আমি সবিশেষ অবগত আছি। এক্ষণে আপনি আমারে শাপ প্রদান করিলে আপনার সেই বহুশ্রমার্জ্জিত তপস্যার ক্ষয় হইবে। অতএব আপনি ক্ষান্ত হউন। আপনার তপস্যা বিনষ্ট হওয়া আমার অভিমত নহে।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

মহাত্মা বাসুদেব এই কথা কহিলে, উতঙ্ক তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, কেশব! তুমি অচিরাৎ আমার নিকট অধ্যাত্মতত্ত্ব কীর্ত্তন কর, আমি উহা শ্রবণ করিয়া হয় তোমার মঙ্গল বিধান, না হয় তোমারে অভিশাপ প্রদান করিব।

তখন বাসুদেব কহিলেন, তপোধন! সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন ভিন্নভাব আমারেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। আর রুদ্র, বসু, অপ্সরা, দৈত্য, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও নাগগণ আমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, ভূতসমুদায় আমারে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে এবং আমিও সর্ব্বভূতে অবস্থান করিতেছি। সৎ, অসৎ, ব্যক্ত, অব্যক্ত, ক্ষর, অক্ষর এবং আশ্রমচতুষ্টয়ের ধর্ম্ম ও বৈদিক কর্ম্ম এই সমস্তই আমার স্বরূপ। আমি দেবতাদিগেরও দেবতা এবং নিত্য। আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। আমিই ওঁঙ্কার-প্রমুখ বেদ, যূপ, সোম, চরু, দেবগণের তৃপ্তিকর হোম, হোতা, হব্য, অধ্বর্য্যু ও সদস্য। যজ্ঞকালে উদ্গাতা সামগান দ্বারা আমারেই স্তব করিয়া থাকেন। শান্তি-মঙ্গল বাচক মহাত্মারা প্রায়শ্চিত্ত কালে নিরন্তর আমারেই স্তব করেন। সর্ব্বভূতে দয়ারূপ প্রধান ধর্ম্ম আমার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ প্রিয় মানসপুত্র। আমি সেই ধর্ম্ম রক্ষার্থ ত্রিলোকমধ্যে ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মাদিগের সহিত বিবিধ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছি ও করিতেছি। আমিই ব্রহ্মা বিষ্ণু, ও ইন্দ্র-স্বরূপ এবং আমিই ভূত সমূহের সৃষ্টিকর্ত্তা ও সংহর্ত্তা। আমি যুগে যুগে নানা প্রকার দেহ পরিগ্রহ করিয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন ও অধার্ম্মিকদিগকে সংহার করিয়া থাকি। আমি যখন দেবযোনিতে অবস্থান করি, তখন দেবতার ন্যায়, যখন গন্ধর্ব্বযোনিতে অবস্থান করি, তখন গন্ধর্ব্বের ন্যায়, যখন নাগযোনিতে অবস্থান করি, তখন নাগের ন্যায় এবং যখন যক্ষ ও রাক্ষসযোনিতে অবস্থান করি তখন যক্ষ ও রাক্ষসের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকি। এক্ষণে আমি মনুষ্য

যোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া মনুষ্যের ন্যায় ব্যবহার করিতেছি। আমি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কৌরবগণের নিকট অতি দীনভাবে সন্ধিস্থাপনের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহারা মোহের বশবর্ত্তী হইয়া আমার বাক্যে কর্ণপাতও করে নাই। পরিশেষে আমি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে নানা প্রকারে ভয়প্রদর্শনও করিয়াছিলাম। সেই অধর্ম্মপরায়ণ দুরাত্মারা তাহাতেও সন্ধিস্থাপনে সম্মত হয় নাই। এক্ষণে তাহারা ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছে এবং পাণ্ডবেরা ধর্ম্মপরায়ণতানিবন্ধন ত্রিলোকমধ্যে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। হে তপোধন! এই আমি তোমার নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ভগবান্ বাসুদেব এই রূপে অধ্যাত্মবিষয় কীর্ত্তন করিলে, মহর্ষি উতঙ্ক তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বাসুদেব! তুমি সমুদায় জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। আজি তোমার প্রসাদেই আমি দিব্যজ্ঞান লাভ করিলাম। এক্ষণে তোমারে শাপপ্রদান করিতে আমার কিছুমাত্র বাসনা নাই। আমার চিত্ত তোমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত ও সুপ্রসন্ন হইয়াছে। অতঃপর তুমি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমারে স্বীয় বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়া চরিতার্থ কর।

মহাত্মা উতঙ্ক এই কথা কহিলে, ভগবান্ বাসুদেব তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া অর্জ্জুনের নিকট যে রূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহার নিকটেও সেই রূপ প্রকাশ করিলেন। মহাত্মা উতঙ্ক বাসুদেবের সেই সহস্র সূর্য্যের ন্যায়, প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন সর্ব্বব্যাপী বিশ্বরূপ দর্শনে নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! তোমারে নমস্কার। তোমার পদযুগল দ্বারা ভূমণ্ডল, মস্তক দ্বারা নভোমণ্ডল, জঠর দ্বারা পৃথিবী ও দ্যুলোকের মধ্যভাগ এবং ভুজযুগল দ্বারা দিক্‌সমুদায় পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি এই ভীষণ বিশ্বরূপ সংবরণ পূর্ব্বক পূর্ব্বরূপ ধারণ কর।

মহর্ষি উতঙ্ক এই রূপে বিশ্বরূপ সংবরণ করিতে কহিলে, ভগবান্ বাসুদেব তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষে! আমি আপনার প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন হইয়াছি; অতএব আপনি অচিরাৎ স্বীয় অভিলষিত বর প্রার্থনা করুন।

তখন মহাত্মা উতঙ্ক বাসুদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমি তোমার বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াই চরিতার্থ হইয়াছি; আর আমার অন্য বরে প্রয়োজন নাই। মহর্ষি উতঙ্ক এই রূপে বরগ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিলে, বাসুদেব পুনরায় তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষে! আমার বিশ্বরূপ দর্শন কদাচ নিষ্ফল হইবার নহে; অতএব আপনি অবিচারিতচিত্তে বর গ্রহণ করুন।

মহাত্মা উতঙ্ক বাসুদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মধুসূদন! এই মরুভূমিতে জল লাভ করা নিতান্ত সুকঠিন; অতএব যদি আমারে বর প্রদান করা তোমার নিতান্তই কর্ত্তব্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই বর প্রদান কর, যেন আমি ইচ্ছা করিলেই এই মরুভূমিতে অনায়াসে জল লাভ করিতে পারি। মহর্ষি উতঙ্ক এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে, বাসুদেব তৎক্ষণাৎ বিশ্বরূপ সংবরণ পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষে! আপনার সলিলের আবশ্যক হইলেই আপনি আমারে স্মরণ করিবেন। বৃষ্ণিবংশাবতংস কেশব এই বলিয়া অবিলম্বে দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন।

কিয়দ্দিন পরে একদা মহর্ষি উতঙ্ক নিতান্ত পিপাসার্ত্ত হইয়া সেই মরুভূমিতে পরিভ্রমণ করিতে করিতে জললাভের নিমিত্ত বাসুদেবকে স্মরণ করিলেন। ঐ সময় এক কুক্কুরযূথপরিবৃত শরকার্ম্মুকধারী ভীষণাকার দিগম্বর চণ্ডাল তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। ঐ চণ্ডাল অনবরত মূত্র পরিত্যাগ করিতেছিল। সে উতঙ্ককে পিপাসার্ত্ত দেখিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, মহর্ষে! আপনারে তৃষ্ণার্ত্ত দেখিয়া আমার অতিশয় দয়া উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনি শীঘ্র আগমন করিয়া আমার এই প্রস্রাব পান করুন।

চণ্ডাল এই কথা কহিলে, মহাত্মা উতঙ্ক তাহার মূত্র পান করিতে নিতান্ত অনিচ্ছু হইয়া বরপ্রদ বাসুদেবকে বিবিধ রূপে নিন্দা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় চণ্ডালও তাঁহারে বারংবার মূত্র পান করিতে অনুরোধ করিতে লাগিল; কিন্তু মহর্ষি উতঙ্ক কিছুতেই তাহাতে সম্মত না হইয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে তাহারে প্রত্যাখ্যান করিলেন। তখন চণ্ডাল মহর্ষিরে মূত্রপানে নিতান্ত অসম্মত বিবেচনা করিয়া তাঁহার সমক্ষেই কুক্কুরগণের সহিত অন্তর্হিত হইল। মহাত্মা উতঙ্ক তদ্দর্শনে ভগবান্ বাসুদেব তাঁহারে বঞ্চনা করিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া নিতান্ত লজ্জিত হইলেন। চণ্ডাল প্রস্থান করিবার অব্যবহিত পরেই শঙ্খচক্রগদাধারী ভগবান্ বাসুদেব মহাত্মা উতঙ্কের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তখন মহর্ষি উতঙ্ক তাঁহারে সমাগত দেখিয়া দুঃখিতচিত্তে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! তৃষার্ত্ত ব্রাহ্মণকে চণ্ডালের মূত্র প্রদান করা তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। মহর্ষি উতঙ্ক এইরূপ আক্ষেপ করিলে মহামতি বাসুদেব তাঁহারে মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, মহর্ষে! মনুষ্যকে প্রকাশ্যভাবে অমৃত প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে। এই নিমিত্ত আমি চণ্ডালরূপী ইন্দ্র দ্বারা প্রচ্ছন্নভাবে তোমার নিকট অমৃত প্রেরণ করিয়াছিলাম। কিন্তু তুমি তাহা বুঝিতে পার নাই। আমি তোমার প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া তোমারে অমৃত প্রদান করিবার নিমিত্ত দেবরাজ ইন্দ্রকে অনুরোধ করাতে তিনি প্রথমত তদ্বিষয়ে অসম্মত হইয়া কহিয়াছিলেন, বাসুদেব! মনুষ্যকে অমরত্ব প্রদান করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য; অতএব তুমি তাঁহারে অন্য বর প্রদান কর। দেবরাজ এই রূপে অসম্মতি প্রকাশ করিলে, আমি তাঁহারে পুনরায় ঐ বিষয়ে অনুরোধ করিলাম। তখন তিনি আমারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, কেশব! যদি মহর্ষি উতঙ্ককে অমৃত প্রদান করা তোমার নিতান্তই কর্ত্তব্য হইয়া থাকে, তবে আমারে অগত্যা ঐ বিষয়ে স্বীকার করিতে হইল; কিন্তু আমি চণ্ডালরূপী হইয়া অমৃত প্রদান করিবার নিমিত্ত উতঙ্কের নিকট সমুপস্থিত হইব। যদি তিনি অমৃতগ্রহণে অভিলাষী হন, তাহা হইলে আমি অবশ্যই তাঁহারে উহা প্রদান করিব। আর যদি তিনি আমারে প্রত্যাখ্যান করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অমৃতলাভে বঞ্চিত হইবেন।

দেবরাজ আমার সহিত এইরূপ নিয়ম করিয়া চণ্ডালবেশে আপনারে অমৃত প্রদান করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলেন। আপনি তাঁহারে প্রত্যাখ্যান করিয়া নিতান্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে আমি আপনার পিপাসাশান্তির নিমিত্ত পুনর্ব্বার আপনারে বর প্রদান করিতেছি যে, আপনি সলিললাভের বাসনা করিলেই এই মরুভূমিতে সজল জলধর সমুদিত হইয়া আপনারে সুস্বাদু জল প্রদান করিবে। ভূমণ্ডলে ঐ মেঘের নাম উতঙ্কমেঘ বলিয়া বিখ্যাত হইবে। ভগবান্ হৃষীকেশ এইরূপ বর প্রদান করিলে, মহাত্মা উতঙ্ক যার পর

নাই প্রীত হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। অদ্যাপি উতঙ্কমেঘ সেই মরুভূমিতে বারি বর্ষণ করিয়া থাকে।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! মহর্ষি উতঙ্ক এমন কি তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন যে, তিনি গর্ব্বিত হইয়া জগদ্‌গুরু বিষ্ণুরেও শাপপ্রদানে উদ্যত হইলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহর্ষি উতঙ্ক ঘোরতর তপস্যায় আসক্ত ও একান্ত গুরুভক্তিপরায়ণ ছিলেন। তিনি গুরু ভিন্ন আর কাহারও অর্চ্চনা করিতেন না। ঐ মহাত্মার গুরুগৃহে বাসের সময় অন্যান্য ঋষিপুত্রগণ তাঁহার গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা দর্শনে তাঁহার ন্যায় গুরুভক্তিপরায়ণ হইতে সতত বাসনা করিতেন। মহর্ষি গৌতম সমুদায় শিষ্য অপেক্ষা উতঙ্কের প্রতি সমধিক প্রীতি ও স্নেহ প্রকাশ করিতেন। তিনি উতঙ্কের দমগুণ, পবিত্রতা, সাহসিক কার্য্য ও পূজা দ্বারা যাহার পর নাই প্রীত হইয়াছিলেন। ঐ মহর্ষির সহস্র সহস্র শিষ্য ছিল। তিনি ক্রমে ক্রমে তাহাদের সকলকে কৃতবিদ্য দেখিয়া গৃহে গমন করিতে আদেশ করিলেন; কিন্তু স্নেহপ্রযুক্ত উতঙ্ককে গৃহগমনে অনুমতি করিলেন না। ক্রমে উতঙ্কের বৃদ্ধাবস্থা সমুপস্থিত হইল, কিন্তু একান্ত গুরুভক্তিপ্রভাবে উতঙ্ক উহা অবগত হইতে পারিলেন না। অনন্তর একদা ঐ মহাত্মা কাষ্ঠানয়নার্থ গমন করিয়া অনতিবিলম্বে মস্তকে এক বৃহৎ কাষ্ঠভার গ্রহণ পূর্ব্বক আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন। ঐ কাষ্ঠভার বহননিবন্ধন তিনি একান্ত ক্লান্ত ও নিতান্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং আশ্রমে প্রত্যাগমন করিয়া অতিসত্বরে উহা ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সময় তাঁহার রৌপ্যশলাকাসদৃশ একটী জটা সেই মস্তকস্থিত কাষ্ঠের সহিত দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইয়াছিল। তিনি ব্যগ্রতাসহকারে কাষ্ঠভার নিক্ষেপ করাতে উহা সেই কাষ্ঠের সহিত ভূতলে নিপতিত হইল। তখন মহাত্মা উতঙ্ক সেই জটার শুক্লতা দর্শনে আপনারে নিতান্ত বৃদ্ধ বিবেচনা করিয়া আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহর্ষি গৌতমের কন্যা স্বীয় পিতার আদেশানুসারে দ্রুতবেগে আগমন পূর্ব্বক নতমস্তক হইয়া অঞ্জলি দ্বারা তাঁহার নয়নজল ধারণ করাতে অচিরাৎ তাঁহার করযুগল দগ্ধ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তখন পৃথিবী অতি কষ্টে উতঙ্কের সেই নয়নবারি ধারণ করিতে লাগিলেন।

এই রূপে উতঙ্কের অসাধারণ তেজ প্রকটিত হইলে মহর্ষি গৌতম যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আজি তুমি কি নিমিত্ত শোকাকুল হইলে? তখন উতঙ্ক কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার প্রিয়চিকীর্ষা, আপনার প্রতি একান্ত ভক্তি ও একাগ্রচিত্ততানিবন্ধন আমার যে বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহাও অনুধাবন করিতে সমর্থ হই নাই। আমি অদ্যাপি সুখের লেশমাত্রও অনুভব করিতে পারিলাম না। আপনার নিকট আমার এক শত বৎসর অতিবাহিত হইল। ইহার মধ্যে আপনি আমার বয়ঃকনিষ্ঠ কত শত শিষ্যকে গৃহে গমন করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু একাল-পর্য্যন্ত আমারে গৃহে গমন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন না। এই নিমিত্ত আমি অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি।

মহাত্মা উতঙ্ক এইরূপ আক্ষেপ করিলে মহর্ষি গৌতম তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি তোমার শুশ্রূষায়

একান্ত প্রীত হইয়াছিলাম বলিয়া, এত দীর্ঘকাল যে অতিবাহিত হইয়াছে, তাহা অবগত হইতে পারি নাই। যাহা হউক, এক্ষণে যদি তোমার গৃহে গমনের বাসনা হইয়া থাকে,তাহা হইলে আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, তুমি অচিরাৎ গৃহে গমন কর। আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই।

উতঙ্ক কহিলেন, ভগবন্! আমি গুরুদক্ষিণাস্বরূপ আপনারে কি প্রদান করিব, তাহা আদেশ করুন। আমি আপনার আদেশানুসারে অচিরাৎ উহা আহরণ পুর্ব্বক আপনাকে অর্পণ করিয়া গৃহে প্রতিগমন করিব।

তখন গৌতম কহিলেন, বৎস! সাধুব্যক্তিরা গুরুর সন্তোষ সাধনকেই গুরুদক্ষিণা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আমি তোমার আচার ব্যবহারে পরমপরিতুষ্ট হইয়াছি। সুতরাং তোমারে আর কোন প্রকার দক্ষিণা প্রদান করিতে হইবে না। আজি তোমার বার্দ্ধক্য অপনীত ও তুমি ষোড়শবর্ষীয় যুবার ন্যায় রূপবান্ হইবে। আমি এই স্বীয় কন্যাটীরে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম, তুমি ইহারে বিবাহ কর। এই কন্যাব্যতীত আর কেহই তোমার তেজ ধারণ করিতে সমর্থ হইবে না। মহর্ষি গৌতম এই কথা কহিলে, মহাত্মা উতঙ্ক তৎক্ষণাৎ যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সেই যশস্বিনী গৌতমকন্যারে পত্নীরূপে গ্রহণ পুর্ব্বক পুনরায় গৌতমকে কহিলেন, ভগবন্! আপনি কিঞ্চিৎ দক্ষিণা গ্রহণ পুর্ব্বক আমারে চরিতার্থ করুন। তখন গৌতম কহিলেন, বৎস! তুমি তোমার গুরুপত্নীর নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহারে তাঁহার অভিলষিত অর্থ প্রদান কর। গৌতম এইরূপ আদেশ করিলে,উতঙ্ক অহল্যার নিকট গমন পুর্ব্বক তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মাতঃ! আমি ধন ও প্রাণপর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াও আপনার হিতানুষ্ঠান করিতে সম্মত আছি; অতএব গুরুদক্ষিণাস্বরূপ আপনারে কি প্রদান করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। আপনি আজ্ঞা করিলে ইহলোকে যে রত্ন একান্ত দুর্লভ, আমি স্বীয় তপঃপ্রভাবে তাহাও আনয়ন করিব।

তখন অহল্যা কহিলেন, বৎস! তোমার অকপট ভক্তি দ্বারা আমি একান্ত পরিতুষ্ট হইয়াছি; অতএব আর তোমার অন্য দক্ষিণা প্রদানের প্রয়োজন নাই; এক্ষণে তুমি স্বচ্ছন্দে অভিলষিত স্থানে গমন কর।

অহল্যা এই কথা কহিলে, উতঙ্ক তাহাতে প্রীত না হইয়া পুনরায় তাঁহারে সম্বোধন পুর্ব্বক কহিলেন, মাতঃ! যথাসাধ্য আপনার হিতসাধন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব আমারে কি প্রদান করিতে হইবে, আপনি তাহা আদেশ করুন।

উতঙ্ক এই রূপে বারংবার দক্ষিণা প্রদান করিবার বাসনা প্রকাশ করিলে অহল্যা তাঁহারে সম্বোধন পুর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তবে যদি একান্তই আমারে ধনদান করিতে তোমার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে তুমি অবিলম্বে সৌদাসরাজমহিষীর কর্ণে যে মণিময় কুণ্ডলদ্বয় আছে, তাহা আনয়ন কর। গৌতমপত্নী অহল্যা এই কথা কহিবামাত্র উতঙ্ক তাঁহার বাক্যে স্বীকার করিয়া সেই কুণ্ডলদ্বয় আনয়নার্থ রাক্ষসরূপী সৌদাস রাজার নিকট গমন করিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে মহর্ষি গৌতম উতঙ্করে দেখিতে না পাইয়া পত্নীরে সম্বোধন পুর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! উতঙ্ককে দেখিতেছি না কেন? তখন অহল্যা কহিলেন, ভগবন্! উতঙ্ক আমার আজ্ঞানুসারে সৌদাসরাজমহিষীর কুণ্ডল আনয়নার্থ গমন করিয়াছে। অহল্যা এই কথা কহিলে, মহর্ষি গৌতম নিতান্ত দুঃখিত হইয়া কহিলেন, প্রিয়ে! সৌদাস রাজা বশিষ্ঠদেবের

শাপে রাক্ষসরূপ ধারণ করিয়াছে, অতএব তাহার নিকট উতঙ্ককে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য হয় নাই। আমার বোধ হয়, এই রাক্ষসরূপী ভূপাল উতঙ্ককে বিনাশ করিবে। অহল্যা কহিলেন, ভগবন্! আমি না জানিয়াই তাহারে তথায় প্রেরণ করিয়াছি। যাহা হউক, আপনার প্রসাদবলে তাহার কোন বিঘ্ন ঘটিবার আশঙ্কা নাই। তখন গৌতম কহিলেন, জগদীশ্বর করুন, যেন উতঙ্কের কোন বিঘ্ন না হয়।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

এ দিকে মহাত্মা উতঙ্ক বনমধ্যে গমন করিতে করিতে মনুষ্যশোণিতলিপ্তকলেবর সুদীর্ঘশ্মশ্রুধারী বিকৃতদর্শন মহারাজ সৌদাসকে নিরীক্ষণ করিলেন। সৌদাসের সেই ভীষণমূর্ত্তি দর্শনে উতঙ্কের মনে কিছুমাত্র ভয় বা দুঃখ উপস্থিত হইল না; প্রত্যুত তিনি অসাধারণ সাহসসহকারে তাঁহার সম্মুখে সমুপস্থিত হইলেন। তখন কৃতান্তের ন্যায় ভীষণ মহারাজ সৌদাস উতঙ্ককে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! দিবসের ষষ্ঠকাল আমার আহারকাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে; এক্ষণে সেই ষষ্ঠকাল উপস্থিত হওয়াতে আমি ভক্ষ্য দ্রব্য অনুসন্ধান করিতেছিলাম। আপনি ভাগ্যক্রমে আমার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়াছেন। সৌদাস এই কথা কহিলে, উতঙ্ক তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি গুরুদক্ষিণা আহরণার্থ এই স্থানে সমুপস্থিত হইয়াছি। পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, গুরুদক্ষিণা আহরণার্থী ব্যক্তিরে হিংসা করা কর্ত্তব্য নহে। অতএব আপনি আমারে বধ করিবেন না। তখন সৌদাস কহিলেন, তপোধন! দিবসের ষষ্ঠকাল আমার আহারকাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। এক্ষণে আমি ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়াছি; অতএব এ সময় আমি আপনারে কদাচই পরিত্যাগ করিতে পারিব না। উতঙ্ক সৌদাসের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে পুনরায় সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! যদি আমারে ভক্ষণ করিতে আপনার একান্ত অভিলাষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার তদ্বিষয়ে অসম্মতি নাই; কিন্তু এক্ষণে আমার একটি বাক্য আপনারে রক্ষা করিতে হইবে। দেখুন, আমি গুরুদক্ষিণা আহরণার্থে নির্গত হইয়াছি; এক্ষণে সেই দক্ষিণা সংগ্রহ করিয়া গুরুরে প্রদান পূর্ব্বক পুনরায় আপনার নিকট আগমন করিব। আর আমি গুরুর নিকট যাহা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি, তাহা আপনারই আয়ত্ত। এক্ষণে আমি আপনার নিকট সেই অর্থ প্রার্থনা করিতেছি। আপনি ব্রাহ্মণগণকে প্রতিনিয়ত অত্যুৎকৃষ্ট রত্নসমুদায় প্রদান করিয়া থাকেন। এই ভূমণ্ডলে দাতা বলিয়া আপনার বিলক্ষণ প্রতিপত্তি আছে। আমিও দানের উপযুক্ত পাত্র; অতএব আপনি আমারে আমার অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করুন। আমি আপনার নিকট হইতে গুরুদক্ষিণা সংগ্রহ করিয়া গুরুরে প্রদান পূর্ব্বক পুনরায় এই স্থানে আগমন করিব। হে মহারাজ! আমি আপনার নিকট এই সত্য প্রতিজ্ঞা করিলাম। আমার বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবার নহে। আমি নর্ম্ম বিষয়েও কখন মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করি না।

মহাত্মা উতঙ্ক এই কথা কহিলে, মহারাজ সৌদাস তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! যদি আপনার গুরুদক্ষিণা আমারই আয়ত্ত হয়, তবে তাহা অবশ্যই আপনি প্রাপ্ত হইবেন। এক্ষণে আমার নিকট প্রতিগ্রহ করা যদি আপনার কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে আপনারে কি প্রদান করিতে হইবে, তাহা ব্যক্ত করুন।

তখন উতঙ্ক কহিলেন, মহারাজ! আপনি প্রতিগ্রহের উপযুক্ত পাত্র। এই নিমিত্তই আমি আপনার নিকট মণিকুণ্ডলদ্বয় ভিক্ষা করিতে আগমন করিয়াছি।

সৌদাস কহিলেন, তপোধন! আপনি যে মণিকুণ্ডলদ্বয় প্রার্থনা করিতেছেন, তাহা আমার পত্নীর অধিকৃত। অতএব এক্ষণে অন্য কোন বস্তু প্রার্থনা করুন, আমি তাহা আপনারে অবশ্যই প্রদান করিব।

তখন উতঙ্ক কহিলেন, মহারাজ! যদি আমারে দান করা আপনার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে ঐরূপ ছল প্রদর্শন করিবার আবশ্যকতা নাই। আপনি অনতিবিলম্বেই সেই কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিয়া সত্য প্রতিপালন করুন।

মহারাজ সৌদাস উতঙ্ক কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া পুনরায় তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! আপনি এক্ষণে আমার মহিষীর নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহারে আমার অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া কুণ্ডলযুগল প্রার্থনা করুন। তিনি আমার অনুরোধ শ্রবণ করিলে নিশ্চয়ই আপনারে কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিবেন।

উতঙ্ক রাজা সৌদাসের মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি কোন স্থানে আপনার পত্নীর সন্দর্শন পাইব, আর আপনি স্বয়ংই বা কি নিমিত্ত তাঁহার নিকট গমন করিতেছেন না।

তখন সৌদাস কহিলেন, তপোধন! অদ্য আপনি তাঁহারে এই কাননের কোন নির্ঝর সমীপে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইবেন। আমি দিবসের ষষ্ঠকালে তাঁহার সহিত স্বয়ং সাক্ষাৎকার করিতে পারিব না।

মহারাজ সৌদাস এই কথা কহিলে, মহাত্মা উতঙ্ক অবিলম্বে রাজমহিষী মদয়ন্তীর নিকট গমন করিয়া তাঁহার সন্নিধানে আপনার প্রয়োজন ও সৌদাসের অনুরোধ ব্যক্ত করিলেন। দীর্ঘলোচনা মদয়ন্তী উতঙ্কের মুখে স্বামীর অনুরোধ শ্রবণ করিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! মহারাজ আপনারে কুণ্ডলপ্রদান করিবার নিমিত্ত আমারে যে অনুরোধ করিয়াছেন, তাহা ত মিথ্যা নহে? যাহাই হউক, আপনি এক্ষণে আমার বিশ্বাসের নিমিত্ত তাঁহার নিকট হইতে কোন অভিজ্ঞান আনয়ন করুন। দেবতা, যক্ষ ও মহর্ষিগণ আমার এই মণিময় কুণ্ডলযুগল অপহরণ করিবার নিমিত্ত প্রতিনিয়ত ছিদ্রান্বেষণ করিয়া থাকেন। এই কুণ্ডলযুগল ভূতলে সংস্থাপন করিলে রত্নলোলুপ ভুজঙ্গেরা, অশুচি হইয়া ধারণ করিলে যক্ষেরা এবং ধারণ করিয়া নিদ্রার বশবর্ত্তী হইলে দেবতারা উহা অপহরণ করিতে পারেন। এই নিমিত্ত সতত সাবধান হইয়া আমারে ইহা ধারণ করিতে হয়। এই কুণ্ডলদ্বয় দিবারাত্রি অনবরত সুবর্ণ উৎপন্ন করে। রজনীযোগে ইহার প্রভায় গ্রহনক্ষত্র সমুদায়ের প্রভা তিরোহিত হইয়া যায়। ইহা পরিধান করিলে ক্ষুৎপিপাসাজনিত যন্ত্রণা এককালে নিবারণ হয় এবং বিষদ ও অগ্নিদপ্রভৃতি দুরাত্মা ব্যক্তিগণ হইতে কিছুমাত্র ভয় থাকে না। খর্ব্বাকার ব্যক্তি এই কুণ্ডল ধারণ করিলে ইহা খর্ব্ব ও দীর্ঘাকার ব্যক্তি ধারণ করিলে ইহা দীর্ঘ হইয়া থাকে। আমার এই কুণ্ডলের গুণ ত্রিলোকে প্রথিত আছে, এক্ষণে আপনি মহারাজের অভিজ্ঞান আনয়ন করুন, তাহা হইলেই আমি আপনারে ইহা প্রদান করিব।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

সৌদাসরাজমহিষী মদয়ন্তী এই রূপে ভর্ত্তার অভিজ্ঞান প্রার্থনা করিলে, মহাত্মা

উতঙ্ক তৎক্ষণাৎ সৌদাসের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! রাজ্ঞী আপনার অভিজ্ঞান ভিন্ন আমারে কুণ্ডল প্রদান করিবেন না; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমারে কোন অভিজ্ঞান প্রদান করুন।

মহাত্মা উতঙ্ক এই কথা কহিলে, মহারাজ সৌদাস তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি রাজ্ঞীর নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে বলিবেন যে, সৌদাস কহিয়াছেন, প্রিয়ে! আমি যেরূপ দুরবস্থায় অবস্থিত রহিয়াছি; কখন যে ইহা হইতে নিষ্কৃতি পাইব, আমার এরূপ প্রত্যাশা নাই; অতএব তুমি আমার মঙ্গল বিধানার্থ এই ব্রাহ্মণকে তোমার মণিময় কুণ্ডলদ্বয় প্রদান কর।

মহারাজ সৌদাস এই কথা কহিবামাত্র মহাত্মা উতঙ্ক মদয়ন্তীর নিকট গমন পূর্ব্বক ভূপতির বাক্য অবিকল কীর্ত্তন করিলেন। রাজ্ঞীও উতঙ্কের মুখে ভর্ত্তায় অভিজ্ঞানস্বরূপ সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ উতঙ্ককে স্বীয় কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিলেন। তখন মহাত্মা উতঙ্ক সেই কুণ্ডলযুগল গ্রহণ পূর্ব্বক পুনরায় সৌদাসের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি রাজ্ঞীর নিকট আপনার অভিজ্ঞান বাক্য কীর্ত্তন করিবামাত্র তিনি আমারে এই কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে আমি আপনার সেই অভিজ্ঞানবাক্যের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারি নাই; অতএব আপনি আমার নিকট উহার তাৎপর্য্য কীর্ত্তন করুন।

তখন সৌদাস কহিলেন ভগবন্! ক্ষত্রিয়েরা চিরকালই ব্রাহ্মণদিগের পূজা করিয়া থাকেন; কিন্তু ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদাই উহাঁদিগের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হন। এই দেখুন, আমি ব্রাহ্মণের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়াও ব্রাহ্মণের শাপেই এইরূপ দুরবস্থায় নিপতিত হইয়াছি। আমি কখন যে এই অবস্থা হইতে বিমুক্ত হইয়া ইহলোকে সুখে অবস্থান ও পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে পারিব, আমার এরূপ প্রত্যাশা নাই। ফলত কোন রাজাই ব্রাহ্মণের সহিত বিরোধ করিয়া ইহলোকে বা পরলোকে সুখভোগ করিতে সমর্থ হয় না। আমি এইরূপ বিচার করিয়াই আমার একান্ত প্রিয় এই মণিময় কুণ্ডলদ্বয় আপনারে প্রদান করিলাম। এক্ষণে আপনি আমার সহিত যে নিয়ম করিয়াছেন, তাহা প্রতিপালন করুন। ভূপতি সৌদাস এই কথা কহিলে, মহর্ষি উতঙ্ক তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমার প্রতিজ্ঞা কদাচ অন্যথা হইবার নহে। আমি অবশ্যই পুনরায় আপনার নিকট সমুপস্থিত হইব। এক্ষণে আপনার নিকট কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিব; আপনি তাহার উত্তর প্রদান করুন।

তখন সৌদাস কহিলেন, ভগবন্! আপনি অচিরাৎ আমার নিকট স্বীয় জিজ্ঞাস্য বিষয় ব্যক্ত করুন, আমি অবশ্যই যথাসাধ্য উহার উত্তর প্রদান করিব।

উতঙ্ক কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মতত্ত্ববেত্তা পণ্ডিতেরা ব্রাহ্মণদিগের সত্যবাদী হওয়া উচিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, সুতরাং আমি আপনার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা লঙ্ঘন করিতে আমার বাসনা নাই। আমার বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবে না। কিন্তু আজি আপনার সহিত আমার মিত্রভাব উৎপন্ন হইয়াছে; অতএব আমারে বিনাশ করিলে আপনার মিত্রবিনাশজন্য পাতক হইবে। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, মিত্রের অনিষ্টাচরণ করিলে সুবর্ণচৌর্য্যজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয়। সুতরাং আমারে বিনাশ করা আপনার কখনই কর্ত্তব্য নহে। আপনি যখন রাক্ষস-

ভাবাপন্ন হইয়াছেন, তখন বোধ হয়, আমি আপনার নিকট প্রত্যাগত হইলেই আপনি আমারে সংহার করিবেন। আপনার নিকট আমার প্রত্যাগমন করা কর্ত্তব্য কি না, আমি আপনারেই এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে অনুরোধ করিতেছি। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আত্মমত কীর্ত্তন করুন।

মহাত্মা উতঙ্ক এই কথা কহিলে, মহারাজ সৌদাস তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমার নিকট প্রত্যাগমন করিলে আপনারে অবশ্যই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইবে; অতএব আপনি কদাচ আর আমার নিকট প্রত্যাগমন করিবেন না।

সৌদাস রাজা এই রূপে উতঙ্ককে প্রত্যাগমন করিতে নিষেধ করিলে, মহাত্মা উতঙ্ক পরম পরিতুষ্ট হইয়া রাজমহিষী মদয়ন্তীর বাক্যানুসারে তৎপ্রদত্ত কুণ্ডলযুগল স্বীয় উত্তরীয় কৃষ্ণাজিনে বন্ধন পূর্ব্বক মহাবেগে মহর্ষি গৌতমের আশ্রমাভিমুখে ধাবমান হইলেন। কিয়দ্দূর গমন করিতে করিতে তাঁহার ক্ষুধার উদ্রেক হইল। তখন তিনি সেই পথিমধ্যস্থিত ফলভারাবনত এক বিল্ববৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক উহার শাখাতে সেই কুণ্ডল সংবলিত মৃগচর্ম্ম বন্ধন করিয়া বিল্বফল সমুদায় ভূতলে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তাঁহার অনবধানতা বশত কতকগুলি বিল্বফল সেই অজিনে নিপতিত হওয়াতে উহার বন্ধন শ্লথ ও উহা সেই কুণ্ডলদ্বয়ের সহিত ভূতলে নিপতিত হইল।

ঐ সময়ে ঐরাবতবংশসম্ভূত একটী ভুজঙ্গ সেই স্থানে উপস্থিত ছিল। সে ঐ ব্যাপার দর্শন করিবামাত্র তরুতলে সমুপস্থিত হইয়া মুখ দ্বারা সেই কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক বল্মীকমধ্যে প্রবেশ করিল। তখন মহাত্মা উতঙ্ক সেই ব্যাপার দর্শনে নিতান্ত কোপাবিষ্ট ও খিদ্যমান হইয়া অবিলম্বে বিল্ববৃক্ষ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক নাগলোকের পথ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত দণ্ডকাষ্ঠ দ্বারা সেই বল্মীক খনন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে পঞ্চত্রিংশদ্দিবস অতীত হইল; তথাপি উতঙ্ক ঐ পথ প্রস্তুত করিতে পারিলেন না। তাঁহার দণ্ডকাষ্ঠতাড়নে বসুন্ধরা নিতান্ত কাতর হইয়া সহ্য করিতে না পারিয়া সাতিশয় বিচলিত হইতে লাগিল।

তখন দেবরাজ ইন্দ্র মহাত্মা উতঙ্কের দুঃখে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক স্বর্গ হইতে ভূতলে আগমন করিলেন এবং অচিরাৎ ব্রাহ্মণবেশ ধারণ পূর্ব্বক উতঙ্কের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! এ স্থান হইতে নাগলোক সহস্র যোজন অন্তর, সুতরাং আপনি এই দণ্ডকাষ্ঠ দ্বারা পৃথিবী বিদারণ করিয়া কখনই তথায় গমন করিতে পারিবেন না।

ব্রাহ্মণরূপী ইন্দ্র এই কথা কহিলে, উতঙ্ক তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! যদি আমি নাগলোকে গমন করিয়া কুণ্ডলদ্বয় লাভ করিতে না পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনার সমক্ষে প্রাণত্যাগ করিব।

উতঙ্ক এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে বজ্রপাণি সুররাজ তাঁহারে দৃঢ়সঙ্কল্প অবগত হইয়া তাঁহার দণ্ডের অগ্রভাগে বজ্রাস্ত্র সংযোজিত করিয়া দিলেন। তখন সেই বজ্রের প্রহারে পৃথিবী অচিরাৎ বিদীর্ণ হওয়াতে নাগলোকগমনের দিব্য পথ প্রস্তুত হইল। মহাত্মা উতঙ্ক তদ্দর্শনে মহা আহ্লাদিত হইয়া সেই পথদ্বারা অবিলম্বে নাগলোকে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিলেন, ঐ লোক বহুযোজনবিস্তৃত, উহার চতুর্দ্দিকে সুবর্ণ ও মণিমুক্তাদি বিবিধ রত্ন বিভূষিত দিব্য

প্রাকারনিচয়, স্ফটিকসোপান সুশোভিত দীর্ঘিকা, নির্ম্মল সলিল পরিপূর্ণ নদী ও বিহঙ্গরবমুখরিত বিবিধ বনস্পতি সমুদায় বিরাজিত রহিয়াছে। ঐ নাগলোকের দ্বারদেশ ঊর্দ্ধে শতযোজন এবং বিস্তারে পঞ্চযোজন। ঐ সুবিস্তৃত নাগলোক দর্শন করিবামাত্র উতঙ্ক একান্ত বিষণ্ণ হইয়া কুণ্ডলপ্রত্যাহরণবিষয়ে নিতান্ত নিরাশ হইলেন। ঐ সময় এক তেজঃপুঞ্জকলেবর অশ্ব তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইল। ঐ অশ্বের পুচ্ছ শ্বেত ও কৃষ্ণলোমে বিভূষিত এবং মুখ ও নেত্রযুগল রক্তবর্ণ। অশ্ব অচিরাৎ উতঙ্কের নিকট আগমন পূর্ব্বক তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিল, উতঙ্ক! তুমি আমার গুহ্যদ্বারে ফুৎকার প্রদান কর, তাহা হইলেই কুণ্ডললাভে সমর্থ হইবে। ঐরাবতবংশসম্ভূত এক নাগ তোমার কুণ্ডল আনয়ন করিয়াছে। তুমি গুহ্যদ্বারে ফুৎকারদানে ঘৃণা করিও না; তুমি পূর্ব্বে মহর্ষি গৌতমের আশ্রমে বারংবার ঐ কার্য্য করিয়াছ।

তখন উতঙ্ক কহিলেন, তুরঙ্গম! উপাধ্যায়ের আশ্রমে কি রূপে তোমার সহিত আমার সন্দর্শন হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইতেছে।

অশ্ব কহিল, বিপ্র! আমি তোমার উপাধ্যায়েরও গুরু; আমার নাম অগ্নি। তুমি গুরুর প্রীতির নিমিত্ত সর্ব্বদা আমারে অর্চ্চনা করিয়াছ; এই নিমিত্ত তোমার হিতসাধন করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে; অতএব শীঘ্র আমার বাক্যানুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর।

অশ্বরূপী ভগবান্ হুতাশন এই কথা কহিলে, উতঙ্ক তৎক্ষণাৎ তাঁহার আদেশানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করিলেন। তখন হুতাশন উতঙ্কের প্রতি সাতিশয় প্রীত হইয়া নাগকুল দগ্ধ করিবার মানসে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। ঐ সময় তাঁহার রোমকূপ হইতে অতিভীষণ ধূমরাশি বিনির্গত হইতে লাগিল। ঐ ধূম ক্রমশ পরিবর্দ্ধিত হওয়াতে নাগলোক একেবারে অন্ধকারময় হইয়া গেল। ঐরাবত নাগের গৃহে হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। নাগরাজ অনন্ত ও অন্যান্য সর্পগণের গৃহ সকল ধূমে পরিপূর্ণ হওয়াতে নীহারসমাচ্ছন্ন পর্ব্বত ও বনপ্রদেশের ন্যায় নিতান্ত দুর্লক্ষ্য হইয়া উঠিল। তখন নাগগণ হুতাশনের তেজঃপ্রভাবে সকলেই একান্ত উত্তপ্ত ও ঐ ধূমপ্রভাবে আরক্তনেত্র হইয়া উহার তথ্যানুসন্ধানার্থ উতঙ্কের নিকট আগমন করিলেন এবং তাঁহার মুখে উহার সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে তাঁহারে পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! আমরা আপনার কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিতেছি; আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। নাগগণ এই রূপে উতঙ্ককে প্রীত করিয়া পাদ্য অর্ঘ্যাদি প্রদান পূর্ব্বক সেই অপহৃত দিব্য কুণ্ডলদ্বয় প্রত্যর্পণ করিলেন।

হে মহারাজ! নাগগণ এই রূপে প্রবলপ্রতাপশালী উতঙ্ককে পূজা করিলে পর তিনি হুতাশনকে প্রদক্ষিণ করিয়া গুরুগৃহাভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং অচিরাৎ আশ্রমে উপস্থিত হইয়া গুরুপত্নীরে কুণ্ডল প্রদান পূর্ব্বক গুরুর নিকট আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন।

হে মহারাজ! মহাত্মা উতঙ্ক এই রূপে বহুস্থান পরিভ্রমণ করিয়া দিব্য কুণ্ডলদ্বয় আহরণ করিয়াছিলেন। এই আমি তোমার নিকট উতঙ্কের আশ্চর্য্য তপঃপ্রভাব কীর্ত্তন করিলাম।

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! মহাত্মা বাসুদেব উতঙ্ককে বর প্রদান করিবার পর কি করিয়াছিলেন, অতঃপর তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভগবান্ বাসুদেব মহর্ষি উতঙ্ককে বর প্রদান করিয়া সাত্যকির সহিত বায়ুবেগগামী তুরঙ্গমযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া ক্রমে ক্রমে নদ, নদী, বন ও পর্ব্বত সমুদায় অতিক্রম পূর্ব্বক দ্বারকানগরীর উপকণ্ঠে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ সময় রৈবতক পর্ব্বতে মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছিল। বাসুদেব সাত্যকির সহিত ঐ পর্ব্বতে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, উহা বিবিধ বিচিত্র রত্নময় কোষ, অতিমনোহর বহুমূল্য রত্নমালা, উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও কল্পবৃক্ষ সমূহে বিভূষিত হইয়া পরম রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছে। গুহা ও নির্ঝর প্রদেশ সমুদায়ে অসংখ্য দীপবৃক্ষ নিহিত থাকাতে দিবসের ন্যায় শোভা হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে সুবর্ণময় ঘণ্টাযুক্ত বিচিত্র পতাকা সমুদায় উড্ডীন হইতেছে। স্ত্রীপুরুষগণ আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে সঙ্গীত করিতেছে। ক্রীড়ানিরত, মদমত্ত ও আহ্লাদিতচিত্ত ব্যক্তিদিগের বাহ্বাস্ফোট, পরস্পর আকর্ষণ এবং কিলকিলাশব্দে চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত হইতেছে। অতি উৎকৃষ্ট পবিত্র গৃহ, বিপণী, আপণ, আহারবিহারসামগ্রী, বস্ত্রমাল্য, বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ এবং সুরা ও মৌরেয়মিশ্রিত ভক্ষ্য দ্রব্য সর্ব্বত্র পর্য্যাপ্ত পরিমাণে রহিয়াছে এবং পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণ প্রতিনিয়ত দীন, অন্ধ ও দরিদ্রদিগকে অভিলষিত বস্তু প্রদান করিতেছেন। ঐ সময় বৃষ্ণিবংশীয় মহাত্মারা সকলেই ঐ পর্ব্বতে বিহার করিতেছিলেন। ভগবান্ বাসুদেব ঐ পর্ব্বতে উপস্থিত হওয়াতে উহা ইন্দ্রালয়সদৃশ হইয়া উঠিল।

মহাত্মা বাসুদেব কিয়ৎক্ষণ সেই পর্ব্বতের শোভা নিরীক্ষণ করিয়া মহাহ্লাদে সাত্যকির সহিত স্বীয় ভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন দেবগণ যেরূপ ইন্দ্রের অনুগমন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়গণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাত্মা মধুসূদন স্বীয় ভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সকলকে অভ্যর্থনা ও কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া বিষণ্ণ বদনে পিতামাতার চরণবন্দনা করিলেন। তাঁহারাও উহাঁরে আলিঙ্গন পূর্ব্বক মিষ্টবাক্যে তাঁহার সন্তোষসাধন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি পাদপ্রক্ষালন পূর্ব্বক আসনে উপবিষ্ট হইলে, বৃষ্ণিবংশীয় মহাত্মারা তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিলেন।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

এই রূপে মহাত্মা কেশব আসনে উপবিষ্ট হইয়া কিয়ৎ ক্ষণ বিশ্রাম করিলে, বসুদেব তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমি অনেকানেক ব্যক্তির মুখে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধসংবাদ শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু তুমি ঐ অদ্ভুত যুদ্ধ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছ; এই নিমিত্ত মহাত্মা পাণ্ডবগণ এবং নানাদেশনিবাসী বহুসংখ্য ক্ষত্রিয়ের সহিত ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপ, দ্রোণ ও শল্যাদির কিরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা তোমার মুখে শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; অতএব তুমি উহা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন কর।

পদ্মপলাশলোচন হৃষীকেশ পিতা বসুদেব কর্ত্তৃক এইরূপ আভহিত হইয়া জননী দেবকীর সমক্ষে তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতঃ! কুরুপাণ্ডব[illegible] যুদ্ধে নিযুক্ত ক্ষত্রিয়গণের কার্য্য অতি অদ্ভুত ও বহুল। শত বৎসর কীর্ত্তন করিলেও উহা সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ করা যায় না। অতএব আমি উহা অতি সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রথমত মহাবীর

ভীষ্ম কৌরবগণের একাদশ অক্ষৌহিণী ও মহাবীর শিখণ্ডী ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া পাণ্ডবগণের সাত অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতি হইয়াছিলেন। ঐ যুদ্ধ দশ দিবস হইয়া ছিল। ঐ দশ দিবসের মধ্যে উভয় পক্ষীয় অসংখ্য বীর কালকবলে নিপতিত হন। পরিশেষে মহাবীর শিখণ্ডী অর্জ্জুনের সহিত সমবেত হইয়া অনবরত শরনিকরবর্ষী মহাত্মা ভীষ্মকে সমরাঙ্গনে নিপাতিত করিলেন। ভীষ্মদেব সূর্য্যের উত্তরায়ণ কাল পর্য্যন্ত শরশয্যায় শয়ান ছিলেন; পরে উত্তরায়ণ উপস্থিত হইলে কলেবর পরিত্যাগ করেন।

শান্তনুনন্দন শরশয্যায় শয়ান হইলে পর অস্ত্রবিদগ্রগণ্য মহাবীর দ্রোণাচার্য্য কৌরবগণের সেনাপতি হইয়া কৃপ ও কর্ণ প্রভৃতি বীরগণের সাহায্যে হতাবশিষ্ট নয় অক্ষৌহিণী সৈন্যগণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এ দিকে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন মিত্রপ্রতিপালিত বরুণের ন্যায় ভীমসেন কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া পাণ্ডবগণের সেনা সমুদায়ের রক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। ঐ মহাবীর পিতৃপরাভববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া দ্রোণসংহারাভিলাষে রণস্থলে অতিভীষণ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের যুদ্ধকালে দিগ্‌বিদিক্ হইতে আগত বীরগণ প্রায় সকলেই বিনষ্ট হন। এই উভয় বীরের পাঁচ দিবস ঘোরতর যুদ্ধ হয়। পরিশেষে মহাবীর দ্রোণ সমরশ্রমে একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

দ্রোণের মৃত্যুর পর মহাবীর কর্ণ পাঁচ অক্ষৌহিণী কৌরবসেনা ও ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য অর্জ্জুন তিন অক্ষৌহিণী পাণ্ডব সেনা লইয়া ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। দুই দিবস ঐ মহাবীরদ্বয়ের ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। পরিশেষে মহবীর কর্ণ বহ্নিমুখে পতঙ্গের ন্যায় অর্জ্জুনের হস্তে নিপতিত হইলেন। মহাবীর কর্ণ সমরে নিপতিত হইলে, কৌরবগণ নিতান্ত উৎসাহ শূন্য ও নির্ব্বীর্য্য হইয়া মদ্ররাজ শল্যকে হতাবশিষ্ট তিন অক্ষৌহিণী সেনার আধিপত্যে স্থাপন করিলেন। পাণ্ডবেরাও স্বপক্ষীয় বহুসংখ্য বীর নিহত হওয়াতে নিতান্ত ভগ্নোৎসাহ হইয়া যুধিষ্ঠিরকে হতাবশিষ্ট এক অক্ষৌহিণী সেনার আধিপত্য প্রদান পূর্ব্বক সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। যুধিষ্ঠিরের সহিত মদ্ররাজের অর্দ্ধ দিবসমাত্র সংগ্রাম হইয়াছিল। পরিশেষে ধর্ম্মরাজ সংগ্রামস্থলে ভীষণ শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক মদ্ররাজকে নিহত করিলেন। মদ্ররাজের নিধনের পর মহাবীর সহদেব জ্ঞাতিবিচ্ছেদের অদ্বিতীয় কারণ দুষ্ট শকুনিরে বিনষ্ট করেন।

শকুনি রণশয্যায় শয়ন করিলে, মহারাজ দুর্য্যোধন নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া গদাগ্রহণ পূর্ব্বক রণস্থল হইতে নিষ্ক্রান্ত ও দ্বৈপায়নহ্রদে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন ক্রোধাবিষ্টচিত্তে কুরুরাজকে অনুসন্ধান করিতে করিতে সেই হ্রদমধ্যে নিরীক্ষণ করিলেন এবং পাণ্ডবেরা হতাবশিষ্ট সৈন্যগণসমভিব্যাহারে সেই হ্রদ পরিবেষ্টন করিয়া রহিলেন। পরিশেষে রাজা দুর্য্যোধন ভীমের বাক্যবাণে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া গদাহস্তে সেই হ্রদমধ্য হইতে যুদ্ধার্থ উত্থিত হইলেন। তখন মহাবীর ভীম অন্যান্য ভূপালগণের সমক্ষে বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক গদাযুদ্ধে তাঁহারে সংহার করিলেন। ঐ দিন রজনীযোগে হতাবশিষ্ট পাণ্ডব সৈন্যগণ শিবিরমধ্যে নিদ্রিত হইয়াছিল। মহাবীর অশ্বত্থামা পিতৃবধ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে সেই অবস্থায় বিনাশ করেন।

এক্ষণে পাণ্ডবগণের পুত্র, মিত্র ও সৈন্য সমুদায় নিহত হইয়াছে; কেবল তাঁহারা পাঁচ

জন, যুযুধান ও আমি আমরা এই কএক ব্যক্তিমাত্র অবশিষ্ট আছি। আর কৌরব-পক্ষে অশ্বত্থামা কৃপ ও কৃতবর্ম্মা এই তিন জন জীবিত আছেন। ধৃতরাষ্ট্রতনয় যুযুৎসু পাণ্ডবগণের আশ্রয়লাভ করিয়াছিল বলিয়া সমর হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে। বিদুর ও সঞ্জয় দুর্য্যোধনের নিধনানন্তর ধর্ম্মরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। হে তাত! এই রূপে কৌরব ও পাণ্ডবগণের অষ্টাদশ দিবস ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। ঐ যুদ্ধে যে সমুদায় ভূপতি নিহত হইয়াছেন, তাঁহারা এক্ষণে স্বর্গলাভ করিয়া সুখে অবস্থান করিতেছেন।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব এই রূপে পিতার নিকট সমুদায় ভারতযুদ্ধ-বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন। কিন্তু পাছে তিনি দৌহিত্রবধ শ্রবণ করিয়া দুঃখশোকে নিতান্ত অভিভূত হন, এই ভয়ে অভিমন্যুর বধবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন না। ঐ সময় অভিমন্যুজননী সুভদ্রা তথায় উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি পুত্রের নিধনবৃত্তান্ত কীর্ত্তিত হইল না দেখিয়া কৃষ্ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাত! তুমি আমার অভিমন্যুর নিধনবিষয় কীর্ত্তন করিলে না কেন? বসুদেবনন্দিনী এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন মহাত্ম বসুদেব কন্যারে ধরাশায়িনী দেখিয়া দৌহিত্রশোকে নিতান্ত কাতর ও মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাশয্যা গ্রহণ করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া কৃষ্ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি সত্যবাদী হইয়াও কি নিমিত্ত অভিমন্যুর বধ কীর্ত্তন করিলে না? যাহা হউক, এক্ষণে সুভদ্রানন্দনের নিধনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার মন নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছে। অতএব তুমি উহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর। শত্রুগণ আমার দৌহিত্রকে কি রূপে সংহার করিল। হায়! যখন অভিমন্যুরে নিহত শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না, তখন নিশ্চয় বুঝিলাম, কালপূর্ণ না হইলে কাহারও মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হইবার সম্ভাবনা নাই। আমার প্রিয় অভিমন্যু মৃত্যুসময়ে সংগ্রামমধ্যে তাহার জননী সুভদ্রা এবং আমারে উদ্দেশ করিয়া কি কথা কহিয়াছিল? সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইয়া ত শত্রু কর্ত্তৃক নিহত হয় নাই? মরণকালে তাহার মুখমণ্ডল কি নিতান্ত বিকৃত হইয়াছিল? যে মহাতেজা অভিমন্যু বিনীতভাবে আমার নিকট আত্মপরাক্রমের শ্লাঘা করিত, যে সর্ব্বদাই আমার নিকট ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণকে পরাজিত করিতে পারি বলিয়া স্পর্দ্ধা করিত। দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ প্রভৃতি মহাবীরগণ অন্যায় যুদ্ধে ত সেই বালককে বিনাশ করেন নাই?

মহাত্মা বসুদেব দৌহিত্রশোকে এই রূপে নানাপ্রকার বিলাপ করিলে, ভগবান্ হৃষীকেশ দুঃখিত মনে তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতঃ! অভিমন্যু সংগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া কখন পলায়ন করে নাই। তাহার মুখ সততই অবিকৃতছিল। সেই মহাবীর সংগ্রামে অসংখ্য ভূপতিরে নিপাতিত করিয়াছে। যদি এক এক বীর তাহার সহিত যুদ্ধ করিতেন, তাহা হইলে সে কখনই পরাজিত হইত না। বজ্রধারী ইন্দ্রও একাকী যুদ্ধ করিয়া তাহারে বিনাশ করিতে সমর্থ নহেন। অর্জ্জুন আমার উপদেশানুসারে সংশপ্তকযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, দ্রোণ প্রভৃতি সপ্তরথী ক্রুদ্ধ হইয়া সেই বালক সুভদ্রানন্দনের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন পূর্ব্বক এক কালে তাহারে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়াছিলেন। তাহাতেই দুঃশাসন তনয় তাহার প্রাণ সংহার করিয়াছে। আপনার সেই প্রিয়

দৌহিত্র যখন সমরে অসংখ্য শত্রুরে নিপাতিত করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই তাহার স্বর্গলাভ হইয়াছে; অতএব তাহার নিমিত্ত শোককরা আপনার কখনই কর্ত্তব্য নহে। মহাত্মারা কদাচ শোক মোহের বশীভূত হন না। মহাবীর অভিমন্যু মহেন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী দ্রোণ কর্ণ প্রভৃতি বীরগণের সহিত অনায়াসে যুদ্ধ করিয়াছিল সুতরাং তাহার যে বীরগতি লাভ হইয়াছে তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে আপনি শোক পরিত্যাগ করিয়া শান্তভাব অবলম্বন করুন।

ঐ মহাবীর সমরশয্যায় শয়ন করিলে ভগিনী সুভদ্রা পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া অন্যান্য কৌরবকুলকামিনীগণের সহিত রণস্থলে গমন পূর্ব্বক উহার মৃতদেহ ক্রোড়ে সংস্থাপন করিয়া কুররীর ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় দ্রুপদনন্দিনী তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া শোকাকুলিতচিত্তে তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, আর্য্যে! এক্ষণে পুত্রগণ কোথায়? তাহাদিগকে দর্শন করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে। দ্রৌপদী এই কথা কহিবামাত্র সমুদায় কুরুবনিতা ভুজদ্বারা তাঁহারে ধারণ পূর্ব্বক মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সুভদ্রা উত্তরারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসে! এক্ষণে তোমার ভর্ত্তা কোথায় তুমি অবিলম্বে তাহার নিকট আমার আগমন বার্ত্তা কীর্ত্তন কর। বৎস অভিমন্যু প্রতিদিন আমার বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র গৃহ হইতে বহির্গত হইত আজি কি নিমিত্ত আগমন করিতেছে না। হাবৎস! তুমি যুদ্ধার্থী হইয়া এই স্থানে আগম করিলে তোমার মহারথ মাতুলগণ বারংবার তোমারে মঙ্গলাশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। তুমি প্রতিদিন আমার নিকট সমুদায় যুদ্ধবৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতে; কিন্তু আজি আমারে এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়াও উত্তর প্রদান করিতেছ না কেন? এই বলিয়া সুভদ্রা শোকে নিতান্ত কাতর হইলেন।

তখন পাণ্ডবজননী কুন্তী সুভদ্রারে আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে দেখিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎসে! বাসুদেব, সাত্যকি ও অর্জ্জুন অভিমন্যুরে জীবিত রাখিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার আয়ুঃশেষ হইয়াছিল বলিয়া তাহারে রক্ষা করিতে পারেন নাই। মনুষ্যমাত্রকেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হয়। অতএব তুমি পুত্রের নিমিত্ত আর শোক করিও না। তোমার পুত্র সংগ্রামে দেহত্যাগ করিয়া পরমগতি লাভ করিয়াছে। মহাত্মা ক্ষত্রিয়দিগের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া পুত্রশোকে এরূপ ব্যাকুল হওয়া তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে। তোমার বধূ উত্তরা গর্ভবতী হইয়াছেন; ইনি অবিলম্বেই এক সুকুমার নবকুমার প্রসব করিবেন।

মহানুভবা কুন্তী সুভদ্রারে এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিয়া শোকসম্বরণ পূর্ব্বক অভিমন্যুর শ্রাদ্ধবিধি সমাপন এবং যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন, ভীম, নকুল ও সহদেবের বাক্যানুসারে ব্রাহ্মণদিগকে বিবিধ রত্ন ও অসংখ্য ধেনু দান করিলেন। তৎপরে তিনি বিরাটদুহিতা উত্তরারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসে! তুমি পতির নিমিত্ত আর শোক করিও না। এক্ষণে গর্ভস্থ বালককে রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যশঃস্বিনী কুন্তী এই বলিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। তৎপরে আমি তাঁহার আজ্ঞানুসারে সুভদ্রার সহিত এই স্থানে সমুপস্থিত হইয়াছি। এই আমি আপনার নিকট অভিমন্যুর নিধনবৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আপনি শোক সম্বরণ করিয়া মন স্থির করুন।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

ভগবান্ হৃষীকেশ এই রূপে অভিমন্যু-বধের আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে মহাত্মা বসুদেব তাঁহার বাক্য শ্রবণে শোক পরিত্যাগ করিয়া দৌহিত্রের উদ্দেশে শ্রাদ্ধকার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। মহাত্মা বাসুদেবও পিতার প্রিয়পাত্র স্বীয় ভাগিনেয়ের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে অত্যুৎকৃষ্ট বিবিধ ভোজ্যদ্রব্য ভোজন করাইয়া বস্ত্র ও অভিলষিত ধন প্রদান করিতে লাগিলেন। সুবর্ণ, গাভী, শয়নীয় ও পরিধেয় বস্ত্রাদি লাভ হওয়াতে ব্রাহ্মণগণ মহা আহ্লাদিত হইয়া "আপনার ঐশ্বর্য্য সমধিক পরিবর্দ্ধিত হউক" বলিয়া বাসুদেবকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। তৎপরে বলদেব সাত্যকি ও সত্যক ইহাঁরা সকলেই অভিমন্যুর শ্রাদ্ধ সমাপন পূর্ব্বক দুঃখে নিতান্ত অভিভূত হইলেন।

এ দিকে হস্তিনানগরে পাণ্ডবগণও অভিমন্যু বিয়োগজনিত শোকে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। বিরাটনন্দিনী উত্তরা স্বামিশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া বহুদিন অনাহারে কালাতিপাত করাতে তাঁহার গর্ভস্থিত বালকের বিঘ্ন হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা হইল। তখন মহর্ষি বেদব্যাস স্বীয় জ্ঞানচক্ষুঃপ্রভাবে ঐ বৃত্তান্ত সবিশেষ অবগত হইয়া হস্তিনানগরে আগমন পূর্ব্বক কুন্তীরে সান্ত্বনা করিয়া উত্তরারে কহিলেন, ভদ্রে! শোক পরিত্যাগ কর। ভগবান বাসুদেবের প্রভাবে এবং আমার বাক্যানুসারে তুমি অচিরাৎ পুত্রমুখ নিরীক্ষণে সমর্থ হইবে। তোমার ঐ পুত্র পাণ্ডবদিগের পরলোক গমনের পর অনায়াসে পৃথিবী প্রতিপালন করিবে।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন উত্তরারে এইরূপ সান্ত্বনা করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সমক্ষে অর্জ্জুনের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, ধনঞ্জয়! অচিরাৎ তোমার এক পৌত্র জন্মিবে। উহার প্রভাবে এই সসাগরা ধরিত্রী ধর্ম্মানুসারে রক্ষিত হইবে। অতএব তুমি অবিলম্বে শোক পরিত্যাগ কর। আমি যাহা কহিলাম ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ করিও না। পূর্ব্বে বৃষ্ণিবীর মহাত্মা মধুসূদনও তোমারে এই কথা কহিয়াছিলেন। তাঁহার বাক্য কখনই মিথ্যা হইবার নহে। বিশেষত মহাবীর অভিমন্যু নিশ্চয়ই দেবগণসেবিত অক্ষয়লোকে গমন করিয়াছে। সুতরাং তাহার নিমিত্ত তোমার ও অন্যান্য কৌরবগণের শোক করা কখনই বিধেয় নহে।

মহর্ষি বেদব্যাস ধনঞ্জয়কে এইরূপ সান্ত্বনা করিলে তিনি শোক পরিত্যাগ করিয়া সুস্থচিত্ত হইলেন। তখন মহর্ষি বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরকে অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের আদেশ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও তাঁহার আদেশানুসারে যজ্ঞানুষ্ঠানোপযোগী ধন আহরণার্থ একান্ত সমুৎসুক হইলেন।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির বেদব্যাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের নিমিত্ত কি রূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন? মরুত্তরাজা ভূগর্ভে যে অর্থরাশি নিহিত করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহাই বা কি রূপে উহাঁর হস্তগত হইল? তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন, কহিলেন, মহারাজ! ব্যাসদেব প্রস্থান করিলে পর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বীয় ভ্রাতা ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, ভ্রাতৃগণ! আমাদিগের পরম হিতৈষী অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহাত্মা বাসুদেব আমাদিগের পরম গুরু ধর্ম্মাত্মা বেদব্যাস ও পিতামহ ভীষ্ম যাহা কহিয়াছেন, তাহা তোমরা সক-

লেই শ্রবণ করিয়াছ। এক্ষণে তাঁহাদের বাক্যানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে। উহা করিলে উত্তর-কালে আমাদিগের সকলেরই মঙ্গললাভ হইবে। ব্রহ্মবেত্তা বেদব্যাস যাহা করিয়াছেন তাহাতে মঙ্গললাভ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। তিনি এই পৃথিবী ক্ষীণরত্না দেখিয়া আমাদিগকে মরুত্ত রাজার সঞ্চিত ধন আহরণ করিতে আদেশ করিয়াছেন। যদি তোমরা সেই ধন আহরণ করিতে সমর্থ ও সম্মত হও, তাহা হইলেই কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে। এক্ষণে ভীমের এ বিষয়ে মত কি; উনি তাহা ব্যাক্ত করুন।

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, মহাবীর বৃকোদর কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনি যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, উহা আমার অভিমত। যদি আমরা সেই মরুত্তরাজার নিহিত ধনলাভে সমর্থ হই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইব। আমরা কায়মনো-বাক্যে ভগবান্ ভূতভাবন ও তাঁহার অনু-চরগণকে প্রসন্ন করিয়া সেই ধন আনয়ন করিব। যে সকল ভীষণমূর্ত্তি কিন্নর ঐ ধন রক্ষা করিতেছে, ভগবান বৃষভধ্বজ পরিতুষ্ট হইলে তাহারা অবশ্যই আমাদের আয়ত্ত হইবে।

মহাবীর ভীমসেন এই রূপে মরুত্ত নিহিত অর্থ আনয়নে সম্মতি প্রকাশ করিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্য শ্রবণে যাহার পর নাই প্রীত হইলেন। অর্জ্জুন প্রভৃতি ভ্রাতৃ-গণ ও ভীমসেনের সেই বাক্যে অনুমোদন করিলেন। তখন পাণ্ডবগণ সকলে রত্নাহরণ বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া শুভদিনে শুভনক্ষত্রে সৈন্যদিগকে সুসজ্জিত হইতে আদেশ করি-লেন। সৈন্যগণও আদেশ প্রাপ্তিমাত্র অবি-লম্বে সুসজ্জিত হইতে লাগিল। অনন্তর পাণ্ডু-তনয়গণ, ধৃতরাষ্ট্রতনয় যুযুৎসুরে রাজ্য রক্ষার্থ নিযুক্ত করিয়া ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন, মোদক পায়স ও মাংসনির্ম্মিতপিষ্টক দ্বারা দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা সমাধান, সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ এবং শোক-সন্তপ্ত ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও পৃথার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক অর্থ আনয়নার্থ নগর হইতে বহির্গত হইলেন। তখন ব্রাহ্মণগণ ও নাগ-রিক লোক সমুদায় পরম আহ্লাদে উহাঁ-দিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

এই রূপে পাণ্ডবগণ কিরণজালমণ্ডিত আদিত্যগণের ন্যায় অসংখ্য সৈন্য সমভি-ব্যাহারে পুর হইতে বহির্গত হইয়া রথ নির্ঘোষে বসুন্ধরা প্রতিধ্বনিত করত, পরমা-নন্দে হিমালয়ের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সূত, মাগধ ও বন্দিগণ স্তুতিবাদ করিতে করিতে তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিল। ঐ সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মস্তকে শ্বেত ছত্র সুশোভিত হও-য়াতে তিনি পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন; অনুযাত্রিকগণ পুলোকিত হইয়া মহারাজের জয় হউক বলিয়া আশী-র্ব্বাদ করিতে লাগিল এবং সৈনিকগণের কোলাহলে নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ক্রমে ক্রমে অসংখ্য সরোবর, নদী, বন ও উপবন অতি-ক্রম পূর্ব্বক সেই সুবর্ণরাশিসম্পন্ন পর্ব্ব-তের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তপোবলসম-ন্বিত ব্রাহ্মণগণ ও বেদবেদাঙ্গ পারদর্শী পুরোহিত ধৌম্যকে অগ্রসর করিয়া তাঁহা-দিগের আজ্ঞানুসারে উহাতে আরোহণ ও শিবির সংস্থাপন করিলেন। তখন মহর্ষি ধৌম্য ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ সেই শিবিরে শান্তিকার্য্য সমাধান পূর্ব্বক রাজা অমাত্য ও সৈনিকগণের যথোচিত বাসস্থান নির্দ্দেশ

করিয়া আপনারা যথাস্থানে বাস করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ধর্ম্মরাজের আজ্ঞানুসারে মদোন্মত্ত মাতঙ্গদিগের নিমিত্ত একটি স্বতন্ত্র শিবির সন্নিবেশিত হইল।

অনন্তর ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাশয়গণ! আমাদিগের এ স্থানে অধিককাল বাস করা কর্ত্তব্য নহে; অতএব আপনারা অবিলম্বে দেবদেব মহাদেবের আরাধনা করিবার এক শুভনক্ষত্রযুক্ত পবিত্র দিন নিরূপণ করুন। ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে, তাঁহার হিতচিকীর্ষু ব্রাহ্মণগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আজি অতি উত্তম দিন। অতএব আজি আমরা সলিল পান করিয়া অবস্থান করি; আপনারাও উপবাসী থাকুন। ব্রাহ্মণগণ এইরূপ আজ্ঞা করিলে পাণ্ডবগণ তাঁহাদের বাক্যানুসারে সেই দিন উপবাস করিয়া কুশশয্যায় শয়ন পূর্ব্বক বিপ্রগণের শাস্ত্রীয় আলাপ শ্রবণ করিতে করিতে রজনী অতিবাহিত করিলেন।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

বিভাবরী প্রভাত হইবামাত্র ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে ভগবান ভূতনাথকে পুজোপকরণ প্রদান পূর্ব্বক স্বার্থসাধন বিষয়ে যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণগণ এই কথা কহিলে মহাত্মা যুধিষ্ঠির মহাদেবের অর্চ্চনার্থ উপকরণ সামগ্রী সমুদায় আহরণ করিলেন। তখন বেদপারদর্শী পুরোহিত ধৌম্য যথাবিধি হুতাশনে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক চরু প্রস্তুত করিয়া সেই মন্ত্রপুতচরু এবং বিবিধ বিচিত্র পুষ্প, মোদক, পায়স ও মাংস দ্বারা প্রথমত মহেশ্বরের অর্চ্চনা করিলেন। তৎপরে ভূতগণ, যক্ষেন্দ্র কুবের, মণিভদ্র এবং অন্যান্য ভূতপতি ও যক্ষপতিদিগকে কৃশর, মাংস, তিল ও বহুকলস পরিপূর্ণ ওদন প্রদত্ত হইল। পরিশেষে রাজা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণকে সহস্র সহস্র গাভী প্রদান করিয়া নিশাচরদিগকে বলিপ্রদান করিতে আদেশ করিলেন। ঐ সময় ভগবান্ ভূতনাথের সেই আবাসস্থান ধূপ ও নানাজাতীয় পুষ্পের গন্ধে পরিপূরিত হইয়া অতি মনোহর শোভা ধারণ করিল।

এই রূপে ভগবান্ রুদ্রদেব ও অন্যান্য গণপতিদিগের পুজা সমাপন হইলে ধর্ম্মরাজ গন্ধাদি পুজোপকরণ লইয়া, যে স্থানে স্বীয় অভিলষিত অর্থরাশি নিহিত ছিল অবিলম্বে তথায় গমন করিলেন। ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া তিনি সর্ব্বাগ্রে বিচিত্র পুষ্প, অপুপা ও কৃশর প্রদান পুরঃসর ধনাধ্যক্ষ কুবের এবং শংখাদি নিধি ও নিধিপালদিগের পূজা সমাধান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে অর্চ্চনা করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইলেন। তখন দ্বিজাতিগণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহারে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণের অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে ভৃত্যগণকে সেই প্রদেশ খনন করিতে অনুমতি করিলেন। ভৃত্যগণও তাঁহার আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র খনন করিতে আরম্ভ করিল। উহারা কিয়ৎক্ষণমাত্র ঐ প্রদেশ খনন করিলেই উহা হইতে সুবর্ণময় বহুবিধ বৃহৎভাণ্ড, ক্ষুদ্রভাণ্ড, ভৃঙ্গার, কটাহ, কলস শরাব ও অন্যান্য অসংখ্য বিচিত্রপাত্র সমুদ্ধৃত হইল। রাজা যুধিষ্ঠির হস্তিনা হইতে আগমন করিবার সময় ধনোরক্ষণোপযোগী সন্দূক প্রভৃতি বিবিধ পাত্র এবং অর্থ বহনের নিমিত্ত ষষ্টি লক্ষ উষ্ট্র, একশত বিংশতি লক্ষ ঘোটক, এক লক্ষ হস্তী, এক লক্ষ রথ, একলক্ষ শকট, একলক্ষ হস্তিনী, অসংখ্য মনুষ্য ও বহু সংখ্যক গর্দ্দভ আন-

রন করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি সেই সমুদায় পাত্রে সেই সুবর্ণরাশি সংস্থাপন করিয়া বাহনগণের উপর সন্নিবেশিত করিতে আদেশ করিলেন। তখন প্রত্যেক উষ্ট্রে অষ্টসহস্র, প্রত্যেক শকটে ষোড়শ সহস্র ও প্রত্যেক গজে চতুর্ব্বিংশতি সহস্র সুবর্ণপরিমিত ভার এবং ঘোটক গর্দ্দভ ও মনুষ্যগণের উপর যথাযোগ্য ভার সন্নিবেশিত হইল। মহাত্মা ধর্ম্মনন্দন এই রূপে সেই বিপুল সম্পত্তি গ্রহণ পূর্ব্বক পুনরায় মহাদেবের অর্চ্চনা করিয়া মহর্ষি বেদব্যাসের আদেশানুসারে পুরোহিতকে অগ্রে লইয়া হস্তিনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। গমনকালে বাহনগণ গুরুভারে আক্রান্ত হওয়াতে তিনি প্রতিদিন দুইক্রোশের অধিক পথ অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এ দিকে মহাত্মা বাসুদেব অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় উপস্থিত জানিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের বাক্য স্মরণ পূর্ব্বক ঐ যজ্ঞের সাহায্য এবং দ্রৌপদী কুন্তী উত্তরা ও অন্যান্য অনাথা ক্ষত্রিয়কামিনীগণকে আশ্বাস প্রদান করিবার নিমিত্ত বলদেবকে অগ্রসর করিয়া সুভদ্রা এবং প্রদ্যুম্ন যুযুধান চারুদেষ্ণ, শাম্বগদ, কৃতবর্ম্মা, সারণ, নিশঠ ও উন্মুখ প্রভৃতি বীরগণের সহিত হস্তিনায় সমুপস্থিত হইলেন। তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র মহাত্মা বিদুর ও যুযুৎসু যদুবীরদিগকে সমাগত দেখিয়া তাঁহাদের যথোচিত সৎকার করিলেন। তাঁহারাও পূজিত হইয়া তথায় উপবিষ্ট হইলেন।

বৃষ্ণিবংশীয় মহাত্মারা উপবেশন করিবামাত্র আপনার পিতা মহারাজ পরিক্ষিৎ নিশ্চেষ্ট শবরূপে উত্তরার গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেন। ঐ সময়ে অন্তঃপুরস্থ লোকসমুদায় উত্তরার পুত্র হইয়াছে দেখিয়া প্রথমত পুলকিতচিত্তে হর্ষসূচক শব্দ করিয়া উঠিল; কিন্তু অবিলম্বেই উহারা সেই পুত্রকে মৃত দেখিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া রোদন করিতে লাগিল। তখন মহাত্মা বাসুদেব নিতান্ত ব্যথিত চিত্তে যুযুৎসুর সহিত সত্বরে অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, মহানুভাবা কুন্তী, দ্রৌপদী সুভদ্রা ও অন্যান্য কুরুবনিতাদিগের সমভিব্যাহারে রোদন করিতে করিতে মহাবেগে ধাবমান হইয়া তাঁহারে শীঘ্র আগমন করিতে বারংবার অনুরোধ করিতেছেন। মহাত্মা বাসুদেব তাহাদিগকে তদবস্থ দর্শন করিবামাত্র সত্বরে তাহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন কুন্তী বাসুদেবের সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি আমাদিগের পরমগতি; তোমার প্রভাবেই এই কুল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এক্ষণে তোমার ভাগিনেয় অভিমন্যুর পুত্র অশ্বত্থামার অস্ত্রপ্রভাবে গতজীবিত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, ইহারে জীবিত করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি পূর্ব্বে ইহার জীবনদান করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে; অতএব সম্প্রতি সেই প্রতিজ্ঞাপালন করিয়া আমারে ও আমার পুত্রগণকে রক্ষা কর। আমরা এই বালকের আশাতেই জীবিত রহিয়াছি, এই বালক আমার পতি ও শ্বশুর এবং তোমার ভাগিনেয় অভিমন্যুর জলপিণ্ডের স্থল। অতএব আজি ইহারে জীবিত করিয়া অভিমন্যুর প্রেতত্বমুক্তির উপায়বিধান করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে অভিমন্যু উত্তরারে কহিয়াছিল, প্রিয়ে! তোমার গর্ভজাতপুত্র মাতুলালয়ে গমন পূর্ব্বক বৃষ্ণি ও অন্ধকদিগের নিকট ধনুর্ব্বেদ ও বিবিধ নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যার পর নাই প্রতাপশালী হইবে সন্দেহ নাই। তোমার ভাগিনেয় বধূ উত্তরা সর্ব্বদা অভিমন্যুর ঐ কথা কীর্ত্তন

করিয়া থাকে। এক্ষণে আমরা বিনীতভাবে তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তুমি এই বালকের জীবনদান করিয়া কুরুবংশ রক্ষা কর। এই বলিয়া কুন্তী ও অন্যান্য কুরুবনিতাগণ শোকাকুলিতচিত্তে হাহাকার করিতে করিতে ভূতলে নিপতিত হইয়া পুনঃপুনঃ তাঁহার নিকট বালকের জীবন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা বাসুদেব কুন্তীরে ভূমি হইতে উত্থাপিত করিয়া তাঁহারে বিবিধ প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

অনন্তর বসুদেবনন্দিনী সুভদ্রা একান্ত দুঃখিত হইয়া ভ্রাতার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, মধুসূদন! এই দেখ আজি অর্জ্জুনের পৌত্র ও অন্যান্য কৌরবগণের ন্যায় পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে আচার্য্যতনয় অশ্বত্থামা ভীমসেনের নিমিত্ত যে ইষীকাস্ত্র উদ্যত করিয়াছিলেন, আজি সেই ইষীকা উত্তরার, অর্জ্জুনের ও আমার উপর নিপতিত হইল। হায়! আজি আমি অভিমন্যুর পুত্রকেও নিহত দেখিলাম! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব সকলেই অভিমন্যুরে যাহার পর নাই স্নেহ করিতেন এক্ষণে তাঁহারা সেই অভিমন্যুর মৃতপুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে শুনিয়া কি বলিবেন! আর অভিমন্যুর পুত্রকে মৃত নিরীক্ষণ করা তোমারও অল্প কষ্টের বিষয় নহে। হায়! আজি দ্রোণপুত্রের প্রভাবে পাণ্ডবগণকে নিতান্ত অপমান হইতে হইল! হে ভ্রাতঃ! এক্ষণে আমি, দ্রৌপদী ও আর্য্যা কুন্তী আমরা সকলে অবনত মস্তকে তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তুমি একবার আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ কর। পূর্ব্বে অশ্বত্থামা ইষীকাস্ত্র দ্বারা পাণ্ডবকুলকামিনীগণের গর্ভস্থ সন্তানদিগকে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইলে তুমি রোষাবিষ্ট হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিয়াছিলে যে, হে নরাধম ব্রাহ্মণাপসদ! তোমার অভিলাষ কখনই পূর্ণ হইবে না। আমি উত্তরার গর্ভস্থ অভিমন্যুর পুত্রকে নিশ্চয়ই সঞ্জীবিত করিব। হে মাধব! আমি তোমার পরাক্রম বিলক্ষণ অবগত আছি। এক্ষণে তোমার নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি তুমি পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া অভিমন্যু তনয়কে জীবিত কর। যদি তুমি আজি সেই পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হও, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিব। যদি তুমি জীবিত থাকিতে উত্তরার তনয় পুনরুজ্জীবিত না হয়, তাহা হইলে তোমা হইতে আমার আর কি উপকার হইবে। অতএব জলধর যেরূপ বারিবর্ষণ করিয়া শস্যের জীবন দান করে তদ্রূপ তুমি আজি কৃপা বিতরণ পূর্ব্বক অভিমন্যুর মৃতপুত্রকে জীবন প্রদান কর। তুমি ধর্ম্মাত্মা সত্যবাদী ও সত্য পরাক্রম, অতএব সত্য প্রতিপালন করা তোমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তুমি মনে করিলে ত্রিলোকের জীবন প্রদান করিতে পার; অতএব মৃত ভাগিনেয় পুত্রের জীবন প্রদান করিলে তাহার আর বিচিত্র কি! আমি তোমার মাহাত্ম্য উত্তমরূপে অবগত আছি, এই নিমিত্ত তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি পাণ্ডবদিগের প্রতি অনুগ্রহ কর। ও এই পুত্রহীনা ভগিনীর প্রতি দয়া প্রকাশ পূর্ব্বক আমাদের কুলরক্ষা কর।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

মনস্বিনী সুভদ্রা এই রূপে করুণস্বরে বিলাপ করিলে, মহাত্মা বাসুদেব নিতান্ত দুঃখিত হইয়া অভিমন্যুর মৃতপুত্রকে জীবিত করিব বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। তখন

তাঁহার সেই অমৃতময় বাক্য শ্রবণে অন্তঃপুরস্থ লোকসমুদায়ের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। তখন মহাত্মা হৃষীকেশ অবিলম্বে অভিমন্যুতনয়ের জন্মভবনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ঐ গৃহ বিবিধমাল্য দ্বারা যথাবিধি অর্চ্চিত হইয়াছে; উহার চতুর্দ্দিকে পূর্ণকুম্ভ, ঘৃত, তিন্দুককাষ্ঠের অঙ্গার, সর্ষপ ও শাণিত অস্ত্র প্রভৃতি রক্ষোঘ্ন দ্রব্য সমুদায় বিকীর্ণ রহিয়াছে; স্থানে স্থানে হুতাশন প্রজ্বলিত হইতেছে এবং বৃদ্ধনারী ও চিকিৎসানিপুণ বৈদ্যগণ তথায় অবস্থান করিতেছেন। বাসুদেব ঐ গৃহের ঐ রূপ যথোচিত সজ্জা দেখিয়া প্রীতি প্রফুল্লচিত্তে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় দ্রৌপদীসত্বরে বিরাটতনয়া উত্তরার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎসে! এই দেখ, তোমার শ্বশুর অচিন্ত্যাত্মা অপরাজিত ভগবান্ মধুসূদন তোমার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছেন। যাজ্ঞসেনী এই কথা কহিবামাত্র বাষ্পাকুললোচনা বিরাটনন্দিনী উত্তরা অশ্রু সংবরণ করিয়া বস্ত্রাবৃত হইয়া ভগবান্ বাসুদেবকে দর্শন পূর্ব্বক করুণস্বরে কহিলেন, ভগবন্! কেবল আমার পতি অভিমন্যু যে কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন এ রূপ নহে, আজি আমারেও এই পুত্রশোকে তাঁহার অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইল। এক্ষণে আমি বারংবার আপনারে প্রণিপাত করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া আমার এই ব্রহ্মাস্ত্রদগ্ধ কুমারকে জীবিত করুন। যদি পূর্ব্বে ধর্ম্মরাজ, ভীমসেন বা আপনি অশ্বত্থামারে কহিতেন যে, এই ঈষিকা দ্বারা উত্তরার প্রাণনাশ হউক, তাহা হইলে আমার প্রাণবিয়োগই হইত, কিন্তু আমারে কখনই এরূপ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইত না। হায়! ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা আমার এই গর্ভস্থ বালককে নিপাতিত করিয়া ব্রাহ্মণাধম দুর্ব্বুদ্ধি অশ্বত্থামার কি ফল লাভ হইল। যাহা হউক, এক্ষণে আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম। যদি আপনি আমার পুত্রকে পুনর্জীবিত না করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই আপনার সমক্ষে প্রাণ পরিত্যাগ করিব। আমি এই কুমারে যাহা যাহা প্রত্যাশা করিয়াছিলাম, দ্রোণপুত্র তৎসমুদায়ই উচ্ছিন্ন করিয়াছেন, সুতরাং এক্ষণে আমার আর জীবন ধারণে প্রয়োজন কি? আমি মনে করিয়াছিলাম যে পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া তাহারে আপনার চরণে প্রণিপাত করাইব; কিন্তু আমার ভাগ্যে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। ফলত আমার মনে যে সমুদায় আশা ছিল মৃতপুত্র নিরীক্ষণে তৎসমুদায়ই এককালে উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আপনি একবার আমার এই ব্রহ্মাস্ত্র নিপাতিত পুত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। এই পুত্র ইহার পিতার ন্যায় নৃশংস ও কৃতঘ্ন। তাহা না হইলে আজি এই পাণ্ডবকুলের বিপুল সম্পত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরলোকে প্রস্থান করিল কেন? হায়! আমার তুল্য জীবিতপ্রিয় নৃশংস রমণী আর কেহই নাই। আমার পতি অভিমন্যু সংগ্রামগামী হইলে আমি অচিরাৎ তাঁহার অনুগামিনী হইব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াও তাহা পূর্ণ করিলাম না! এক্ষণে আমি দেহত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি আমারে কি বলিবেন!

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

পুত্রশোকাকুলা উত্তরা এই রূপে উন্মত্তার ন্যায় করুণস্বরে বিলাপ করিতে করিতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন তত্রত্য যাবতীয় কৌরবরমণী তাঁহারে শোকসন্তপ্ত ও মূর্চ্ছিত দেখিয়া হাহাকার করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবদিগের সমুদায়

গৃহ একবারে আর্ত্তনাদে পরিপূর্ণ হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে বিরাটকুমারী উত্তরা পুনরায় সংজ্ঞালাভ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া মৃত পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া কহিলেন, বৎস! তুমি ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা অভিমন্যুর পুত্র। তোমাতে ত অধর্ম্মের লেশমাত্রও নাই। তবে আজি তুমি কি নিমিত্ত ভগবান বাসুদেবকে দর্শন করিয়াও ইহাঁরে অভিবাদন করিতেছ না? এক্ষণে তুমি তোমার পিতার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিবে, "পিতঃ! কাল পরিপূর্ণ না হইলে কাহারও মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা নাই, এই নিমিত্তই আমার জননী উত্তরা মৃত্যুরে প্রার্থনীয় জ্ঞান করিয়াও আপনার ও আমার বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়া শোকাকুলিতচিত্তে দীনভাবে জীবনধারণ করিতেছেন"। অথবা তোমার ওকথা কহিবার প্রয়োজন নাই। আজি আমি ধর্ম্মরাজের অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক বিষভোজন বা হুতাশনে প্রবেশ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিব। হায়! আমার হৃদয় কি কঠিন! এক্ষণে পতি ও পুত্র উভয়ের বিরহেও উহা সহস্রধা বিদীর্ণ হইতেছে না। হা পুত্র! তুমি একবার গাত্রোত্থান কর। তোমার প্রপিতামহী কুন্তী, পিতামহী পাঞ্চালী ও সুভদ্রা এবং জননী আমি আমরা সকলেই তোমার শোকে ব্যাধবিদ্ধ হরিণীর ন্যায় নিতান্ত কাতর হইয়াছি। ঐ তোমার পিতামহ সখা ভগবান বাসুদেব তোমার সম্মুখে সমুপস্থিত রহিয়াছেন তুমি গাত্রোত্থান করিয়া উহাঁর মুখকমল দর্শন কর। বিরাট কুমারী উত্তরা এইরূপ বিলাপ করিয়া পুনর্ব্বার ধরাতলে নিপতিত হইলে কৌরব বনিতারা তাঁহারে উত্থাপিত করিলেন। তখন উত্তরা ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি পুটে ভূমিষ্ট হইয়া বারংবার বাসুদেবকে প্রণিপাত করিতে লাগিলেন।

বিরাট তনয়া এই রূপে বহুক্ষণ বিলাপ করিলে মহাত্মা বাসুদেব কৃপাপরতন্ত্র হইয়া আচমন পূর্ব্বক সেই দ্রোণপুত্রনিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র প্রতি সংহার করিয়া উচ্চৈস্বরে উত্তরারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎসে! আমারে মিথ্যাবাদী জ্ঞান করিও না। আমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা কখনই মিথ্যা হইবার নহে। এই দেখ আমি সর্ব্বসমক্ষে তোমার পুত্রকে পুনর্জ্জীবিত করিতেছি। ভগবান বাসুদেব উত্তরারে এই কথা কহিয়া সর্ব্বসমক্ষে পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন যে "আমি কদাপি যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হই নাই; সত্য ও ধর্ম্ম আমাতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; আমি ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণের প্রতি সতত ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকি; প্রিয় সুহৃৎ অর্জ্জুনের সহিত আমার কদাপি বিরোধ হয় নাই এবং আমি ধর্ম্মানুসারে কংশ ও কেশীরে নিপাতিত করিয়াছি; অতএব আমার সেই সমুদায় পুণ্যবলে এই অভিমন্যুর মৃতপুত্র অচিরাৎ জীবন লাভ করুক।" মহাত্মা বাসুদেব এই কথা কহিবামাত্র সেই উত্তরাগর্ভ সম্ভূত বালক সচেতন হইয়া স্পন্দিত হইতে লাগিল।

সপ্ততিতম অধ্যায়।

এই রূপে ভগবান কৃষ্ণ ব্রহ্মাস্ত্রের প্রতি সংহার পূর্ব্বক অভিমন্যুতনয়ের জীবন দান করিলে, ব্রহ্মাস্ত্র প্রজ্বলিত হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিল এবং সেই বালকের তেজঃপ্রভাবে সূতিকা গৃহ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তখন তত্যত্র রাক্ষসগণ অচিরাৎ সেই গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল এবং অন্তরীক্ষ হইতে বাসুদেবের প্রতি বারংবার সাধুবাদ হইতে লাগিল। ঐ সময় উত্তরাগর্ভসম্ভূত বালককে হস্তপদ সঞ্চালনাদি কার্য্য করিতে দেখিয়া কুরুকামিনী-

গণের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না! তখন তাঁহারা বাসুদেবের আদেশানুসারে ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইলেন। জলনিমগ্ন ব্যক্তি নৌকাপ্রাপ্ত হইয়া যেরূপ আহ্লাদিত হয়, তদ্রূপ কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উত্তরা এবং কৌরব পত্নীগণ মহা-আনন্দিত হইয়া বারংবার কেশবের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মল্ল, নট, দৈবজ্ঞ এবং সূত ও মাগধ প্রভৃতি স্তুতিপাঠকগণ কুরুবংশসমুচিত স্তুতিবাদ দ্বারা জনার্দ্দনকে স্তব করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর উত্তরা যথাকালে উত্থিত হইয়া পুত্রের সহিত মহা আহ্লাদে বাসুদেবকে অভিবাদন করিলেন। তখন মহাত্মা কৃষ্ণ ও অন্যান্য বৃষ্ণিবংশীয়গণ প্রফুল্লচিত্তে সেই সুকুমার নবকুমারকে বিবিধ মহামূল্য রত্ন প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, যখন কুল পরিক্ষীণ হইবার সময় এই পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তখন ইহার নাম পরিক্ষিত হউক। অনন্তর সেই বালক শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে হস্তিনানগরস্থ সমুদায় লোকেরই মন আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইল।

হে মহারাজ! এই রূপে আপনার পিতা জন্মগ্রহণ করিলে তাহার এক মাস পরে পাণ্ডবগণ সেই অর্থরাশি সমভিব্যাহারে হিমালয় হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন বৃষ্ণিবংশীয় মহাত্মারা, পাণ্ডবগণ নগরের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগের প্রত্যুদ্গমনার্থ নগর হইতে বহির্গত হইলেন। বিবিধমাল্য, বিচিত্র পতাকা ও নানাপ্রকার ধ্বজ দ্বারা হস্তিনানগর সমলঙ্কৃত হইল এবং ধনাঢ্যপুরবাসীরা স্ব স্ব গৃহ সমুদায় বিবিধ গৃহসজ্জায় সুসজ্জিত করিলেন। ঐ সময় মহাত্মা বিদুর পাণ্ডবদিগের হিতসাধনার্থ সমুদায় দেবালয়ে পূজা প্রদান করিতে আদেশ করিলেন। রাজমার্গ সমুদায় বিবিধ বিচিত্র পুষ্প দ্বারা সমলঙ্কৃত হইল। নগরের চতুর্দ্দিক সমুদ্রনির্ঘোষের ন্যায় ঘোরতর কোলাহল হইতে লাগিল। বন্দিগণ স্ত্রীদিগের সহিত মিলিত হইয়া স্তবপাঠ করিতে আরম্ভ করিল। চতুর্দ্দিকে গায়কগণ সঙ্গীত ও নর্ত্তকগণ নৃত্য করাতে ঐ নগর অলকাপুরীর ন্যায় শোভমান হইল এবং ইতস্তত পতাকা সমুদায় পবনবেগে পরিচালিত হইয়া যেন কৌরবগণকে দিক্ দর্শন করাইতে লাগিল। ঐ সময় রাজপুরুষগণ রাজ্যমধ্যে এই ঘোষণা করিয়া দিলেন যে আজি সমুদায় রাজ্য রত্নাভরণে বিভূষিত হইবে।

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

অনন্তর শত্রুতাপন বাসুদেব অন্যান্য বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণের সহিত পাণ্ডবদিগের নিকট সমুপস্থিত হইলে পাণ্ডুতনয়গণ তাঁহাদিগকে যথোচিত সমাদর করিয়া তাঁহাদের সহিত নগরমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সৈন্যগণের পদশব্দ ও রথচক্রের ঘর্ঘরনির্ঘোষে ভূমণ্ডল, স্বর্গমণ্ডল ও নভোমণ্ডল এককালে সমাচ্ছন্ন হইল। পাণ্ডবগণ এই রূপে মহা আহ্লাদে সেই ধনরাশি লইয়া অমাত্য ও সুহৃদ্গণের সহিত পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং সর্ব্বপ্রথমে ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া স্ব স্ব নামোল্লেখ পূর্ব্বক তাঁহার চরণবন্দনা করিয়া পরিশেষে গান্ধারী ও কুন্তীরে অভিবাদন এবং বিদুর ও যুযুৎসুরে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিলেন। অনন্তর অভিমন্যুতনয়ের অদ্ভুত জন্মবৃত্তান্ত তাঁহাদিগের কর্ণগোচর হইল। তখন তাঁহারা বাসুদেবের সেই অলৌকিক আশ্চর্য্য কর্ম্ম শ্রবণ করিয়া তাঁহারে বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দিন অতীত হইলে সত্যবতীপুত্র

মহর্ষি বেদব্যাস হস্তিনানগরে সমুপস্থিত হইলেন। তখন কৌরবগণ ও বৃষ্ণিবংশীয় মহাত্মারা যথানিয়মে পাদ্য অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহারে পূজা করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার সহিত বিবিধ বিষয়ক কথোপকথন করিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার প্রসাদবলে যে অর্থরাশি আহরণ করিয়াছি, উহা অশ্বমেধযজ্ঞে পর্য্যবসিত করিতে আমার একান্ত বাসনা হইতেছে। এক্ষণে আপনি ঐ বিষয়ে অনুজ্ঞা করুন। আমরা সকলেই আপনার ও মহাত্মা বাসুদেবের একান্ত অধীন।

তখন বেদব্যাস কহিলেন, রাজন্! আমি তোমারে অনুজ্ঞা করিতেছি, তুমি অচিরাৎ প্রভূতদক্ষিণ, অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। অশ্বমেধযজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা সমুদায় পাতক বিনষ্ট হইয়া থাকে; অতএব তুমি ঐ যজ্ঞ সমাধান করিলে নিশ্চয়ই নিষ্পাপ হইবে।

মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিলে, রাজা যুধিষ্ঠির যজ্ঞানুষ্ঠানে স্থিরনিশ্চয় হইয়া কৃষ্ণের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, কেশব! তুমি জন্মগ্রহণ করাতে দেবকী সুসন্তানজননী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। আমি তোমারে যে বিষয়ে অনুমতি করি, তুমি তাহাই সম্পাদন করিয়া থাক। আমি তোমার প্রভাবেই এই রাজ্যাদি বিবিধ ভোগ্যবস্তু উপভোগ করিতেছি। তুমিই স্বীয় পরাক্রম ও বুদ্ধিকৌশলে এই পৃথিবী পরাজয় করিয়াছ। অতএব তুমি স্বয়ং যজ্ঞে দীক্ষিত হও। তুমি আমাদিগের পরম গুরু। তুমি যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেই আমি নিষ্পাপ হইব। তুমিই যজ্ঞ, তুমিই পরব্রহ্ম, তুমিই ধর্ম্ম, তুমিই প্রজাপতি এবং তুমিই সমুদায় জীবের একমাত্র গতি। এ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই।

ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মনন্দন এই কথা কহিলে, মহাত্মা বাসুদেব তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন! আপনি নিতান্ত সৎস্বভাবাপন্ন ও বিনয়ী বলিয়াই আমারে প্রশংসা করিতেছেন। কিন্তু আমার মতে আপনিই সর্ব্বভূতের একমাত্র গতি। আপনি ধর্ম্মপ্রভাবে কৌরবদিগের মধ্যে বিরাজিত হইয়াছেন। আপনার অশেষবিধ গুণদ্বারাই আমি গুণবান্ হইয়াছি। আপনি আমাদিগের রাজা ও গুরু। এক্ষণে আপনিই যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া আপনার যে বিষয়ে অভিরুচি হয় আমারে নিয়োগ করুন। আমি আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছি, আপনি আমারে যে কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন আমি তাহাই নির্ব্বাহ করিব। আপনি যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেই ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব ইহাঁদিগের সকলেরই যজ্ঞানুষ্ঠান করা হইবে।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

ভগবান্ বাসুদেব এই কথা কহিলে, রাজা যুধিষ্ঠির বেদব্যাসকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষে! এক্ষণে আপনি অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রকৃতকাল বিবেচনা করিয়া আমারে যজ্ঞে দীক্ষিত করুন। আমার যজ্ঞ আপনারই আয়ত্ত।

বেদব্যাস কহিলেন, রাজন্। যে সময়ে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, পৈল, যাগ্যবল্ক্য ও আমি, আমরা তিন জনে নিশ্চয়ই তাহা সম্পাদন করিব। চৈত্র পৌর্ণমাসীতে তোমারে যজ্ঞ আরম্ভ করিতে হইবে। অতএব তুমি এক্ষণে যজ্ঞীয় সামগ্রী সমুদায় আহরণ এবং অশ্ববিদ্যাবিশারদ সারথি ও ব্রাহ্মণগণকে যজ্ঞীয় অশ্ব পরীক্ষা করিতে আদেশ কর। ঐ অশ্ব শাস্ত্রানুসারে উন্মুক্ত হইয়া সসাগরা পৃথিবী পরিভ্রমণ পূর্ব্বক তোমার প্রদীপ্ত যশঃশশাঙ্কের

জ্যোতি বিস্তার করিয়া প্রত্যাগমন করিবে।

মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিলে, রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার আদেশানুসারে সমুদায় কার্য্য করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে সমুদায় যজ্ঞীয় সামগ্রী সমাহৃত হইলে, তিনি বেদব্যাসকে সম্বোধন পুর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! যজ্ঞীয় উপকরণ সমুদায় প্রস্তুত হইয়াছে। তখন মহর্ষি কহিলেন, আমরাও যথাকালে তোমারে যজ্ঞে দীক্ষিত করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত রহিয়াছি। এক্ষণে ঐ যজ্ঞে কূর্চ্চ প্রভৃতি আর আর যে সমুদায় দ্রব্যের আবশ্যকহইবে তুমি তৎসমুদায় সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মাণ করাও। অদ্যই তোমারে শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞীয় অশ্ব উন্মুক্ত করিতে হইবে। ঐ অশ্ব যেন সুরক্ষিত হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন করে।

তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! সেই অশ্বকে কি রূপে উন্মুক্ত করিতে হইবে এবং তুরঙ্গম পৃথিবী পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করিলে কে তাহারে রক্ষা করিবে আপনি তদ্বিষয়ে আদেশ করুন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহারে সম্বোধন পুর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! ভীমসেনের কনিষ্ঠ ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য, আজানুলম্বিতবাহু অভিমন্যুর পিতা নিবাতকবচান্তক মহাবীর অর্জ্জুনই ঐ অশ্বকে রক্ষা করিবেন। তিনি অনায়াসে সসাগরা পৃথিবী পরাজয় করিতে পারেন। তাঁহার নিকট দিব্য অস্ত্রশস্ত্র দিব্য শরাশন ও দিব্য তূণীর বিদ্যমান আছে। তিনি ধার্ম্মিক ও সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শী; অতএব তাঁহারই উপর এই গুরুতর-ভার সমর্পন করা কর্ত্তব্য। ভীমসেন ও নকুল ইহাঁরাও পরম তেজস্বী ও অমিতপরাক্রমশালী; অতএব ঐ বীরদ্বয় রাজ্য প্রতিপালন করুন এবং সহদেব কুটুম্বগণের তত্ত্বাবধারণে নিযুক্ত হউন। মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এই কথা কহিলে, মহারাজ যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে সম্বোধন পুর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাত! তুমি এই যজ্ঞীয় অশ্বের প্রতিপালনে নিযুক্তহও। তুমি ভিন্ন আর কেহই এই অশ্বরক্ষায় সমর্থ নহে। যে যে ভুপতি তোমার সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত আগমন করিবেন, তুমি সাধ্যানুসারে তাঁহাদিগের সহিত বিবাদ না করিবার চেষ্টা এবং তাঁহাদের নিকট আমার এই যজ্ঞের বিষয় কীর্ত্তন করিও। অতঃপর তুমি নির্দ্দিষ্ট সময়ে অশ্ব লইয়া গমন কর।

রাজা যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয়কে এইরূপ আদেশ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি গ্রহণ পুর্ব্বক ভীমসেন ও নকুলের প্রতি রাজ্যভার এবং সহদেবের প্রতি কুটুম্বদিগের তত্ত্বাবধানের ভার সমর্পণ করিলেন।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

অনন্তর দীক্ষাকাল সমুপস্থিত হইলে, পুরোহিতগণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত করিলেন। তখন তিনি ঋত্বিক্‌গণের সহিত একত্র উপবেশন করিয়া প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ঐ সময় ধর্ম্মরাজ সুবর্ণমাল্য কৃষ্ণাজিন, দণ্ড ও ক্ষৌমবস্ত্র ধারণ করাতে তাঁহারে যজ্ঞদীক্ষিত প্রজাপতির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার ঋত্বিক্‌গণ ও মহাবীর অর্জ্জুনও তাহার তুল্য বেশ ভুষা ধারণ করিয়া হুত হুতাশনের ন্যায় শোভমান হইলেন। অনন্তর মহাত্মা বেদব্যাস শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞীয় অশ্ব উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। তখন অর্জ্জুন অশ্বের অনুগমনে উদ্যত হইয়া তাহারে সম্বোধন পুর্ব্বক কহিলেন, অশ্ব! তোমার মঙ্গললাভ হউক, তুমি এক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে গমন কর; অচিরাৎ এইস্থানে প্রত্যাগমন করিও। মহাবীর ধনঞ্জয় এই বলিয়া ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারে অঙ্গুলিত্র ধারণ পুর্ব্বক গাণ্ডীবশরাসন কম্পিত করিয়া

মহাহ্লাদে সেই অশ্বের অনুগমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় হস্তিনানগরস্থ আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই সেই যজ্ঞীয় অশ্ব ও অর্জ্জুনকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তথায় আগমন করিল। তাহাদিগের গাত্র সম্মর্দ্দে দারুণ উত্তাপ সমুত্থিত এবং কোলাহলে দিঙ্মণ্ডল ও আকাশমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ঐ সময় উহারা "ঐ অশ্ব গমন করিতেছে, ঐ ধনঞ্জয় গাণ্ডীব ধারণ করিয়া উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছেন; মহাবীর অর্জ্জুন ঘোটকের সহিত নির্ব্বিঘ্নে গমন ও প্রত্যাগমন করুন" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। কেহ কেহ কহিল অত্যন্ত জনতা হওয়াতে আমরা অর্জ্জুনকে দেখিতে পাইতেছি না; উহাঁর সর্ব্বলোক বিশ্রুত ভীমনিনাদ গাণ্ডীব শরাসনই আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে। পথিমধ্যে উহাঁর ও ঐ অশ্বের যেন কোন বিপদ না হয়। উনি নিশ্চয়ই অশ্ব লইয়া নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাগমন করিবেন, তখন আমরা উহাঁরে দর্শন করিব।

উদারবুদ্ধি মহাবীর ধনঞ্জয় পুরবাসী স্ত্রী পুরুষদিগের এইরূপ মধুর বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। যাগ্যবল্ক্যের একটী বেদপারদর্শী শিষ্য ধনঞ্জয়ের শান্তিকার্য্যের নিমিত্ত তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিলেন এবং অন্যান্য বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই যজ্ঞীয়অশ্ব প্রথমত উত্তরদিকে গমন করিয়া অসংখ্য রাজ্য বিমর্দ্দিত করিতে করিতে পূর্ব্বদিকে গমন করিল। মহাত্মা অর্জ্জুনও ক্রমে ক্রমে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় যে কতশত নরপতি ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া নিহত হইলেন তাহার আর ইয়ত্তা নাই। পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কিরাত, যবন, ম্লেচ্ছ ও আর্য্য প্রভৃতি যে সমুদায় ধনুর্দ্ধর পরাজিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারা সকলেই অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। এই রূপে নানাদেশ সমাগত নরপতিদিগের সহিত অর্জ্জুনের অনেক যুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু তিনি ঐ সমুদায় যুদ্ধে কিছুমাত্র ক্লেশভোগ করেন নাই। অতঃপর যে যে যুদ্ধ উভয়পক্ষের সন্তাপকর হইয়াছিল, সেই ঘোরতর সংগ্রাম সমুদায়ের কথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে ত্রিগর্ত্তদেশীয় যে সমুদায় বীর নিহত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদিগের মহারথ পুত্রপৌত্রগণ আপনাদিগের অধিকারমধ্যে পাণ্ডবগণের যজ্ঞীয় অশ্ব সমাগত হইয়াছে শ্রবণ করিবামাত্র সকলে সুসজ্জিত হইয়া ঐ অশ্বকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক গ্রহণ করিবার উপক্রম করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন তাঁহাদিগের অভিপ্রায় অবগত হইয়া বিনয় বাক্যে তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহারা তাঁহার বাক্যে অনাস্থা প্রকাশ করিয়া তাঁহার প্রতি শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় যখন যজ্ঞীয় অশ্বের সহিত হস্তিনানগর হইতে বহির্গত হন, সেই সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহারে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নিহত ভূপতিগণের পুত্রপৌত্রাদিরে বিনাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এক্ষণে যুধিষ্ঠিরের সেই বাক্য স্মরণ হওয়াতে অর্জ্জুন ত্রিগর্ত্তদিগের শরবৃষ্টি সহ্য করিয়া হাস্যমুখে তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে অধার্ম্মিক ত্রিগর্ত্তগণ! তোমরা নিবৃত্ত হও; প্রাণরক্ষা করাই তোমাদিগের শ্রেয়ঃকল্প। মহাবীর অর্জ্জুন এই রূপে বারংবার নিবারণ করিলেও ত্রিগর্ত্তগণ

তাঁহার বাক্যে সম্মত হইল না। তখন অর্জ্জুন শরজাল দ্বারা ত্রিগর্ত্তাধিপতি সূর্য্যবর্ম্মারে পরাস্ত করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর ত্রিগর্ত্তগণ রথচক্রের ঘর্ঘর ঘোষে দিকসমুদায় প্রতিধ্বনিত করিয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। সূর্য্যবর্ম্মাও স্বীয় হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক অর্জ্জুনের প্রতি একশত শর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সময় সূর্য্যবর্ম্মার অনুচরগণ অর্জ্জুনের বিনাশ কামনায় তাঁহারপ্রতি অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত শরনিকর দ্বারা সেই সমুদায় শর ছেদন পূর্ব্বক তাহাদিগকে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। অনন্তর সূর্য্যবর্ম্মার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাবীর কেতুধর্ম্মা ভ্রাতার সাহায্যার্থ অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারথ ধনঞ্জয় কেতুধর্ম্মারে সমাগত দেখিয়া শরনিকর দ্বারা তাঁহারে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন।

মহাবীর কেতুধর্ম্মা পার্থশরে নিতান্ত ব্যথিত হইলে মহারথ ধৃতবর্ম্মা রথারূঢ় হইয়া সংগ্রামে প্রবেশ পূর্ব্বক শরজাল দ্বারা অর্জ্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন মহাত্মা অর্জ্জুন ঐ বালকের অসামান্য হস্ত লাঘব দর্শন করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। ঐ সময় ধৃতবর্ম্মা যে কোন্ সময়ে শরগ্রহণ, কোন্ সময়ে শরসন্ধান ও কোন্ সময়ে শরনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, অর্জ্জুন তাহার কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। তখন তিনি মনে মনে ধৃতবর্ম্মার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু তাঁহারে নিতান্ত বালক দেখিয়া দয়া করিয়া উহাঁর প্রাণ সংহার করিলেন না। অনন্তর মহাবীর ধৃতবর্ম্মা অর্জ্জুনের হস্তে এক সুতীক্ষ্ণ শরনিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুন ঐ শরে বিদ্ধহস্ত ও বিমোহিত হওয়াতে তাঁহার হস্ত হইতে গাণ্ডীব শরাসন ভূতলে নিপতিত হইয়া ইন্দ্রচাপের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তদ্দর্শনে মহাবীর ধৃতবর্ম্মা আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া উচ্চৈস্বরে হাস্য করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া হস্ত হইতে রুধির মার্জ্জন ও পুনরায় সেই শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সংগ্রামদর্শক লোক সমুদায় তদ্দর্শনে ঘোরতর কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় ত্রিগর্ত্তদেশীয় অন্যান্য বীরগণ অর্জ্জুনকে কালান্তক যমের ন্যায় অবলোকন করিয়া ধৃতবর্ম্মার সাহায্যার্থ ধনঞ্জয়ের সম্মুখীন হইয়া তাহাঁর চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় বজ্রতুল্য লৌহনির্ম্মিত শরনিকর দ্বারা তাহাদিগের মধ্যে অষ্টাদশ যোদ্ধারে নিহত করিলেন। ঐ অষ্টাদশ যোদ্ধা নিহত হইলে অন্যান্য যোধগণ নিতান্ত ভীত হইয়া সংগ্রাম হইতে নানাদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। মহাবীর অর্জ্জুন তাহাদিগকে পরাঙ্মুখ হইতে দেখিয়া পুনরায় তাহাদিগের প্রতি আশীবিষতুল্য শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ ত্রিগর্ত্তগণ অর্জ্জুনশরে নিতান্ত নিপীড়িত ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া তাহাঁরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ধনঞ্জয়! আজি আমরা আপনার কিঙ্কর হইলাম। এক্ষণে আপনি আমাদিগকে যাহা আজ্ঞা করিবেন আমরা তাহাই সম্পাদন করিব। ত্রিগর্ত্ত দেশীয় বীরগণ এই রূপে বিনয় প্রকাশ করিলে মহাবীর অর্জ্জুন তাহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভূপালগণ! তোমরা যখন আমার বশীভূত হইলে, তখন আমি কখনই তোমাদিগকে বিনাশ করিব না। অতঃপর আমাদের আজ্ঞানুসারে তোমাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে। এই বলিয়া পাণ্ডুনন্দন সংগ্রাম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

অনন্তর সেই যজ্ঞীয় অশ্ব প্রাগ্‌জ্যোতিষ দেশেসমুপস্থিতহইয়া ইতস্ততবিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন ভগদত্তপুত্র মহাবীর বজ্রদত্ত সেই অশ্বকে স্বীয় অধিকার মধ্যে বিচরণ করিতে দেখিয়া নগর হইতে বহির্গত হইয়া উহারে গ্রহণ পুর্ব্বক নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন সেই ব্যাপার দর্শনে অচিরাৎ গাণ্ডীব আস্ফালন পুর্ব্বক শরনিকর বর্ষণ করিয়া তাঁহারে বিমোহিত করিলেন। তখন মহারাজ বজ্রদত্ত সেই যজ্ঞীয় অশ্ব পরিত্যাগ করিয়া পদব্রজে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন, কিন্তু ঐ রূপে ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে তাঁহার সাহস হইল না। তখন তিনি পুনর্ব্বার নগরমধ্যে প্রবেশ পুর্ব্বক বর্ম্মধারণ ও এক মত্তমাতঙ্গের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলেন। তাঁহার অনুচরগণ তাঁহার মস্তকে শ্বেত ছত্র ধারণ ও তাঁহার চতুর্দ্দিকে শ্বেত চামর বীজন করিতে করিতে তাঁহার সমভিব্যাহারে আগমন করিতে লাগিল। মহাবীর বজ্রদত্ত এই রূপে মহারথ অর্জ্জুনের নিকট সমুপস্থিত হইয়া অজ্ঞানবশত তাঁহারে যুদ্ধার্থ আহ্বান পুর্ব্বক ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে সেই পর্ব্বতাকার যুদ্ধদুর্ম্মদ মত্তমাতঙ্গকে তাঁহার অভিমুখে সঞ্চালিত করিলেন। গজরাজ বজ্রদত্তের অঙ্কুশাঘাতে নিপীড়িত হইয়া দ্রুতবেগে অর্জ্জুনের সমীপে ধাবমান হইল। মহাবীর ধনঞ্জয় সেই নাগেন্দ্রকে আগমন করিতে দেখিয়া কোপাবিষ্ট চিত্তে ভূতলে অবস্থান পূর্ব্বক বজ্রদত্তের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তখন মহারাজ বজ্রদত্ত নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি অনলতুল্য অসংখ্য তোমর পরিত্যাগ করিলেন। ঐ তোমর সমুদায় শলভ সমূহের ন্যায় মহাবেগে অর্জ্জুনাভিমুখে ধাবমান হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত শরনিকর দ্বারা অর্দ্ধপথেই সেই সমুদায় অস্ত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তোমর সমুদায় ছিন্ন হইলে মহাবীর বজ্রদত্ত অর্জ্জুনের প্রতি অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় নিতান্ত কোপাবিষ্ট হইয়া তাঁহারে লক্ষ্য করিয়া অসংখ্য সুবর্ণপুঙ্খ শর পরিত্যাগ করিলেন। মহাতেজা বজ্রদত্ত সেই শরনিকরে বিদ্ধ ও নিতান্ত কাতর হইয়া তৎক্ষণাৎ হস্তিপৃষ্ঠ হইতে ভূমিতলে নিপতিত হইলেন; কিন্তু ঐ সময় তাহার চৈতন্য বিলুপ্ত হইল না। তখন তিনি পুনরায় সেই মত্ত মাতঙ্গে আরূঢ় হইয়া বিজয় লাভের বাসনায় তাহারে অর্জ্জুনাভিমুখে সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই মাতঙ্গের প্রতি আশীবিষসদৃশ ভীষণ শরনিকর পরিত্যাগ করিলেন। গজবর সেই সব্যসাচিনিক্ষিপ্ত শরজালে বিদ্ধ হইয়া শোণিত ক্ষরণ পুর্ব্বক গৈরিকধাতুধারাবর্ষী ভূধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

এই রূপে তিন দিন বজ্রদত্তের সহিত ধনঞ্জয়ের ঘোরতর সংগ্রাম হইল। পরিশেষে চতুর্থ দিন উপস্থিত হইলে মহাবল পরাক্রান্ত বজ্রদত্ত উচ্চৈস্বরে হাস্য করিয়া অর্জ্জুনকে সম্বোধন পুর্ব্বক কহিলেন, পাণ্ডুনন্দন! আর অধিক ক্ষণ তোমারে জীবিত থাকিতে হইবে না; আমি অবিলম্বেই তোমারে নিপাতিত করিয়া তোমার শোণিত দ্বারা পিতার যথাবিধি তর্পণ ক্রিয়া সম্পাদন করিব। তুমি আমার বৃদ্ধ পিতা ভগদত্তকে সংহার করিয়াছ, কিন্তু আজি এই বালকের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। এই বলিয়া বজ্রদত্ত ক্রোধাবিষ্টচিত্তে অর্জ্জুনের অভি-

মুখে হস্তিসঞ্চালন করিলেন। গজবর বজ্রদত্তের অঙ্কুশাঘাতে তাড়িত হইয়া দূর হইতে অর্জ্জুনের উপর মদবারি নিক্ষেপ করিতে করিতে মহাবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। মহাবীর ধনঞ্জয় সেই মত্তমাতঙ্গের শুণ্ডাগ্র বিনির্গত সলিলে সমাচ্ছন্ন হইয়া মেঘনির্ম্মুক্ত সলিলশীকরে সমাকীর্ণ নীলপর্ব্বতের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর সেই পর্ব্বতাকার গজরাজ মেঘের ন্যায় বারংবার গভীর শব্দ ও নৃত্য করিতে করিতে মহারথ অর্জ্জুনের নিকট সমুপস্থিত হইল। গাণ্ডীবধারী মহাবীর ধনঞ্জয় বজ্রদত্তের ভীষণ হস্তীরে সমাগত দেখিয়া কিছুমাত্র শঙ্কিত হইলেন না। ঐ সময় পূর্ব্ববৈর স্মরণ ও কার্য্যের ব্যাঘাত দর্শন করিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে অতিশয় ক্রোধের উদয় হওয়াতে তিনি বেলা যেমন সমুদ্রের বেগ নিবারণ করে, তদ্রূপ শরনিকর দ্বারা সেই ভীষণ বারণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন সেই মত্তমাতঙ্গ অর্জ্জুন শরনিকরে সর্ব্বগাত্রে বিদ্ধ হইয়া কণ্টকাকীর্ণ শল্লকীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

এই রূপে সেই মাতঙ্গ অর্জ্জুনের শরে বিদ্ধ হইয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলে মহাবীর বজ্রদত্ত ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে অর্জ্জুনের প্রতি অনবরত নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা অর্জ্জুন ও সুশাণিত শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার বাণসমুদায় ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই রূপে বহুক্ষণ সেই বীরদ্বয়ের তুমুল সংগ্রাম হইল। পরিশেষে মহাবীর বজ্রদত্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার অর্জ্জুনের প্রতি সেই পর্ব্বতোপম হস্তীরে প্রেরণ করিলেন। ধনঞ্জয় ঐ নাগেন্দ্রকে পুনরায় সমীপে সমাগত হইতে দেখিয়া তাহার প্রতি এক অগ্নিতুল্য নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। তখন গজরাজ সেই অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত নারাচের আঘাতে ভিন্নহৃদয় হইয়া বজ্র বিদারিত অচলের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল।

হস্তী ভূতলশায়ী হইলে মহাবীর বজ্রদত্ত ও তাহার সহিত ভূমিতলে নিপতিত হইলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন বজ্রদত্ত! তোমার ভীত হইবার প্রয়োজন নাই। আমার আগমন সময়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির আমারে কহিয়াছিলেন, 'ভ্রাতঃ! তুমি সংগ্রামে ভূপতিগণ বা যোদ্ধাদিগকে নিপাতিত না করিয়া বিনয় পূর্ব্বক তাহাদিগকে কহিবে মহাশয়গণ! মহারাজ যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঐ যজ্ঞে গমন করিবেন' হে ভগদত্তকুমার! আমি জ্যেষ্ঠভ্রাতার সেই বাক্যে অঙ্গীকার করিয়াছি বলিয়া এক্ষণে তোমারে বিনাশ করিব না। তুমি নির্ভয়ে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নির্ব্বিঘ্নে গৃহে গমন কর। আগামী চৈত্রী পূর্ণিমাতে মহারাজ যুধিষ্ঠির যজ্ঞ আরম্ভ করিবেন। তোমারে ঐ দিবস হস্তিনায় গমন পূর্ব্বক আমোদ প্রমোদ করিতে হইবে। মহাবীর ধনঞ্জয় এই কথা কহিলে, মহারাজ বজ্রদত্ত তথাস্তু বলিয়া তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া গৃহে গমন করিলেন।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অতঃপর হতাবশিষ্ট সিন্ধু দেশীয় যোধগণের সহিত অর্জ্জুনের যেরূপ ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। যজ্ঞীয় অশ্ব সিন্ধু দেশে প্রবিষ্ট হইলে মহাবীর অর্জ্জুন ও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তথায় সমুপস্থিত হইলেন। তখন সিন্ধুদেশীয় ভূপালগণ অর্জ্জুনকে আপনাদিগের অধিকার মধ্যে সমাগত দেখিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে নির্ভয়চিত্তে নগর হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক সেই যজ্ঞীয় অশ্বকে ধারণ করিলেন। ঐ সময়ে অশ্বরক্ষক মহাবীর ধনঞ্জয়

তাঁহাদিগের অবিদূরে ভূতলে দণ্ডায়মান ছিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত রথারূঢ় সৈন্ধবগণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের নিধন ও আপনাদিগের পরাজয় বৃত্তান্ত স্মরণ পূর্ব্বক জিগীষু হইয়া তাহাঁর চতুর্দ্দিক বেষ্ঠন করিয়া স্ব স্ব নাম গোত্র ও কার্য্য সমুদায় কীর্ত্তন করিতে করিতে তাহার প্রতি শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহাবীর ধনঞ্জয় তৎকালে তাঁহাদের উপর একটীও শর নিক্ষেপ করিলেন না। অর্জ্জুন এই রূপে যুদ্ধে অনাস্থা প্রদর্শন করিলেও সৈন্ধবগণ রণে ক্ষান্ত হইলেন না; প্রত্যুত এক কালে সহস্র রথ ও অযুত অশ্বদ্বারা পাণ্ডুতনয়কে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক মহা আহ্লাদে তাঁহার প্রতি শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় ঐ বীরগণের শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া মেঘপরিবৃত সূর্য্য ও পঞ্জর মধ্যগত পক্ষীর ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। ঐ সময় তাঁহার গাত্রে অসংখ্য বাণ বিদ্ধ হওয়াতে তাঁহার কষ্টের পরিসীমা রহিল না! মহাবীর অর্জ্জুন এই রূপে বাণ বিদ্ধ ও নিতান্ত নিপীড়িত হইলে ত্রিলোক মধ্যে হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। দিবাকর প্রভাশূন্য হইলেন। বায়ু প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। রাহু, এককালে চন্দ্র ও সূর্য্য উভয়কেই গ্রাস করিল। উল্কাসমুদায় চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া সূর্য্যকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। কৈলাস পর্ব্বত কম্পিত হইয়া উঠিল। সপ্তর্ষিমণ্ডল ও দেবর্ষিগণ দুঃখশোক সমন্বিত ও ভীত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। চন্দ্রমণ্ডল আকাশ ভেদ করিয়াভূতলে নিপতিত হইল। দিক্ সমুদায় ধূমাচ্ছন্ন হইয়া বিপরীত ভাব ধারণ করিল এবং নভোমণ্ডলে অকস্মাৎ বিদ্যুৎ ও ইন্দ্রায়ুধ সম্বলিত অরুণ বর্ণ মেঘজাল উদিত হইয়া মাংস ও শোণিত বর্ষণ করিতে লাগিল।

এইরূপে বিবিধ দুর্নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইলে মহাত্মা অর্জ্জুন নিতান্ত মোহাক্রান্ত হইলেন এবং তাহাঁর হস্ত হইতে গাণ্ডীব শরাসন ও বলয় ভূমিতলে নিপতিত হইল। তদ্দর্শনে সিন্ধুদেশীয় মহারথগণ যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া তাঁহার প্রতি অনবরত শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন দেবগণ অর্জ্জুনকে নিতান্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেখিয়া ব্যাকুলচিত্তে তাঁহার শান্তি কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি ও সপ্তর্ষিগণ তাহাঁর বিজয় লাভের নিমিত্ত মন্ত্রজপ করিতে করিতে লাগিলেন। এই রূপে দেবগণ অর্জ্জুনের বলাধানবিষয়ে যত্নবান হইলে অচিরাৎ তাঁহার মোহ দূরীভূত হইল। তখন তিনি সেই গাণ্ডীব ধনুগ্রহণ ও আকর্ষণ পূর্ব্বক বারংবার ভীষণ জ্যাশব্দ করিয়া, পুরন্দর যেমন বারি বর্ষণ করেন, তদ্রূপ সিন্ধুদেশীয় বীরগণের প্রতি অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বীরগণ সেই অর্জ্জুনানিক্ষিপ্ত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া শলভনিচয়সমাকীর্ণ পাদপসমূহেরন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং অচিরাৎ তাঁহার জ্যাশব্দে নিতান্ত ভীত ও শরাঘাতে একান্ত ব্যথিত হইয়া অশ্রু পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোকাকুলিত চিত্তে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন শরনিকর দ্বারা তাঁহাদিগকে নিপীড়িত করিয়া সংগ্রাম মধ্যে অলাতচক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তাঁহার শরনিকরে দিক্ সমুদায় সমাচ্ছন্ন হইল এবং তিনি শরজাল দ্বারা সেই মেঘজাল সদৃশ সৈন্য সমুদায়কে বিদারণ পূর্ব্বক শরৎকালীন সূর্য্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

গাণ্ডীবধারী মহাবীর অর্জ্জুন এই রূপে

সিন্ধুদেশীয় যোধগণকে পরাজিত করিয়া সংগ্রাম স্থলে হিমালয়ের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থিত হইলে সৈন্ধবগণ পুনর্ব্বার সুসজ্জিত ও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাহাঁর প্রতি শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

তখন মহাত্মা অর্জ্জুন তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার সুসজ্জিত ও মৃত্যুমুখে গমনোদ্যত দেখিয়া হাস্যমুখে তাঁহাদিগকে সম্বোধন পুর্ব্বক কহিলেন, বীরগণ! তোমরা যথাশক্তি যুদ্ধ করিয়া আমারে পরাজয় করিতে চেষ্টা কর। এক্ষণে তোমাদিগের মহা ভয় উপস্থিত হইয়াছে। এই আমি তোমাদের শরজাল নিবারণ করিয়া তোমাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হই। তোমরা অনন্যমনে আমার সহিত যুদ্ধ কর; আমি অবিলম্বেই তোমাদিগের দর্প চূর্ণ করিব। মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রোধভরে সৈন্ধবগণকে এই কথা কহিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আগমন সময়ে মহাত্মা যুধিষ্ঠির আমারে কহিয়াছিলেন, ভ্রাতঃ! তুমি বিজিগীষু ক্ষত্রিয়গণকে নিহত না করিয়া তাঁহাদিগকে পরাজিত করিবে। এক্ষণে তাঁহার সেই বাক্য রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব আমি এই সমুদায় ক্ষত্রিয়গণকে বিনষ্ট না করিয়া তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করি।

ধর্ম্মপরায়ণ ধনঞ্জয় মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সিন্ধুদেশীয় যুদ্ধদুর্ম্মদ বীরগণকে পুনরায় সম্বোধন পুর্ব্বক কহিলেন, হে যোধগণ! আমি তোমাদিগের শ্রেয়োবিধানার্থ প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, তোমাদিগের মধ্যে যে কেহ আমার নিকট পরাজয় স্বীকার করিবে, আমি কদাচ তাহার হিংসা করিব না। অতএব তোমরা আমার বাক্যানুসারে আপনাদিগের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হও নতুবা তোমাদিগকে যার পর নাই ভীত ও বিপন্ন হইতে হইবে।

মহাবীর অর্জ্জুন এই কথা কহিলে সিন্ধুদেশীয় বীরগণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগের সহিত সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পরাক্রান্ত সৈন্ধবগণ তাঁহার প্রতি অসংখ্য নতপর্ব্ব শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনও নিশিত শরনিকর দ্বারা সেই সমুদায় আশীবিষতুল্য তীক্ষ্ণ বাণ অর্দ্ধপথে ছেদন করিয়া প্রত্যেক বীরকে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সিন্ধুদেশীয় বীরগণ সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের বধবৃত্তান্ত স্মরণ পুর্ব্বক ক্রোধান্ধ হইয়া অর্জ্জুনের প্রতি অসংখ্য প্রাস ও শক্তি পরিত্যাগ করিলেন। মহাত্মা ধনঞ্জয় ঐ সমুদায় অস্ত্র অর্দ্ধপথে ছেদন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ পুর্ব্বক নতপর্ব্ব ভল্লাস্ত্র দ্বারা সেই বিজয়াকাঙ্ক্ষী সমাগত বীরগণের মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন। তখন কেহ কেহ পলায়ন পরায়ণ, কেহ কেহ পুনরায় অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান ও কেহ কেহ যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়া ভয়ঙ্কর চীৎকার করাতে সংগ্রাম স্থলে পরিবর্দ্ধিত সাগরের শব্দের ন্যায় তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইতে লাগিল। সিন্ধুদেশীয় বীরগণ মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এই রূপে নিপীড়িত হইয়াও উৎসাহ সহকারে প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে নতপর্ব্ব শরনিকর দ্বারা তাঁহাদের অনেককে সংজ্ঞাশূন্য এবং সৈন্য ও বাহন সমুদায়কে নিতান্ত নিপীড়িত করিলেন।

এই রূপে সৈন্ধবগণ যাহার পর নাই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলে ধৃতরাষ্ট্রদুহিতা দুঃশলা সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বালক পৌত্রকে ক্রোড়ে লইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক যোধগণের শান্তি সংস্থাপনের নিমিত্ত আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে করিতে অর্জ্জুনের নিকট

সমুপস্থিত হইলেন। তখন মহাত্মা ধনঞ্জয় ভগিনী দুঃশলারে সমাগত দেখিয়া গাণ্ডীব পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! আমারে তোমার কোন কার্য্য সাধন করিতে হইবে, কীর্ত্তন কর। মহাত্মা অর্জ্জুন এই কথা কহিলে দুঃশলা তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাত! তোমার ভাগিনেয় সুরথের এই বালক পুত্র তোমারে অভিবাদন করিতেছে। তখন অর্জ্জুন কহিলেন, ভগিনি! এক্ষণে আমার ভাগিনেয় সুরথ কোথায়?

অর্জ্জুন এই কথা কহিলে, দুঃশলা নিতান্ত শোকাকুলিত হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাত! আমার পুত্র সুরথ পিতৃশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া ইহলোক পরিহার করিয়াছে। এক্ষণে আমি তাহার মৃত্যুবৃত্তান্ত তোমার নিকট বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। আমার ভর্ত্তা সংগ্রামশায়ী হইলে, বৎস সুরথ পিতৃশোকে নিতান্ত কাতর হইয়াছিল। এক্ষণে তুমি অশ্বের অনুসরণ ক্রমে যুদ্ধার্থী হইয়া এই স্থানে সমাগত হইয়াছ এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র সে নিতান্ত বিষণ্ণ ও ভূতলে নিপতিত হইয়া অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে প্রবিষ্ট হইয়াছে। আমি তাহারে এই রূপে নিহত দর্শন করিয়া তাহার এই বালকপুত্র সমভিব্যাহারে তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি।

ধৃতরাষ্ট্রতনয়া এই বলিয়া নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলে অর্জ্জুন লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিলেন। তখন দুঃশলা পুনর্ব্বার তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাত! আজি তুমি কুরুরাজ দুর্য্যোধন ও মন্দবুদ্ধি জয়দ্রথের দৌরাত্ম্য বিস্মৃত হইয়া তোমার এই অভাগিনী ভগিনী ও ভাগিনেয়পুত্রের প্রতি কৃপা প্রদর্শন কর। অভিমন্যু হইতে যেরূপ তোমার পৌত্র পরিক্ষিতের জন্ম হইয়াছে তদ্রূপ আমার এই পৌত্রটী সুরথ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আজি আমি যোধগণের শান্তি লাভার্থ এই বালকের সহিত তোমার শরণাপন্ন হইলাম। এই বালক তোমার হতভাগ্য ভাগিনেয়ের পুত্র; অতএব ইহার প্রতি প্রসন্ন হওয়া তোমার নিতান্ত আবশ্যক। এই দেখ এই বালক নতশিরা হইয়া তোমারে অভিবাদন পূর্ব্বক তোমার নিকট শান্তিলাভের প্রার্থনা করিতেছে। এক্ষণে তুমি ইহার পিতামহ নৃশংস নরাধম জয়দ্রথের অপরাধ বিস্মৃত হইয়া এই বান্ধবহীন অজ্ঞান বালকের প্রতি প্রসন্ন হও।

দুঃশলা করুণস্বরে এই কথা কহিলে মহাত্মা ধনঞ্জয় গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রকে স্মরণ পূর্ব্বক ক্ষত্রধর্ম্মের নিন্দা করিয়া শোকাকুলিত চিত্তে কহিলেন, ক্ষত্রধর্ম্মে ধিক্! আমি ঐ ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া সমুদায় বন্ধুবান্ধবকে কালকবলে প্রবেশিত করিলাম! এই বলিয়া তিনি দুঃশলারে বিবিধ প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক গৃহে গমন করিতে আদেশ করিলেন। তখন মহানুভাবা দুঃশলা যোধগণকে সংগ্রামে নিবৃত্ত হইতে আদেশ ও অর্জ্জুনকে যথোচিত সৎকার করিয়া স্বীয় ভবনে প্রতি নিবৃত্ত হইলেন।

এই রূপে মহাবীর অর্জ্জুন সিন্ধুদেশীয় বীরগণকে পরাজয় পূর্ব্বক পুনরায় গাণ্ডীবহস্তে সেই কামচারী অশ্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া মৃগের অনুগামী পিনাকপাণি দেবদেব মহাদেবের শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর ঐ তুরঙ্গম স্বেচ্ছানুসারে নানাস্থান বিচরণ করিতে করিতে মণিপুরে সমুপস্থিত হইল, তখন মহাবীর অর্জ্জুনও তাহার সহিত ঐ স্থানে গমন করিলেন।

একোনাশীতিতম অধ্যায়।

মহাত্মা ধনঞ্জয় মণিপুরে সমুপস্থিত

হইলে তাঁহার পুত্র মহারাজ বভ্রুবাহন তাঁহার আগমন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র ব্রাহ্মণগণকে অগ্রসর করিয়া বিনীতভাবে তাহাঁর নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তখন ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী মহাবীর ধনঞ্জয় পুত্রকে বিনীতভাবে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার কিছুমাত্র সমাদর করিলেন না; প্রত্যুত ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে তাহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন বৎস! এরূপ বিনীতভাব আশ্রয় করা তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে। যখন আমি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত হইয়া যুদ্ধ কামনায় তোমার অধিকার মধ্যে সমুপস্থিত হইয়াছি; তখন তুমি কি নিমিত্ত আমার সহিত যুদ্ধ করিবে না? তোমার এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া তোমারে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম বহিষ্কৃত বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। তোমারে ধিক! যখন তুমি আমারে যুদ্ধার্থ সমাগত জানিয়াও বিনীতভাবে আমার নিকট আগমন করিয়াছ, তখন তোমার জীবিত থাকা বিড়ম্বনামাত্র। তোমাতে কিছুমাত্র পুরুষকার নাই। তুমি স্ত্রী জাতীর ন্যায় নিতান্ত অসার। যদি আমি অস্ত্রশস্ত্রবিহীন হইয়া তোমার অধিকারমধ্যে সমুপস্থিত হইতাম, তাহা হইলে আমার নিকট এইরূপ বিনীতভাবে আগমন করা তোমার পক্ষে দোষাবহ হইত না।

মহাবীর অর্জ্জুন বভ্রুবাহনকে এই রূপে তিরস্কার করিলে, তিনি অধোমুখ হইয়া কর্ত্তব্যবিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় নাগকন্যা উলূপী ঐ বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইয়া পৃথিবী বিদারণ পূর্ব্বক আগমন করিয়া দেখিলেন, তাঁহার সপত্নীপুত্র অর্জ্জুন কর্ত্তৃক বারংবার তিরস্কৃত হইয়া অধোমুখে চিন্তা করিতেছেন। তখন নাগনন্দিনী সপত্নীপুত্রকে তদবস্থ দেখিয়া অচিরাৎ তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমি তোমার বিমাতা উলূপী; তোমারে এই সময়ের উপযুক্ত উপদেশ প্রদান করিবার নিমিত্ত তোমার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আমার বাক্য শ্রবণ ও তদনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পরম ধর্ম্মলাভে সমর্থ হইবে। তোমার পিতা যখন যুদ্ধার্থী হইয়া তোমার অধিকার মধ্যে সমুপস্থিত হইয়াছেন, তখন উহাঁর সহিত যুদ্ধ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে উনি তোমার প্রতি নিতান্ত প্রীত হইবেন, সন্দেহ নাই।

উলূপী এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে মহাবীর বভ্রুবাহন তাঁহার বাক্যে উত্তেজিত হইয়া যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইলেন এবং অচিরাৎ কাঞ্চনময় বর্ম্ম ও সমুজ্জ্বল শিরস্ত্রাণ ধারণ করিয়া অসংখ্য তূণীরসম্পন্ন, স্বর্ণালঙ্কারভূষিত, দ্রুতগামিঅশ্বচতুষ্টয়যুক্ত, হিরণ্ময়সিংহধ্বজপরিশোভিত বিচিত্র রথে আরোহণ পূর্ব্বক পিতার অভিমুখে ধাবমান হইয়া অশ্বশিক্ষাবিশারদ অনুচরদিগকে সেই যজ্ঞীয় অশ্বধারণ করিতে আজ্ঞা করিলেন। অনুচরগণ তাঁহার আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র সেই তুরঙ্গমকে ধারণ করিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় প্রীত মনে সেই রথারূঢ় পুত্রের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর বভ্রুবাহন ও আশীবিষতুল্য নিশিত শরনিকর দ্বারা অর্জ্জুনকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। ক্রমে সেই পিতাপুত্রের সংগ্রাম দেবাসুর যুদ্ধের ন্যায় তুমুল হইয়া উঠিল। অনন্তর মহাবীর বভ্রুবাহন হাস্যমুখে মহাত্মা কিরীটীর জত্রুদেশ লক্ষ্য করিয়া এক আনতপর্ব্ব শর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ বাণ অর্জ্জুনের জত্রুদেশ বিদীর্ণ করিয়া পন্নগ যেমন বল্মীকমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ পাতাল তলে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহাবীর অর্জ্জুন সেই শরাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত ও মৃতকল্প হইয়া গাণ্ডীব শরাসন

অবলম্বন ও দিব্যতেজ ধারণ পূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তৎপরে তিনি পুনরায় সংজ্ঞালাভ করিয়া স্বীয় পুত্র বভ্রুবাহনকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক সম্বোধন করিয়া কহিলেন বৎস! আজি আমি তোমার উপযুক্ত কর্ম্ম দর্শন করিয়া তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইলাম। এক্ষণে আমি তোমার প্রতি বাণনিক্ষেপ করিতেছি; তুমি স্থিরভাবে আমার সহিত সংগ্রাম কর। এই বলিয়া ধনঞ্জয় বভ্রুবাহনের প্রতি অসংখ্য নারাচ পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর বভ্রুবাহনও অচিরাৎ ভল্লাস্ত্র দ্বারা সেই গাণ্ডীব নির্ম্মুক্ত বজ্রতুল্য নারাচনিকর দুই তিনখণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাত্মা ধনঞ্জয় ঈষৎ হাস্য করিয়া নিশিত শরনিকর দ্বারা বভ্রুবাহনের সুবর্ণময় তালতরু সদৃশ ধ্বজযষ্টি ছেদন করিয়া বৃহৎকায় অশ্বগণের প্রাণ সংহার করিলেন।

এই রূপে রথ ধ্বজশূন্য ও অশ্ববিহীন হইলে মহাবীর বভ্রুবাহন অচিরাৎ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভূতলে অবস্থান পূর্ব্বক ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে অর্জ্জুনের সহিত ঘোর সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাত্মা ধনঞ্জয়ও পুত্রের সেই অসাধারণ পরাক্রম দর্শনে অতিশয় প্রীত হইয়া শরনিকর দ্বারা তাঁহারে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। পরিশেষে মহাবল পরাক্রান্ত বভ্রুবাহন পিতারে সংগ্রামে বিমুখ বোধ করিয়া আশীবিষ তুল্য শরনিকর দ্বারা তাহাঁরে নিপীড়ন পূর্ব্বক বালসুলভ চপলতা নিবন্ধন তাঁহার হৃদয়ে এক সুপুঙ্খ নিশিত বাণ নিক্ষেপ করিলেন। ঐ বাণে অর্জ্জুনের মর্ম্মভেদ হওয়াতে মহাত্মা ধনঞ্জয় মোহে একান্ত অভিভূত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। মহাত্মা বভ্রুবাহন ইতিপূর্ব্বে বহু পরিশ্রমসহকারে যুদ্ধ করিয়া অর্জ্জুনের শরে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিলেন। এক্ষণে অর্জ্জুনকে নিহত দর্শন করিবামাত্র তিনিও মোহাবিষ্ট হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন।

অশীতিতম অধ্যায়।

এই রূপে মহাবীর ধনঞ্জয় ও বভ্রুবাহন সমরাঙ্গনে নিপতিত হইলে বভ্রুবাহনের জননী চিত্রাঙ্গদা তাঁহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া শোকসন্তপ্তহৃদয়ে সমরভূমিতে প্রবেশ পূর্ব্বক বিলাপ করিতে করিতে মোহে একান্ত অভিভূত হইয়া মহীতলে নিপতিত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে তাঁহার সংজ্ঞালাভ হইলে তিনি সম্মুখে নাগরাজদুহিতা উলূপীরে দর্শন করিবামাত্র তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, উলূপি! ঐ দেখ সমরবিজয়ী মহাবীর ধনঞ্জয় আমার পুত্র কর্ত্তৃক নিহত হইয়া সমরশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। তুমিই ঐ মহাবীরের নিধনের মূলীভূত কারণ। তুমি পরামর্শ না দিলে আমার পুত্র কখনই ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত না। এই ত তুমি পতিব্রতা! এই তোমার ধর্ম্মজ্ঞান! আজি তোমার নিমিত্তই তোমার স্বামী নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন! যাহা হউক, যদি ধনঞ্জয় তোমার নিকট অশেষ অপরাধে অপরাধী হইয়া থাকেন, তথাপি আমি বিনয় বাক্যে কহিতেছি, তুমি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আজি উহাঁর জীবন প্রদান কর। হায়! পুত্র দ্বারা পতির বিনাশ সাধন করিয়া তোমার কিছুমাত্র অনুতাপ হইতেছে না! এইরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তুমি ত্রিলোকমধ্যে ধার্ম্মিকা বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছ! সমরনিহত পুত্রের নিমিত্ত আমার কিছুমাত্র অনুতাপ হইতেছে না, কিন্তু তুমি ঐ পুত্র দ্বারা যাঁহারে আজি সমরাঙ্গনে নিপাতিত করিয়াছ, আমি কেবল তাঁহারই নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছি।

শোকার্ত্তা চিত্রাঙ্গদা উলূপীরে এই কথা

কহিয়া অর্জ্জুনের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, নাথ! তুমি কৌরবনাথ যুধিষ্ঠিরের নিতান্ত প্রিয়। এক্ষণে অচিরাৎ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহার যজ্ঞীয় অশ্বের অনুসরণে প্রবৃত্ত হও। এ সময় নিশ্চিন্ত হইয়া ধরাশয্যায় শয়ান থাকা তোমার উচিত নহে। আমি তোমার যজ্ঞীয় অশ্বকে ত মুক্ত করিয়া দিয়াছি। আমার জীবন তোমারই অধীন। তুমি কত শত লোকের প্রাণরক্ষা করিয়াছ; এক্ষণে কি নিমিত্ত স্বয়ং প্রাণত্যাগ করিলে?

যশস্বিনী চিত্রাঙ্গদা এইরূপ বিলাপ করিয়া পুনরায় উলূপীরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্রে! ঐ দেখ আমাদিগের পতি ধরাশয্যায় নিপতিত রহিয়াছেন। তুমি পুত্র দ্বারা উহাঁর বিনাশসাধন করিয়াও অনুতাপ করিতেছ না! আমি এই বালক বভ্রুবাহনের জীবন প্রার্থনা করিতেছি না; কেবল লোহিতলোচন ধনঞ্জয় পুনরুজ্জীবিত হউন, এই আমার প্রার্থনা। উনি বহুসংখ্যক কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তুমি উহাঁর প্রতি অনাদর করিও না। বহুভার্য্যা পরিগ্রহ করা পুরুষদিগের দোষাবহ নহে। বিধাতাই পরিণয়কার্য্যের সংঘটনকর্ত্তা। তাঁহার নিয়মানুসারেই ধনঞ্জয়ের সহিত তোমার পরিণয় হইয়াছে। এক্ষণে তুমি সেই পরিণয় সার্থক কর। আজি যদি তুমি এই পতিরে পুনরুজ্জীবিত না কর, তাহা হইলে আমি তোমার সমক্ষে এই স্থানেই প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করিব। শোকবিহ্বলা চিত্রাঙ্গদা উলূপীরে এই কথা কহিয়া বহুতর বিলাপ করিবার পর স্বামীর চরণ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করিবার মানসে মৌনভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় নরপতি বভ্রুবাহনের মোহ অপনীত হইলে তিনি অবিলম্বে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক স্বীয় জননীরে সমরভূমিতে সমাগত সন্দর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হায়! আজি আমি ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য সমরবিজয়ী পিতারে নিহত করিয়া কি দুষ্কর্ম্মই করিয়াছি। এই বীরপুরুষ সমরাঙ্গনে শয়ান হওয়াতে আমার জননী ইহাঁর সহমৃতা হইবার মানসে ইহাঁর সমীপে শয়ন করিয়াছেন। আজি যখন এই বিপুলবক্ষা মহাবাহু ধনঞ্জয়কে সমরে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া আমার জননীর বক্ষঃস্থল শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না, তখন নিশ্চয়ই উহা পাষাণময়। যখন এখনও আমার ও আমার মাতার প্রাণ বিয়োগ হইল না, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, মৃত্যুকাল উপস্থিত না হইলে কেহই প্রাণত্যাগ করিতে পারে না। আমি যখন পুত্র হইয়া স্বহস্তে পিতার বিনাশসাধন করিলাম, তখন আমারে ধিক্! হায়! আজি কুরুবীর ধনঞ্জয়ের কাঞ্চনময় কবচ ভূতলে নিপতিত হইল। হে ব্রাহ্মণগণ! ঐ দেখুন, আমার পিতা অর্জ্জুন আজি মৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়া রণশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। যে সকল ব্রাহ্মণ শান্তিকার্য্যের নিমিত্ত পিতার অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ইহাঁর কি শান্তি করিলেন। যাহা হউক, এক্ষণে এই নৃশংস পিতৃঘাতক দুরাত্মারে আজি কি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, ব্রাহ্মণগণ শীঘ্র তাহার আদেশ করুন। অথবা এক্ষণে এই মৃত পিতার চর্ম্মে সংবীত হইয়া ইহাঁর মস্তক গ্রহণ পূর্ব্বক দ্বাদশবৎসর পরিভ্রমণ ভিন্ন আমার আর কিছুই প্রায়শ্চিত্ত নাই। হে নাগনন্দিনি উলূপি! আজি আমি অর্জ্জুনকে সমরে নিহত করিয়া তোমার নিতান্ত প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়াছি। এক্ষণে আমি আর প্রাণধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি না। অচিরাৎ পিতৃনিষেবিত পদবীতে পদার্পণ করিব। তুমি আমারে গাণ্ডিবধন্বার সহিত কলেবর পরিত্যাগ

করিতে দেখিয়া পরম আহ্লাদ অনুভব কর।

মহারাজ! বভ্রুবাহন এইরূপ অনুতাপ করিয়া দুঃখশোকে একান্ত কাতর হইয়া কহিলেন, হে চরাচর ভূতগণ! হে ভুজগনন্দিনি! তোমরা সকলে শ্রবণ কর, আমি সত্যপ্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক কহিতেছি যে, যদি আজি আমার পিতা ধনঞ্জয় পুনরুজ্জীবিত না হন, তাহা হইলেই আমি নিশ্চয়ই আজি এই সমরভূমিতে স্বীয় কলেবর শোষণ করিব। আমি পিতৃঘাতক; আমার নিষ্কৃতি কুত্রাপি নাই। আমারে নিশ্চয়ই এই পিতৃবধনিবন্ধন ঘোরতর নরকে নিপতিত হইতে হইবে। এক জন সামান্য ক্ষত্রিয়কে বিনাশ করিলে এক শত গোদান দ্বারা ঐ পাপ হইতে কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভ করা যায়; কিন্তু পিতারে বিনাশ করিলে কিছুতেই ঐ পাপ হইতে মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। যখন আমি অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর, পরম ধার্ম্মিক পিতা ধনঞ্জয়কে নিহত করিয়াছি, তখন কখনই আমার নিষ্কৃতি লাভ হইবে না।

মহাত্মা বভ্রুবাহন এই কথা কহিয়া পিতার শোকে একান্ত কাতর হইয়া আচমন পূর্ব্বক মাতার সহিত প্রায়োপবেশন করিলেন। তখন নাগরাজকন্যা উলূপী তাঁহারে নিতান্ত কাতর ও প্রায়োপবিষ্ট দেখিয়া নাগলোকস্থিত সঞ্জীবন মণি চিন্তা করিলেন। উলূপী চিন্তা করিবামাত্র ঐ মণি তথায় উপস্থিত হইল। তখন নাগনন্দিনী উহা গ্রহণ পূর্ব্বক সৈনিকদিগের সমক্ষে বভ্রুবাহনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান কর। অর্জ্জুনকে পরাজয় করা তোমার সাধ্যায়ত্ত নহে। ইন্দ্রাদি দেবতারাও উহাঁরে পরাজয় করিতে পারেন না। তোমার পিতার প্রিয়সাধনার্থ আমিই এই মায়া বিস্তার করিয়াছি। শত্রুতাপন ধনঞ্জয় রণস্থলে তোমার পরাক্রম অবগত হইবার নিমিত্তই এস্থানে আগমন করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত আমি তোমারে যুদ্ধার্থ অনুরোধ করিয়াছিলাম। বৎস! তুমি এই বিষয়ে অণুমাত্র পাপের আশঙ্কা করিও না। মহাত্মা ধনঞ্জয় শাশ্বত পুরাতন ঋষি। রণস্থলে ইন্দ্রও উহাঁরে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন। আমি এই দিব্যমণি সমানীত করিয়াছি। এই মণি প্রভাবে মৃত পন্নগেন্দ্রগণ পুনরুজ্জীবিত হইয়া থাকেন। তুমি এই মণি গ্রহণ পূর্ব্বক তোমার পিতার বক্ষঃস্থলে স্থাপন কর; তাহা হইলেই উহাঁরে পুনরুজ্জীবিত দর্শন করিবে।

উলূপী এই কথা কহিলে, অমিতপরাক্রম মহারাজ বভ্রুবাহন মহা আহ্লাদে ধনঞ্জয়ের বক্ষঃস্থলে সেই দিব্যমণি সংস্থাপিত করিলেন। মণি বিন্যস্ত হইবামাত্র মহাবীর অর্জ্জুন পুনরুজ্জীবিত হইয়া সুপ্তোত্থিতের ন্যায় নয়নদ্বয় পরিমার্জ্জিত করিতে করিতে সমুত্থিত হইলেন। তখন মহাত্মা বভ্রুবাহন পিতারে উত্থিত অবলোকন করিয়া ভক্তিভাবে তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া অভিবাদন করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মেঘগম্ভীরনিঃস্বন দুন্দুভি সকল তাড়িত না হইয়াও শব্দায়মান হইয়া উঠিল এবং সাধুবাদশব্দে আকাশমণ্ডল পরিপূর্ণ হইল।

তখন মহাবাহু ধনঞ্জয় বভ্রুবাহনকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। অনন্তর শোককৃশা চিত্রাঙ্গদা এবং পন্নগনন্দিনী উলূপী তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে দর্শন করিবামাত্র বভ্রুবাহনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আজি আমি সমরভূমিস্থ সমুদায় লোককে হর্ষ, শোক ও বিস্ময়ান্বিত দেখিতেছি কেন? আর তোমার জননী চিত্রাঙ্গদা ও নাগেন্দ্রনন্দিনী উলূপীই বা কি

নিমিত্ত এই সমরভূমিতে সমাগত হইয়াছেন? আমি এইমাত্র অবগত আছি যে, তুমি আমার আদেশানুসারে এই স্থানে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছ। কিন্তু কামিনীগণের এস্থলে আগমন করিবার প্রয়োজন কি? ইহা আমি অবগত নহি। অতএব তুমি আমার নিকট উহার কারণ ব্যক্ত করিয়া বল। মহাবীর ধনঞ্জয় এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, মহাত্মা বভ্রুবাহন তাঁহারে প্রণাম করিয়া কহিলেন, পিতঃ! আপনি জননী উলূপীরে এই বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করুন।

একাশীতিতম অধ্যায়।

তখন মহাবীর ধনঞ্জয় নাগকন্যা উলূপীরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি কি নিমিত্ত এই সমরক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইয়াছ, আর বভ্রুবাহনজননী চিত্রাঙ্গদাই বা কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন? তাহা পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। তুমি কি আমার অথবা বৎস বভ্রুবাহনের মঙ্গলকামনায় এই স্থানে আগমন করিয়াছ? আমি বা আমার পুত্র বভ্রুবাহন আমরা কেহ ত অজ্ঞানবশত তোমার কোন অপ্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করি নাই? তোমার সপত্নী রাজপুত্রী চিত্রাঙ্গদা কি তোমার নিকট কোন অপরাধ করিয়াছন?

মহাত্মা ধনঞ্জয় এই কথা কহিলে নাগেন্দ্রদুহিতা উলূপী হাস্যমুখে তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, নাথ! আপনি আমার কোন অপরাধেই অপরাধী নহেন এবং বৎস বভ্রুবাহন ও উহার জননী চিত্রাঙ্গদাও আমার কোন অপরাধ করেন নাই। প্রিয়সখী চিত্রাঙ্গদা সর্ব্বদা আমার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া থাকেন। এক্ষণে আমি প্রণিপাত পূর্ব্বক আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আমার পরামর্শানুসারে বভ্রুবাহন আপনার সহিত যুদ্ধ করিয়া আপনারে পরাজিত করিয়াছিল বলিয়া আপনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না। আমি আপনার হিতসাধনার্থই বভ্রুবাহনকে সমরে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলাম। আপনি ভারতযুদ্ধে অধর্ম্মপথ অবলম্বন পূর্ব্বক মহাত্মা ভীষ্মকে নিপীড়িত করিয়া যে পাপসঞ্চয় করিয়াছিলেন, এক্ষণে বভ্রুবাহনের হস্তে পরাজয় হওয়াতে আপনার সেই পাপ হইতে নিষ্কৃতিলাভ হইল। আপনি শিখণ্ডীর সহিত সমবেত হইয়া মহাত্মা শান্তনুতনয়কে সংহার পূর্ব্বক মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন; যদি ঐ পাপের শাস্তি না হইতে হইতেই আপনার প্রাণ বিয়োগ হইত, তাহা হইলে আপনি নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইতেন। এক্ষণে আপনি পুত্রের নিকট পরাজিত হওয়াতে আপনার সেই পাপ বিনষ্ট হইল। অতঃপর আর আপনারে নরকগামী হইতে হইবে না। পূর্ব্বে ভগবতী ভাগীরথী ও বসুগণ আপনার পাপশাস্তির এই উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

শান্তনুতনয় মহাত্মা ভীষ্ম সংগ্রামশায়ী হইলে সমুদায় দেবতা ও বসুগণ গঙ্গাতীরে গমন ও স্নান করিয়া ভাগীরথীরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন; দেবি! মহাত্মা ভীষ্ম যুদ্ধে বিরত হইলে সব্যশাচী অর্জ্জুন অন্য ব্যক্তিরে সহায় করিয়া তাঁহারে নিহত করিয়াছে। অতএব আপনি আজ্ঞা করুন, আজি আমরা উহারে শাপ প্রদান করি। বসুগণ এই কথা কহিলে ভাগীরথী তৎক্ষণাৎ তথাস্তু বলিয়া তাঁহাদের বাক্যে অনুমোদন করিলেন। ঐ সময়ে আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম; বসুগণ আপনারে শাপ প্রদান করিতেছেন দেখিয়া ব্যথিতচিত্তে পিতৃভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক পিতার নিকট ঐ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলাম। পিতা আমার মুখে ঐ সংবাদ শ্রবণমাত্র নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া বসু-

দিগের নিকট গমন পূর্ব্বক বারংবার আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন বসুগণ ভাগীরথীর অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক আমার পিতারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, নাগরাজ! অর্জ্জুনের পুত্র মণিপুরাধিপতি বভ্রুবাহন উহাঁরে সংগ্রামস্থলে শরনিকরে নিপাতিত করিলেই তাঁহার শাপ হইতে মুক্তিলাভ হইবে। এক্ষণে তুমি স্বস্থানে প্রস্থান কর। বসুগণ এই কথা কহিলে আমার পিতা তাহাঁদিগের এই বাক্য শ্রবণে প্রীত হইয়া স্বীয় ভবনে আগমন পূর্ব্বক আমার নিকট উহা ব্যক্ত করিলেন। আমি সেই নিমিত্তই এক্ষণে বভ্রুবাহনকে আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে অনুরোধ করিয়া আপনারে শাপ হইতে বিমুক্ত করিলাম। বোধ হয়, এ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র অপরাধ নাই। আপনি ঐ শাপ হইতে বিমুক্ত না হইলে নিশ্চয়ই আপনারে নরকভোগ করিতে হইত। এক্ষণে আপনি বভ্রুবাহনের নিকট পরাজিত হইয়াছেন বলিয়া কিছুমাত্র লজ্জিত হইবেন না। দেবরাজ ইন্দ্রও আপনারে সংগ্রামে পরাজিত করিতে সমর্থ নহেন। পুত্র আত্মাস্বরূপ, এই নিমিত্ত আপনি পুত্রের নিকট পরাজিত হইলেন।

নাগনন্দিনী উলূপী এই কথা কহিলে, মহাত্মা ধনঞ্জয় প্রীতমনে তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আমার মহোপকার করিয়াছ। এই বলিয়া তিনি উলূপী ও চিত্রাঙ্গদার সমক্ষে মণিপুরাধিপতি বভ্রুবাহনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! মহাত্মা যুধিষ্ঠির আগামী চৈত্রী পূর্ণিমাতে অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিবেন। ঐ দিবস তুমি তোমার মাতা চিত্রাঙ্গদা ও বিমাতা উলূপীরে লইয়া অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে হস্তিনায় গমন করিও।

তখন মহাত্মা বভ্রুবাহন অশ্রুপূর্ণনয়নে অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতঃ! আমি আপনার আজ্ঞানুসারে অশ্বমেধ যজ্ঞে সমুপস্থিত হইয়া দ্বিজাতিগণের পরিবেশন কার্য্যে নিযুক্ত হইব। এক্ষণে আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার মাতা ও বিমাতার সহিত আপনার এই মণিপুরের ভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক আজিকার রাত্রি অতিবাহিত করুন। কল্য প্রাতে অশ্বের অনুসরণ করিবেন।

মহাত্মা বভ্রুবাহন এই কথা কহিলে, মহাবীর অর্জ্জুন হাস্যমুখে তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমারে যেরূপ নিয়ম পালন করিতে হইতেছে, তাহা তোমার অবিদিত নাই। আমার এই যজ্ঞীয় অশ্ব ইচ্ছানুসারে নানাস্থান বিচরণ করিতেছে। এ যেস্থলে গমন করিবে, আমারে সেই স্থানেই গমন করিতে হইবে; সুতরাং আজি আমি কোন ক্রমেই তোমার পুরমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিব না। এক্ষণে তোমার মঙ্গল লাভ হউক; আমি চলিলাম। মহাত্মা ধনঞ্জয় পুত্রকে এই কথা কহিয়া তৎকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া প্রিয়তমা উলূপী ও চিত্রাঙ্গদারে সম্ভাষণ পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর সেই যজ্ঞীয় অশ্ব সসাগরা পৃথিবী পরিভ্রমণ পূর্ব্বক হস্তিনাভিমুখে প্রত্যাগমন করিতে করিতে সহসা মগধপুরে সমুপস্থিত হইল। মহাবীর অর্জ্জুনও উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তথায় গমন করিলেন। তখন মগধাধিপতি সহদেবতনয় মেঘসন্ধি ঐ যজ্ঞীয় অশ্ব স্বীয় অধিকারমধ্যে সমাগত হইয়াছে, শ্রবণ করিবামাত্র রথারোহণ ও সশরশরাশন ধারণ পূর্ব্বক পুর হইতে নির্গত হইয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অচিরাৎ

তথায় উপস্থিত হইয়া বালস্বভাবসুলভ চপলতানিবন্ধন ধনঞ্জয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পাণ্ডুনন্দন! তোমার এই যজ্ঞীয় অশ্বকে অবলাজন কর্ত্তৃক রক্ষিত বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। আমি আজি অবলীলাক্রমে ইহারে অপহরণ করিব, তুমি ইহার মোচনবিষয়ে যত্নবান হও। আমার পূর্ব্বপুরুষগণ তোমার সহিত যুদ্ধ করেন নাই বটে, কিন্তু আজি আমি সমরাঙ্গনে তোমার উপর যথোচিত পরাক্রম প্রকাশ করিব। এক্ষণে আমি তোমারে অস্ত্র প্রহার করিতেছি; তুমিও আমারে অস্ত্র প্রহার কর। বলদর্পিত মেঘসন্ধি এই কথা কহিলে, মহাবীর অর্জ্জুন ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, রাজন্! যাহারা আমার অশ্ব গ্রহণ করিবে, আমি তাহাদিগকে নিবারণ করিব, জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠির আমারে এইরূপ নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। বোধ হয়, উহা তোমারও অবিদিত নাই। এক্ষণে তুমি সাধ্যানুসারে আমার উপর অস্ত্র প্রহার কর; আমি তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ নহি।

মহাবীর অর্জ্জুন এই কথা কহিলে, দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বারিবর্ষণ করেন, তদ্রূপ মগধরাজ মেঘসন্ধি ধনঞ্জয়ের উপর সহস্র সহস্র শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন অর্জ্জুন গাণ্ডীবনিক্ষিপ্ত শরনিকরে মগধরাজের সেই শরসমুদায় ছেদন পূর্ব্বক সদয়হৃদয়ে তাঁহারে ও তাঁহার সারথিরে শরাঘাত না করিয়া তাঁহার ধ্বজ, পতাকা, রথ, যন্ত্র ও অশ্বের উপর প্রদীপ্তাস্য পন্নগের ন্যায় শরনিকর নিক্ষেপ করিলেন। এই রূপে ধনঞ্জয় অনুগ্রহ করিয়া মেঘসন্ধির কলেবর রক্ষা করিলে, তিনি স্বীয় বাহুবলে উহা রক্ষিত হইল, বিবেচনা করিয়া অর্জ্জুনের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কপিকেতন তাঁহার শরপ্রহারে নিতান্ত আহত হইয়া বসন্তকালীন পুষ্পিত পলাশবৃক্ষের ন্যায় সুশোভিত হইলেন। মহাবীর অর্জ্জুন এতাবৎকাল মেঘসন্ধিরে নিপীড়িত করিতে ইচ্ছা করেন নাই বলিয়াই সহদেবতনয় তাঁহার সম্মুখে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহার উপর অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিলেও তিনি তাহাতে কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ হন নাই। কিন্তু এক্ষণে তিনি সেই বালককে বারংবার অত্যাচার করিতে দেখিয়া আর উহা সহ্য করিতে পারিলেন না। তখন তিনি রোষাবিষ্ট হইয়া শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক শর নিক্ষেপ করিয়া এককালে তাঁহার অশ্বগণের প্রাণসংহার, সারথির মস্তকচ্ছেদন, শরাসন কর্ত্তন এবং শরমুষ্টি, ধ্বজ ও পতাকাসমুদায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মগধরাজ মেঘসন্ধি এই রূপে অশ্ব, সারথি ও শরাসনবিহীন হইয়া সুবর্ণময় গদা গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবেগে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তাঁহারে গদা গ্রহণ পূর্ব্বক আগমন করিতে দেখিয়া, অচিরাৎ সেই গদার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিলেন। গদা অর্জ্জুনের সেই ভীষণ শরাঘাতে খণ্ড খণ্ড হইয়া ভুজঙ্গিনীর ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। তখন ধীমান্ ধনঞ্জয় মগধপতিরে রথ, শরাসন ও গদাবিহীন দেখিয়া আর তাঁহারে প্রহার করিতে সম্মত হইলেন না। প্রত্যুত তাঁহারে নিতান্ত দুঃখিত দেখিয়া সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন, তুমি বালক হইয়াও ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সমরাঙ্গনে যেরূপ কার্য্য করিয়াছ, তোমার পক্ষে উহা যথেষ্ট হইয়াছে; অতএব তুমি এক্ষণে গৃহে প্রতিগমন কর। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আমারে নরপতিদিগের সংহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন; এই নিমিত্তই তুমি অপরাধী হইলেও আমি তোমারে বিনাশ করিলাম না।

মহাবীর ধনঞ্জয় এই কথা কহিলে, মগধ-

পতি মেঘসন্ধি আপনারে পরাজিত বিবেচনা করিয়া ধনঞ্জয়ের নিকট গমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাত্মন্! আমি আপনার নিকট পরাজিত হইলাম; আর আমার যুদ্ধ করিবার বাসনা নাই। এক্ষণে আমারে কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা আদেশ করুন। তখন অর্জ্জুন তাঁহারে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! তুমি চৈত্রী পূর্ণিমাতে নরপতি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞস্থলে সমুপস্থিত হইবে। মহাত্মা অর্জ্জুন এই রূপে মগধরাজকে নিমন্ত্রণ করিলে, তিনি তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহারে ও তাঁহার সেই যজ্ঞীয় অশ্বকে যথাবিধি পূজা করিলেন। অনন্তর সেই অশ্ব পুনরায় সমুদ্রতীর দিয়া বঙ্গ, পুণ্ড্র ও কোশল দেশ অতিক্রম করিতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয়ও স্বীয় গাণ্ডীব ধনুঃপ্রভাবে বঙ্গাদি দেশীয় মেচ্ছদিগকে ক্রমশ পরাস্ত করিতে লাগিলেন।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন অশ্বের অনুসরণ পূর্ব্বক ক্রমশ দক্ষিণ দিকে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে সেই কামচারী তুরঙ্গম দক্ষিণ দিক্ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ইতস্তত নানাদেশে বিচরণ করিতে করিতে রমণীয় চেদি দেশে সমুপস্থিত হইল। তখন শিশুপালপুত্র মহারাজ শরভ প্রথমে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরিশেষে তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন। তৎপরে ঐ অশ্ব ক্রমে ক্রমে কাশী, অঙ্গ, কোশলা, কিরাত ও তঙ্গণ দেশে গমন করিল। মহাবীর অর্জ্জুনও উহার সহিত সেই সেই দেশে গমন পূর্ব্বক ভূপতিদিগের নিকট যথেষ্ট সম্মান লাভ করিলেন। অনন্তর তিনি সেই অশ্বের অনুসরণক্রমে দশার্ণ দেশে সমুপস্থিত হইলেন। দশার্ণাধিপতি মহাবীর চিত্রাঙ্গদ তাঁহারে অধিকারমধ্যে উপস্থিত দেখিয়া তাঁহার সহিত তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। তখন মহাত্মা ধনঞ্জয় তাঁহারে অচিরাৎ পরাজিত করিয়া নিষাদরাজ একলব্যের রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। নিষাদাধিপতি মহারাজ একলব্যের পুত্র অর্জ্জুনকে সমাগত দেখিয়া নিষাদগণসমভিব্যাহারে তাঁহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন সেই নিষাদরাজতনয়কে বিঘ্নস্বরূপ বিবেচনা করিয়া অবলীলাক্রমে তাঁহারে তাঁহার অনুচরগণের সহিত পরাজয় করিয়া পুনর্ব্বার দক্ষিণ সাগরের তীর দিয়া গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় দ্রবিড়, অন্ধ্র, মহিষক ও কোল্বগিরিনিবাসী বীরগণ তাঁহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। তখন তিনি তাহাদের সকলকেই পরাজিত করিয়া সেই অশ্বের অনুসরণক্রমে ক্রমে ক্রমে সুরাষ্ট্র, গোকর্ণ ও প্রভাস অতিক্রম পূর্ব্বক দ্বারকানগরে সমুপস্থিত হইলেন।

মহাবীর ধনঞ্জয় যজ্ঞীয় অশ্বের সহিত দ্বারকায় প্রবিষ্ট হইবামাত্র যদুবংশীয় বালকগণ যুদ্ধার্থী হইয়া সেই অশ্ব ধারণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইল। তখন বৃষ্ণ্যন্ধকপতি মহাত্মা উগ্রসেন ধনঞ্জয়ের সহিত বিবাদ করিতে অনিচ্ছু হইয়া সেই বালকগণকে নিবারণ পূর্ব্বক বসুদেবসমভিব্যাহারে অর্জ্জুনের নিকট গমন করিয়া প্রীতমনে তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন মহাত্মা উগ্রসেন ও মাতুল বাসুদেবের অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার অশ্বের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর সেই অশ্ব ক্রমে ক্রমে সমুদ্রের পশ্চিম কূল ও পঞ্চনদ প্রদেশ অতিক্রম করিয়া পরিশেষে গান্ধার দেশে সমুপস্থিত হইল।

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

তখন শকুনির পুত্র মহারথ গান্ধাররাজ অর্জ্জুনকে অধিকারমধ্যে সমাগত দেখিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে ধ্বজপতাকা উড্ডীন করিয়া ধাবমান হইলেন। ঐ সময় গান্ধারনগরে যে সমুদায় যোদ্ধা ছিলেন, তাঁহারা সকলেই শকুনির বধবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া শরাসন ধারণ পূর্ব্বক পাণ্ডুতনয়ের অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। তখন ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা ধনঞ্জয় তাঁহাদিগের নিকট বিনীতভাবে যুধিষ্ঠিরের বাক্য কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদিগকে যুদ্ধ করিতে নিবারণ করিলেন; কিন্তু তাঁহারা ঐ বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে অশ্বকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন অম্লানবদনে গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত সুশাণিত ক্ষুর দ্বারা তাঁহাদিগের শিরশ্ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর গান্ধারদেশীয় যোধগণ তাঁহার শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ভয়ে সেই যজ্ঞীয় অশ্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহারে দৃঢ় রূপে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত শাণিত শরনিকরে তাঁহাদের অনেককেই শমনসদনে প্রেরণ করিলেন।

এই রূপে গান্ধারদেশীয় যোধগণ পার্থশরে নিতান্ত নিপীড়িত ও নিহত হইলে শকুনিনন্দন স্বয়ং অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাত্মা ধনঞ্জয় গান্ধারপতিরে সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, গান্ধাররাজ! মহারাজ যুধিষ্ঠির আমারে সংগ্রামে ভূপতিদিগের প্রাণসংহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অতএব আজি তুমি যুদ্ধে নিবৃত্ত হও।

মহাত্মা ধনঞ্জয় এই কথা কহিলে, গান্ধারপতি অজ্ঞানবশত যুদ্ধে ক্ষান্ত না হইয়া তাঁহার প্রতি শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে নিতান্ত কোপাবিষ্ট হইয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকার বাণ দ্বারা গান্ধারপতির মস্তক হইতে শিরস্ত্রাণ অপনীত করিলেন। শিরস্ত্রাণ পার্থশরে অপনীত হইয়া জয়দ্রথের মস্তকের ন্যায় বহুদূরে নিপতিত হইল। গান্ধারদেশীয় বীরগণ ঐ ব্যাপার দর্শনে নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া নিশ্চয় বুঝিতে পারিলেন যে, অর্জ্জুন রাজা বলিয়া গান্ধারপতির প্রাণ সংহার করিলেন না। তখন গান্ধাররাজ পার্থের সেই অসাধারণ কার্য্য দর্শনে যাহার পর নাই শঙ্কিত হইয়া যোধগণের সহিত সংগ্রাম হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় গান্ধারগণকে বেগে পলায়ন করিতে দেখিয়া নতপর্ব্ব ভল্ল দ্বারা তাঁহাদিগের মস্তক ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় অনেকানেক বীর নিতান্ত শঙ্কিতচিত্তে পলায়ন করিতে করিতে গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত শরনিকর দ্বারা আপনাদিগের বাহুসমুদায় ছিন্ন হইলেও তাহা অবগত হইতে পারিল না। পরিশেষে সেই চতুরঙ্গ গান্ধারসৈন্য নিতান্ত ভীত হইয়া বারংবার সংগ্রামস্থলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। কেহই অগ্রসর হইয়া অর্জ্জুনের পরাক্রম সহ্য করিতে পারিল না।

এই রূপে গান্ধারসৈন্যগণ নিতান্ত নিপীড়িত ও নিঃশেষিতপ্রায় হইলে গান্ধাররাজ শকুনিতনয়ের জননী অর্ঘহস্তে বৃদ্ধ মন্ত্রিগণসমভিব্যাহারে পুর হইতে বহির্গত হইয়া সত্বরে সংগ্রামস্থলে আগমন পূর্ব্বক পুত্রকে যুদ্ধ করিতে নিবারণ করিয়া অর্জ্জুনের যথোচিত সৎকার করিলেন। তখন মহাত্মা ধনঞ্জয় মাতুলানীরে সমরাঙ্গনে সমাগত দেখিয়া প্রযত্নসহকারে তাঁহার পূজা করিয়া শকুনিনন্দনকে সম্বোধন

পূর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাতঃ! তুমি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া আমার নিতান্ত অপ্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। যখন আমার সহিত তোমার ভ্রাতৃসম্বন্ধ বিদ্যমান আছে, তখন তুমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া বুদ্ধির কার্য্য কর নাই। আমি কেবল জননী গান্ধারী ও জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রকে স্মরণ করিয়াই তোমারে বিনাশ করিলাম না। যাহা হউক, তোমার এরূপ বুদ্ধি যেন আর কদাচ উপস্থিত না হয়। এক্ষণে তুমি বৈরভাব পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় ভবনে প্রস্থান কর। মহারাজ যুধিষ্ঠির চৈত্রী পূর্ণিমাতে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন; ঐ দিবস হস্তিনা নগরে গমন করিও।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন শকুনির পুত্রকে এইরূপ কহিয়া পুনরায় সেই কামবিহারী অশ্বের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন ঐ অশ্ব ক্রমশ হস্তিনাভিমুখে আগমন করিতে আরম্ভ করিল। এ দিকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির চরগণের নিকট অশ্বের আগমন ও অর্জ্জুনের কুশলবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মহা আহ্লাদিত হইলেন। গান্ধারাদি দেশে অর্জ্জুনের সহিত যে সমুদায় যুদ্ধঘটনা হইয়াছিল, ঐ সময় তৎসমুদায় তাঁহার কর্ণগোচর হওয়াতে তাঁহার আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। অনন্তর তিনি উৎকৃষ্ট নক্ষত্রযুক্ত মাঘী দ্বাদশীতে ভীমসেন, নকুল ও সহদেবকে আপনার সমীপে সমানীত করিয়া বৃকোদরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাতঃ! আমি চরমুখে শুনিলাম, তোমার অনুজ অর্জ্জুন অশ্বের সহিত নির্ব্বিঘ্নে আগমন করিতেছেন। মাঘী পূর্ণিমা আগতপ্রায়; মাঘমাসও নিঃশেষিত হইল। আর যজ্ঞানুষ্ঠানের অধিক দিন বিলম্ব নাই; অশ্বও এক্ষণে নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। অতএব বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণগণকে যজ্ঞের উপযুক্ত স্থান নিরূপণ করিতে আদেশ কর।

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, মহাবীর বৃকোদর অর্জ্জুনের আগমনবৃত্তান্ত শ্রবণে মহা আহ্লাদিত হইয়া যজ্ঞকুশল ব্রাহ্মণ ও বিজ্ঞতম স্থপতিদিগের সহিত যজ্ঞভূমি দর্শনার্থ গমন করিলেন এবং অবিলম্বে ব্রাহ্মণগণের মতানুসারে একখণ্ড বৃহৎ ভূমি মনোনীত করিয়া উহার মধ্যে যজ্ঞকার্য্যের উপযুক্ত স্থান বিশুদ্ধ কাঞ্চন দ্বারা মণ্ডিত করাইলেন। তৎপরে স্থপতিগণ তাঁহার নিদেশানুসারে ঐ ভূমির অন্যান্য স্থানে বিবিধ রত্নবিভূষিত মণিময় কুট্টিমযুক্ত শত শত প্রাসাদ, কনকময় বিচিত্র স্তম্ভ, বৃহৎ তোরণ এবং অন্তঃপুরচারিণী কামিনী, নানাদেশসমাগত নরপতি ও ব্রাহ্মণগণের বাসোপযোগী গৃহসমুদায় প্রস্তুত করিতে লাগিল। সমুদায় কার্য্য সুসম্পন্ন হইলে, মহাত্মা ভীমসেন যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে নরপতিদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। নরপতিগণও ধর্ম্মরাজের হিতসাধনার্থ বিবিধ রত্ন, স্ত্রী, অশ্ব ও আয়ুধ লইয়া হস্তিনায় আগমন করিতে লাগিলেন। ঐ সকল নরপতি হস্তিনায় উপস্থিত হইয়া শিবিরসংস্থাপন করিলে উহাঁদের শিবিরমধ্যে সমুদ্রগর্জ্জনের ন্যায় ঘোরতর গভীর শব্দ সমুত্থিত হইতে আরম্ভ হইল। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই সমাগত নরপতিদিগের নিমিত্ত অন্ন, পানীয় ও অলোকসামান্য শয্যা এবং বাহনদিগের নিমিত্ত ধান্য, ইক্ষু ও গোরসপরিপূর্ণ বিবিধ গৃহ সকল প্রদান করিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর বেদবিদ্যাসম্পন্ন বহুসংখ্যক মুনি ও শ্রেষ্ঠতম ব্রাহ্মণগণ শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে তথায় সমাগত হইতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে দর্শনমাত্র বিনীতভাবে অভ্যর্থনা

করিয়া স্বয়ং তাঁহাদের আবাসস্থান পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের অনুগমন করিলেন। ঐ সময় স্থপতি ও অন্যান্য শিল্পিগণ যজ্ঞোপকরণ-সমুদায় প্রস্তুত হইয়াছে, বলিয়া ধর্ম্মরাজের নিকট নিবেদন করিল। ধর্ম্মরাজ উহা শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন।

এই রূপে সেই অশ্বমেধ যজ্ঞের সমুদায় দ্রব্য প্রস্তুত হইলে, হেতুবাদনিরত বাগ্মিগণ সভায় উপবেশন পূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরের পরাজয়বাসনায় নানাপ্রকার হেতু প্রদর্শন করিয়া তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন এবং সমাগত নৃপতিগণ সেই ভীমসেনবিহিত যজ্ঞভূমির উপকরণসমুদায় দর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ যজ্ঞভূমির কোন স্থানে কনকময় বিচিত্রতোরণ, কোন স্থানে বিবিধ শয্যা, আসন ও বিহারসামগ্রী, কোন স্থানে জনতা, কোন স্থানে সুবর্ণময় ঘট, কটাহ, কলস ও শরাব, কোন স্থানে সুবর্ণবিভূষিত দারুময় যূপ, কোন স্থানে স্থলজাত ও জলজাত জন্তুসমুদায়, কোন স্থানে বিবিধ বিহঙ্গম, কোন স্থানে বৃদ্ধা স্ত্রী সমুদায় এবং কোন স্থানে উদ্ভিজ্জ ও নানাপ্রকার পর্ব্বতজ প্রাণিসমুদায় দর্শনে নরপতিগণের বিস্ময়ের আর পরিসীমা রহিল না। ঐ সময় তত্রত্য সকল ব্যক্তিই মনে করিতে লাগিলেন, যে বুঝি সমুদায় জম্বুদ্বীপ এই যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ-স্থানে সমাগত হইয়াছে। ঐ যজ্ঞস্থলে ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যগণের আহারসামগ্রীর কিছুমাত্র অপ্রতুল ছিল না। চতুর্দ্দিকে অন্নের পর্ব্বত, ঘৃত ও দধির নদী এবং রাশি রাশি অন্যান্য রাজভোগ্য সামগ্রীসমুদায় বিদ্যমান ছিল। সুচর্ণমাল্যধারী মণিকুণ্ডলমণ্ডিত সহস্র সহস্র ব্যক্তি বিচিত্র পাত্রসমুদায়ে সেই সকল ভোজ্য দ্রব্য গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে পরিবেশন করিতে আরম্ভ করিল। এক এক লক্ষ ব্রাহ্মণের ভোজন সমাপন হইলে, এক এক বার দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল। এই রূপে প্রতিদিন যে কত শত বার দুন্দুভিধ্বনি হইল, তাহার সংখ্যা নাই।

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর ধর্ম্মপরায়ণ ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির ভূপালগণকে সমাগত দেখিয়া, ভীমসেনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাতঃ! এই দেখ পূজার্হ পার্থিবগণ আমার যজ্ঞস্থলে সমুপস্থিত হইয়াছেন; অতএব তুমি ইহাঁদিগের যথাবিধি সৎকার কর। ধর্ম্মরাজ এইরূপ অনুজ্ঞা করিবামাত্র মহাত্মা ভীমসেন নকুল ও সহদেব সমভি-ব্যাহারে অভ্যাগত ভূপতিদিগের যথাযোগ্য সম্মান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভগ-বান্ বাসুদেব বলদেবকে অগ্রসর করিয়া যুযুধান, প্রদ্যুম্ন, গদ, নিশঠ, কৃতবর্ম্মা ও শাম্বপ্রভৃতি বৃষ্ণিগণের সহিত সেই যজ্ঞস্থলে সমুপস্থিত হইলেন। মহারথ ভীমসেন তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া প্রীতচিত্তে তাঁহাদের প্রত্যেককে যথাযোগ্য সৎকার করিলেন। তাঁহারাও যথোচিত সৎকৃত হইয়া রত্নবিভূষিত গৃহসমুদায়ে প্রবেশ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাত্মা মধুসূদন ধর্ম্মরাজ যুধি-ষ্ঠিরকে সম্ভাষণ করিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! অর্জ্জুন নানা স্থানে ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া অশ্বের সহিত প্রত্যাগমন করিতেছে। ধর্ম্মরাজ বাসুদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বারংবার তাঁহার নিকট অর্জ্জু-নের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা বাসুদেব তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! এক জন দ্বারকাবাসী পুরুষের সহিত অর্জ্জুনের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। সে আমার নিকট আগমন পূর্ব্বক উহার বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করি-

য়াছে; অতএব আপনি চিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাহাতে অশ্বমেধ সম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হউন।

বাসুদেব এই কথা কহিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাতঃ! অর্জ্জুন যে কুশলে প্রত্যাগমন করিতেছে, ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। এক্ষণে সে যদি আমাদিগকে কোন কার্য্য করিতে অনুরোধ করিয়া থাকে, তবে তাহা ব্যক্ত কর।

তখন বাসুদেব কহিলেন, মহারাজ! সেই দ্বারকাবাসী দূত আমার নিকট সমাগত হইয়া অর্জ্জুনের অন্যান্য বৃত্তান্ত নিবেদন পূর্ব্বক পুনরায় আমারে সম্বোধন করিয়া কহিল, ভগবন্! মহাত্মা ধনঞ্জয় কহিয়াছেন যে, "সময়ক্রমে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকেও উপদেশ প্রদান করা দোষাবহ নহে; অতএব আমি তাঁহারে কহিতেছি যে, যে সমুদায় নিমন্ত্রিত ভূপতি অশ্বমেধ যজ্ঞে সমুপস্থিত হইবেন, তিনি যেন তাঁহাদিগের যথোচিত সৎকার করেন। পূর্ব্বে রাজসূয় যজ্ঞে অর্ঘপ্রদানকালে যেরূপ অনর্থ উপস্থিত হইয়াছিল। এক্ষণে যেন সেইরূপ দুর্ঘটনায় প্রজাগণের ক্ষয় নাহয়। মহাত্মা মধুসূদন যেন স্বয়ং এই বিষয়ে সম্মত হইয়া ধর্ম্মরাজকে সাবধান করিয়া দেন। আর আমার পুত্র মণিপুরাধিপতি বভ্রুবাহন যখন আমাদিগের যজ্ঞে সমুপস্থিত হইবে, তখন ধর্ম্মরাজ যেন আমার অনুরোধে তাহারে সমধিক সমাদর করেন। সে সর্ব্বদা আমার প্রতি অনুরক্ত হইয়া আমারে যাহার পর নাই ভক্তি করিয়া থাকে।"

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

মহাত্মা মধুসূদন এই কথা কহিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আহ্লাদিতচিত্তে সেই বাক্যে সম্মতি প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বাসুদেব! তোমার অমৃতময় প্রিয় বাক্য শ্রবণে আমার চিত্ত প্রফুল্লিত হইল। যাহা হউক, এক্ষণে যজ্ঞীয় অশ্ব লইয়া অনেকানেক নরপতির সহিত পুনরায় অর্জ্জুনের যুদ্ধ হইয়াছে, শ্রবণ করিয়া আমার মনে এই চিন্তা জন্মিয়াছে যে, কি নিমিত্ত ধনঞ্জয়কে প্রতিনিয়ত এতাদৃশ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। তাহার সেই সুলক্ষণাক্রান্ত শরীরমধ্যে কি এমন কোন অশুভলক্ষণ বিদ্যমান আছে, যে তন্নিবন্ধন তাহারে নিয়ত এতাদৃশ কষ্টভোগ করিতে হয়? আমি ত একালপর্য্যন্ত তাহার গাত্রে কোন অশুভ লক্ষণ দর্শন করি নাই। এক্ষণে যে কারণে ধনঞ্জয়কে বারংবার বহুতর কষ্টভোগ করিতে হইতেছে, যদি আমার নিকট উহা ব্যক্ত করিবার কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে ব্যক্ত কর।

রাজা যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, ভোজবংশাবতংস মহাত্মা হৃষীকেশ বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, মহারাজ! অর্জ্জুনের পিণ্ডিকাদ্বয় কিঞ্চিৎ মাংসল। ইহা ব্যতীত আর আমি উহার কোন অশুভ লক্ষণ দেখিতেছি না। ঐ পিণ্ডিকাদ্বয়ের স্থূলতানিবন্ধন অর্জ্জুন নিয়ত পথভ্রমণ করিয়া থাকে। মহাত্মা মধুসূদন এই কথা কহিলে, রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্যে আস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, বাসুদেব! তুমি যথার্থ কহিয়াছ। ঐ সময় দ্রৌপদী অসূয়া প্রকাশ পূর্ব্বক তির্য্যগ্‌ভাবে কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। অর্জ্জুনের সখা মহাত্মা হৃষীকেশও প্রফুল্লচিত্তে তাঁহার সেই প্রণয়দৃষ্টিপাত প্রতিগ্রহ করিলেন। তখন ভীমসেন প্রভৃতি কৌরব ও তত্রত্য যাজকগণও অর্জ্জুনের ঐ কথা লইয়া আন্দোলন করিতে লাগিলেন।

এই রূপে সকলে ধনঞ্জয়ের বিষয়ে

কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে মহাত্মা অর্জ্জুনের এক দূত তথায় উপস্থিত হইয়া নমস্কার পূর্ব্বক কহিল, মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন অশ্ব লইয়া নগরসমীপে সমুপস্থিত হইয়াছেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনের আগমন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া সেই প্রিয়সংবাদদাতা দূতকে প্রভূত অর্থ প্রদান করিতে আদেশ করিলেন। পর দিন প্রভাতে কৌরবধুরন্ধর মহাবীর অর্জ্জুন অশ্ব লইয়া নগরমধ্যে আগমন করিতে আরম্ভ করিলে, উচ্চৈঃশ্রবার ন্যায় সেই যজ্ঞীয় অশ্বের পদরেণু উত্থিত হইয়া পরম শোভা ধারণ করিল। তখন পুরবাসী লোকসমুদায় মহা আহ্লাদিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, ধনঞ্জয়! আমরা সৌভাগ্যবশত আজি আপনারে নির্বিঘ্নে আগমন করিতে দেখিলাম। আজি মহারাজ যুধিষ্ঠির ধন্য হইলেন। তুমি ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি পৃথিবীস্থ ভূপাল সমুদায়কে পরাজিত করিয়া নির্ব্বিঘ্নে অশ্ব লইয়া প্রত্যাগমন করিতে পারে? সগরপ্রভৃতি যে সমুদায় মহাত্মা মহীপতি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, তাহাঁদিগেরও এরূপ অদ্ভুত কার্য্য আমাদের শ্রুতিগোচর হয় নাই এবং পরে যে সমুদায় ভূপতি রাজ্যভার গ্রহণ করিবেন, তাঁহারাও আপনার ন্যায় এইরূপ দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠানে কদাচ সমর্থ হইবেন না।

ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা ধনঞ্জয় হস্তিনাবাসী প্রজাগণের মুখে এইরূপ শ্রুতিসুখকর প্রশংসাবাক্য শ্রবণ করিতে করিতে যজ্ঞ ভূমিতে সমুপস্থিত হইলেন। মহাত্মা যুধিষ্ঠির ও বাসুদেব তাঁহারে সমাগত দেখিয়া অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রসর করিয়া অমাত্যগণসমভিব্যাহারে প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক তাঁহারে আনয়ন করিলেন। তখন ধর্ম্মপরায়ণ ধনঞ্জয় সর্ব্বাগ্রে জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের চরণবন্দন পূর্ব্বক পশ্চাৎ যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনকে যথাবিধি অভিবাদন এবং বাসুদেব, নকুল ও সহদেবকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাদিগের সহিত বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মণিপুরাধিপতি মহারাজ বভ্রুবাহন মাতা চিত্রাঙ্গদা ও বিমাতা উলূপীর সহিত হস্তিনায় সমুপস্থিত হইয়া তত্রত্য বৃদ্ধকৌরব ও অন্যান্য ভূপতিদিগকে অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

অনন্তর মহাত্মা বভ্রুবাহন পিতামহী কুন্তীর ভবনে প্রবেশ করিয়া বিনয়পূর্ব্বক তাঁহারে অভিবাদন করিলে, তাঁহার জননী চিত্রাঙ্গদা ও বিমাতা উলূপী উভয়ে কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও অন্যান্য কৌরবকামিনীগণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে তাঁহাদিগের সহিত সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা ধর্ম্মনন্দন এবং দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও যদুবীরদিগের বনিতাগণ তাঁহাদিগকে বিবিধ ধনরত্ন প্রদান করিলেন এবং মনস্বিনী কুন্তী অর্জ্জুনের প্রীতিসাধনার্থ তাঁহাদিগের যথোচিত সমাদর করিয়া তাঁহাদের নিমিত্ত অতি উৎকৃষ্ট শয্যা ও আসন নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। যশস্বিনী চিত্রাঙ্গদা ও উলূপী এই রূপে শ্বশ্রূকর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া তাঁহার অজ্ঞানুসারে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাত্মা বভ্রুবাহন পিতামহী কুন্তীর গৃহ হইতে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সমুপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে তাঁহারে অভিবাদন পূর্ব্বক যুধিষ্ঠির ও ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবগণের নিকট গমন ও তাঁহাদিগকে প্রণিপাত করিলেন। তখন পাণ্ডবগণ স্নেহভাবে প্রীতমনে তাঁহারে আলিঙ্গন

পূর্ব্বক যথেষ্ট সম্মান করিয়া প্রভূত অর্থ প্রদান করিতে লাগিলেন। তৎপরে মহাবীর বভ্রুবাহন প্রদ্যুম্নের ন্যায় বিনীতভাবে মহাত্মা বাসুদেবের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে অভিবাদন করিলে, তিনি প্রসন্ন হইয়া তাঁহারে এক হেমখচিত দিব্যাশ্বযুক্ত উৎকৃষ্ট রথ প্রদান করিলেন।

অনন্তর তৃতীয় দিবসে সত্যবতীপুত্র মহাত্মা বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! যাজকেরা কহিতেছেন, এক্ষণে যজ্ঞীয় মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইয়াছে। অতএব আজি অবাধ তুমি অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ কর। তোমার এই যজ্ঞের যেন কোনরূপ অঙ্গহানি না হয়। এই যজ্ঞ বহুসুবর্ণ যজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত হইবে। ব্রাহ্মণেরাই যজ্ঞের প্রধান কারণ। যজ্ঞশেষে ব্রাহ্মণগণকে তিন গুণ দক্ষিণা প্রদান করা তোমার কর্ত্তব্য। তুমি ব্রাহ্মণদিগকে তিন গুণ দক্ষিণা দান করিলে, তোমার তিন অশ্বমেধের ফল লাভ ও জ্ঞাতিবধজনিত সমুদায় পাপ হইতে মুক্তিলাভ হইবে। অশ্বমেধ যজ্ঞান্তে স্নান করিলে যাহার পর নাই পবিত্রতা লাভ করা যায়।

মহাত্মা বেদব্যাস এই কথা কহিলে, ধর্ম্মপরায়ণ ধর্ম্মরাজ তাঁহার উপদেশানুসারে ঐ দিনেই দীক্ষিত হইলেন। অনন্তর যজ্ঞনিপুণ বেদবেত্তা ব্রাহ্মণগণ সেই সুসমৃদ্ধ অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া বিধিপূর্ব্বক স্ব স্ব কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। কোন কার্য্যই স্খলিত বা অননুষ্ঠিত হইল না। সকল কার্য্যই যথাক্রমে সম্পাদিত হইতে লাগিল। যজ্ঞকার্য্যে নিযুক্ত বিপ্রগণ যথাবিধি বহ্নিস্থাপন পূর্ব্বক সোমলতা হইতে রস নিষ্কাসন করিয়া শাস্ত্রানুসারে আনুপূর্ব্বিক যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদন করিতে লাগিলেন। উঁহাদের মধ্যে কেহই অল্পজ্ঞান ছিলেন না। সদস্যেরা সকলেই ষড়ঙ্গবেত্তা, ব্রতপরায়ণ, চরিতব্রহ্মচর্য্য ও তর্কবিতর্কসুনিপুণ ছিলেন। এই রূপে সেই যজ্ঞ আরম্ভ হইলে, মহাবীর ভীমসেন ধর্ম্মরাজের আজ্ঞানুসারে প্রতিদিন ভোজনার্থিদিগকে অনবরত ভোজন করাইতে লাগিলেন। ঐ সময় ঐ যজ্ঞ দর্শনার্থ যে সকল লোক সমাগত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহই কৃপণ, দরিদ্র, ক্ষুধিত, দুঃখিত বা প্রাকৃত বলিয়া লক্ষিত হয় নাই।

অনন্তর যূপ উচ্ছ্রিত করিবার সময় সমুপস্থিত হইলে, যাজকগণ কর্ত্তৃক যজ্ঞভূমিতে ছয়টী বিল্বনির্ম্মিত, ছয়টী খদিরনির্ম্মিত, ছয়টী পলাশনির্ম্মিত, দুইটী দেবদারুনির্ম্মিত ও একটী শ্লেষ্মাতকনির্ম্মিত যূপ সমুচ্ছ্রিত হইল। তখন ভীমসেন ধর্ম্মরাজের আজ্ঞানুসারে শোভার নিমিত্ত তথায় অসংখ্য কাঞ্চনময় যূপ সংস্থাপিত করিলেন। ঐ সমুদায় যূপ বস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া সপ্তর্ষিপরিবেষ্টিত ইন্দ্রাদি দেবগণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তৎপরে যাজকেরা তথায় কাঞ্চনময় ইষ্টক দ্বারা এক অষ্টাদশহস্তপরিমিত চারি স্তবকে সুসজ্জিত ত্রিকোণযুক্ত গরুড়াকার স্থণ্ডিল প্রস্তুত করিয়া সুবর্ণ দ্বারা উহার পক্ষদ্বয় নির্ম্মাণ পূর্ব্বক চয়নক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। ঐ চয়নকার্য্য দক্ষ প্রজাপতির চয়নকার্য্যের ন্যায় সুসম্পন্ন হইল। তখন মনীষী ঋত্বিক্‌গণ শাস্ত্রানুসারে নানা দেবতার উদ্দেশে নানাবিধ পক্ষী, বৃষ ও জলচরসমুদায়কে সংস্থাপন করিয়া যূপ সমুদায়ে তিন শত পশুর সহিত সেই অশ্বকে নিবদ্ধ করিলেন।

ঐ সময় ধর্ম্মরাজের সেই যজ্ঞভূমি দেবর্ষি, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, কিম্পুরুষ, কিন্নর, সিদ্ধ ও ব্রাহ্মণগণে পরিপূর্ণ হইয়া পরম শোভা ধারণ করিয়াছিল। সর্ব্বশাস্ত্রপ্রণেতা ব্যাসশিষ্যগণ সভামণ্ডপে উপবিষ্ট হইয়া

নানা শাস্ত্রের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং প্রতিদিন যজ্ঞকার্য্যাবসানে নারদ, তুম্বুরু, বিশ্বাবসু, চিত্রসেন ও অন্যান্য গন্ধর্ব্বগণ নৃত্যগীত দ্বারা ব্রাহ্মণগণের চিত্তবিনোদন করিয়াছিলেন।

একোননবতিতম অধ্যায়।

অনন্তর যজ্ঞদীক্ষিত ব্রাহ্মণগণ ক্রমে ক্রমে সমুদায় পশু পাক করিয়া শাস্ত্রানুসারে সেই অশ্বকে ছেদন করিলেন। তখন পাণ্ডবগণের মহিষী শ্রদ্ধাদিগুণসম্পন্না দ্রৌপদী ব্রাহ্মণগণের আজ্ঞানুসারে সেই তুরঙ্গমের নিকট উপবিষ্ট হইলেন। তৎপরে ব্রাহ্মণগণ যথাশাস্ত্র সেই অশ্বের হৃদয়ের মেদ গ্রহণ করিয়া, উহা পাক করিতে আরম্ভ করিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া উহার সর্ব্বপাপবিনাশন পবিত্র ধূম আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ষোড়শ জন ঋত্বিক্ সেই অশ্বের অবশিষ্ট অঙ্গসমুদায় লইয়া হুতাশনে আহুতি প্রদান করিলেন। এই রূপে সেই অশ্বমেধ সমাপ্ত হইলে, ভগবান্ বেদব্যাস শিষ্যগণসমভিব্যাহারে ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী যুধিষ্ঠিরকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাত্মা যুধিষ্ঠির বিধিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে সহস্রকোটি সুবর্ণমুদ্রা এবং বেদব্যাসকে সমুদায় পৃথিবী দক্ষিণা দান করিলেন। তখন সত্যবতীপুত্র মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি তোমার প্রদত্ত পৃথিবী গ্রহণ করিয়া পুনরায় উহা তোমারে প্রদান করিতেছি। ব্রাহ্মণেরা ধনেরই অভিলাষ করিয়া থাকেন; অতএব তুমি আমারে পৃথিবীর পরিবর্ত্তে ধন দান কর। মহাত্মা বেদব্যাস এই কথা কহিলে, ধর্ম্মপরায়ণ ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণের সহিত সমুদায় ভূপতিদিগের সমক্ষে ঋত্বিক্গণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে বিপ্রগণ! আমি অশ্বমেধ যজ্ঞে পৃথিবী দক্ষিণা দান করিব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম। এই নিমিত্ত এক্ষণে এই অর্জ্জুননির্জ্জিত ধরণী আপনাদিগকে প্রদান করিতেছি, আপনারা চাতুর্হোত্র যজ্ঞের বিধানানুসারে ইহারে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া গ্রহণ করুন। আমি এক্ষণে অরণ্যে প্রবেশ করিব। ব্রহ্মস্ব গ্রহণ করিতে আমার কিছুমাত্র বাসনা নাই।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে, দ্রৌপদী ও অন্যান্য পাণ্ডবগণও তথাস্তু বলিয়া তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিলেন। তখন সভাস্থ সমুদায় লোকের শরীর বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। আকাশমণ্ডলে বারংবার সাধুবাদ শ্রুত হইতে লাগিল এবং ব্রাহ্মণগণ মহা আহ্লাদিত হইয়া হর্ষসূচক শব্দ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ভগবান্ বেদব্যাস ব্রাহ্মণগণের সমক্ষে পুনর্ব্বার যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি তোমার দত্ত পৃথিবী তোমারে প্রদান করিতেছি, তুমি উহা গ্রহণ করিয়া উহার পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণদিগকে সুবর্ণ দান কর। ভগবান্ বেদব্যাস এই কথা কহিলে, মহাত্মা বাসুদেব ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যাহা কহিতেছেন, আপনি তদনুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন। তখন ধর্ম্মরাজ বাসুদেবের বাক্যে ভ্রাতৃগণের সহিত ঋত্বিক্গণের উদ্দেশে বারংবার তিন গুণ করিয়া দক্ষিণা প্রদান করিতে লাগিলেন। মহর্ষি বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরের প্রদত্ত সেই ধনসমুদায় চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া ঋত্বিক্দিগকে প্রদান করিলেন।

এই রূপে মহারাজ যুধিষ্ঠির ঋত্বিক্গণকে পৃথিবী দানের পরিবর্ত্তে সুবর্ণরাশি প্রদান পূর্ব্বক নিষ্পাপ হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত পরম সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। ঋত্বিক্গণ সেই সুবর্ণরাশি বিভাগ

করিয়া উৎসাহসহকারে অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ যজ্ঞস্থলে যে সমুদায় অলঙ্কার, তোরণ, যূপ, ঘট, পাত্র ও ইষ্টক বিদ্যমান ছিল, ব্রাহ্মণগণ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে তৎসমুদায়ও বিভাগ করিয়া গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ ধন গ্রহণ করিবার পর সেই স্থানে যে সমুদায় সুবর্ণময় পাত্র অবশিষ্ট রহিল, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও ম্লেচ্ছগণ কর্ত্তৃক তৎসমুদায় গৃহীত হইল। ফলত ঐ সময় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যেরূপ যজ্ঞ হইয়াছিল, তদনুরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান আর কেহই করিতে পারিবেন না।

এই রূপে যজ্ঞক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, ব্রাহ্মণগণ প্রভূত ধন গ্রহণ করিয়া, প্রীতমনে স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। ভগবান্ বেদব্যাস আপনার অংশ কুন্তীরে প্রদান করিলেন। মহানুভাবা কুন্তী শ্বশুরের নিকট সেই প্রভূত সুবর্ণ লাভ করিয়া প্রীতমনে তাহারা বিবিধ পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাত্মা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত যজ্ঞাবভৃথ স্নান সমাপন করিয়া দেবগণপরিবেষ্টিত ইন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তখন সমাগত ভূপালগণ সকলে মিলিত হইয়া পাণ্ডবগণের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। পাণ্ডবগণ সেই নানাদিগ্‌দেশাগত ভূপতিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া তারাগণমধ্যবর্ত্তী গ্রহসমুদায়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পরিশেষে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নরপতিদিগকে অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, বস্ত্র, অলঙ্কার, রত্ন ও স্ত্রী প্রদান করিয়া বিদায় করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তিনি মহারাজ বভ্রুবাহনকে পরম সমাদরে আপনার সমীপে আহ্বান পূর্ব্বক তাঁহারে বিবিধ ধনরত্ন প্রদান করিয়া মণিপুরে গমন করিতে অনুমতি এবং ভগিনী দুঃশলার প্রীতির নিমিত্ত তাঁহার বালক পৌত্রকে সিন্ধুরাজ্য গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর মহাত্মা বাসুদেব, বলদেব ও প্রদ্যুম্নপ্রভৃতি বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণ মহারাজ যুধিষ্ঠির ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের নিকট যথোচিত সৎকৃত ও সমাদৃত হইয়া, তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক দ্বারকাগমনমানসে হস্তিনা হইতে বহির্গত হইলেন। এই রূপে সমুদায় ভূপতি বিদায় হইলে, ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃবর্গের সহিত মহা আহ্লাদে স্বীয় ভবনে গমন করিলেন।

হে মহারাজ! মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের এইরূপ সুসমৃদ্ধ অশ্বমেধ যজ্ঞ হইয়াছিল। ঐ যজ্ঞস্থলে ধনরত্নের পরিসীমা ছিল না। ঐ স্থানে সুরার সাগর, ঘৃতের হ্রদ, অন্নের পর্ব্বত ও রসসমুদায়ের নদী প্রস্তুত হইয়াছিল। ঐ যজ্ঞে কত শত লোক যে খাণ্ডব মিষ্টান্ন নির্ম্মাণ ও ভোজন করিয়াছিল এবং কত শত পশু যে নিহত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। যুবতী কামিনী এবং মত্ত ও প্রমত্ত ব্যক্তিগণ পরম আহ্লাদে নিরন্তর ঐ যজ্ঞস্থলে বিচরণ করিয়াছিল। মৃদঙ্গ ও শঙ্খনিনাদে ঐ স্থান একবারে পরিপূর্ণ হইয়াছিল এবং তথায় 'দান কর' 'ভোজন কর' এই বাক্য ভিন্ন প্রায় আর কোন কথাই শ্রুতিগোচর হয় নাই। নানাদেশনিবাসী মানবগণ অদ্যাপি ঐ যজ্ঞের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া থাকেন।

নবতিতম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! আমার পূর্ব্বপিতামহ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞে যদি কোন আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়া থাকে, তবে আপনি তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধাবসানে এক অদ্ভুত ঘটনা হইয়াছিল। আমি আপনার নিকট উহা

কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। সেই সুসমৃদ্ধ অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রাহ্মণ, জ্ঞাতি, কুটুম্ব, বন্ধু, বান্ধব এবং দীন দরিদ্র ও অন্ধগণের যথোচিত তৃপ্তিলাভ হইলে ধর্ম্মনন্দনের মহা দানের বিষয় দশ দিকে প্রচারিত ও তাঁহার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতেছে; এমন সময়ে এক নকুল গর্ব্বিতভাবে সেই যজ্ঞক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইল। ঐ নকুলের চক্ষু নীলবর্ণ এবং মস্তক ও গাত্রের একপার্শ্ব সুবর্ণময়। নকুল যজ্ঞভূমিতে প্রবিষ্ট হইয়া প্রথমত বজ্রের ন্যায় গম্ভীরশব্দে পশুপক্ষিগণের ভয় উৎপাদন পূর্ব্বক পশ্চাৎ মনুষ্যবাক্যে ভূপতিদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে ভূপালগণ! এই অশ্বমেধ যজ্ঞকে কুরুক্ষেত্রনিবাসী এক উঞ্ছবৃত্তি বদান্য ব্রাহ্মণের এক প্রস্থ সক্তু দানের তুল্য বলিয়াও নির্দ্দেশ করা যায় না।

নকুল গর্ব্বিতভাবে এই কথা কহিলে, তত্রত্য ব্রাহ্মণগণ তাহার বাক্য শ্রবণে নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, তাহারে জিজ্ঞাসা করিলেন, নকুল! তুমি কে এবং কোথা হইতে এই সাধুজনাকীর্ণ যজ্ঞস্থলে সমুপস্থিত হইয়া এই যজ্ঞের নিন্দা করিতেছ? তোমার পরাক্রম ও শাস্ত্রজ্ঞানের বিষয় আমাদিগের বিদিত নাই। আমরা শাস্ত্র ও ন্যায়ানুসারে সমুদায় যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছি। এই যজ্ঞে পূজার্হ মহাত্মারা যথাবিধি পূজিত হইয়াছেন; মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক হুতাশনে আহুতিসমুদায় প্রদত্ত হইয়াছে এবং মহারাজ যুধিষ্ঠির মাৎসর্য্যবিহীন হইয়া বিবিধ দান দ্বারা ব্রাহ্মণগণের, ন্যায়যুদ্ধ দ্বারা ক্ষত্রিয়গণের, শ্রাদ্ধ দ্বারা পিতৃগণের, পালন দ্বারা বৈশ্যগণের, অভিলাষিত দান দ্বারা কামিনীগণের, অনুগ্রহ দ্বারা শূদ্রগণের, ব্রাহ্মণাবশিষ্ট ধন রত্ন প্রদান দ্বারা অন্যান্য জাতীয় মানবগণের, শুদ্ধাচার দ্বারা জ্ঞাতি ও সম্বন্ধিগণের, পবিত্র হবনীয় বস্তু দ্বারা দেবগণের এবং রক্ষা দ্বারা শরণাগতগণের সন্তোষসাধন করিয়াছেন। তবে তুমি কি নিমিত্ত এই যজ্ঞের নিন্দা করিতেছ? তোমারে দিব্যরূপসম্পন্ন ও সুবিজ্ঞ বলিয়া জ্ঞান হওয়াতে তোমার বাক্যে আমাদিগের অশ্রদ্ধা হইতেছে না, এই নিমিত্ত আমারা তোমায় বিশেষ রূপে অনুরোধ করিতেছি যে, তুমি যে যে কার্য্য দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছ, তৎসমুদায় আমাদিগের নিকট কর্ত্তন কর।

ব্রাহ্মণগণ এই কথা কহিলে, নকুল হাস্যমুখে তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, হে বিপ্রগণ! আমি গর্ব্বিত হইয়া আপনাদিগের নিকট মিথ্যা কথা কহি নাই। যথার্থই আপনাদের এই অশ্বমেধ যজ্ঞ কুরুক্ষেত্রনিবাসী এক উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের সক্তুপ্রস্থদানের তুল্য নহে। এক্ষণে সেই বদান্য ব্রাহ্মণ যে রূপে স্ত্রী পুত্র ও পুত্রবধূর সহিত স্বর্গারোহণ করিয়াছেন এবং যে রূপে আমার এই অর্দ্ধশরীর ও মস্তক সুবর্ণময় হইয়াছে, সেই অদ্ভুত বিষয় আপনাদিগের নিকট সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। ইতিপূর্ব্বে অসংখ্য ধার্ম্মিকজনপরিপূর্ণ ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে এক ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ কপোতের ন্যায় উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার এক পত্নী, এক পুত্র ও এক পুত্রবধূ ছিল। ঐ ব্রাহ্মণ প্রতিদিন দিবসের ষষ্ঠভাগে পরিবারবর্গের সহিত ভোজন করিতেন। কোন কোন দিন তিনি ঐ সময়েও ভক্ষ্যলাভে সমর্থ হইতেন না; সুতরাং সেই সেই দিন তাঁহারে পরিবারবর্গের সহিত উপবাসী থাকিয়া পর দিন ষষ্ঠভাগে আহার করিতে হইত।

এই রূপে কিয়দ্দিন অতীত হইলে, তথায় দারুণ দুর্ভিক্ষ সমুপস্থিত হইল। ঐ সময় ঐ ব্রাহ্মণের কিছুমাত্র সঞ্চিত বস্তু ছিল না

এবং দেশীয় শস্যসমুদায়ও ক্রমে ক্রমে নিঃশেষিত হইয়া গেল। সুতরাং ব্রাহ্মণ প্রায় প্রতিদিনই ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হইয়া অতিকষ্টে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। তিনি বহুদিন উপবাসের পর একদা শুক্লপক্ষীয় মধ্যাহ্নসময়ে নিতান্ত ক্ষুধার্ত্ত ও ঘর্ম্মার্ত্ত হইয়া ভক্ষ্যদ্রব্য সঞ্চয়ার্থ নানাস্থান বিচরণ করিলেন; কিন্তু উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা কোথাও কিছুমাত্র লাভ করিতে পারিলেন না। সুতরাং ঐ সময়েও তাঁহারে পরিবারবর্গের সহিত অতি কষ্টে প্রাণধারণ করিতে হইল। পরিশেষে ক্রমে ক্রমে দিবসের ষষ্ঠভাগ অতীত হইলে, তিনি কোন ক্রমে এক প্রস্থ যব প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার পরিবারগণ তদ্দর্শনে মহা আহ্লাদিত হইয়া সেই যব দ্বারা সক্তু প্রস্তুত করিল।

অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পরিবারগণ জপ, আহ্নিক ও হোমক্রিয়া সম্পাদন পুর্ব্বক সেই সক্তু বিভাগ করিয়া ভক্ষণ করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় এক অতিথি ব্রাহ্মণ নিতান্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তাঁহাদিগের আবাসে সমুপস্থিত হইলেন। বিশুদ্ধচিত্ত শ্রদ্ধাসম্পন্ন জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পরিবারগণ সেই অতিথি ব্রাহ্মণকে দর্শন করিবামাত্র মহা আহ্লাদিত হইয়া তাঁহারে অভিবাদন পুর্ব্বক কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এবং তাঁহার নিকট আপনাদের গোত্র ও ব্রহ্মচর্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়া তাঁহারে কুটীরমধ্যে আনয়ন করিলেন। তখন সেই উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ সমাগত অতিথিরে পাদ্য, অর্ঘ্য ও আসনপ্রদান পুর্ব্বক বিনীত ভাবে কহিলেন, ভগবন্! আমি নিয়মানুসারে এই পবিত্র সক্তু লাভ করিয়াছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইহা গ্রহণ করুন।

ব্রাহ্মণ এই কথা বলিয়া অতিথিরে আপনার অংশ প্রদান করিলে, অতিথি অবিচারিতচিত্তে উহা ভক্ষণ করিলেন; কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহার কিছুমাত্র তৃপ্তিলাভ হইল না। উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ অতিথি ব্রাহ্মণকে অপরিতৃপ্ত দেখিয়া ব্যথিতচিত্তে কি রূপে তাঁহার তৃপ্তিসাধন করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার পত্নী তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি এই অতিথি ব্রাহ্মণকে আমার ভাগ প্রদান করুন। ইনি ইহা ভোজন করিলেই পরিতুষ্ট হইয়া গমন করিবেন, সন্দেহ নাই।

পতিপরায়ণা ব্রাহ্মণী এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণ সেই অস্থিচর্ম্মাবশিষ্টা বৃদ্ধা সহধর্ম্মিণীরে নিতান্ত পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত বিবেচনা করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! কীটপতঙ্গদিগেরও ভার্য্যার ভরণপোষণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব আমি কি রূপে তোমার আহারসামগ্রী গ্রহণ করিব। পত্নীর দয়াতেই পুরুষের শরীর রক্ষা হয়। ধর্ম্ম, অর্থ কাম, শুশ্রূষা, সন্তান ও পিতৃকার্য্যসমুদায়ই ভার্য্যার অধীন। যে ব্যক্তি ভার্য্যারে রক্ষা করিতে না পারে, তাহারে ইহলোকে অযশ ও পরলোকে ঘোরতর নরক ভোগ করিতে হয়, সন্দেহ নাই।

মহাত্মা ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণী তাঁহারে সম্বোধন পুর্ব্বক কহিলেন, নাথ! আমাদিগের উভয়েরই ধর্ম্ম ও অর্থ একরূপ। অতএব আপনি প্রসন্ন হইয়া এই সক্তু গ্রহণ পুর্ব্বক অতিথিরে প্রদান করুন। স্ত্রীজাতীর সত্য, রতি, ধর্ম্ম, স্বর্গ ও অন্যান্য অভিলষিত বিষয় সকলই পতির আয়ত্ত। পতিই স্ত্রীগণের পরম দেবতা। আপনি আমার রক্ষানিবন্ধন পতি, ভরণনিবন্ধন ভর্ত্তা ও পুত্রপ্রদাননিবন্ধন বরদ বলিয়া গণনীয় হইয়াছেন। অতএব আমার এই সক্তু অতিথি ব্রাহ্মণকে প্রদান পুর্ব্বক আমারে অনুগ্রহীত করা আপনার অবশ্য

কর্ত্তব্য। যখন আপনি স্বয়ং জরাগ্রস্ত, দুর্ব্বল ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়াও স্বীয় ভাগ অতিথিরে প্রদান করিয়াছেন, তখন আমার ভাগ প্রদান করিবার বাধা কি? মনস্বিনী ব্রাহ্মণী এই রূপে নির্ব্বন্ধাতিশয়সহকারে আপনার অংশ অতিথিরে প্রদান করিতে অনুরোধ করিলে, ব্রাহ্মণ পুলকিতচিত্তে সেই সক্তু গ্রহণ পুর্ব্বক অতিথি ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি এই সক্তুগুলিও ভোজন করুন। তখন অতিথি ব্রাহ্মণের বাক্যানুসারে তৎক্ষণাৎ সেই সক্তু গ্রহণপুর্ব্বক ভোজন করিলেন; কিন্তু তাহাতেও তাঁহার তৃপ্তিলাভ হইল না। উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ তদ্দর্শনে পুনরায় নিতান্ত চিন্তাযুক্ত হইলেন।

তখন তাঁহার পুত্র তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পিতঃ! আপনি আমার এই সক্তুগুলি গ্রহণ করিয়া অতিথিরে প্রদান করুন। আমার মতে অতিথিরে এই সক্তু প্রদান পুর্ব্বক আপনার প্রীতিসাধন করা অপেক্ষা পুণ্য কর্ম্ম আর কিছুই নাই। সর্ব্বদা যথোচিত যত্নসহকারে আপনারে রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। সাধু ব্যক্তিরা সর্ব্বদা বৃদ্ধ পিতার সেবা করিতে বাসনা করিয়া থাকেন। বৃদ্ধদশায় পিতারে পালন করা যে পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা ত্রিলোকমধ্যে চিরকাল প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। আপনি এই সক্তু দ্বারা অতিথির তৃপ্তিসাধন পুর্ব্বক সন্তুষ্ট হইয়া জীবিত থাকিলে, অনেক তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন। প্রাণরক্ষা করা অপেক্ষা দেহিগণের পরম ধর্ম্ম আর কিছুই নাই।

মহানুভব ব্রাহ্মণতনয় এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণ তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! যদি তোমার সহস্র বর্ষ বয়ঃক্রম হয়, তথাপি তোমারে আমার বালকের ন্যায় জ্ঞান হইবে। পিতা পুত্রোৎপাদন করিয়া পুত্র হইতে অশেষ শ্রেয়োলাভ করিয়া থাকেন। বালকের ক্ষুধা অতিশয় বলবান্। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, সুতরাং আমার পক্ষে অনাহারে প্রাণধারণ করা তাদৃশ কঠিন নহে। তুমি বালক, অতএব তোমার এই সক্তুগুলি অতিথিরে দান না করিয়া ভোজন করাই আবশ্যক। আমার বৃদ্ধদশা উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া, আমারে ক্ষুধায় তোমার ন্যায় ক্লেশভোগ করিতে হয় না এবং আমি দীর্ঘকাল তপোনুষ্ঠান করিয়াছি বলিয়া, মৃত্যুভয়েও নিতান্ত ভীত নহি।

তখন ব্রাহ্মণকুমার পিতার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে সম্বোধন পুর্ব্বক কহিলেন, পিতঃ! আমি আপনার পুত্র। আপনারে রক্ষা করা আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমি আপনার আত্মাস্বরূপ; সুতরাং আমা দ্বারা আত্মরক্ষা করিলে, আপনার আত্মা দ্বারাই আত্মরক্ষা করা হইবে। অতএব আপনি অচিরাৎ এই সক্তু লইয়া অতিথিরে প্রদান পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করুন।

ব্রাহ্মণকুমার এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি আমার ন্যায় রূপবান্, সচ্চরিত্র ও জিতেন্দ্রিয়। আমি অনেক বার তোমার সৎকার্য্যের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে আমি তোমার বাক্যানুসারে তোমার সক্তু গ্রহণ করিয়া অতিথিরে প্রদান করিতেছি। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ সেই পুত্রের ভাগ গ্রহণ পুর্ব্বক অম্লানবদনে অতিথি ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন। অতিথি ব্রাহ্মণ সেই সক্তুগুলি প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ ভোজন করিলেন; কিন্তু তাহাতেও তাঁহার সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ হইল না। উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ তদ্দর্শনে নিতান্ত লজ্জিত হইয়া যাহার পর নাই চিন্তাকুল হইলেন।

তখন তাঁহার পবিত্রস্বভাবা পুত্রবধূ মহা আহ্লাদিতচিত্তে স্বীয় সক্তু ভাগ গ্রহণ

পুর্ব্বক শ্বশুরের হিতসাধনার্থ তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি এই সক্তুগুলি গ্রহণ করিয়া অতিথি ব্রাহ্মণকে প্রদান করুন। তাহা হইলেই ঐ ব্রাহ্মণের সন্তোষনিবন্ধন আপনার পুত্র হইতে আমার গর্ভে সন্তানোৎপত্তি ও আপনার প্রসাদে আমার অক্ষয় লোক লাভ হইবে। আমার গর্ভে আপনার পৌত্র উৎপন্ন হইলে, সেই পৌত্রপ্রভাবে আপনি পবিত্র লোকে গমন করিতে পারিবেন। শাস্ত্রে ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গ ও দাক্ষিণাত্যাদি ত্রিবিধ অগ্নির ন্যায় ত্রিবিধ স্বর্গ নির্দ্দিষ্ট আছে। ঐ ত্রিবিধ স্বর্গ পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রপ্রভাবেই লব্ধ হইয়া থাকে। পুত্র দ্বারা পিতৃগণ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়, আর পৌত্র ও প্রপৌত্র দ্বারা সাধুনিষেবিত লোকসমুদায় লাভ হইয়া থাকে।

সুশীলা পুত্রবধূ এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণ তাঁহারে সম্বোধন পুর্ব্বক কহিলেন, বৎসে! তুমি বায়ু ও রৌদ্রসেবনে নিতান্ত বিশীর্ণাঙ্গী ও বিবর্ণা এবং ক্ষুধায় একান্ত কাতরা হইয়াছ। এ সময়ে আমি কি রূপে তোমার সক্তুগ্রহণ করিয়া ধর্ম্মপথ অতিক্রম করিব। অতএব আমারে সক্তু গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা তোমার উচিত নহে। তুমি তপস্যায় অনুরক্তা ও ব্রতচারিণী হইয়া প্রতিদিন দিবসের ষষ্টভাগে ভোজন করিয়া থাক। আজি আমি তোমারে অনাহারে কাল হরণ করিতে দেখিয়া কি রূপে প্রাণ ধারণ করিব। বিশেষত তুমি বালিকা; ক্ষুধার উদ্বেগ হওয়াতে তোমার অতিশয় কষ্ট হইতেছে। অতএব এক্ষণে তোমারে রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে, তাঁহার পুত্রবধূ তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমার গুরুর গুরু ও দেবতার দেবতা। এই নিমিত্তই আমি সক্তু প্রদান করিয়া আপনার হিতসাধনচেষ্টা করিতেছি। গুরুশুশ্রূষা করিলে, দেহ, প্রাণ ও ধর্ম্ম সমুদায়ই রক্ষিত হইয়া থাকে। আপনি প্রসন্ন হইলেই আমার উৎকৃষ্ট লোকসমুদায় লাভ হইবে। এক্ষণে আপনি আমারে আপনার প্রতি একান্ত ভক্তিমতী ও আপনার রক্ষণীয়া বিবেচনা করিয়া এই সক্তুগুলি গ্রহণ পুর্ব্বক অতিথিরে প্রদান করুন।

পুত্রবধূ এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণ তাঁহার ভক্তিসূচক বাক্যশ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া, তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎসে! তোমার তুল্য সুশীলা ও ধর্ম্মনিরতা রমণী প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। তুমি গুরুশুশ্রূষায় একান্ত নিরত। অতএব আমি তোমারে বঞ্চনা না করিয়া তোমার সক্তু গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে প্রদান করিতেছি। এই বলিয়া, তিনি সেই সক্তু গ্রহণ পুর্ব্বক অতিথি ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন।

তখন সেই অতিথি ব্রাহ্মণ উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের সেই অলোকসামান্য কার্য্যদর্শনে যাহার পর নাই পরিতুষ্ট হইয়া প্রীতমনে তাঁহারে সম্বোধন পুর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে ধার্ম্মিকবর! আমি তোমার ন্যায়োপার্জ্জিত পবিত্র দান দ্বারা তোমার প্রতি সাতিশয় প্রীত হইয়াছি। স্বর্গনিবাসী দেবগণও তোমার এই দানের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছেন। ঐ দেখ, আকাশ হইতে ভূতলে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতেছে। দেবতা, ঋষি ও গন্ধর্ব্বগণ তোমারে স্তব করিতেছেন। দেবদূতগণ তোমার দানদর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন এবং ব্রহ্মলোকনিবাসী ব্রহ্মর্ষিগণ বিমানে অবস্থিত হইয়া, তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে বাসনা করিতেছেন। তুমি বহুযুগ ব্রহ্মচর্য্য, দান, যজ্ঞ, তপস্যা ও বিশুদ্ধ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া পিতৃগণের উদ্ধারসাধন করিয়াছ। দেবগণ তোমার

তপস্যা ও দানপ্রভাবে তোমার প্রতি যাহার পর নাই প্রীত হইয়াছেন। অতএব এক্ষণে তুমি পরম সুখে স্বর্গে গমন কর। তুমি এই কষ্টের সময়ে বিশুদ্ধচিত্তে আমারে সক্তু সমুদায় প্রদান করিয়া অতি দুর্লভ স্বর্গলোক জয় করিয়াছ। ক্ষুধা দ্বারা মনুষ্যের জ্ঞান, ধৈর্য্য ও ধর্ম্মবুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া যায়। অতএব যে ব্যক্তি বুভুক্ষারে জয় করিতে পারেন, তিনিই স্বর্গ জয় করিতে সমর্থ হন। যে ব্যক্তির দানে শ্রদ্ধা থাকে, তাহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি কখনই অবসন্ন হয় না। তুমি পুত্রকলত্রের স্নেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া প্রফুল্লচিত্তে আমারে সক্তু প্রদান করিয়াছ। ঐ দান দ্বারা তোমার বিপুল পুণ্য লাভ হইয়াছে। মনুষ্য ধর্ম্মানুসারে দ্রব্য উপার্জ্জন করিয়া শ্রদ্ধাসংকারে উপযুক্ত সময়ে সৎপাত্রে উহা দান করিলে, মহাফল লাভ করিতে পারে। শ্রদ্ধা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। স্বর্গদ্বার অতি দুর্গম স্থান। লোভ ঐ দ্বারের অর্গলস্বরূপ। মোহান্ধ ব্যক্তিরা উহাতে গমন করিবার কথা দূরে থাকুক, উহা দর্শন করিতেও সমর্থ হয় না। তপোনুষ্ঠাননিরত জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণগণ যথাশক্তি দান করিয়া অনায়াসে উহা দর্শন ও উহাতে গমন করিতে পারেন। যাহার সহস্র সুবর্ণ সঞ্চিত থাকে, সে শত সুবর্ণ প্রদান করিয়া যে ফল লাভ করে; যাহার শত সুবর্ণ সঞ্চিত থাকে, সে দশ সুবর্ণ প্রদান করিয়াই সেই ফল লাভ করিতে পারে। আর যাহার কিছুমাত্র ধন সঞ্চিত নাই, সে উপযুক্ত পাত্রে এক অঞ্জলি জল দান করিলেও উহাদের তুল্য ফল লাভে সমর্থ হয়। পূর্ব্বে মহারাজ রন্তিদেব নিতান্ত নির্দ্ধন হইয়া বিশুদ্ধচিত্তে জল দান করিয়াছিলেন বলিয়া সেই পুণ্যবলে তাঁহার স্বর্গলাভ হইয়াছে। অতএব ন্যায়লব্ধ শ্রদ্ধাপূত অল্পমাত্র বস্তু দান করিয়া ধর্ম্মের যেরূপ প্রীতিসাধন করা যায়, অন্যায়লব্ধ মহামূল্য প্রভূত বস্তু দান করিয়াও তাঁহার তদনুরূপ প্রীতিসাধন করা যায় না। মহারাজ নৃগ ব্রাহ্মণদিগকে অসংখ্য গোদান করিয়া প্রভূত পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন; কিন্তু একটী পরকীয় গো দান করাতে তাঁহারে নরকভোগ করিতে হইয়াছে। মহারাজ শিবি আত্মমাংস প্রদান করিয়া পবিত্র লোকে গমন পূর্ব্বক স্বর্গসুখ অনুভব করিতেছেন। মনুষ্য কেবল ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে পুণ্যলাভ করিতে পারে না। সাধু ব্যক্তিরা ন্যায়োপার্জ্জিত বস্তু দ্বারা যেরূপ ফল লাভ করিতে পারেন, ভূপতিগণ বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও তদনুরূপ ফললাভে সমর্থ হন না। মনুষ্য ক্রোধপ্রভাবে দানফলে বঞ্চিত ও লোভপ্রভাবে স্বর্গলাভে অসমর্থ হইয়া থাকে। ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি উপযুক্ত কালে সৎপাত্রে দান করিয়া অনায়াসে স্বর্গলাভে সমর্থ হন। তুমি এই সক্তু দান করিয়া যেরূপ ফল লাভ করিলে, বহুদক্ষিণ বিবিধ রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও সেরূপ ফল লাভ হয় না। তুমি এই সক্তুপ্রস্থ দান করিয়া অক্ষয় ব্রহ্মলোক জয় করিয়াছ। অতএব এক্ষণে তোমার ও তোমার পরিবারবর্গের নিমিত্ত দিব্য যান সমুপস্থিত হইয়াছে; অতএব তুমি সপরিবারে উহাতে আরোহণ করিয়া ব্রহ্মলোকে প্রস্থান কর। আমি ধর্ম্ম; ব্রাহ্মণবেশে এই স্থানে আগমন পূর্ব্বক তোমার পরীক্ষা করিলাম। তুমি স্বীয় পুণ্যবলে আপনার ও পরিবারবর্গের উদ্ধারসাধন করিলে। তোমার কীর্ত্তি ইহলোকে চিরস্থায়িনী হইবে। এক্ষণে তুমি ভার্য্যা, পুত্র ও পুত্রবধূর সহিত স্বর্গারোহণ কর।

অতিথিরূপী ধর্ম্ম এই কথা কহিলে, সেই উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ ভার্য্যা, পুত্র ও পুত্রবধূর সহিত দিব্য যানে আরোহণ পূর্ব্বক স্বর্গা-

রোহণ করিলেন। আমি সেই ব্রাহ্মণের গৃহমধ্যে বাস করিতাম। তিনি স্বর্গারোহণ করিলে, আমি বিবর হইতে বিনির্গত হইয়া সেই অতিথির ভুক্তাবশিষ্ট সলিলসিক্ত সক্তুর উপর বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলাম। তখন সেই উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের তপস্যা, তদ্দত্ত সক্তুর আঘ্রাণ ও তাঁহার আশ্রমে আকাশ হইতে নিপতিত দিব্য পুষ্পসমুদায়ের গন্ধ প্রভাবে আমার মস্তক ও অর্দ্ধশরীর সুবর্ণময় হইল। আমি তদ্দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া অবশিষ্ট অঙ্গ সুবর্ণময় করিবার প্রত্যাশায় তদবধি বারংবার বিবিধ তপোবন ও যজ্ঞস্থলে বিচরণ করিতেছি, কিন্তু কুত্রাপি আমার অভীষ্টসিদ্ধ হইল না। এক্ষণে কুরুরাজ যুধিষ্ঠিরের এই সুসমৃদ্ধ যজ্ঞবৃত্তান্তশ্রবণে নিতান্ত আশ্বাসযুক্ত হইয়া এই স্থানে সমুপস্থিত হইয়াছি; কিন্তু এখানেও অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিলাম না। এই নিমিত্ত আমি হাস্য করিয়া আপনাদিগের নিকট কহিয়াছি, যে এই মহাযজ্ঞ সেই মহাত্মা উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের একপ্রস্থ সক্তুদানেরও তুল্য নহে। নকুল সেই যজ্ঞভূমিস্থ ব্রাহ্মণগণকে এই কথা কহিয়া যথাস্থানে গমন করিল। তখন ব্রাহ্মণগণও স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞাবসানে এই যজ্ঞ স্থলে যে আশ্চর্য্য ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, এই আমি আপনার নিকট তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। অতএব যজ্ঞই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া গর্ব্ব করা আপনার কদাপি কর্ত্তব্য নহে। অসংখ্য মহর্ষি যজ্ঞানুষ্ঠান না করিয়া কেবল তপস্যা প্রভাবেই স্বর্গে গমন করিয়াছেন। সর্ব্বভূতে অহিংসা, সন্তোষ, সুশীলতা, সরলব্যবহার, তপস্যা, ইন্দ্রিয়পরাজয় ও সত্য এই সমুদায়ের মধ্যে কোনটীই যজ্ঞ অপেক্ষা ন্যূন নহে।

একনবতিতম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! ভূপতিগণ যজ্ঞানুষ্ঠান, মহর্ষিগণ তপোনুষ্ঠান ও অন্যান্য বিশুদ্ধবুদ্ধি ব্রাহ্মণগণ শান্তিগুণ অবলম্বন করিয়া উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং আমার মতে যজ্ঞানুষ্ঠান দানাদি সমুদায় কার্য্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পূর্ব্বকালে অনেকানেক ভূপতি বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ইহলোকে কীর্ত্তি সংস্থাপন পূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। দেবরাজ ইন্দ্র অসংখ্য বহুদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াই সমুদায় দেবরাজ্যের অধিপতি হইয়াছেন। অতএব ইন্দ্রতুল্য প্রভাবশালী মহারাজ যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুনসমভিব্যাহারে সুসমৃদ্ধ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, নকুল সেই যজ্ঞের নিন্দা করিল কেন? আপনি তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যজ্ঞের বিধি ও যজ্ঞফলের বিষয় আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে দেবরাজ ইন্দ্র মহা সমারোহে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞ আরম্ভ হইলে, ঋত্বিক্‌গণ স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। গুণসমান্বিত হোতারা হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবগণ আহুত হইতে লাগিলেন এবং অধ্বর্য্যুগণ উৎকৃষ্ট স্বরে যজুর্ব্বেদপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর পশুবধের সময় সমুপস্থিত হইলে, মহর্ষিগণ পশুদিগকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে ইন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবরাজ! এরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান কখনই মঙ্গলকর নহে। পরম ধর্ম্মলাভ করিতে বাসনা করিয়া এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াতে আপনার অনভিজ্ঞতা প্রকাশ

হইতেছে। যজ্ঞে পশুহত্যা করা শাস্ত্রসম্মত নহে। এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে আপনারে নিশ্চয়ই ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হইবে। ইহা দ্বারা কখনই আপনার ধর্ম্মলাভ হইবে না। হিংসারে কখনই ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। অতএব যদি আপনি ধর্ম্মলাভ করিতে বাসনা করেন, তাহা হইলে শাস্ত্রানুসারে ত্রৈবার্ষিক বীজ দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করুন। ঐ রূপে যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে পরম ধর্ম্ম ও মহৎ ফল লাভ করা যায়।

তত্ত্বদর্শী মহর্ষিগণ এই কথা কহিলে, মহাত্মা শতক্রতু মোহবশত তাঁহাদিগের বাক্যে শ্রদ্ধা করিলেন না। তখন তাপসগণ কেহ কেহ স্থাবর পদার্থ দ্বারা ও কেহ কেহ জঙ্গম পদার্থ দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য বলিয়া ঘোরতর বাদানুবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলেই বিবাদভঞ্জনের নিমিত্ত দেবরাজের সহিত চেদিরাজ বসুর নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! শাস্ত্রে যজ্ঞানুষ্ঠানের কিরূপ বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করুন। আমরা কেহ কেহ পশু দ্বারা এবং কেহ কেহ বীজ ও ঘৃত দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য বলিয়া পরস্পর বিবাদ করিয়া আপনার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি।

মহর্ষিগণ এই কথা কহিলে, চেদিরাজ বসু তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে বিপ্রগণ! যখন যে বস্তু উপস্থিত হইবে, তখন তদ্দ্বারাই যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। চেদিরাজ বসু এইরূপ মিথ্যা বাক্য কীর্ত্তন করাতে, তাঁহারে অচিরাৎ রসাতলে গমন করিতে হইল। অতএব সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা ভিন্ন আর কোন ব্যক্তি যেন বস্তুদর্শী হইয়াও সহসা সংশয়াত্মক কার্য্যের মীমাংসা না করে। যে ব্যক্তি পাপানুষ্ঠাননিরত ও অশুদ্ধচিত্ত হইয়া অনাস্থা পূর্ব্বক বিবিধ বস্তু দান করে, তাহার সমুদায় দানফল বিনষ্ট হইয়া যায়। অধার্ম্মিক হিংসাপরায়ণ দুরাত্মারা দান করিয়া কখনই ইহলোক ও পরলোকে কীর্ত্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি অধর্ম্মানুসারে দ্রব্যসমুদায় উপার্জ্জন পূর্ব্বক ধর্ম্মলাভে সন্দিহান হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করে, তাহারে অবশ্যই ধর্ম্মফলে বঞ্চিত হইতে হয়। কপটধার্ম্মিক পাপপরায়ণ নরাধমেরা কেবল লোকের বিশ্বাসের নিমিত্ত ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া থাকে। যে ব্রাহ্মণ যথেচ্ছাচারী ও মোহসমন্বিত হইয়া পাপকার্য্য দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করেন, তাঁহারে নিঃসন্দেহ নিরয়গামী হইতে হয়। দুরাত্মারা লোভমোহের বশবর্ত্তী হইয়া অর্থসঞ্চয়ের নিমিত্ত পাপাচরণ পূর্ব্বক প্রাণিগণকে উদ্বেজিত করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি মোহাক্রান্ত হইয়া অধর্ম্মানুসারে অর্থলাভ পূর্ব্বক দান বা যজ্ঞানুষ্ঠান করে, সে পরলোকে কখনই তাহার ফলভোগ করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু মহাত্মা মহর্ষিগণ সাধ্যানুসারে উঞ্ছবৃত্তিলব্ধ ফল, মূল, শাক ও জল দান করিয়াই অনায়াসে স্বর্গারোহণ করিতে সমর্থ হন। পণ্ডিতেরা এইরূপ দানকে সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। মহাযোগ, দয়া, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, ধৈর্য্য ও ক্ষমা এ সমুদায়ই সনাতন ধর্ম্মের মূল। পূর্ব্বে অসংখ্য মহর্ষি এবং বিশ্বামিত্র, অসিত, জনক, কক্ষসেন, আর্ষ্টিসেন ও সিন্ধুদ্বীপ প্রভৃতি ভূপালগণ ন্যায়লব্ধ বস্তু সমুদায় দান ও সত্য ব্যবহার করিয়া পরম গতি লাভ করিয়াছেন। ফলত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণেই তপস্যায় অনুরক্ত হইয়া বিশুদ্ধচিত্তে ন্যায়লব্ধ বস্তু প্রদান করিলে, অনায়াসে স্বর্গলাভে সমর্থ হইতে পারেন, সন্দেহ নাই।

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! আপনার মুখে উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের বহুপরিশ্রমলব্ধ সক্তুদান দ্বারা স্বর্গলাভবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আমার বোধ হইতেছে যে, ধর্ম্মোপার্জ্জিত ধনদানই উৎকৃষ্ট স্বর্গলাভের হেতু। এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, যজ্ঞানুষ্ঠান অল্পধনসাধ্য নহে। অতএব কেবল ধর্ম্মলব্ধ ধন দ্বারাই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা কি রূপে সম্ভবপর হইতে পারে?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! প্রভূত অর্থ সঞ্চয় না থাকিলেই যে যজ্ঞানুষ্ঠান করা যায় না, ইহা কেবল ভ্রমমাত্র। এক্ষণে আমি মহর্ষি অগস্ত্যের মহাযজ্ঞবিষয়ক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, ঐ ইতিহাস শ্রবণ করিলেই তোমার ঐ ভ্রম দূর হইবে। পূর্ব্বে মহর্ষি অগস্ত্য সমুদায় জীবের মঙ্গলসাধনে তৎপর হইয়া এক দ্বাদশবার্ষিক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে অগ্নিতুল্য তেজস্বী মূলাহারী, ফলাহারী, অশ্মকুট্ট, মরীচিপ, পরিঘৃষ্টিক, বৈদ্যাসিক ও অপ্রক্ষাল প্রভৃতি বিবিধ মহর্ষিগণ হোতৃত্বে বৃত হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন বহুতর সন্ন্যাসী ও যতিগণ তথায় উপস্থিত ছিলেন। উহাঁরা সকলেই দমগুণসম্পন্ন হিংসাদম্ভবিবর্জ্জিত, ধর্ম্মদর্শী ও জিতেন্দ্রিয়। ঐ সকল মহাত্মারা ইন্দ্রিয়সংযমপূর্ব্বক শুদ্ধাচারনিরত হইয়া পরম যত্নসহকারে যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ভগবান্ অগস্ত্যও স্বীয় সাধ্যানুসারে সেই যজ্ঞের উপযুক্ত অন্ন আহরণ করিয়াছিলেন। এই রূপে মহর্ষি অগস্ত্যের সেই মহাযজ্ঞ আরম্ভ হইলে, দৈবদুর্ব্বিপাকবশত ঐ সময় বিষম অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইল। দেবরাজ ইন্দ্র বিন্দুমাত্র বারিবর্ষণ করিলেন না। তখন একদা তাঁহার ঋত্বিক্‌গণ আপনাদিগের কার্য্য সমাধান পূর্ব্বক পরস্পর এই কথোপকথন করিতে লাগিলেন যে, মহর্ষি অগস্ত্য মাৎসর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক যজ্ঞে অন্নদান করিতেছেন, কিন্তু দেবরাজ অদ্যাপি বারিবর্ষণ করিলেন না। তবে কি রূপে অন্ন উৎপন্ন হইবে। বিশেষত এই যজ্ঞ দ্বাদশবর্ষব্যাপী। ইহা সমাপ্ত হইবার এখনও অধিক দিন বিলম্ব আছে। বোধ হয়, দেবরাজ এই যজ্ঞ সমাপ্ত না হইলে, বারিবর্ষণ করিবেন না। অতএব এক্ষণে মহাতপা মহর্ষি অগস্ত্যের প্রতি অনুগ্রহ করা সকলেরই আবশ্যক।

মহর্ষিগণ এই কথা কহিবামাত্র প্রতাপশালী মহর্ষি অগস্ত্য অতি বিনীতভাবে তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে তপোধনগণ! যদি ইন্দ্রদেব নিতান্তই দ্বাদশবর্ষ বারিবর্ষণ না করেন, তাহা হইলে আমি সঙ্কল্প দ্বারা দেবতা ও ঋষিগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া চিন্তাযজ্ঞের, আহৃত দ্রব্যসমুদায় ব্যয় করিবার পরিবর্ত্তে ঐ সমুদায় স্পর্শ করিয়া স্পর্শযজ্ঞের কিম্বা ব্যায়ামসাধ্য অন্যবিধ কঠোর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব। এক্ষণে আমি বহুবৎসরাবধি এই বীজযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি। অতএব ঐ বীজ দ্বারাই নির্ব্বিঘ্নে এই যজ্ঞ সম্পাদন করিব। দেবরাজ বারিবর্ষণ করুন বা না করুন, কখনই আমার যজ্ঞের ব্যাঘাত করিতে পারিবেন না। যদি দেবরাজ আমার অভ্যর্থনানুসারে বারিবর্ষণ না করেন, তাহা হইলে আমি স্বয়ং ইন্দ্র হইয়া প্রজাগণকে জীবন প্রদান করিব। যে যাহা আহার করিয়া থাকে, সে তাহাই আহার করিবে। এক্ষণে এই ত্রিলোকমধ্যে যে সমুদায় সুবর্ণ ও অন্যান্য ধন বিদ্যমান আছে, তৎসমুদায় অচিরাৎ এই স্থানে সমুপস্থিত হউক এবং স্বয়ং ধর্ম্ম, স্বর্গ ও অপ্সরা, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব ও অন্যান্য স্বর্গবাসিগণ সকলেই

এইয জ্ঞস্থলে আগমন করুন। মহর্ষি অগস্ত্য এই কথা কহিবামাত্র সেই যজ্ঞ ভূমিতে প্রভূত ধন ও ধর্ম্মাদি দেবগণের সমাগম হইল।

তখন ঋষিগণ মহর্ষি অগস্ত্যের তপোবল দর্শনে যুগপৎ হৃষ্ট ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পুর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! আপনার প্রভাবদর্শনে আমরা পরম পরিতুষ্ট হইলাম। এক্ষণে আমরা আপনার সঞ্চিত তপোবল বিনাশ করিতে বাসনা করি না। যথার্থ ন্যায়পথে যে সমুদায় যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, আমরা সেই সমুদায় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব। স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ন্যায়পথে জীবিকা উপার্জ্জন পূর্ব্বক যজ্ঞ, হোম ও অন্যান্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করাই আমাদের অভিপ্রেত। আমাদের মতে ন্যায়ানুসারে ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থান পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করাই শ্রেয়। আমরাও ন্যায়ানুসারে যথাকালে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছি এবং ন্যায়ানুসারেই তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবার বাসনা করিতেছি। হিংসাপরিশূন্য বুদ্ধিই আপনার মতে প্রশংসনীয়। অতএব আপনি যজ্ঞস্থলে অহিংসাসহকারে কার্য্যানুষ্ঠান করিলেই আমরা আপনার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইব। আপনার এই যজ্ঞ সমাপ্ত না হইলে, আমরা কখনই এস্থান হইতে গমন করিব না। এই যজ্ঞ সমাপ্তির পর আপনি আমাদিগকে অনুমতি করিলেই আমরা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিব।

তপোধনগণ এই কথা কহিলে, দেবরাজ ইন্দ্র অগস্ত্যের তপোবলদর্শনে চমৎকৃত হইয়া অচিরাৎ বারিবর্ষণ পূর্ব্বক বৃহস্পতিরে অগ্রে লইয়া সেই মহর্ষির নিকট আগমন করিয়া তাঁহারে প্রসন্ন করিলেন। ঐ দিবস অবধি অগস্ত্যের যজ্ঞ সমাপ্তিপর্য্যন্ত যথাসময়ে ভূমণ্ডলে বারিবর্ষণ হইয়াছিল। অনন্তর সেই যজ্ঞ সমাপন হইলে মহর্ষি অগস্ত্য পরম পরিতুষ্ট হইয়া মুনিগণকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া বিদায় করিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! ধর্ম্মরাজের অশ্বমেধাবসানে যে সুবর্ণশিরা নকুল যজ্ঞভূমিতে সমুপস্থিত হইয়া মনুষ্য বাক্যে ব্রাহ্মণদিগের নিকট যজ্ঞের নিন্দা করিয়াছিল, সে কে? উহার বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে, অতএব আপনি উহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে আপনি সেই নকুলের বিষয় আমার নিকট জিজ্ঞাসা করেন নাই। এই নিমিত্ত আমিও উহা কীর্ত্তন করি নাই। এক্ষণে ঐ নকুল কে এবং কি নিমিত্ত মনুষ্যের ন্যায় উহার বাক্য স্ফূর্ত্তি হইত, তাহা আপনার নিকট সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে মহাত্মা জমদগ্নি শ্রাদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া স্বয়ং হোমধেনু দোহন পূর্ব্বক তাহার দুগ্ধ এক পবিত্র নূতন ভাণ্ডে রাখিয়াছিলেন। ঐ সময় ধর্ম্ম তাঁহারে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত ক্রোধরূপী হইয়া সেই দুগ্ধভাণ্ডে প্রবেশ পূর্ব্বক মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি এই মহর্ষির অনিষ্টাচরণ করিলে ইনি আমার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করেন, ইহা আমারে জ্ঞাত হইতে হইবে। তিনি মনে মনে এইরূপ অনুধ্যান পূর্ব্বক সেই দুগ্ধ পান করিয়া নিঃশেষিত করিলেন। কিন্তু মহর্ষি জমদগ্নি তাঁহারে ক্রোধ বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন না। তখন সেই ক্রোধরূপী ধর্ম্ম ব্রাহ্মণীর রূপ ধারণ করিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষে! যখন আজি আপনি আমারে পরাজিত করিলেন, তখন আমি নিশ্চয় বুঝিলাম যে, লোকে ভৃগুবংশীয়দিগকে যে অতিশয় ক্রোধশীল বলিয়া

কীর্ত্তন করিয়া থাকে, তাহা নিতান্ত নিরর্থক। আপনার তুল্য তপস্যানিরত ও ক্ষমাশীল আর কেহই নাই। এক্ষণে আমি আপনার একান্ত বশীভূত হইলাম। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনার তপস্যার বিষয় চিন্তা করিয়া আমার অত্যন্ত ভয় হইতেছে।

তখন মহাত্মা জমদগ্নি তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে ক্রোধ! তুমি আমারে পরীক্ষা করিলে, এক্ষণে যথাস্থানে প্রস্থান কর। তুমি আমার কিছুমাত্র অপকার কর নাই। আমিও তোমার প্রতি কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ হই নাই। আমি পিতৃগণের উদ্দেশে এই দুগ্ধ সঞ্চয় করিয়াছিলাম; অতএব তুমি শীঘ্র গমন করিয়া তাঁহাদিগকে প্রসন্ন কর। জমদগ্নি এই কথা কহিবামাত্র ক্রোধরূপী ধর্ম্ম নিতান্ত ভীত হইয়া তথায় অন্তর্হিত ও অচিরাৎ পিতৃগণের শাপপ্রভাবে নকুলত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তৎপরে তিনি শাপ হইতে উদ্ধার হইবার বাসনায় পিতৃগণকে প্রসন্ন করিলে, তাঁহারা কহিলেন, তুমি ধর্ম্মের নিন্দা কর, তাহা হইলেই শাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। পিতৃগণ এই কথা কহিবামাত্র সেই নকুল ধর্ম্মারণ্য ও অন্যান্য যজ্ঞীয় প্রদেশসমুদায়ে গমন পূর্ব্বক যজ্ঞাদি কার্য্যের নিন্দা করিতে লাগিল। পরিশেষে সে যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞস্থলে সমুপস্থিত হইয়া "এ যজ্ঞ উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের সক্তুদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে" বলিয়া যুধিষ্ঠিরকে নিন্দা করিয়াছিল। ধর্ম্মরাজ সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ। সুতরাং তাঁহারে নিন্দা করিবামাত্র উহার শাপ হইতে মুক্তিলাভ হইয়াছে।

অনুগীতাপর্ব্ব সমাপ্ত।

আশ্বমেধিক পর্ব্ব সম্পূর্ণ।

মহাভারত।

আশ্রমবাসিক পর্ব্ব।

আশ্রমবাস পর্ব্বাধ্যায়।

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীরে প্রণাম করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমার পূর্ব্বপিতামহ মহাত্মা পাণ্ডুনন্দনগণ রাজ্যলাভ করিয়া কত দিন উহা ভোগ করিয়াছিলেন? তাঁহারা রাজা ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেন এবং যশস্বিনী গান্ধারী ও পুত্রহীন অমাত্যহীন আশ্রয়বিহীন রাজা ধৃতরাষ্ট্রই বা কি রূপে কালযাপন করিয়াছিলেন? তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! শত্রুসমুদায় নিহত হইবার পর মহাত্মা পাণ্ডবগণ রাজ্যলাভ করিয়া ষট্‌ত্রিংশৎ বৎসর উহা উপভোগ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে পঞ্চদশ বৎসর ধৃতরাষ্ট্রের মতানুসারে তাঁহাদের রাজ্য প্রতিপালিত হয়। ঐ সময় বিদুর, সঞ্জয় ও বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসু ইহাঁরা সর্ব্বদা অন্ধরাজের সমীপে সমুপস্থিত থাকিতেন। ভীমসেন প্রভৃতি বীরগণ যুধিষ্ঠিরের বশবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বদা ধৃতরাষ্ট্রের উপাসনা ও চরণবন্দনা করিতেন। ভোজনন্দিনী কুন্তী প্রতিনিয়ত গুরুপত্নীর ন্যায় গান্ধারীর বশবর্ত্তিনী হইয়া থাকিতেন। দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও অন্যান্য পাণ্ডবপত্নীগণ স্বীয় শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের ন্যায় গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন করিতেন। রাজা যুধিষ্ঠির প্রতিনিয়ত মহার্হ শয্যা, পরিধেয় বস্ত্র, আভরণ ও রাজোচিত বিবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য দ্রব্যসমুদায় ধৃতরাষ্ট্রকে অর্পণ করিতেন। দ্রোণাচার্য্যের প্রিয় শ্যালক মহাধনুর্দ্ধর কৃপাচার্য্য ও ভগবান্ বেদব্যাস সতত অন্ধরাজের নিকট সমুপস্থিত থাকিতেন। বেদব্যাসের সহিত তাঁহার সর্ব্বদা দেবতা, ঋষি, পিতৃলোক ও রাক্ষসবিষয়ক নানাবিধ কথোপকথন হইত। মহামতি বিদুর তাঁহার আদেশানুসারে ধর্ম্ম ও ব্যবহারবিষয়ক কার্য্যসমুদায় সন্দর্শন করিতেন। মহাত্মা বিদুরের সুনীতিপ্রভাবে অতি সামান্য অর্থব্যয়ে সামন্ত নরপতিদিগের নিকট হইতে বহুতর প্রিয়কার্য্য সুসম্পন্ন হইত। তিনি আবদ্ধ ব্যক্তিদিগের বন্ধনমোচন এবং বধার্হ ব্যক্তিদিগের প্রাণদান করিতেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাহাতে কদাচ বাঙ্‌নিষ্পত্তিও করিতেন না। তিনি বিহারযাত্রাসময়ে ধৃতরাষ্ট্রকে বিবিধ উপভোগ্য বস্তু প্রদান করিতেন।

ঐ সময় নানাবিধ পাচকগণ পূর্ব্বের ন্যায় ধৃতরাষ্ট্রের পাককার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত; পাণ্ডবগণ মহার্হ বস্ত্র ও বিবিধ মাল্য আহরণ করিয়া তাঁহারে অর্পণ করিতেন; মৈরেয়, মৎস্য, মাংস, পানীয় ও মধুপ্রভৃতি বিবিধ বিচিত্র ভক্ষ্যদ্রব্যসমুদায় তাঁহার নিমিত্ত প্রস্তুত হইত এবং যে সমুদায় ভূপতি বিহার উপলক্ষে তথায় উপস্থিত হইতেন, তাঁহারা সকলেই পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার উপাসনা করিতেন। কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উলূপী, চিত্রাঙ্গদা, ধৃতকেতুর ভগিনী, জরাসন্ধের কন্যা ও অন্যান্য ভরতকুলকামিনীগণ সতত গান্ধারীর সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির "রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রবিহীন হইয়াছেন; অতএব যাহাতে উহাঁরে কিছুমাত্র দুঃখভোগ করিতে না হয়, তোমরা তাহাই করিবে" এই বলিয়া ভ্রাতৃগণকে প্রতিনিয়ত সতর্ক করিয়া দিতেন। তাঁহারাও তাঁহার আদেশানুসারে ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি সর্ব্বদা সবিশেষ যত্ন করিতেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের দুর্নীতিনিবন্ধন যে দুর্ঘটনা হইয়াছিল, বৃকোদরের হৃদয় হইতে তখনও তাহা অপনীত হয় নাই বলিয়া তিনি তাঁহার সুখসাধনবিষয়ে তত যত্নবান্ হইতেন না।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডব ও ঋষিগণ কর্ত্তৃক এই রূপে সম্মানিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় সুখসচ্ছন্দে কালহরণ পূর্ব্বক বন্ধুবান্ধবগণের শ্রাদ্ধোপলক্ষে ব্রাহ্মণদিগকে বিবিধ উৎকৃষ্ট বস্তু সমুদায় প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সরলস্বভাব মহাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁহারে সেই সমুদায় বস্তু প্রদান পূর্ব্বক প্রীতমনে অমাত্য ও ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, অন্ধরাজ আমার ও তোমাদিগের পরম পূজনীয়। অতএব যিনি উহাঁর আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিবেন, তিনি আমার সুহৃৎ, আর যিনি উহাঁর আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিবেন, তিনি আমার শত্রুস্বরূপ হইবেন, সন্দেহ নাই। এক্ষণে উনি স্বীয় পুত্র ও বন্ধুবান্ধবগণের শ্রাদ্ধোপলক্ষে ইচ্ছানুসারে ধনদান করুন।

যুধিষ্ঠির এই রূপ কহিলে, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র উপযুক্ত ব্রাহ্মণগণকে প্রভূত ধনদান করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব ইহাঁরা সকলেই তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত তাঁহারে বিবিধ ধনদান করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই বৃদ্ধ অন্ধরাজকে আমাদিগের নিমিত্তই পুত্রপৌত্রশোকে নিতান্ত অভিভূত হইতে হইয়াছে; অতএব যাহাতে ইনি সেই শোকনিবন্ধন কালকবলে নিপতিত না হন, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া আমাদের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ইহাঁর পুত্রগণ জীবিত থাকিতে ইনি যেরূপ সুখস্বচ্ছন্দে কালহরণ করিয়াছেন, এক্ষণেও সেইরূপ সুখভোগে কালহরণ করুন। পাণ্ডবগণ এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহার আজ্ঞানুসারে সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে নিতান্ত বিনীত, আজ্ঞানুবর্ত্তী ও ভক্তিমান্ দেখিয়া তাঁহাদিগের প্রতি অতিশয় প্রীত হইলেন। ঐ সময় মহানুভাবা গান্ধারীও পিতৃলোকপ্রাপ্ত পুত্রগণের শ্রাদ্ধোপলক্ষে ব্রাহ্মণদিগকে বিবিধ ধনদান করিয়া পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইলেন।

এই রূপে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত প্রতিনিয়ত অন্ধরাজের যথাযোগ্য সৎকার করিতে আরম্ভ করিলে, তিনি কোন বিষয়ে পাণ্ডবগণের দোষ দেখিতে না পাইয়া, তাঁহাদের প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইলেন। পতিপরায়ণা গান্ধারীও পুত্রশোক পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়

যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের কোনরূপ অপ্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন না। অন্ধরাজ ও গান্ধারী তাঁহারে যে যে কার্য্যে নিয়োগ করিতে লাগিলেন, তৎসমুদায় কঠিন হউক বা সহজ হউক, তিনি প্রীতমনে সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন অন্ধরাজ ধর্ম্মরাজের এইরূপ সদাচার দ্বারা পরম প্রীত হইয়া মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধনকে স্মরণ পূর্ব্বক যাহার পর নাই অনুতাপযুক্ত হইলেন এবং প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক জপাদি ক্রিয়া সমাপন করিয়া পাণ্ডবগণের সংগ্রামে অপরাজয় ও ব্রাহ্মণ দ্বারা স্বস্তিবাচন ও অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া তাঁহাদের আয়ুর্ব্বৃদ্ধি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ফলত তৎকালে পাণ্ডবগণ হইতে তাঁহার যেরূপ প্রীতিলাভ হইল, পূর্ব্বে তিনি স্বীয় পুত্রগণ হইতেও সেইরূপ প্রীতিলাভে সমর্থ হন নাই। ঐ সময় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারি বর্ণেই ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি প্রীত হইলেন। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনাদির অত্যাচারের বিষয় একবার স্মরণও না করিয়া অন্ধরাজের আজ্ঞানুসারে সমুদায় কার্য্য করিতে লাগিলেন। ঐ সময় যে ব্যক্তি ধৃতরাষ্ট্রের কোনরূপ অপ্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিত, যুধিষ্ঠির তাহার সহিত শত্রুবৎ ব্যবহার করিতেন। সুতরাং ধর্ম্মরাজের ভয়ে কেহই তৎকালে ধৃতরাষ্ট্রের বা দুর্য্যোধনের দোষ কীর্ত্তনে সমর্থ হইল না। মহাত্মা বিদুর ও গান্ধারী ধর্ম্মরাজের সৌজন্য দর্শনে তাঁহার প্রতি নিতান্ত প্রীত হইলেন, কিন্তু ভীমসেনের প্রতি তাঁহাদিগের তাদৃশ প্রীতিসঞ্চার হইল না। ভীমসেন অন্ধরাজকে দর্শন করিবামাত্র মনে মনে নিতান্ত বিরক্ত হইতেন, কেবল যুধিষ্ঠির উহাঁর পরিচর্য্যা করিতেন বলিয়াই নিতান্ত অপ্রীতচিত্তে তাঁহার শুশ্রূষা করিতেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধনপিতা ধৃতরাষ্ট্র এই উভয়ের প্রণয়ের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় নাই। ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মতনয় ও তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতৃগণ সতত সাবধানে অন্ধরাজের পরিচর্য্যা করিতেন। কেবল মহাবীর বৃকোদরই তাঁহার প্রতি বিরক্ত ছিলেন। কৌরবপতি ধৃতরাষ্ট্র যখন স্বীয় পুত্র দুর্য্যোধনকে স্মরণ করিতেন, তখনই তিনি মনোমধ্যে বৃকোদরকে চিন্তা করিয়া যাহার পর নাই কষ্ট পাইতেন। মহাবীর বৃকোদরও ধৃতরাষ্ট্রের নামগন্ধ হইলেই ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিতেন। তিনি গোপনে গোপনে অন্ধরাজের অপ্রিয়কার্য্য সাধন এবং কপট পুরুষ দ্বারা তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেন। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্ম্মন্ত্রণা ও দুর্ব্ব্যবহারনিবন্ধন যে তাঁহারে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা তিনি কোন ক্রমেই বিস্মৃত হইতে পারেন নাই।

এই রূপে পঞ্চদশবর্ষ অতীত হইলে, একদা মহাবাহু ভীমসেন দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও কর্ণকে স্মরণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর অনতিদূরে যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, কুন্তী ও দ্রৌপদীর অজ্ঞাতসারে অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণের সমক্ষে বাহ্বাস্ফোট করিতে করিতে কহিলেন, হে বন্ধুগণ! আমি এই পরিঘাকার বাহুযুগলপ্রভাবে নানাশস্ত্রপারদর্শী ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণকে নিহত করিয়াছি। আমার এই চন্দনচর্চ্চিত বাহুদ্বয় প্রভাবেই দুরাত্মা দুর্য্যোধন পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত শমন সদনে গমন করিয়াছে। মহাবীর ভীমসেন এইরূপ বিবিধ পরুষবাক্য প্রয়োগ করিলে, বুদ্ধিমতী গান্ধারী সকল কার্য্যই কালপ্রভাবে হইয়া থাকে, বিবেচনা করিয়া কিছুমাত্র দুঃখিত হইলেন না; কিন্তু কৌরবপতি

ধৃতরাষ্ট্র ভীমের সেই ভীষণ বাক্যবাণে নিতান্ত ব্যথিত ও নির্ব্বেদযুক্ত হইলেন। তখন তিনি অবিলম্বে স্বীয় সুহৃদ্গণকে আহ্বান পুর্ব্বক বাষ্পাকুল নয়নে তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বান্ধবগণ! যে রূপে কুরুবংশ ধ্বংস হইয়াছে, তাহা তোমাদিগের অবিদিত নাই। আমিই ঐ ঘোরতর অনর্থের মূল। কৌরবগণ আমার পরামর্শানুসারেই সংগ্রামে সম্মত হইয়াছিল। আমি যে জ্ঞাতিগণভয়াবহ দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনকে রাজ্যে অভিষেক করিয়াছিলাম; মহাত্মা বাসুদেব ঐ দুরাত্মারে উহার অমাত্যগণের সহিত নিহত করিতে উপদেশ প্রদান করিলে যে, তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত করি নাই; বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, ভগবান্ বেদব্যাস, সঞ্জয় ও গান্ধারী আমারে বারংবার হিতোপদেশ প্রদান করিলেও যে আমি পুত্রস্নেহে একান্ত অভিভূত হইয়া তাঁহাদের বাক্যে সম্মত হই নাই এবং মহামতি বাসুদেবের পরামর্শানুসারে যে গুণশালী মহাত্মা পাণ্ডুতনয়দিগকে তাহাদের পিতৃপরম্পরাগত রাজ্য প্রদান করি নাই; সেই সমুদায় এক্ষণে সহস্র সহস্র শল্যস্বরূপ হইয়া আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইতেছে। এক্ষণে পঞ্চদশ বৎসর পরিপূর্ণ হইবার পর অবধি আমি আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এখন আমি কোন দিন দিবার চতুর্থভাগে কোন দিন বা অষ্টমভাগে ক্ষুধানিবারণার্থ যৎকিঞ্চিৎমাত্র আহার করিয়া থাকি। গান্ধারীভিন্ন আর কেহই উহা অবগত নহে। আমার এইরূপ নিয়ম যুধিষ্ঠিরের কর্ণগোচর হইলে তিনি অত্যন্ত অনুতাপ করিবেন বলিয়া আমি কাহারও নিকট উহা প্রকাশ করি না। প্রতিদিন অজিন ধারণ পূর্ব্বক ভূতলে কুশোপরি শয়ান হইয়া জপানুষ্ঠান করিয়া থাকি। যশস্বিনী গান্ধারীও এইরূপ নিয়মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। আমার সমরবিশারদ শতপুত্র যুদ্ধে নিহত হইয়াছে বলিয়া আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নহি। কারণ তাহারা ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সংগ্রামে নিহত হইয়া অনায়াসে স্বর্গলোকে গমন করিয়াছে।

মহামতি ধৃতরাষ্ট্র বান্ধবগণকে এই কথা কহিয়া যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পুর্ব্বক কহিলেন, বৎস কুন্তীনন্দন! তোমার মঙ্গল লাভ হউক। আমি তোমা কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া পরম সুখে অবস্থান পুর্ব্বক বারংবার প্রভূত মহামূল্য বস্তুসমুদায় দান ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিয়া প্রচুর পরিমাণে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছি। পুত্রবিহীনা গান্ধারী ধৈর্য্যাবলম্বন পুর্ব্বক আমার পরিচর্য্যা করিয়াছেন। যে সকল দুরাত্মা তোমার ঐশ্বর্য্য অপহরণ ও দ্রৌপদীর কেশাম্বর কর্ষণ করিয়াছিল, তাহারা ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সকলেই সমরে নিহত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়াছে। অতএব তাহাদিগের উদ্ধারার্থ আমার কোন চেষ্টা করিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে কেবল আমার আপনার ও গান্ধারীর পক্ষে যাহা শ্রেয়, তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তুমি ধার্ম্মিকদিগের অগ্রগণ্য, রাজা ও জীবগণের পরম গুরু, এই নিমিত্তই আমি তোমারে কহিতেছি যে, তুমি আমারে গান্ধারীর সহিত বনগমন করিতে অনুমতি কর। আমি সুবলনন্দিনীর সহিত বল্কল পরিধান পুর্ব্বক অরণ্যে অবস্থান করিয়া তোমায় আশীর্ব্বাদ করিব। শেষাবস্থায় পুত্রের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া বনে গমন করাই আমাদিগের কুলোচিত কার্য্য। আমি তথায় বায়ু ভক্ষণ পুর্ব্বক অবস্থান করিয়া পত্নীর সহিত অতি উৎকৃষ্ট তপোনুষ্ঠান করিব। তাহা হইলে তুমিও সেই তপস্যার ফলভাগী হইবে। কারণ রাজ্যমধ্যে যে সমুদায় শুভ ও অশুভ

কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, রাজা অবশ্যই তাহার ফলভাগী হইয়া থাকেন।

মহামতি ধৃতরাষ্ট্র এই কথা কহিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নিতান্ত বিষণ্ণচিত্তে তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তাত! আপনি দুঃখিতচিত্তে কালহরণ করিলে, রাজ্য আমার কখনই প্রীতিকর হইবে না। হায়! আপনি এত দিন আহার পরিত্যাগ ও ভূতলে শয়ন করিয়া কালাতিপাত করিতেছেন, ইহা আমি বা আমার ভ্রাতৃগণ আমরা কেহই জানিতে পারি নাই। আমারে ধিক্! আমার তুল্য দুর্ব্বুদ্ধি রাজ্যলুব্ধ নরাধম আর কেহই নাই। আপনি স্বচ্ছন্দে আহারাদি করিতেছেন বলিয়া আমার বিলক্ষণ বিশ্বাস ছিল, কিন্তু আপনি তাহা না করিয়া গোপনে গোপনে আমায় বঞ্চনা করিয়া অনাহারে কালাতিপাত করিয়াছেন। আপনি দুঃখভোগ করিলে, আমার রাজ্য, ভোগ্য বস্তু, যজ্ঞ ও সুখে প্রয়োজন কি? এক্ষণে আপনার মুখে এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার রাজ্য ও আত্মারে নিতান্ত ক্লেশকর জ্ঞান হইতেছে। আপনি আমাদিগের পিতা, মাতা ও পরম গুরু। অতএব আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলে আমরা কোথায় অবস্থান করিব? এক্ষণে আপনি আপনার ঔরস পুত্র যুযুৎসুরে অথবা অন্য কোন ব্যক্তিরে যুবরাজ করিয়া স্বয়ং রাজ্যভোগ করুন; আমি অরণ্যে গমন করি। আমি জ্ঞাতিবধজনিত অকীর্ত্তিতে বিলক্ষণ দগ্ধ হইয়াছি, এক্ষণে আপনি বনগমন পূর্ব্বক আমারে পুনরায় দগ্ধ করিবেন না। এই রাজ্যে আমার কিছুমাত্র অধিকার নাই। আপনিই রাজ্যেশ্বর; আমি আপনার অধীন; অতএব আমি কি রূপে আপনারে অনুমতি প্রদান করিব। আমরা দুর্য্যোধনের অত্যাচার স্মরণ করিয়া কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ হই নাই। অবশ্যম্ভাবী ভবিতব্যপ্রভাবেই আমাদিগকে তৎকালে মোহের বশীভূত হইয়া ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছে। দুর্য্যোধনাদি যেমন আপনার পুত্র ছিল, আপনি আমাদিগকেও সেইরূপ জ্ঞান করিবেন। জননী কুন্তী ও গান্ধারীতে আমার কিছুমাত্র ভেদজ্ঞান নাই। অতএব যদি আপনি আমারে পরিত্যাগ করিয়া গমন করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই আপনার অনুগামী হইব। আপনি বনে গমন করিলে, এই নানারত্ন বিভূষিতা সসাগরা পৃথিবী কখনই আমার প্রীতিকর হইবে না। অতএব আমি আপনারে প্রণিপাত করিয়া কহিতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। এই রাজ্যস্থ সমুদায় পদার্থে আপনার সম্পূর্ণ অধিকার আছে এবং আমরাও আপনার একান্ত বশবর্ত্তী। অতএব আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া বিষাদ পরিত্যাগ করুন। আমি আপনার শুশ্রূষা করিয়া মনের সন্তাপ নিবারণ করিব।

ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! এক্ষণে তপস্যা করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। বৃদ্ধাবস্থায় অরণ্যবাস আশ্রয় করা আমাদিগের কুলোচিত ধর্ম্ম। আমি বহুদিন রাজ্যমধ্যে বাস করিয়াছি এবং তুমিও আমার যথোচিত শুশ্রূষা করিয়াছ। এক্ষণে তুমি আমারে অরণ্যগমনে আদেশ কর। মহামতি ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মরাজকে এই কথা কহিয়া মহাত্মা সঞ্জয় ও মহারথ কৃপাচার্য্যকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে বীরদ্বয়! এক্ষণে তোমরা আমার প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া ধর্ম্মরাজকে সান্ত্বনা কর। আমি স্বয়ং আর বাক্যচালন করিতে পারি না। বার্দ্ধক্য ও বহুক্ষণ বাক্যব্যয়নিবন্ধন আমার মন অবসন্ন ও মুখ পরিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে।

অন্ধরাজ এই বলিয়া গান্ধারীরে অবলম্বন পূর্ব্বক সহসা মৃত ব্যক্তির ন্যায় সংজ্ঞাশূন্য হইলেন।

তখন ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠতাতকে অকস্মাৎ মৃতকল্প দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিতচিত্তে আক্ষেপ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হায়! যে মহাত্মা এক লক্ষ হস্তীর বল ধারণ করিতেন, যাহাঁর বাহুবলে ভীমের লৌহময় প্রতিমূর্ত্তি চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, আজি তিনি এক অবলারে ধারণ পূর্ব্বক মৃতকল্প হইয়া শয়ন করিলেন। আমার তুল্য অধার্ম্মিক ও নরাধম আর কেহই নাই। আমারে ও আমার শাস্ত্রজ্ঞানে ধিক্! আজি আমার নিমিত্তই ইহাঁরে এতদূর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে। আজি যদি ইনি এবং জননী গান্ধারী ভোজন না করেন, তাহা হইলে আমিও অনাহারে কাল হরণ করিব। এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ সলিলসিক্ত হস্ত দ্বারা অল্পে অল্পে তাঁহার মুখ ও বক্ষঃস্থল মার্জ্জিত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অন্ধরাজ যুধিষ্ঠিরের সেই রত্ন ও ওষধিযুক্ত সুগন্ধময় পবিত্র করস্পর্শ দ্বারা ক্রমে ক্রমে সংজ্ঞা লাভ করিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি পুনর্ব্বার হস্ত দ্বারা আমার অঙ্গস্পর্শ ও আমারে আলিঙ্গন কর। তোমার করস্পর্শ দ্বারা আমার জীবন লাভ হইল। আমি তোমার মস্তকাঘ্রাণ ও তোমারে আলিঙ্গন করিতে নিতান্ত বাসনা করিতেছি। আজি আমি দিবসের অষ্টমভাগে ভোজন করিব, স্থির করিয়াছিলাম; এক্ষণে সেই সময় উপস্থিত হওয়াতে ও তোমারে বহুক্ষণ বিবিধ বাক্যে সান্ত্বনা করাতে আমার শরীর ও মন নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছে। এই নিমিত্তই আমার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়াছিল। এক্ষণে তোমার অমৃতরসাভিষিক্ত করস্পর্শ দ্বারাই আমার চৈতন্য লাভ হইয়াছে।

অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র এই কথা কহিলে, ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির সৌহার্দ্দনিবন্ধন কর দ্বারা তাঁহার সর্ব্বগাত্র স্পর্শ করিতে লাগিলেন। তখন অন্ধরাজ কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া তাঁহারে আলিঙ্গন ও তাহার মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। বিদুর প্রভৃতি মহাত্মারা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। উহাঁরা নিতান্ত শোকাবেগনিবন্ধন যুধিষ্ঠিরকে কোন কথাই কহিতে পারিলেন না। তখন পতিপরায়ণা গান্ধারী অতিকষ্টে শোকবেগ সংবরণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন এবং সমুদায় কৌরবরমণী কুন্তীর সহিত সমবেত হইয়া বাষ্পাকুললোচনে ধৃতরাষ্ট্রের চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া রহিলেন। অনন্তর অন্ধরাজ পুনর্ব্বার যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! তপস্যা করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে, এই নিমিত্ত আমি ভূয়োভূয় তোমার নিকট বনগমনের অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। বারংবার বাক্যব্যয় করিলে আমার মন নিতান্ত অবসন্ন হয়; অতএব আর তুমি আমারে কষ্ট প্রদান করিও না।

মহামতি ধৃতরাষ্ট্র এই কথা কহিলে, তত্রত্য যোধগণ তাঁহারে বিবর্ণ, উপবাসপরিশ্রান্ত ও অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট অবলোকন করিয়া সকলেই হাহাকার করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁহারে আলিঙ্গন করিয়া শোকাশ্রু সংবরণ পূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, পিত! আমি আপনার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে যেরূপ উল্লাসিত হই, রাজ্যভোগ ও জীবন রক্ষা করিতে সেরূপ সন্তুষ্ট হই না। অতএব যদি আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ থাকে ও আপনি আমারে প্রিয়জ্ঞান করেন, তাহা হইলে এক্ষণে ভোজনক্রিয়া সম্পাদন করুন। পরে আমি আপনার বনগমনবিষয়ে বিবেচনা করিব। ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে,

ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আজি আমি তোমার অনুরোধে অবশ্যই পুরমধ্যে ভোজন করিব।

চতুর্থ অধ্যায়।

মহামতি ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে এই কথা কহিতেছেন, এমন সময় মহর্ষি বেদব্যাস তথায় সমুপস্থিত হইয়া ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র যাহা কহিতেছেন, তুমি অবিচারিতচিত্তে তাহাতে সম্মত হও। ধৃতরাষ্ট্র একে বৃদ্ধ, তাহাতে আবার পুত্রশোকে একান্ত কাতর হইয়াছেন; অতএব বোধ হইতেছে, ইনি রাজ্যমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক কখনই কষ্টভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না। যশস্বিনী গান্ধারীও কেবল ধৈর্য্যবশত পুত্রশোক সহ্য করিতেছেন। অতএব আমি তোমারে কহিতেছি, তুমি উহাঁদিগকে বনগমনে অনুমতি প্রদান কর। উহাঁরা কেন বৃথা রাজধানীতে প্রাণত্যাগ করিবেন। অচিরাৎ বনগমন করিয়া পুরাতন রাজাদিগের তুল্য গতি লাভ করুন। চরমে বনগমন করাই রাজর্ষিদিগের প্রধান ধর্ম্ম।

মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিলে, রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমাদিগের পূজ্য ও কুলগুরু। আপনি আমার পিতা ও আমি আপনার পুত্রস্বরূপ। ধর্ম্মানুসারে পুত্র পিতার বশবর্ত্তী হইয়া থাকে। অতএব আমি আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব, তাহার আর সংশয় কি?

যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, ভগবান্ বেদব্যাস পুনরায় তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! নরপতি ধৃতরাষ্ট্র এক্ষণে অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন; অতএব আমি ইহাঁরে বনগমনে অনুজ্ঞা প্রদান করিতেছি। তুমিও ঐ বিষয়ে সম্মত হও। ইনি এক্ষণে বনে গমন করিয়া স্বীয় অভিলাষানুরূপ কার্য্য সম্পাদন করুন। তুমি তদ্বিষয়ে কোন প্রতিবন্ধকতাচরণ করিও না। যুদ্ধে বা বনমধ্যে বিধিপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করা ভূপতিদিগের পরম ধর্ম্ম। তোমার পিতা পাণ্ডু প্রতিনিয়ত পিতার ন্যায় ইহাঁর সেবা করিয়াছেন। সেই মহাত্মা যে সময় পৃথিবী প্রতিপালন করিতেন, সেই সময় এই অন্ধরাজ রত্নপর্ব্বতপরিশোভিত ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, উৎকৃষ্ট রূপে প্রজাপালন ও গোসমুদায়ের বন্ধনমোচনপ্রভৃতি বিবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তৎপরে তুমি বনগমন করিলে পর ইনি ত্রয়োদশ বৎসর পুত্রপরিক্ষিত রাজ্যভোগ ও বিবিধ ধনরাশি প্রদান করিয়াছেন। তুমিও এক্ষণে পঞ্চদশবৎসর ভৃত্যগণের সহিত ইহাঁর ও গান্ধারীর যথোচিত সেবা করিলে। এক্ষণে ইহাঁর তপোনুষ্ঠানের সময় উপস্থিত, অতএব তুমি ইহাঁরে তদ্বিষয়ে অনুমতি প্রদান কর। এখন তোমাদিগের প্রতি ইহাঁর অণুমাত্র ক্রোধ নাই। মহাত্মা বেদব্যাস এই রূপে বারংবার ধৃতরাষ্ট্রের বনগমনবিষয়ে অনুমতি করিতে অনুরোধ করিলে, ধর্ম্মরাজ অগত্যা তাঁহার বাক্যে সম্মত হইলেন। তখন ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যুধিষ্ঠিরকে সম্মত দেখিয়া, অচিরাৎ স্বস্থানে গমন করিলেন।

মহর্ষি বেদব্যাস প্রস্থান করিলে পর ধর্ম্মনন্দন ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, তাত! আপনার যাহা অভিমত এবং ভগবান্ বেদব্যাস, মহাধনুর্দ্ধর কৃপাচার্য্য, বিদুর, সঞ্জয় ও যুযুৎসু আমারে যে বিষয়ে অনুরোধ করিয়াছেন, আমি অবশ্যই তাহা সম্পাদন করিব। ইহাঁরা সকলেই আমার মান্য ও কুরুকুলের হিতৈষী। এক্ষণে

আমি প্রণিপাত পূর্ব্বক আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি প্রথমত আহার করুন; পশ্চাৎ অরণ্যাশ্রমে গমন করিবেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, মহামতি ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর সহিত জীর্ণ গজপতির ন্যায় অতিকষ্টে মন্দগমনে আপনার আবাসাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাত্মা বিদুর, সঞ্জয় ও কৃপাচার্য্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর অন্ধরাজ আপনার গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া পূর্ব্বাহ্নকৃত্য সমুদায় সমাপন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে পরিতৃপ্ত করিয়া ভোজনক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। তখন ধর্ম্মশীলা গান্ধারীও কুন্তী ও অন্যান্য বধূগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া আহার করিতে লাগিলেন। উহাঁদিগের আহার সমাপন হইলে, পাণ্ডবগণ ও বিদুরাদি মহাত্মারা আহার করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরের পৃষ্ঠে হস্ত প্রদান করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি এই অষ্টাঙ্গসংযুক্ত রাজ্যে সর্ব্বদা সাবধানে অবস্থান করিবে। ধর্ম্মানুসারে যেরূপে রাজ্য রক্ষা করিতে হয়, এক্ষণে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি সর্ব্বদা বিদ্যাবৃদ্ধদিগের উপাসনা, তাঁহাদিগের বাক্যশ্রবণ ও সেই বাক্যানুসারে অবিচারিতচিত্তে কার্য্যানুষ্ঠান করিবে। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া ঐ সমস্ত জ্ঞানবান্ লোকের সম্মাননা ও কার্য্যকাল সমুপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্যজিজ্ঞাসা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। তাঁহারা সম্মানিত হইলে অবশ্যই তোমারে হিতোপদেশ প্রদান করিবেন। তুমি অশ্বসমুদায়ের ন্যায় ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া রাখিবে; তাহা হইলে উহারা যত্নপরিরক্ষিত ধনরাশির ন্যায় উত্তরকালে অবশ্যই হিতকর হইয়া উঠিবে। যে মন্ত্রিগণ ছলপরিশূন্য ও দমগুণসম্পন্ন এবং যাঁহারা পিতা ও পিতামহের সময় অবধি কার্য্য সন্দর্শন করিতেছেন, তাঁহাদিগকেই সমুদায় কার্য্যে নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। স্বীয় অধিকারস্থ পরীক্ষিত চর দ্বারা শত্রুর অজ্ঞাতসারে সতত তাহার সমাচার জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। তুমি যে পুরমধ্যে বাস করিবে, তাহার প্রাচীর ও তোরণ সুদৃঢ় হওয়া এবং উহার মধ্যে ছয় প্রকোষ্ঠ বিবিধ অট্টালিকা ও সুদৃঢ় দুর্গ থাকা উচিত। ঐ পুর সর্ব্বদা সাবধানে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। উহার দ্বারসকল বৃহৎ, যথাস্থানে সন্নিবেশিত ও সুরক্ষিত হওয়া সর্ব্বতোভাবে উচিত। যে সকল ব্যক্তিদিগের কুল শীল বিশেষ রূপে অবগত হইবে, তাঁহাদিগের দ্বারাই কার্য্যসাধন করাইবে। আহার, বিহার, মাল্যপরিধান, শয়ন ও আসনে উপবেশনসময়ে সাবধানে আত্মা রক্ষা করিবে। সৎকুলসম্ভূত সুশীল বিশ্বস্ত বৃদ্ধ ব্যক্তিরা যেন তোমার অন্তঃপুরিকাগণকে সাবধানে রক্ষা করেন। কুল, শীল ও বিদ্যাসম্পন্ন বিনীত সরলস্বভাব ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণদিগকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিবে। ঐ সকল ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহারও সহিত মন্ত্রণা করা বিধেয় নহে। মন্ত্রণাকালে হয় সকলের সহিত, নচেৎ কোন কার্য্যব্যপদেশে অভিলষিত ব্যক্তিদিগকে নিভৃত স্থানে আনয়ন করিয়া তাহাদের সহিত মন্ত্রণা করিবে। মন্ত্রণাগৃহ নিভৃত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। বন ও অনাবৃত স্থান মন্ত্রণার উপযুক্ত স্থান বটে, কিন্তু রাত্রিকালে ঐ দুই স্থানে মন্ত্রণা করা কদাপি বিধেয় নহে। বানর, পক্ষী, জড় ও পঙ্গু ব্যক্তিদিগকে মন্ত্রণাগৃহ হইতে বহিষ্কৃত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মন্ত্রভেদ হইলে নরপতিদিগের যে দোষ উপস্থিত হয়, তাহার প্রতিবিধান করা নিতান্ত সুকঠিন।

মন্ত্রভেদ হইলে যে যে দোষ এবং মন্ত্রভেদ না হইলে যে যে শুভ ফল হয়, তৎসমুদায় তুমি মন্ত্রীদিগের নিকট সতত কীর্ত্তন করিবে। পুরবাসী ও জনপদবাসীদিগের দোষগুণ অবগত হইবার চেষ্টা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। সন্তুষ্টচিত্ত ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিদিগকে বিচারাসনে নিযুক্ত করিয়া, যাহাতে তাঁহারা দোষানুরূপ দণ্ডবিধান করেন, তুমি তদ্বিষয়ে সতত যত্নবান্ থাকিবে এবং তাঁহারা দোষানুরূপ দণ্ড করিলেন কি না, চর দ্বারা তাহার তথ্যানুসন্ধান করিবে। যাহারা উৎকোচজীবী, পরদারাপহারী, উগ্রদণ্ডকর্ত্তা, মিথ্যাবাদী, অন্যের অনিষ্টকারী, লুব্ধস্বভাব, পরধনাপহর্ত্তা, অসৎকর্ম্মানুষ্ঠাননিরত, সভাভঙ্গকারী ও বর্ণদূষক, দেশকাল বিবেচনা করিয়া তাহাদিগের কখন সুবর্ণদণ্ড কখন বা প্রাণদণ্ডের আদেশ করা বিধেয়। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া প্রথমত ব্যয়কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগের তত্ত্বাবধারণ এবং তৎপরে অলঙ্কারধারণ ও আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে যথাযোগ্য অর্থদান পূর্ব্বক সৈন্যদিগের তত্ত্বাবধান করা কর্ত্তব্য। সন্ধ্যাকালই দূত ও চরদিগের কার্য্যসন্দর্শনের উপযুক্ত সময়। নিশাশেষে নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ত্তব্য কার্য্য নির্ণয় এবং মধ্যরাত্র ও মধ্যাহ্ন সময়ে স্বয়ং বিচরণ পূর্ব্বক প্রজাদিগের কার্য্য দর্শন করা বিধেয়। তুমি সকল সময়েই কার্য্যের উপায় চিন্তায় প্রবৃত্ত হইবে; আবার উপযুক্ত সময়ে অলঙ্কৃত হইয়া সুস্থচিত্তে অবস্থান করিবে। কার্য্যসমুদায় চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। তুমি ন্যায়ানুসারে সর্ব্বদা কোষপরিবর্দ্ধনে যত্নবান্ হইবে। কোষপরিবর্দ্ধনবিষয়ে ঔদাসীন্য বা অন্যায় ব্যবহার দ্বারা কোষবর্দ্ধন কদাপি কর্ত্তব্য নহে। চর দ্বারা ছিদ্রান্বেষণতৎপর শত্রুগণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া দূর হইতেই আত্মীয় পুরুষ দ্বারা তাহাদিগের বিনাশসাধন করা কর্ত্তব্য। ভৃত্যপদাভিলাষী ব্যক্তিদিগের কার্য্য সন্দর্শন করিয়া তাহাদিগকে অভিলষিত পদে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। আশ্রিত ব্যক্তিগণ কোন কার্য্যে নিয়মিত রূপে নিযুক্ত হউক বা না হউক, তাহাদের দ্বারা কার্য্যসাধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অধ্যবসায়সম্পন্ন, পরাক্রমশালী, কষ্টসহ, হিতাভিলাষী ও প্রভুভক্ত ব্যক্তিরে সেনাপতিপদে নিযুক্ত করা উচিত। জনপদবাসী শিল্পীপ্রভৃতি লোকসমুদায় গো গর্দ্দভাদির ন্যায় কেবল আহারমাত্র গ্রহণ করিয়া, যাহাতে তোমার কার্য্যসাধন করে, তুমি তদ্বিষয়ে নিয়ত যত্নবান্ হইবে। সর্ব্বদা কি আপনার, কি শত্রুর উভয়েরই রন্ধ্র অন্বেষণ করিবে। স্ব স্ব ব্যবসায়ে সুনিপুণ স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগকে সময়ে সময়ে বিহারযাত্রাদির উপলক্ষে উৎসাহ প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য এবং গুণী ব্যক্তিদিগের গুণ যাহাতে পরিবর্দ্ধিত হয় ও যাহাতে তাঁহারা গুণ হইতে বিচলিত না হন, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

হে বৎস! তুমি সতত আপনার, শত্রুদিগের, উদাসীনগণের এবং আপনার ও শত্রুদিগের হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি সমুদায়ের মণ্ডলসমুদায় পরিজ্ঞাত হইবে। শত্রু, শত্রুমিত্র, শত্রুর পরাজয়ার্থী শত্রুমিত্রের পরাজয়ার্থী, ছয়প্রকার আততায়ী এবং মিত্র ও মিত্রের মিত্র এই দ্বাদশবিধ লোকের বিষয় বিদিত হওয়া তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। শত্রুগণ সুযোগ পাইলে অমাত্য, জনপদ, দুর্গ ও বলসমুদায় অনায়াসে ভেদ করিতে পারে; অতএব যাহাতে তাহারা ঐ কার্য্যে সমর্থ না হয়, তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশবিধ লোক

ও মন্ত্রীদিগের আয়ত্ত। কৃষ্যাদি ষষ্টিপ্রকার গুণকে নীতিবিশারদ আচার্য্যগণ মণ্ডল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ভূপতিগণ ঐ মণ্ডলের বিষয় বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে, অনায়াসে রাজ্যরক্ষার ছয়প্রকার উপায় যথাস্থানে যথানিয়মে প্রয়োগ করিতে পারেন। স্ব স্ব ক্ষয়, বৃদ্ধি ও স্থিতির বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া ভূপতিগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। যখন স্বপক্ষ বলবান্ ও শত্রুপক্ষ দুর্ব্বল হইবে, তখন নরপতি শত্রুদিগকে জয় করিতে চেষ্টা করিবেন। কিন্তু যখন শত্রুপক্ষ বলবান্ ও স্বীয় পক্ষ দুর্ব্বল হইবে, তখন শত্রুদিগের সহিত সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করা তাঁহার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সর্ব্বদা দ্রব্যরাশি সঞ্চয় করিয়া রাখা ভূপালদিগের নিতান্ত আবশ্যক। যখন রাজা যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইবেন, তখন তিনি বিপক্ষদিগকে অল্পশস্যোৎপাদক ভূমি, পিত্তলাদি ধাতু ও ক্ষীণবল মিত্র প্রদান করিয়া, তাহাদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করিবেন; কিন্তু অন্যে যখন তাঁহার সহিত সন্ধি করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইবে, তখন তিনি উহার নিকট বহুশস্যোৎপাদক ভূমি, সুবর্ণরৌপ্যাদি ধাতু ও বলবান্ মিত্রসমুদায়গ্রহণে যত্নবান্ হইবেন। সন্ধি করা আবশ্যক হইলে, ভূপতি প্রতিদ্বন্দ্বীর বিশ্বাসার্থ তাহার পুত্রকে আপনার নিকট আনয়ন করিয়া রক্ষা করিবেন। ইহার অন্যথাচরণে প্রবৃত্ত হওয়া রাজার কদাপি বিধেয় নহে। তিনি বিবিধ যুক্তি ও উপায় দ্বারা বিপদ্ হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিবেন। দীন দরিদ্র ও অনাথদিগের প্রতি দয়া করা রাজার নিতান্ত আবশ্যক। যে রাজা স্বয়ং রাজ্যরক্ষা করিতে বাসনা করেন, তিনি শত্রুদিগকে ক্রমে ক্রমে বা এককালে স্তম্ভন, বিনাশ ও তাহাদের কোষভঙ্গ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। যে রাজার উন্নতিলাভের বাসনা থাকে, অধীনস্থ রাজাদিগের হিংসা করা তাঁহার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। যে রাজা পৃথিবী জয় করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া মন্ত্রিদিগের সহিত মন্ত্রণা পূর্ব্বক তাঁহার আত্মীয়ভেদ করিবার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। সাধুদিগের প্রতি দয়া ও অসাধুদিগের দণ্ড বিধান করা ভূপতিদিগের নিতান্ত আবশ্যক। বলবান্ ভূপতি দুর্ব্বলদিগের প্রতি কদাচ অত্যাচার করিবেন না। যদি কোন পরাক্রান্ত রাজা দুর্ব্বল রাজারে আক্রমণ করেন, তাহা হইলে, দুর্ব্বল ভূপতি প্রথমে মন্ত্রিগণের সহিত তাহার শরণাপন্ন হইয়া বেতসের ন্যায় নম্রতা অবলম্বন পূর্ব্বক সামাদি উপায় দ্বারা এবং পরিশেষে কোষ পৌরজন ও অন্যান্য প্রিয় বস্তু দান দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করিবেন। যদি ঐ সমুদায় উপায় দ্বারাও তাঁহার কার্য্যসিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে অগত্যা স্বয়ং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুক্তিলাভ করাই তাঁহার পক্ষে শ্রেয়।

সপ্তম অধ্যায়।

সন্ধিবিগ্রহের বিষয় বিশেষ রূপে অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। প্রবল প্রতিযোগীর সহিত সন্ধিস্থাপন ও দুর্ব্বল প্রতিযোগীর সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। স্থিরচিত্তে আপনার বলাবল বিচার করিয়া পরিশেষে যুদ্ধযাত্রা করা কর্ত্তব্য। যদি শত্রু পরাক্রান্ত এবং তাহার সৈন্যসমুদায় বলবান্ ও সন্তুষ্টচিত্ত হয়, তাহা হইলে বুদ্ধিমান্ নরপতি তাহারে আক্রমণ না করিয়া, তাহার পরাজয়ের উপায় চিন্তা করিবেন। কিন্তু শত্রু যদি দুর্ব্বল হয়, তাহা হইলে তিনি অচিরাৎ তাহার অভিমুখীন হইয়া তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন। যাহাতে শত্রুগণ

বিপন্ন, ভেদযুক্ত, নিপীড়িত ও ভীত হয়, সতত তাহার উপায় চিন্তা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। শাস্ত্রবিশারদ ভূপতি আপনার ও শত্রুবর্গের উৎসাহ, প্রভুত্ব ও মন্ত্রণা, এই ত্রিবিধ শক্তি পর্য্যালোচনা করিয়া যদি আপনারে অরাতিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া অবগত হইতে পারেন, তাহা হইলেই যুদ্ধযাত্রা করিবেন। যুদ্ধযাত্রাকালে সৈন্যবল, ধনবল, মিত্রবল, ভৃত্যবল ও শ্রেণীবল সংগ্রহ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। মিত্রবল অপেক্ষা ধনবল শ্রেষ্ঠ, আর শ্রেণীবল, ভৃত্যবল ও আচারবল এ তিন বলই পরস্পর সমান। রাজাদিগকে সময়ে সময়ে নানা প্রকার বিপদে নিপতিত হইতে হয়। ঐ সকল বিপদে উপেক্ষা না করিয়া সামাদি উপায় দ্বারা ঐ সমুদায় হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করাই তাঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। বুদ্ধিমান্ ভূপতি দেশ কাল এবং আপনার গুণ ও বল সম্যক্ রূপে বিচার করিয়া সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক যুদ্ধযাত্রা করিবেন। যে রাজা স্বয়ং উন্নতিশালী ও পরাক্রান্ত এবং যাঁহার সৈন্যসমুদায় হৃষ্টপুষ্ট, তিনি অকালেও যুদ্ধযাত্রা করিতে পারেন। পরাক্রান্ত ভূপতি শত্রুদিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত সংগ্রাম স্থলে অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ, ধ্বজ, পদাতি ও শরপূর্ণ তূণীরসম্পন্ন বীরগণকে সন্নিবেশিত করিয়া যুক্তিসহকারে শুক্রাচার্য্যবিহিত নীতিশাস্ত্রানুরূপ শকট, বজ্র বা পদ্মব্যূহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। আপনার অধিকার মধ্যেই হউক বা অন্যের অধিকার মধ্যেই হউক যুদ্ধ উপস্থিত হইলে নরপতি চর দ্বারা শত্রুদিগের ও স্বয়ং আপনার সৈন্যপরীক্ষা করিয়া পরিশেষে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন। সৈন্যদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া বলবান্ ব্যক্তিদিগকে সংগ্রামমুখে প্রেরণ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। অগ্রে আপনার বলাবল পরিজ্ঞাত হইয়া পশ্চাৎ সন্ধি সংস্থাপন বা যুদ্ধযাত্রা করাই শ্রেয়। যে কোন রূপে হউক, আপনার প্রাণরক্ষা ও উভয় লোকের মঙ্গলচিন্তা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ভূপতি এই সমুদায় নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করেন, তিনি পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হন। এক্ষণে তুমি আমার বাক্যানুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাগণের হিতসাধন কর; নিশ্চয়ই ইহলোকে পরম সুখ ও পরলোকে স্বর্গ লাভ করিতে পারিবে। পূর্ব্বে মহাত্মা ভীষ্ম, বিদুর ও বাসুদেব তোমারে এইরূপ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন; এক্ষণে আমিও প্রীতিপূর্ব্বক তোমার নিকট ইহা কীর্ত্তন করিলাম। সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে ভূপতির যেরূপ ফল লাভ হয়, ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিলেই তাঁহার সেইরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে।

অষ্টম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, তাত! আপনি যেরূপ কহিলেন, আমি তদনুরূপ কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিব। এক্ষণে আপনি পুনরায় আমারে কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করুন। পিতামহ ভীষ্ম স্বর্গ গমন করিয়াছেন, মহাত্মা বাসুদেব এস্থানে উপস্থিত নাই এবং মহামতি বিদুর ও সঞ্জয়ও আপনার সহিত বনে গমন করিবেন। সুতরাং আপনার বনগমনের পর আর কে আমারে উপদেশ প্রদান করিবে? আপনি আমার হিতৈষী হইয়া আজি আমারে যে উপদেশ প্রদান করিবেন, আমি অবশ্যই তদনুসারে কার্য্য করিব। আপনি সুখী হউন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমার অত্যন্ত পরিশ্রম হইয়াছে; অতএব তুমি নিবৃত্ত হও। আর আমি

বাক্যব্যয় করিতে পারি না। অন্ধরাজ যুধিষ্ঠিরকে এই কথা কহিয়া গান্ধারীর ভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক আসনে সমাসীন হইলেন। তখন ধর্ম্মচারিণী দেবী গান্ধারী সেই প্রজাপতিতুল্য ভর্ত্তারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, নাথ! মহর্ষি বেদব্যাস আপনারে বনগমনে আজ্ঞা করিয়াছেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও ঐ বিষয়ে সম্মত হইয়াছেন। এক্ষণে আপনি কোন্ দিন বনে গমন করিবেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, গান্ধারি! আমি মহর্ষি বেদব্যাস কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়াছি, মহাত্মা যুধিষ্ঠিরও আমার বনগমনবিষয়ে সম্মত হইয়াছেন। এক্ষণে আমি প্রজাগণকে এই স্থানে আনয়ন করাইয়া দ্যূতক্রীড়ানিরত মৃত পুত্রাদিগের উদ্দেশে কিঞ্চিৎ ধনদান করিয়া অচিরাৎ অরণ্য গমন করিব।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীরে এই কথা কহিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, ধর্ম্মরাজ অচিরাৎ তাঁহার আদেশানুসারে কুরুজাঙ্গলস্থ প্রজাসমুদায়কে আহ্বান করিলেন। তখন কুরুজাঙ্গলবাসী যাবতীয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র মহাহ্লাদিত হইয়া রাজভবনে আগমন করিতে লাগিলেন। উহাঁরা সমাগত হইলে, নরপতি ধৃতরাষ্ট্র অন্তঃপুর হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক সেই সমুদায় প্রজা ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণকে সমবেত অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহামান্য ব্যক্তিগণ! আপনারা চিরকাল কৌরবদিগের সহিত একত্র বাস করিয়াছেন। কৌরবদিগের সহিত আপনাদিগের বিলক্ষণ সৌহৃদ্য জন্মিয়াছে। আপনারা কৌরবগণের পরম হিতৈষী। কৌরবগণও সতত আপনাদের হিতসাধনে যত্নবান্ হইয়া থাকেন। এক্ষণে আমি আপনাদিগের নিকট যাহা প্রর্থনা করিতেছি, আপনাদিগকে অবিচারিতচিত্তে তাহাতে সম্মত হইতে হইবে। আমি মহর্ষি বেদব্যাস ও কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠিরের অনুমতি অনুসারে গান্ধারীর সহিত বনগমন করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। এক্ষণে আপনারা আমারে অনুজ্ঞা প্রদান করুন। আমাদিগের সহিত আপনাদিগের যেরূপ চিরসৌহার্দ্দ আছে, বোধ হয়, অন্যদেশস্থ নরপতিদিগের সহিত সেরূপ নাই। এক্ষণে আমি ও গান্ধারী আমরা উভয়েই একে নিতান্ত বৃদ্ধ হইয়াছি, তাহাতে আবার আমাদের পুত্রসমুদায় বিনষ্ট হইয়াছে; বিশেষত আমরা অনেক দিন উপবাস করিয়া অত্যন্ত কৃশ হইয়াছি, সুতরাং এ সময়ে বনগমন করাই আমাদের শ্রেয়। যুধিষ্ঠিরের রাজ্যে আমার যথেষ্ট সুখসম্ভোগ হইয়াছে। বোধ হয়, দুর্য্যোধনের অধিকার সময়ে আমার এরূপ সুখভোগ হয় নাই। যাহা হউক, আমি একে জন্মান্ধ তাহাতে আবার বৃদ্ধ ও পুত্র পৌত্রবিহীন হইয়াছি, সুতরাং এক্ষণে বনগমন ভিন্ন আর আমার শ্রেয়োলাভের উপায়ান্তর নাই। অতএব আপনারা আমারে বনগমনে অনুমতি প্রদান করুন।

অন্ধরাজ এই কথা কহিলে, কুরুজাঙ্গলবাসী প্রজা সমুদায় বাষ্পাকুলনয়নে গদ্গদ স্বরে রোদন করিতে লাগিল, কেহই কিছুমাত্র উত্তর প্রদান করিল না।

নবম অধ্যায়।

এই রূপে সেই শোকপরায়ণ প্রজাগণ কোন প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে দণ্ডায়মান থাকিলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পুনরায় তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সম্ভ্রান্তব্যক্তিগণ! নরপতি শান্তনু, ভীষ্মপরিরক্ষীত বিচিত্রবীর্য্য ও আমার প্রিয় ভ্রাতা পাণ্ডু যে রূপে রাজ্য

প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন, তাহা আপনাদিগের অবিদিত নাই। এক্ষণে আমি আপনাদিগকে যে রূপে প্রতিপালন করিয়াছি, তাহা যদি সুন্দররূপ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনারা আমারে তদ্বিষয়ে ক্ষমা প্রদর্শন করুন। দুর্য্যোধন যে সময়ে নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিয়াছিল, সে সময় সেও তোমাদিগের নিকট কোন অপরাধ করে নাই। পরিশেষে তাহারই দুর্নীতি ও আমার অপরাধনিবন্ধন এই অসংখ্য নরপতি কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে আমা হইতে যাহা হইয়াছে, তাহা ভালই হউক, আর মন্দই হউক, আমি কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতেছি, আপনারা আর উহা স্মরণ করিয়া আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না। বৃদ্ধ, পুত্রবিহীন, দুঃখিত ও পূর্ব্বতন নরপতিদিগের পুত্র বলিয়া আমারে ক্ষমা করুন। এই বৃদ্ধা গান্ধারীও আমার ন্যায় পুত্রহীনা ও শোকে একান্ত কাতরা হইয়াছেন। এক্ষণে আমরা উভয়েই আপনাদিগের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনারা প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে বনগমনে অনুমতি প্রদান করুন। আপনারা কি সম্পদ, কি বিপদ, সকল সময়েই যুধিষ্ঠিরের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখিবেন। ধর্ম্মার্থকুশল অমিতপরাক্রম লোকপালসদৃশ ভীমাদি চারি ব্যক্তি যখন উহাঁর মন্ত্রী, তখন উহাঁরে কখনই বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে না। অতঃপর ভগবান্ ব্রহ্মার ন্যায় এই মহাতেজস্বী রাজা যুধিষ্ঠির আপনাদিগের প্রতিপালন করিবেন। আমি ইহাঁরে আপনাদিগের হস্তে এবং আপনাদিগকে ইহাঁর হস্তে সমর্পণ করিলাম। আপনারা পূর্ব্বাবধি কখনই আমার উপর কুপিত হন নাই। আপনারা একান্ত প্রভুভক্ত। এক্ষণে আমি গান্ধারীর সহিত কৃতাঞ্জলিপুটে আপনাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার সেই অস্থিরবুদ্ধি, লোভমুগ্ধ, স্বেচ্ছাচারী দুরাত্মা পুত্রদিগের অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাদিগকে বনগমনে অনুমতি করুন।

দশম অধ্যায়।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এই রূপে অনুনয় করিলে, পৌর ও জানপদ প্রজাগণ সকলেই বাষ্পাকুললোচনে পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন পূর্ব্বক বিচেতনপ্রায় হইয়া রহিল। তৎকালে তাহাদিগের মুখ হইতে কোন কথাই বিনির্গত হইল না। তখন অন্ধরাজ পুনর্ব্বার তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ধার্ম্মিকগণ! আমি নিতান্ত বৃদ্ধ ও পুত্রবিহীন হইয়াছি, আমার পিতা ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আমারে অরণ্যগমনে অনুজ্ঞা করিয়াছেন। এক্ষণে আমি ধর্ম্মপত্নীর সহিত প্রণিপাতপুরঃসর করুণস্বরে বারংবার আপনাদিগকে কহিতেছি, আপনারা আমাদিগকে বনগমনে অনুমতি প্রদান করুন।

অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র করুণস্বরে এই কথা কহিলে, প্রজাগণ নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া জনকজননীর ন্যায় শূন্যহৃদয়ে কেহ কেহ কর দ্বারা ও কেহ কেহ বা উত্তরীয় বসন দ্বারা মুখমণ্ডল আচ্ছাদন পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিল। অনন্তর তাহারা ক্রমে ক্রমে শোকবেগ সংবরণ পূর্ব্বক একবাক্য হইয়া শাম্বনামক এক বেদবেত্তা ব্রাহ্মণের নিকট আপনাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কহিল, ভগবন্! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের বাক্য অন্ধরাজের নিকট কীর্ত্তন করুন। তখন সেই বাক্যবিশারদ বেদবেত্তা মহাত্মা শাম্ব অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! প্রজাগণ আপ-

নারে কহিতেছে, আপনি যাহা যাহা কহিলেন, তাহার কিছুই মিথ্যা নহে। কৌরবগণের সহিত আমাদের বিলক্ষণ সৌহার্দ্দ আছে। আপনার বংশে কোন রাজাই প্রজাপালনে পরাঙ্মুখ বা প্রজাদিগের অপ্রিয় ছিলেন না। সকলেই পিতামাতার ন্যায় প্রজাদিগকে পালন করিয়াছিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধনও আমাদিগের কোন অপ্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন নাই। এক্ষণে ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা বেদব্যাস আপনারে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, আপনি সেইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন। আমরা আপনার অদর্শনে নিতান্ত শোকাকুল হইব। আপনার গুণসমুদায় কদাচ আমাদের অন্তঃকরণ হইতে দূরীভূত হইবে না। পূর্ব্বে মহারাজ শান্তনু, আপনার পিতা বিচিত্রবীর্য্য ও মহাত্মা পাণ্ডু যে রূপে রাজ্য পালন করিয়াছিলেন, আপনার পুত্র মহারাজ দুর্য্যোধনও সেই রূপে রাজ্য রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহা হইতে আমাদিগের বিন্দুমাত্রও অনিষ্ট হয় নাই। আমরা তাঁহারে পিতার ন্যায় বিশ্বাস করিতাম। এক্ষণেও আমাদিগের যেরূপ সুখসচ্ছন্দে কাল অতিবাহিত হইতেছে, তাহা আপনার অবিদিত নাই। অতএব প্রর্থনা করি, কুন্তীপুত্র ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সহস্র বর্ষ রাজ্যপালন করুন। তাহা হইলে, আমরা নিশ্চয়ই পরমসুখে কালহরণ করিতে সমর্থ হইব। মহারাজ যুধিষ্ঠির কুরু, সম্বরণ ও ভরত প্রভৃতি পুণ্যবান্ রাজর্ষিগণের রীতি নীতি অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী শাসন করিতেছেন। তাঁহার শরীরে দোষের লেশমাত্র নাই। আমরা আপনার প্রসাদে পরমসুখে কালহরণ করিয়াছি। আপনারা পিতাপুত্রে আমাদিগের কখন কোন অনিষ্ট করেন নাই। আপনি কুলক্ষয়বিষয়ে দুর্য্যোধনের প্রতি যে দোষারোপ করিতেছেন, তাহা নিতান্ত অমূলক। এ বিষয়ে কি দুর্য্যোধন, কি কর্ণ, কি শকুনি, কি আপনি আপনাদিগের কাহারও অপরাধ নাই। দৈববলেই কৌরবগণের ক্ষয় হইয়াছে। দৈব নিতান্ত দুর্নিবার্য্য। পুরুষকার কখনই উহারে নিবারণ করিতে পারে না। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও কর্ণ প্রভৃতি কৌরবপক্ষীয় যোধগণ এবং সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব প্রভৃতি পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ অষ্টাদশ দিবসের মধ্যেই যে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা নিপাতিত করিলেন, ইহা কি দৈববল ভিন্ন কখন সম্ভবপর হইতে পারে? বিশেষত সংগ্রামে শত্রুসংহার ও কলেবর পরিত্যাগ করা ক্ষত্রিয়দিগের পরম ধর্ম্ম। এই নিমিত্তই সেই মহাবলপরাক্রান্ত জ্ঞানবিজ্ঞানদর্শী বীরগণ পৃথিবীর অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণকে নিপাতিত করিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন। অতএব আপনার পুত্র দুর্য্যোধন, আপনার ভৃত্যগণ, মহাবীর কর্ণ, শকুনি ও আপনি আপনাদিগের মধ্যে কাহারেও ভূপতিগণের ক্ষয়ের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। দৈববলেই ঐ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। দৈবভিন্ন উহার অন্য কারণই নাই। আপনি সমুদায় জগতের গুরু। আমরা আপনারে ও আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে কদাচ অধার্ম্মিক বলিয়া জ্ঞান করি না। এক্ষণে প্রার্থনা করি, মহারাজ দুর্য্যোধন ব্রাহ্মণগণের আজ্ঞানুসারে বান্ধবগণের সহিত দুর্লভ স্বর্গসুখ অনুভব করুন। আপনিও তপস্যায় অনুরক্ত হইয়া সনাতন ধর্ম্মসমুদায় পরিজ্ঞাত হউন। পাণ্ডবগণের প্রতি আমাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাতও করিতে হইবে না। ঐ মহাত্মারা পৃথিবীর কথা দূরে থাকুক, সমুদয় স্বর্গলোক প্রতিপালন করিতে পারেন। উহাঁরা সম্পন্ন হউন বা বিপন্ন হউন, প্রজাগণ সর্ব্বদা উহাঁদিগের বশীভূত থাকিবে। দীর্ঘদর্শী জিতেন্দ্রিয়

মহারাজ যুধিষ্ঠির পুরাতন রাজর্ষিদিগের বিধানানুসারে ব্রাহ্মণগণকে প্রচুরপরিমাণে ধনদান ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। উহাঁর তুল্য দয়াবান্ সরল ও পবিত্র-স্বভাব আর কেহই নাই। উনি আমাদিগকে পুত্রবৎ পালন করিয়া থাকেন। উহাঁর মন্ত্রীদিগের মধ্যে কেহই ক্ষুদ্রদৃষ্টি বা অল্পজ্ঞানসম্পন্ন নহেন। উহাঁর ভীমসেন প্রভৃতি মহাবলপরাক্রান্ত ভ্রাতৃগণও উহাঁর প্রতি একান্ত অনুরক্ত। সুতরাং তাঁহারা যে আমাদিগের অপ্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন, তাহাও সম্ভবপর নহে। শিষ্টদিগের প্রতি সরলতা ও দুষ্টদিগের প্রতি তেজঃপ্রকাশ করা তাঁহাদিগের স্বভাবসিদ্ধ। আর মহানুভাবা কুন্তী, দ্রৌপদী, উলূপী ও সুভদ্রা ইহাঁরাও কদাচ আমাদিগের প্রতিকূল ব্যবহার করিবেন না। আপনি আমাদিগের প্রতি যেরূপ স্নেহ প্রকাশ করিয়াছেন। এবং যুধিষ্ঠির এক্ষণে আমাদিগকে যেরূপ স্নেহ করিতেছেন, তাহা আমরা কদাচ বিস্মৃত হইতে পারিব না। প্রজাগণ অধার্ম্মিক হইলেও মহারথ পাণ্ডবগণ ধর্ম্মানুসারে তাহাদের প্রতিপালন করিবেন। অতএব আপনি এক্ষণে সন্তাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুস্থচিত্তে ধর্ম্মানুষ্ঠান করুন।

মহামতি শাম্ব ধৃতরাষ্ট্রের নিকট এই কথা কহিলে, তত্রত্য সমুদায় প্রজাই তাঁহারে বারংবার সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিল। তখন অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র প্রজাগণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া বারংবার তাহাদিগের বাক্যে অভিনন্দন পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিদায় করিয়া গান্ধারীর সহিত আত্মভবনে প্রবেশ করিলেন।

একাদশ অধ্যায়।

অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে, অন্ধরাজ বিদুরকে যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রেরণ করিলেন। মহাত্মা বিদুর যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বনগমনার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন। তিনি এই কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে যাত্রা করিবেন। এক্ষণে তিনি সমরনিহত মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, সোমদত্ত, বাহ্লীক, তাঁহার পুত্রগণ ও অন্যান্য বান্ধবগণের শ্রাদ্ধসম্পাদনার্থ আপনার নিকট কিঞ্চিৎ ধন প্রার্থনা করিতেছেন। যদি আপনার অভিমত হয়, তাহা হইলে তিনি ঐ ধন দ্বারা সৈন্ধবাপসদ, জয়দ্রথেরও শ্রাদ্ধ করিবেন। মহাত্মা বিদুর এই কথা কহিবামাত্র রাজা যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুন তাঁহার বাক্যশ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহারে যথোচিত সম্মানদান করিলেন; কিন্তু জাতক্রোধ ভীমসেন দুর্য্যোধনের দৌরাত্ম্য স্মরণ করিয়া বিদুরের সেই বাক্যে তাদৃশ আস্থা প্রকাশ করিলেন না। তখন মহাবীর অর্জ্জুন বৃকোদরের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৃকোদর! আমাদিগের পিতৃব্য বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র বনগমনে দীক্ষিত হইয়া ভীষ্মাদি মহাত্মাদিগের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পাদনার্থ আপনা কর্ত্তৃক নির্জ্জিত ধন যাচ্ঞা করিতেছেন। অতএব উহা প্রদান করিতে অনুজ্ঞা করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। হায়! কালের কি আশ্চর্য্য গতি। পূর্ব্বে যে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আমারা যাচ্ঞা করিয়াছি, এক্ষণে তিনি আমাদিগের নিকট যাচ্ঞা করিতেছেন। যিনি সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি ছিলেন, আজি তিনি শত্রু কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া বনগমনে অভিলাষী হইয়াছেন। এক্ষণে আপনি ধৃতরাষ্ট্রকে ধনপ্রদানে অনুমতি করুন। উহাঁরে ধন প্রদান না করিলে আমাদের অধর্ম্ম এবং অকীর্ত্তি ঘোষণা হইবে। বরং আপনি ধন প্রদান করা উচিত

কি না, তাহা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধর্ম্মরাজকে জিজ্ঞাসা করুন।

মহাত্মা অর্জ্জুন এই কথা কহিবামাত্র রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ধনঞ্জয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ধনঞ্জয়! আমরা স্বয়ং মহাবীর ভীষ্ম, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা, বাহ্লীক, মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য ও অন্যান্য বান্ধবগণের প্রেতকার্য্য সম্পাদন করিব এবং ভোজনন্দিনী কর্ণের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পাদন করিবেন। উহাঁদিগের শ্রাদ্ধার্থ ধৃতরাষ্ট্রকে ধন দান করিবার প্রয়োজন কি? আমার মতে দুর্য্যোধনাদির ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য করাই বিধেয় নহে। আমাদিগের শত্রুগণ যেন কোন স্থানেই আহ্লাদিত না হয়। দুর্য্যোধন প্রভৃতি যে সকল কুলাঙ্গার দ্বারা এই পৃথিবী উৎসন্নপ্রায় হইয়াছে, তাহারা যেন সকলেই ঘোরতর ক্লেশে নিপতিত হয়। তুমি কি দ্রৌপদীর ক্লেশাবহ দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস এককালে বিস্মৃত হইয়াছ? তৎকালে ধৃতরাষ্ট্রের স্নেহ কোথায় তিরোহিত হইয়াছিল? যখন তুমি হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া কৃষ্ণাজিন ধারণ পূর্ব্বক পাঞ্চালীর সহিত রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিয়াছিলে, তখন ভীষ্ম, দ্রোণ ও সোমদত্ত ইহাঁরা কোথায় অবস্থান করিয়াছিলেন? যখন তুমি ত্রয়োদশ বৎসর বন্য ফলমূল ভক্ষণ করিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছিলে, তখন তোমার জ্যেষ্ঠতাতের পিতৃস্নেহ কোথায় তিরোহিত হইয়াছিল? দুরাত্মা অন্ধরাজ যে দ্যূতক্রীড়ার সময় 'এই বার আমাদের কি লাভ হইল' বলিয়া বারংবার বিদুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তাহা কি তুমি একেবারে বিস্মৃত হইয়াছ?

মহাবীর বৃকোদর ক্রোধভরে এই কথা কহিলে, অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহারে ভৎর্সনা করিয়া মৌনাবলম্বন করিতে কহিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ঐ সময় অর্জ্জুন বৃকোদরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাশয়! আপনি আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও গুরু। আপনারে আর অধিক বলা আমার কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে আপনার নিকট আমার এইমাত্র বক্তব্য যে, রাজা ধৃতরাষ্ট্র সর্ব্বতোভাবে আমাদিগের পূজ্য। বিশেষত সাধু ব্যক্তিরা অন্যকৃত অপকার স্মরণ না করিয়া উপকারই স্মরণ করিয়া থাকেন। ধর্ম্মাত্মা অর্জ্জুন এই কথা কহিলে, ধর্ম্মনন্দন তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া বিদুরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ক্ষত্তা! তুমি আমার আদেশানুসারে কৌরবেন্দ্র ধৃতরাষ্ট্রকে কহিবে যে, তিনি পুত্র ও ভীষ্মাদি বন্ধুবর্গের শ্রাদ্ধার্থ যে পরিমাণে ধনদান করিতে বাসনা করেন, তাহা আমার কোষ হইতে গ্রহণ করুন। ভীমসেন তাহাতে বিরক্ত হইবেন না।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিয়া অর্জ্জুনকে যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। তখন ভীমসেন ধনঞ্জয়ের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির পুনরায় বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাত্মন! যেন নরপতি ধৃতরাষ্ট্র বৃকোদরের প্রতি কোপ প্রকাশ না করেন। বৃকোদর অরণ্যমধ্যে শীত, গ্রীষ্ম ও বৃষ্টিনিবন্ধন অনেক কষ্টভোগ করিয়াছে, তাহা তোমার অবিদিত নাই। তুমি আমার বচনানুসারে জ্যেষ্ঠতাতকে কহিবে যে, তাঁহার যে যে দ্রব্য যে পরিমাণে গ্রহণ করিতে বাসনা হয়, তিনি তৎসমুদায়ই যেন আমার গৃহ হইতে গ্রহণ করেন। বৃকোদর অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া যে অহঙ্কার প্রকাশ করিলেন, তাহা যেন তিনি হৃদয়মধ্যে স্থান-

দান না করেন। অর্জ্জুনের ও আমার যে সমুদায় ধন আছে, তিনি সেই সমুদায় ধনেরই অধিকারী। তাঁহার যাহা ইচ্ছা হয়, ব্রাহ্মণগণকে তাহা দান ও অন্যান্য ব্যয় করিয়া পুত্র ও বান্ধবগণের নিকট ঋণশূন্য হউন। আমার ধনের কথা দূরে থাক, আমার এই শরীরও তাঁহার একান্ত অধীন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

রাজা যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, ধীমান বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গমন করিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন! আমি প্রথমত যুধিষ্ঠিরের নিকট আপনার বাক্য কীর্ত্তন করিবামাত্র তিনি এবং অর্জ্জুন উভয়ে আপনার বাক্যে যথেষ্ট সমাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, আমাদিগের রাজ্য ধন বা প্রাণ যাহাতে জ্যেষ্ঠতাতের অভিলাষ হয়, তিনি তাহাই গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু মহাবীর বৃকোদর পূর্ব্বতন দুঃখসমুদায় স্মরণ করিয়া আপনার বাক্যে অতিকষ্টে সম্মত হইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও মহাত্মা অর্জ্জুন তাঁহারা উভয়ে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বৃকোদরকে সম্মত করিয়াছেন। পরিশেষে ধর্ম্মরাজ অনেক অনুনয় করিয়া কহিয়াছেন যে, মহাবীর বৃকোদর পূর্ব্বকৃত বৈরস্মরণ করিয়া আপনার প্রতি যে কিছু অন্যায় আচরণ করিয়াছেন, তাহাতে যেন আপনি দুঃখিত না হন। ঐ মহাবীর সতত ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম ও যুদ্ধেই ব্যাপৃত থাকেন; এই নিমিত্তই উনি অদ্যাপি ক্রোধ সংবরণ করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, এক্ষণে বৃকোদরের নিমিত্ত আমি ও অর্জ্জুন আমরা উভয়ে জ্যেষ্ঠতাতের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, তিনি যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগের বিশেষত ভীমের প্রতি প্রসন্ন হন। তিনি এই রাজ্য ও আমাদিগের প্রভু; অতএব পুত্র ও বান্ধবদিগের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যার্থ তাঁহার যাহা অভিরুচি হয়, তিনি তাহাই করুন। তিনি রত্ন, গাভী, দাস, দাসী, মেষ ও ছাগপ্রভৃতি যাহা দান করিতে বাসনা করেন, তাহাই গ্রহণ করিয়া অনায়াসে ব্রাহ্মণ, অন্ধ ও দীন দরিদ্রদিগকে প্রদান করুন। তিনি অন্নদান, পানীয়দান ও গোসমূহের জলপানার্থ নিপানদানপ্রভৃতি অসংখ্য পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করুন। হে কৌরবেন্দ্র! রাজা যুধিষ্ঠির ও মহাত্মা ধনঞ্জয় আমারে এই কথা কহিয়াছেন, এক্ষণে আপনার যাহা অভিরুচি হয়, করুন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

মহাত্মা বিদুর এই কথা কহিলে, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনের প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া, সেই দিন অবধি কার্ত্তিকী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ধন দান করিয়া বনগমন করিতে অভিলাষ করিলেন। অনন্তর তিনি ভীষ্ম, দ্রোণ, সোমদত্ত, বাহ্লিক এবং দুর্য্যোধন প্রভৃতি পুত্রগণ ও জয়দ্রথ প্রভৃতি সুহৃদ্গণের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ পূর্ব্বক অন্ন, পান, যান, আচ্ছাদন, মণিমুক্তাদি বিবিধ রত্ন, সুবর্ণ, দাস, দাসী, মেষ, ছাগ, কম্বল, গ্রাম, ক্ষেত্র, অলঙ্কৃত অশ্ব, হস্তী ও বরাঙ্গনা সমুদায় প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে সেই ধৃতরাষ্ট্রানুষ্ঠিত শ্রাদ্ধযজ্ঞ এককালে ধনরত্নে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। গণক ও লেখকগণ দিবারাত্রি যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে "মহারাজ! এই যাচক ব্রাহ্মণগণকে কি প্রদান করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন" বলিয়া, ধৃতরাষ্ট্রকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল এবং অন্ধরাজ যাঁহারে শত মুদ্রা প্রদান করিতে কহিলেন, তাহারা যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে তাঁহারে সহস্র

মুদ্রা এবং যাঁহারে সহস্র মুদ্রা অর্পণ করিতে আদেশ করিলেন, তাঁহারে দশসহস্র মুদ্রা প্রদান করিতে আরম্ভ করিল। এই রূপে রাজা ধৃতরাষ্ট্র সলিলবর্ষী জলধরের ন্যায় ধন বর্ষণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া পরিশেষে প্রচুরপরিমিত বিবিধ মিষ্টান্ন দ্বারা সমুদায় বর্ণের ব্যক্তিগণকে আহার করাইয়া পুত্র, পৌত্র ও পিতৃগণের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পাদন করিলেন। তৎপরে তিনি আপনার ও গান্ধারীর পারলৌকিক হিতসাধনার্থ পুনরায় ব্রাহ্মণগণকে ধনদানে প্রবৃত্ত হইলেন। মহামতি অন্ধরাজ এই রূপে ক্রমাগত দশ দিন অনবরত অর্থদান করিয়া পরিশেষে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া দানযজ্ঞ সমাপন পূর্ব্বক বন্ধুবান্ধবগণের আনৃণ্যলাভ করিলেন। তিনি যে কয়েক দিন ধনদানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই কয়েক দিন তাঁহার ভবনে সর্ব্বদা নট ও নর্ত্তকগণ নৃত্য করিয়াছিল।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

অনন্তর একাদশ দিবসে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ঐ দিন কার্ত্তিকী পূর্ণিমা অবগত হইয়া, পাণ্ডবগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি যথোচিত প্রীতি প্রকাশ করিলেন এবং অচিরাৎ বেদবেত্তা ব্রাহ্মণগণ দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া বল্কলাজিন পরিধান পূর্ব্বক গান্ধারী ও অন্যান্য কৌরববধূগণের সহিত স্বীয় ভবন হইতে বহির্গত হইলেন। ঐ সময় কৌরবকুলকামিনীগণের আর্ত্তস্বরে অন্তঃপুর আকুলিত হইয়া উঠিল। তখন অন্ধরাজ লাজ দ্বারা আপনার গৃহ অর্চ্চিত করিয়া ভৃত্যগণকে ধনরাশি প্রদান পূর্ব্বক অরণ্যযাত্রা করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তদ্দর্শনে নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে হা তাত! কোথায় চলিলেন, বলিয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। মহাত্মা ধনঞ্জয় নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বারংবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, বিদুর, সঞ্জয়, যুযুৎসু, কৃপাচার্য্য, ধৌম্য ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ নিতান্ত শোকাভিভূত হইয়া বাষ্পবারি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রের অনুগমন করিতে আরম্ভ করিলেন। কুন্তী ও বস্ত্রাচ্ছাদিতনয়না গান্ধারী আপনাদের স্কন্ধদেশে অন্ধরাজের হস্তদ্বয় সন্নিবেশিত করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতে লাগিলেন এবং দ্রৌপদী, সুভদ্রা নবপ্রসূতা উত্তরা, চিত্রাঙ্গদা ও অন্যান্য রমণীগণ কুরবীর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। ঐ সময় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের বনিতাগণই শোকাকুলিতচিত্তে চতুর্দ্দিক্ হইতে রাজমার্গে আগমন করিতে লাগিল। ফলত পূর্ব্বে পাণ্ডবগণ দ্যূতে পরাজিত হইয়া কৌরবসভা হইতে বহির্গত হইলে পৌরজনেরা যেরূপ দুঃখিত হইয়াছিল, এক্ষণে অন্ধরাজকে অরণ্যে গমন করিতে দেখিয়াও তাঁহাদিগের সেইরূপ দুঃখ সমুপস্থিত হইল। যে সমুদায় কুলকামিনী পূর্ব্বে চন্দ্রসূর্য্যকেও দর্শন করে নাই, এক্ষণে তাহারাও শোকাভিভূত হইয়া রাজমার্গে আগমন করিতে লাগিল।

ষোড়শ অধ্যায়।

অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র রাজপথে সমুপস্থিত হইলে, অট্টালিকা ও অন্যান্য স্থানসমুদায় হইতে স্ত্রীপুরুষদিগের ক্রন্দনকোলাহল শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। তখন অন্ধরাজ বিনীতভাবে অতিকষ্টে ক্রমে ক্রমে সেই নরনারীসঙ্কুল রাজমার্গ অতিক্রম

পূর্ব্বক হস্তিনা নগরের অত্যুচ্চ বহির্দ্বার হইতে বহির্গতি হইয়া অনুগামী ব্যক্তিদিগকে বিদায় করিতে লাগিলেন। মহাবীর কৃপাচার্য্য ও যুযুৎসু ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের হস্তে সমর্পিত হইয়া বনগমনবাসনা পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু মহাত্মা বিদুর ও সঞ্জয় কিছুতেই নিবৃত্ত না হইয়া, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ক্রমে ক্রমে সমুদায় পৌরবর্গ প্রতিনিবৃত্ত হইলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠতাতের আজ্ঞানুসারে কামিনীগণের সহিত নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে বাসনা করিয়া স্বীয় জননী কুন্তীরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মাত! আপনি বধূগণের সহিত নগরে প্রতিনিবৃত্ত হউন; বরং আমি জ্যেষ্ঠতাতের সহিত অরণ্যে গমন করি। ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা কৌরবনাথ তপস্যা করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন, সুতরাং উহাঁরই এক্ষণে অরণ্যবাস আশ্রয় করা কর্ত্তব্য।

পাণ্ডবজননী কুন্তী ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া বাষ্পাকুলিতলোচনে গান্ধারীরে ধারণ পূর্ব্বক গমন করিতে করিতে তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি সহদেবের প্রতি কখন তাচ্ছীল্য করিও না। সে তোমার ও আমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত। আর পূর্ব্বে আমি দুর্ব্বুদ্ধিবশত যে মহাবীরকে তোমাদের বিপক্ষে সংগ্রাম করিতে অনুমোদন করিয়াছিলাম, সেই মহাত্মা কর্ণও যেন তোমার স্মৃতিপথের বহির্ভূত না হয়। হায়! আমার তুল্য অভাগ্যবতী আর কেহই নাই! যখন সূর্য্যতনয় বৎস কর্ণকে না দেখিয়া আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না, তখন নিশ্চয় বুঝিলাম, উহা লৌহ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। পূর্ব্বে যখন আমি তোমার নিকট তাহার পরিচয় প্রদান করি নাই, তখন আমারেই তাহার বধবিষয়ে সম্পূর্ণ অপরাধিনী বলিতে হইবে। যাহা হউক, এখন আর তাহার কিছুমাত্র প্রতীকার হইবার সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত সমবেত হইয়া তোমার সেই জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রীতির নিমিত্ত বিবিধ ধনদান করিবে। কদাপি দ্রৌপদীর অপ্রিয়াচরণ করিও না। সর্ব্বদা ভীমসেন, অর্জ্জুন ও নকুলের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। আজি কুরুকুলের ভার তোমার উপর সম্পূর্ণরূপে অর্পিত হইল। আমি এক্ষণে অরণ্যে গমন করিয়া তপোনুষ্ঠান এবং তোমার জ্যেষ্ঠতাত ও গান্ধারীর শুশ্রূষা করিব।

মনস্বিনী কুন্তী এই কথা কহিলে, ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির নিতান্ত দুঃখিত হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত ক্ষণকাল অধোবদনে চিন্তা করিয়া জননীরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মাত! এক্ষণে আপনার বুদ্ধি এরূপ বিচলিত হইল কেন? আমার প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। আমি কখনই আপনার বনগমন বিষয়ে অনুমোদন করিতে পারিব না। আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। পূর্ব্বে মহাত্মা বাসুদেবের নিকট বিদুলার বাক্য সমুদায় কীর্ত্তন পূর্ব্বক আমাদিগকে বিবিধ রূপে উৎসাহ প্রদান করিয়া এক্ষণে এরূপ কঠিন বাক্য প্রয়োগ করা আপনার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আমরা বাসুদেবের মুখে আপনার উপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক আপনার বুদ্ধিবলে ভূপতিদিগকে নিপাতিত করিয়া রাজ্যলাভ করিয়াছি। এক্ষণে আপনার সেই বুদ্ধি ও জ্ঞান কোথায় গেল? আমারে ক্ষত্রধর্ম্ম আশ্রয় করিতে অনুজ্ঞা করিয়া এক্ষণে আমায় পরিত্যাগ করা আপনার কখনই কর্ত্তব্য নহে। আপনি রাজ্য ও আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কি রূপে গহনকাননে বাস করিবেন? অতঃপর আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন।

পাণ্ডবজননী কুন্তী ধর্ম্মরাজের এইরূপ করুণবাক্য শ্রবণ করিয়াও প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। তিনি অশ্রুপূর্ণলোচনে অন্ধরাজের অনুগমন করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা ভীমসেন তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মাত! এক্ষণে পুত্রনির্জ্জিত রাজ্যভোগ ও রাজধর্ম্মসমুদায় লাভ করিবার সময় আপনার এরূপ বুদ্ধিবিপর্য্যয় উপস্থিত হইল কেন? যদি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করাই আপনার অভিপ্রায় ছিল, তবে আপনি কেন আমাদিগের দ্বারা পৃথিবীরে বীরশূন্য করিলেন? আর আমরা যৎকালে নিতান্ত বালক ছিলাম, তখনই বা কি নিমিত্ত আমাদিগকে ও মাদ্রীতনয়দ্বয়কে বন হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন? এক্ষণে আপনি প্রসন্ন হইয়া বনগমনের বাসনা পরিহার পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজের বাহুবলার্জ্জিত রাজ্যভোগ করুন।

ভীমসেন ও অন্যান্য পাণ্ডবগণ এইরূপে বহুবিধ বিলাপ করিলেও মহানুভাবা কুন্তী বনগমনবাসনা পরিত্যাগ করিলেন না। তখন মনস্বিনী দ্রৌপদী বিষণ্ণবদনে রোদন করিতে করিতে সুভদ্রার সহিত তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। কুন্তী তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া রোরুদ্যমান পুত্রদিগকে বারংবার সস্নেহ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে করিতে অন্ধরাজের অনুগমন করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা পাণ্ডবগণ নিতান্ত বিষণ্ণচিত্তে ভৃত্য ও পরিজনবর্গের সহিত জননীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে আরম্ভ করিলেন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

অনন্তর পাণ্ডবজননী কুন্তী অশ্রুবেগ সংবরণ করিয়া, পুত্রগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎসগণ! পূর্ব্বে তোমরা জ্ঞাতিগণ কর্ত্তৃক কপট দ্যূতে পরাজিত হইয়া নিতান্ত দুঃখিত ও অবসন্ন হইয়াছিলে, এই নিমিত্ত আমি তোমাদিগকে যুদ্ধ করিতে উৎসাহিত করিয়াছিলাম। তোমরা মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্র, সুতরাং তোমাদিগের নাশ বা যশোহানি হওয়া নিতান্ত অনুচিত। তোমরা ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী, সুতরাং তোমাদিগের শত্রুর বশীভূত হওয়া কখন উচিত নহে। তোমাদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠির ভূপতিদিগের অগ্রগণ্য ও ইন্দ্রতুল্য প্রভাবসম্পন্ন। অতএব উহার চিরকাল বনে অবস্থান করা নিতান্ত অনুচিত। অযুতনাগের তুল্য পরাক্রমশালী পৌরুষান্বিত ভীমসেনের ও বাসবসদৃশ বিক্রমশালী ধনঞ্জয়ের অবসন্নভাবে কালহরণ করা কদাপি বিধেয় নহে। বালক নকুল ও সহদেবের ক্ষুধায় কাতর হওয়া এবং সভামধ্যে এই দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণার ক্লেশ সহ্য করা নিতান্ত অন্যায্য। আমি এই সমুদায় বিবেচনা করিয়াই তোমাদিগকে সংগ্রামে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলাম। পূর্ব্বে যখন এই পাঞ্চালী দ্যূতে পরাজিত হইয়া সভামধ্যে তোমাদিগের সমক্ষেই কদলীর ন্যায় কম্পিত হইয়াছিলেন; যখন দুরাত্মা দুঃশাসন অজ্ঞানবশত দাসীর ন্যায় ইহাঁর কেশাকর্ষণ করিয়াছিল; তখনই আমি বুঝিয়াছিলাম, যে এই কুরুকুল এককালে দগ্ধ হইবে। পাপাত্মা দুঃশাসন এই পাঞ্চালীর কেশাকর্ষণ করিলে, যখন ইনি বারংবার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া কুরুরীর ন্যায় রোদন করিয়াছিলেন, তখন আমার চৈতন্য একবারে বিলুপ্ত হইয়াছিল। আমি সেই নিমিত্তই তোমাদিগের তেজোবর্দ্ধনমানসে বাসুদেবের নিকট বিদুলাসঞ্জয়সংবাদ কীর্ত্তন করিয়া তোমাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলাম। তোমাদিগের বিনাশনিবন্ধন এই রাজবংশের ক্ষয় হওয়া উচিত নহে। যে ব্যক্তি বংশনাশের হেতুভূত হয়, তাহার পুত্র-

পৌত্রগণও শুভলোকলাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে। আমি ভর্ত্তার রাজত্বসময়ে অশেষ সুখভোগ, বিবিধ মহাদান ও যথাবিধি সোম রস পান করিয়াছি। আমি যে বাসুদেবের নিকট বিদুলার বাক্য কীর্ত্তন করিয়া তোমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলাম, তাহা আমার আপনার সুখসাধনের নিমিত্ত নহে; কেবল তোমাদিগের হিতসাধনের নিমিত্তই আমি ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। এক্ষণে রাজ্যভোগের বাসনা পরিহার পূর্ব্বক তপস্যা দ্বারা মহাত্মা পাণ্ডুর পবিত্র লোক লাভ করিতেই আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে। পুত্রনির্জ্জিত রাজ্যভোগে আমার কিছুমাত্র অভিলাষ নাই। অতএব আমি বনবাসী অন্ধরাজ ও তাঁহার মহিষীর শুশ্রূষা করিয়া তপস্যা দ্বারা এই কলেবর শুষ্ক করিব। তোমরা রাজধানীতে প্রতিগমন করিয়া পরম সুখে রাজ্য সম্ভোগ কর। তোমাদিগের ধর্ম্মবুদ্ধি পরিবর্দ্ধিত ও মন প্রশস্ত হউক।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

যশস্বিনী কুন্তী এই কথা কহিলে, পাণ্ডবগণ তাঁহার বাক্যশ্রবণে লজ্জিত হইয়া অন্ধরাজকে প্রণতি ও প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক পাঞ্চালীর সহিত প্রতিনিবৃত্তি হইলেন। ঐ সময় কুন্তীরে বনগমন করিতে অবলোকন করিয়া কামিনীগণ অত্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও বিদুরকে কহিলেন, তোমরা অচিরাৎ যুধিষ্ঠিরের জননী দেবী কুন্তীরে প্রতিনিবৃত্ত কর। যুধিষ্ঠির যাহা যাহা কহিলেন, সে সমুদায়ই যথার্থ। পাণ্ডবজননী মহাফলপ্রদ ঐশ্বর্য্য ও পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিয়া কেন বৃথা দুর্গম অরণ্যে গমন করিবেন। উনি রাজ্যে অবস্থান করিলে, অনায়াসে দান ও ব্রতাদি আচরণ করিয়া উৎকৃষ্ট তপোনুষ্ঠান করিতে পারিবেন। উহাঁর শুশ্রূষায় আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি; অতএব তোমরা উহাঁরে প্রতিনিবৃত্ত হইতে আদেশ কর। অন্ধরাজ এই কথা কহিলে, সুবলনন্দিনী গান্ধারী কুন্তীর নিকট রাজবাক্যসমুদায় বর্ণন এবং স্বয়ং তাঁহারে বিশেষ রূপে প্রতিগমন করিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু কোন রূপেই তাঁহারে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন কৌরবকামিনীগণ কুন্তীর অভিপ্রায় অবগত হইয়া ও পাণ্ডবগণকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে দেখিয়া রোদন করিতে করিতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণ দুঃখশোকে একান্ত কাতর হইয়া অতি দীনভাবে স্ত্রীগণসমভিব্যাহারে যানারোহণ পূর্ব্বক পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ সময় হস্তিনানগর এককালে উৎসবশূন্য হইল। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই নিরানন্দ হইয়া রহিল। পাণ্ডবগণ কুন্তীর বিরহে গাভীহীন বৎসের ন্যায় একবারে উৎসাহশূন্য ও শোকে নিমগ্ন হইলেন।

এ দিকে রাজা ধৃতরাষ্ট্র ঐ দিন বহুদূর গমন করিয়া ভাগীরথীতীরে অবস্থান করিলেন। বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণগণ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া সেই ভাগীরথীতীরস্থিত তপোবনে নিয়মানুসারে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। ক্রমশ সন্ধ্যাকাল সমুপস্থিত হইল। তখন তাঁহারা সকলেই সূর্য্যোপস্থান করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর বিদুর ও সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর নিমিত্ত কুশময় শয্যাদ্বয় প্রস্তুত করিলেন। যুধিষ্ঠিরজননী কুন্তী পরম সুখে গান্ধারীর সহিত এক শয্যায় শয়ান হইলেন। বিদুর প্রভৃতি অনুগামিগণ তাঁহাদিগের নিকটে এবং যাজক ব্রাহ্মণগণ যথাস্থানে শয়ন করিলেন। অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে তাঁহারা সকলে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান ও পূর্ব্বাহ্নকৃত্য সমুদায় সমা-

পন করিয়া ক্রমাগত উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। প্রথম দিবস বনে অবস্থান করা তাঁহাদের পক্ষে সাতিশয় কষ্টজনক হইয়াছিল।

একোনবিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর তাঁহারা বহুক্ষণ উত্তরাভিমুখে গমন করিয়া বিদুরের বাক্যানুসারে সেই পবিত্র ভাগীরথীতীরে অবস্থান করিলেন। ঐ স্থানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রপ্রভৃতি বনবাসিগণ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তখন অন্ধরাজ বিবিধ কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাদিগের প্রীতিসাধন এবং শিষ্য সমবেত ব্রাহ্মণগণের পূজা করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় করিলেন। অনন্তর সন্ধ্যাসময় সমুপস্থিত হইলে, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র ও যশস্বিনী গান্ধারী গঙ্গায় অবগাহন করিলেন, তখন বিদুরাদি অন্যান্য অনুগামিগণও গঙ্গাস্নান করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি ক্রিয়া সমুদায় সমাপন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর স্নানক্রিয়া সমাপন হইলে, ভোজনন্দিনী কুন্তী তাঁহাদিগকে তীরে সমুপনীত করিলেন। ঐ সময় যাজকগণ অন্ধরাজের নিমিত্ত সেই স্থানে বেদী প্রস্তুত করিয়া দিলেন। নরপতি ধৃতরাষ্ট্র সেই বেদিতে উপবেশন পূর্ব্বক হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন।

এই রূপে ক্রিয়াসমুদায় সমাপন হইলে, অন্ধরাজ অনুযাত্রিগণের সহিত সেই ভাগীরথীতীর হইতে কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। কুরুক্ষেত্রের আশ্রমে উপস্থিত হইবামাত্র রাজর্ষি শতযূপের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল। ঐ মহাত্মা পূর্ব্বে কেকয়রাজ্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তিনি পুত্রের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করেন। অন্ধরাজ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া বেদব্যাসের আশ্রমে গমন করিলেন এবং অবিলম্বে তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক শতযূপের আশ্রমে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহামতি শতযূপ বেদব্যাসের আদেশানুসারে অন্ধরাজকে আরণ্যবিধি সমুদায় উপদেশ প্রদান করিলেন। তখন মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্র স্বয়ং তপঃপরায়ণ হইয়া অনুচরগণকে তপোনুষ্ঠান করিতে অনুমতি দিলেন। তপস্বিনী গান্ধারী ও ভোজনন্দিনী কুন্তী উভয়ে বল্কলাজিন ধারণ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া কায়মনোবাক্যে ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। অন্ধরাজ জটা, অজিন ও বল্কল ধারণপূর্ব্বক অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট হইয়া মহর্ষির ন্যায় ঘোরতর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পরমধার্ম্মিক মহাত্মা সঞ্জয় ও বিদুর উভয়ে চীরবল্কল ধারণ পূর্ব্বক নরপতি ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সেবা ও ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন।

বিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর নারদ, পর্ব্বত, দেবল, পরমধার্ম্মিক রাজর্ষি শতযূপ এবং শিষ্যপরিবৃত মহর্ষি দ্বৈপায়ন ও অন্যান্য সিদ্ধগণ ইহাঁরা সকলে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার সমীপে সমাগত হইলেন। ভোজনন্দিনী কুন্তী তাঁহাদিগকে দর্শন করিবামাত্র যথানিয়মে তাঁহাদিগের পূজা করিলেন। তখন তাঁহারা তাঁহার পরিচর্য্যায় পরম পরিতুষ্ট হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের চিত্তবিনোদনার্থ বিবিধবিষয়ক কথোপকথন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তত্ত্বদর্শী দেবর্ষি নারদ কথাপ্রসঙ্গে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! শতযূপের পিতামহ নির্ভীকচিত্ত নরপতি সহস্রচিত্য কেকয় দেশের অধিপতি ছিলেন। তিনি বৃদ্ধাবস্থায় পরমধার্ম্মিক স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া বন-

প্রবেশ করেন। তথায় ঘোরতর তপশ্চরণ দ্বারা তাঁহার ইন্দ্রলোক লাভ হইয়াছে। আমি ইন্দ্রলোকে গমনাগমনসময়ে অনেকবার তাঁহারে দেবেন্দ্রসদনে নিরীক্ষণ করিয়াছি। ভগদত্তের পিতামহ রাজা শৈললেয়ও তপোবলে ইন্দ্রলোক লাভ করিয়াছেন। ইন্দ্রপ্রতিম মহারাজ পৃষধ্র তপঃপ্রভাবে স্বর্গারূঢ় হইয়াছেন। সরিদ্বরা নর্ম্মদা যাঁহার সহধর্ম্মিণী হইয়াছিলেন, সেই মান্ধাতৃতনয় নরপতি পুরুকুৎস এবং পরমধার্ম্মিক রাজা শশলোমা ইহাঁরা উভয়ে এই তপোবনে তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে তুমিও এই তপোবনে তপোনুষ্ঠান কর; অচিরাৎ মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের প্রসাদবলে সিদ্ধি লাভ করিয়া অনায়াসে গান্ধারীর সহিত ঐ সকল মহাত্মার সালোক্যলাভে সমর্থ হইবে। ইন্দ্রলোকগত নরপতি পাণ্ডু নিয়ত তোমার অনুধ্যান করিতেছেন। তিনি অবশ্যই তোমার মঙ্গলসাধন করিবেন। ভোজনন্দিনী কুন্তী তোমার ও যশস্বিনী গান্ধারীর শুশ্রূষানিবন্ধন নিশ্চয়ই স্বামীর সালোক্য লাভে সমর্থ হইবেন। মহাত্মা বিদুর অচিরাৎ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরে প্রবেশ এবং মহামতি সঞ্জয় ইহলোক হইতে স্বর্গলোকে গমন করিবেন। আমি দিব্য চক্ষুঃপ্রভাবে এই সমুদায় বিষয় অবগত হইয়াছি।

দেবর্ষি নারদ এই কথা কহিলে, কৌরবেন্দ্র ধৃতরাষ্ট্র পত্নীর সহিত যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া পরম সমাদরে তাঁহার পূজা করিলেন। ব্রাহ্মণগণও মহা আহ্লাদিত হইয়া দেবর্ষি নারদকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় রাজর্ষি শতযূপ নারদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবর্ষে! আপনার বাক্যশ্রবণে আপনার প্রতি আমার, কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের ও অত্রত্য অন্যান্য ব্যক্তিগণের শ্রদ্ধা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। আপনি তত্ত্বদর্শী। মানবগণ যে যেরূপ গতি লাভ করিবে আপনি দিব্যচক্ষুঃপ্রভাবে তৎসমুদয় অবলোকন করিতেছেন। আপনি অনেক নরপতির স্বর্গলোক লাভের বিষয় কীর্ত্তন করিলেন; কিন্তু কৌরবেন্দ্র ধৃতরাষ্ট্র কোন্ লোকে গমন করিবেন, তাহা কীর্ত্তন করেন নাই। এক্ষণে উনি কোন্ সময়ে কোন্ লোকে গমন করিবেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে, অতএব আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

রাজর্ষি শতযূপ এই কথা কহিলে, দিব্যদর্শী দেবর্ষি নারদ সেই সভামধ্যে তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! আমি একদা ইন্দ্রের সভায় সমুপস্থিত হইয়া তথায় পাণ্ডুরাজকে সমাসীন দেখিয়া আসনপরিগ্রহ করিলাম। অনন্তর ঐ সভামধ্যে কথা প্রসঙ্গে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের ঘোরতর তপস্যার কথা উত্থিত হইল। তখন আমি স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রের মুখে শুনিলাম যে, ধৃতরাষ্ট্রের আর তিন বৎসর পরমায়ু আছে। তৎপরে তিনি গান্ধারীর সহিত দিব্য অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক কুবেরভবনে আগমন করিয়া স্বেচ্ছানুসারে দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসদিগের লোকে সঞ্চরণ করিবেন। হে শতযূপ! এই আমি তোমার জিজ্ঞাসানুসারে দেবগুহ্য বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। তুমি তপঃপ্রভাবে নিষ্পাপ হইয়াছ; এই নিমিত্তই আমি এই গূঢ় বিষয় তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম।

দেবর্ষি এই কথা কহিলে, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও শতযূপ প্রভৃতি অন্যান্য ব্যক্তিগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া একেবারে আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন। এই রূপে নারদ প্রভৃতি মহর্ষিগণ বিবিধ কথা প্রসঙ্গে

ধৃতরাষ্ট্রকে পরিতুষ্ট করিয়া সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

একবিংশতিতম অধ্যায়।

এ দিকে পাণ্ডবগণ কামিনীগণসমভিব্যাহারে হস্তিনায় আগমন পূর্ব্বক জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র ও জননী কুন্তীর বনবাসনিবন্ধন শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া উঠিলেন। পৌরজনেরা অন্ধরাজের নিমিত্ত সতত অনুতাপ করিতে লাগিল। ঐ সময় হস্তিনার আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই শোকাকুল হইয়া পরস্পরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, হায়! পুত্রশোকার্ত্ত বৃদ্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং মনস্বিনী গান্ধারী ও কুন্তী কি রূপে দুর্গম অরণ্যে বাস করিতেছেন! পূর্ব্বে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে কখন অসুখের লেশমাত্র সহ্য করিতে হয় নাই। পাণ্ডবজননী কুন্তী রাজশ্রী ও পুত্রস্নেহ পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে অবস্থান পূর্ব্বক অতি কষ্টে কালহরণ করিতেছেন এবং অন্ধরাজের শুশ্রূষায়অনুরক্ত মহাত্মা বিদুর ও সঞ্জয়কেও বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে।

পুরবাসী লোক সমুদায় এই রূপে নানাপ্রকার বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলে, পাণ্ডবগণ পুত্র বিহীন বৃদ্ধ অন্ধরাজ, জননী কুন্তী ও গান্ধারী এবং মহাত্মা বিদুরের শোকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কাতর হইয়া কিছুতেই অধিক দিন পুরমধ্যে বাস করিতে সমর্থ হইলেন না। ঐ সময় কি রাজ্য সম্ভোগ কি স্ত্রীসংসর্গ, কি বেদধ্যয়ন, কিছুতেই তাঁহাদের প্রীতিলাভ হইল না। তাঁহারা বারংবার অন্ধরাজের বনবাস, জ্ঞাতিবধ এবং বালক অভিমন্যু, মহাত্মা কর্ণ, দ্রৌপদী তনয়গণ ও অন্যান্য সুহৃদ্গণের নিধনবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ হইতে লাগিলেন। সর্ব্বদা পৃথিবীরে বীরশূন্য ও ধনশূন্য বলিয়া বিবেচনা হওয়াতে কোন রূপেই তাঁহাদিগের শান্তি লাভ হইল না। পুত্রশোকসন্তপ্ত দ্রৌপদী ও সুভদ্রাও নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বিষণ্ণবদনে কালহরণ করিতে লাগিলেন। ফলত তৎকালে উহঁারা সকলেই কেবল উত্তরার গর্ভসম্ভূত মহাত্মা পরিক্ষিতকে দর্শন করিয়া প্রাণধারণ করিয়াছিলেন।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

মহাত্মা পাণ্ডবগণ এই রূপে মাতা ও জ্যেষ্ঠতাত প্রভৃতির বিরহে নিতান্ত অভিভূত হইয়া পূর্ব্ববৎ রাজ কার্য্যের অনুষ্ঠানে এককালে বিরত হইলেন। ঐ সময় কোন বিষয়েই আর তাঁহাদিগের আমোদ রহিল না। তাঁহারা সততই শোকাবিষ্টের ন্যায় কাল যাপন করিতে লাগিলেন। ফলত উহঁারা গাম্ভীর্য্যে সাগরতুল্য হইয়াও তৎকালে শোকে একবারে হতজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহারা পরস্পর পরস্পরেরপ্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হায়! আমাদের জননী নিতান্ত কৃশাঙ্গী। তিনি কি রূপে অন্ধরাজ ও গান্ধারীর শুশ্রূষা করিতেছেন? পুত্রবিহীন অন্ধরাজ কি রূপে সেই শ্বাপদসঙ্কুল বিজন বিপিনে কাল হরণ করিতেছেন! এবং হতবান্ধবজননী গান্ধারীই বা কি রূপে সেই দুর্গম বনে বৃদ্ধ অন্ধ পতির শুশ্রূষায় নিরত রহিয়াছেন!

পাণ্ডবগণ এই রূপে কিয়ৎক্ষণ আক্ষেপ করিয়া অন্ধরাজকে দর্শন করিবার নিমিত্ত নিতান্ত সমুৎসুক হইলেন। তখন মহাত্মা সহদেব ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনি অন্ধরাজকে দর্শন করিতে বাসনা করিয়াছেন, ইহাতে আমার পরম পরিতোষ লাভ হইল। উহঁারে দর্শন করিবার বাসনা আমার মনোমধ্যে নিরন্তর জাগরূক রহিয়াছে। আমি কেবল আপনার গৌরব-

নিবন্ধন আপনার নিকট উহা প্রকাশ করিতে সমর্থ হই নাই। হায়! পূর্ব্বে যে মাতা রমণীয় অট্টালিকায় অবস্থান পূর্ব্বক পরম সুখে কাল হরণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি কি রূপে মস্তকে জটাধারণ ও কুশশয্যায় শয়ন করিয়া তপস্বিনীর বেশে অরণ্যে অবস্থান করিতেছেন! আমার কি কখন এমন সৌভাগ্য উপস্থিত হইবে, যে আমি তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিব! যখন রাজপুত্রী হইয়াও মাতারে অরণ্যে ক্লেশভোগ করিতে হইতেছে, তখন নিশ্চয় বুঝিলাম, ইহলোকে কেহই চিরকাল একরূপ অবস্থায় কাল হরণ করিতে সমর্থ হয় না।

সহদেব এই কথা কহিলে, মহানুভাবা দ্রৌপদী বিনয়বাক্যে ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! কখন আমি শ্বশ্রূরে দর্শন করিব। তাঁহারে জীবিত দর্শন করিলেই আমার জীবন সার্থক হইবে। আপনার বুদ্ধি ও মন ধর্ম্ম হইতে যেন কখন বিচলিত না হয়। আজি আপনার প্রসাদে আমাদিগের পরম শ্রেয়োলাভ হইবে। আমি শ্বশুর অন্ধরাজ এবং জননী গান্ধারী ও কুন্তীরে দর্শন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছি।

মহানুভাবা দ্রৌপদী এই কথা কহিলে, ধর্ম্মরাজ সেনাপতিদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, হে সৈন্যাধ্যক্ষগণ! তোমরা অবিলম্বে হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদায় সুসজ্জিত কর। সৈন্যগণও সুসজ্জিত হইয়া অগ্রসর হউক। আমি অচিরাৎ অন্ধরাজকে দর্শন করিবার নিমিত্ত অরণ্যে যাত্রা করিব। মহারাজ যুধিষ্ঠির সৈন্যাধ্যক্ষগণকে এই কথা কহিয়া, অন্তঃপুরের অধ্যক্ষদিগকে কহিলেন, তোমরা সত্বরে বিবিধ যান, শিবিকা, শকট, ও আপণসমুদায় সুসজ্জিত কর। শিল্পকর ও কোষাধ্যক্ষেরা কুরুক্ষেত্রের আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করুক। পুরবাসী যে কোন ব্যক্তি অন্ধরাজকে দর্শন করিতে বাসনা করেন, তিনি যেন অক্লেশে সুরক্ষিত হইয়া তথায় গমন করিতে পারেন। এক্ষণে তোমরা পাচক ও অন্যান্য লোকসমুদায়কে যাত্রা করিতে আদেশ করিয়া ভক্ষ্যভোজ্য সমুদায় শকটে সংস্থাপন পূর্ব্বক অন্ধরাজের আশ্রমাভিমুখে প্রেরণ কর এবং আমরা কল্য প্রভাতে যাত্রা করিব এই কথা নগরের সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া দেও। আজিই যেন পথিমধ্যে আমাদের বাসগৃহ সমুদায় প্রস্তুত করা হয়। ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণের সহিত অধ্যক্ষদিগকে এইরূপ আদেশ করিয়া সেই দিবস পুরমধ্যে অবস্থান করিলেন। পরদিন প্রভাত হইবামাত্র তিনি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বৃদ্ধ ও অন্তঃপুরিকাদিগকে অগ্রসর করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত পুর হইতে বহির্গত হইলেন এবং লোকসংগ্রহ করিবার নিমিত্ত সেই দিন অবধি পাঁচ দিন পুরের বহির্ভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর ষষ্ঠদিবস উপস্থিত হইলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির লোকপালসদৃশ অর্জ্জুনপ্রভৃতি ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত সৈন্যদিগকে বনগমন করিতে আদেশ করিবামাত্র সৈন্যগণমধ্যে অশ্বযোজনা কর, রথযোজনা কর, এইরূপ ঘোরতর কোলাহল শব্দ সমুত্থিত হইল। অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রের দর্শনাকাঙ্ক্ষী পুরবাসী ও জনপদবাসী লোকসমুদায় কেহ কেহ অশ্বে, কেহ কেহ প্রজ্বলিতহুতাশনসদৃশ কনকময় রথে, কেহ কেহ হস্তিপৃষ্ঠে ও কেহ কেহ উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া অরণ্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিল এবং অনেকে পাদচারেই ধাবমান হইল। মহাবীর যুযুৎসু ও পুরোহিত ধৌম্য ধর্ম্মরাজের আজ্ঞানুসারে আশ্রমগমনে ক্ষান্ত হইয়া পুররক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। দ্বিজবর কৃপা-

চার্য্য যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে সৈন্য-সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির রথারোহণ পুর্ব্বক ব্রাহ্মণ-গণে পরিবেষ্টিত হইয়া আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলে, ভৃত্যগণ তাঁহার মস্তকে শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করিল; সূত, মাগধ ও বন্দিগণ তাঁহার স্তবপাঠ করিতে লাগিল এবং অসংখ্য রথারোহী সৈন্য তাঁহার সম-ভিব্যাহারে ধাবমান হইল। ভীমকর্ম্মা ভীমসেন অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ পুর্ব্বক পর্ব্বতাকার হস্তী আরোহণ করিয়া বহুসংখ্যক গজা-রোহী সৈন্যসমভিব্যহারে আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন শ্বেতাশ্বসং-যুক্ত অনলসঙ্কাশ দিব্যরথে আরোহণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব উভয়ে দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া ধর্ম্মরাজের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং দ্রৌপদী প্রভৃতি কুলকামিনীগণ অন্তঃপুরা-ধ্যক্ষ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া শিবিকায় আরোহণ পুর্ব্বক অপরিমিত ধনদান করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই বীণাবেণুমনাদ-যুক্ত হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুল পাণ্ডবসৈন্যের শোভার আর পরিসীমা রহিল না। পাণ্ডবগণ সেই সৈন্যগণসমভিব্যাহারে রমণীয় নদীতীর ও সরোবরসমীপে বাস করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা ক্রমে ক্রমে কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া পবিত্র-তোয়া যমুনানদী অতিক্রম পুর্ব্বক দূর হইতে রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্র ও শতযূপের আশ্রম দর্শন করিলেন। ঐ আশ্রমদ্বয়দর্শনে তাঁহাদের ও তাঁহাদের সমভিব্যাহারী ব্যক্তিগণের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। তখন তাঁহারা সকলেই মহা কোলাহল করিতে করিতে সেই তপোবনে প্রবেশ করিতে লাগিলেন।

চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের আশ্র-মের অতিদূরে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বিনীতভাবে পাদচারে সেই আশ্রমে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন তাঁহাদের সৈন্য, পুরবাসী ও অন্তঃপুরিকাগণ সকলেই যান পরিত্যাগ পুর্ব্বক পাদচারে গমন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে পাণ্ডবগণ অন্ধরা-জের সেই মৃগসমাকীর্ণ কদলীবনসুশোভিত আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানে নিয়তব্রত তাপসগণ মহাকৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিলেন। নরপতি যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে অবলোকন করিয়া বাষ্পাকুল-লোচনে সম্বোধন পুর্ব্বক কহিলেন, হে তাপসগণ! এক্ষণে সেই কৌরববংশধর আমাদিগের জ্যেষ্ঠতাত কোথায়? তখন তাপসগণ কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে তিনি যমুনায় অবগাহন, পুষ্পচয়ন ও জল আনয়নের নিমিত্ত গমন করিয়াছেন। আপ-নারা এই পথে গমন করুন। তাপসগণ এই কথা কহিলে, পাণ্ডবগণ তাঁহাদের প্রদ-র্শিত পথে ধাবমান হইয়া দূর হইতে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী কুন্তী ও সঞ্জয়কে দর্শন পুর্ব্বক সত্বরে গমন করিতে লাগিলেন। সহদেব কুন্তীরে অবলোকন করিবামাত্র মহাবেগে ধাবমান হইয়া তারস্বরে রোদন করিতে করিতে তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন। ভোজ-নন্দিনী কুন্তীও সেই প্রিয় পুত্রকে অবলো-কন করিবামাত্র বাষ্পাকুলনয়নে আলি-ঙ্গন পুর্ব্বক তাঁহারে উত্থাপিত করিয়া গান্ধা-রীরে কহিলেন, মাত! সহদেব আসি-য়াছে। তৎপরে তিনি যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন ও নকুলকে দর্শন করিয়া দ্রুতপদে তাঁহাদিগের নিকট গমন করিতে লাগি-লেন। তখন পাণ্ডবগণ জননীরে ধৃতরাষ্ট্র

ও গান্ধারীরে আকর্ষণ পূর্ব্বক সত্বরে আগমন করিতে দেখিয়া, অচিরাৎ তাঁহার সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন। ঐ সময় অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র কণ্ঠস্বর ও স্পর্শদ্বারা পাণ্ডবগণকে অবগত হইয়া আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা অশ্রুমোচন পূর্ব্বক কৌরবেন্দ্র ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও স্বীয় মাতা কুন্তীর নিকট যথোচিত বিনয় প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদের বারিপূরিত কলসসমুদায় গ্রহণ করিলেন। ঐ সময় কৌরবকুল কামিনী ও অন্যান্য কুলরমণীগণ এবং পুরবাসী ও জনপদবাসী লোক সমুদায় একদৃষ্টে অন্ধরাজকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তখন রাজা যুধিষ্ঠির নাম ও গোত্র উল্লেখ পূর্ব্বক সমুদায় লোকের পরিচয় প্রদান করিলেন। অন্ধরাজ সেই সমুদায় লোকের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাদের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই আত্মীয়বর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া আপনাকে হস্তিনা নগরস্থিত বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি তারাগণসমাকীর্ণ নভোমণ্ডলের ন্যায় সিদ্ধচারণসেবিত দর্শকগণসমাকীর্ণ স্বীয় আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাবলপরাক্রান্ত ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া জ্যেষ্ঠ তাত ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে উপবিষ্ট হইলে, নানাদেশনিবাসী মহর্ষিগণ তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তথায় সমুপস্থিত হইয়া অন্ধরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনার আশ্রমে যে সমুদায় স্ত্রীপুরুষ অবস্থান করিতেছেন, ইহাঁদিগের মধ্যে কাহার নাম যুধিষ্ঠির, কাহার নাম ভীমসেন, কাহার নাম অর্জ্জুন, কাহার নাম নকুল, কাহার নাম সহদেব ও কাহার নাম দ্রৌপদী; ইহা পরিজ্ঞাত হইতে আমাদিগের নিতান্ত বাসনা হইতেছে।

মহর্ষিগণ এই কথা কহিলে, মহাত্মা সঞ্জয় পাণ্ডবগণ, দ্রৌপদী ও অন্যান্য কৌরবরমণীদিগের পরিচয়প্রদানার্থ তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, মহর্ষিগণ! ঐ যে সুবর্ণের ন্যায় গৌরবর্ণ দীর্ঘনেত্র মহাত্মা সিংহের ন্যায় উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন, উহাঁর নাম যুধিষ্ঠির। ঐ যে মত্তগজেন্দ্রগামী তপ্তকাঞ্চনবর্ণ দীর্ঘবাহু মহাবলপরাক্রান্ত বীরপুরুষ অবস্থান করিতেছেন, উহাঁর নাম বৃকোদর। ঐ মহাবীরের পার্শ্বে যে শ্যামবর্ণ মহাধনুর্দ্ধর মহাবীর উপবিষ্ট রহিয়াছেন, উহাঁর নাম অর্জ্জুন এবং ঐ কুন্তীর সন্নিধানে বিষ্ণু ও ইন্দ্রের ন্যায় যে যুবকদ্বয় অবস্থান করিতেছেন, উহাঁদিগের নাম নকুল ও সহদেব। ঐ দুই বীরপুরুষের তুল্য পরমসুন্দর, বলবান্ ও সচ্চরিত্র আর কেহই নাই। ঐ যে পদ্মপলাশাক্ষী শ্যামবর্ণা পরমসুন্দরী রমণী উপবিষ্ট রহিয়াছেন, উহাঁর নাম দ্রৌপদী। উহাঁর পার্শ্বে চন্দ্রপ্রভার ন্যায় গৌরবর্ণা, পরম রূপবতী বাসুদেবভগিনী সুভদ্রা অবস্থান করিতেছেন। ঐ যে তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় গৌরাঙ্গী পরমসুন্দরী কামিনী উপবিষ্ট রহিয়াছেন, উনিই অর্জ্জুনের ভার্য্যা চিত্রাঙ্গদা। উহাঁর অনতিদূরে যে নীলোৎপলবর্ণা রমণী অবস্থান করিতেছেন, উনিই ভীমসেনের কলত্র; উহাঁর নাম কালী। ঐ যে চম্পকদামের ন্যায় গৌরবর্ণা রূপবতী রমণী লক্ষিত হইতেছেন; উনি মহারাজ জরাসন্ধের দুহিতা। মাদ্রীর কনিষ্ঠ পুত্র সহদেব উহাঁর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। উহাঁরই অনতিদূরে মাদ্রীর জ্যেষ্ঠপুত্র নকুলের ভার্য্যা অবস্থান করিতেছেন; উহাঁর নাম করেণুমতী। ঐ যে

পরমসুন্দরী রমণী বালক পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া অবস্থান করিতেছেন, উনি অভিমন্যুর ভার্য্যা বিরাটনন্দিনী উত্তরা। পূর্ব্বে দ্রোণ-প্রভৃতি সপ্তরথী উহাঁরই ভর্ত্তারে অন্যায়-যুদ্ধে নিহত করিয়াছেন। আর ঐ যে শুক্লাম্বরধারিণী সধবাচিহ্নবিবর্জ্জিতা রমণী-গণকে দর্শন করিতেছেন, উহাঁরা এই বৃদ্ধ অন্ধরাজের পুত্রবধূ। উহাঁদের পতিপুত্র-গণ কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। হে তপোধনগণ! এই আমি আপনাদিগের নিকট সবিস্তরে ইহাঁদিগের পরিচয় প্রদান করিলাম। মহামতি সঞ্জয় এই কথা কহিলে, তাপসগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন এবং পাণ্ডবগণের সৈন্যসমুদায় বাহন পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক আশ্রমের অবিদূরে উপবেশন করিল।

ষড়্‌বিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর অন্ধরাজ একে একে সকলের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধি-ষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি ত ভ্রাতৃগণ ও পুরবাসীদিগের সহিত কুশলে অবস্থান করিতেছ? তোমার অনু-জীবী, প্রজা, মন্ত্রী, ভৃত্য ও গুরুজনদিগের ত কোন অমঙ্গল হয় নাই? তাঁহারা ত নির্ভয়ে তোমার অধিকারমধ্যে বাস করি-ছেন? তুমি ত পূর্ব্বতন ভূপতিদিগের পদ্ধতি আশ্রয় করিয়াছ? অন্যায়লব্ধ ধন দ্বারা ত তোমার কোষ পরিপূরিত হয় নাই? তুমি ত কি শত্রু, কি মিত্র, কি উদাসীন সকলের সহিত সমান ব্যবহার করিয়া থাক? ব্রাহ্মণ-গণ ত তোমার নিকট যথাবিধি দান গ্রহণ করিয়া পরিতুষ্ট হন? কি শত্রু, কি পৌর-বর্গ, কি ভৃত্য, কি আত্মীয়স্বজন সক-লেই ত তোমার চরিত্রদর্শনে প্রীত হইয়া থাকে? তুমি ত শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সর্ব্বদা পিতৃলোক, দেবতা ও অতিথিদিগের অর্চ্চনা করিয়া থাক? তোমার অধিকারস্থ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ ত স্ব স্ব ধর্ম্মে নিরত রহিয়াছেন? তোমার রাজ্যে বালক বৃদ্ধ ও বনিতাগণকে ত অর্থের নিমিত্ত লালায়িত ও শোকাকুল হইতে হয় না? তোমার গৃহে কুলস্ত্রীগণ ত যথোচিত সৎকৃত হইয়া থাকেন, আর তোমার রাজ্যাধিকার লাভ হওয়াতে আমাদের নিষ্কলঙ্ক রাজবংশের ত যশো-হানি হয় নাই?

নীতিবিশারদ অন্ধরাজ এই কথা কহিলে, বাক্যবিশারদ ধর্ম্মপরায়ণ যুধি-ষ্ঠির তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনার প্রসাদে আমার সমু-দায় বিষয়েই মঙ্গললাভ হইয়াছে। এক্ষণে আপনার তপস্যা ও শমদমাদিগুণ ত পরি-বর্দ্ধিত হইতেছে? আমার জননী কুন্তী ত আপনার শুশ্রূষায় অনুরক্ত হইয়া বনবাস-ক্লেশ সফল করিতে পারিবেন? শীতবাত-বিশীর্ণা তপঃপরায়ণা জননী গান্ধারী ত পুত্রশোকে কাতর হইয়া আমাদিগকে অপ-রাধী জ্ঞান করেন না? মহাত্মা সঞ্জয় ত কুশলে তপোনুষ্ঠান করিতেছেন? এক্ষণে মহাত্মা বিদুর কোথায়? তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমাদের নিতান্ত ঔৎসুক্য হইতেছে।

ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তোমার পিতৃব্য অগাধবুদ্ধি বিদুর অনাহারে অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট হইয়া ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিতেছেন। ব্রাহ্মণগণ কখন কখন তাঁহারে এই কাননের অতি নির্জ্জন-প্রদেশে দর্শন করিয়া থাকেন।

অন্ধরাজ এই কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে মলদিগ্ধাঙ্গ জটাধারী দিগম্বর মহাত্মা বিদুর সেই আশ্রমের অতিদূরে লক্ষিত হই-লেন। ঐ মহাত্মা একবার আশ্রম দর্শন করিয়াই সহসা প্রস্থান করিলেন। ধর্ম্মপরা-

য়ণ যুধিষ্ঠির সেই ব্যাপার দর্শন করিবামাত্র সত্বরে একাকীই তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তখন মহাত্মা বিদুর ক্রমে ক্রমে নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ধর্ম্মরাজ তদ্দর্শনে "হে মহাত্মন্! আমি আপনার প্রিয় যুধিষ্ঠির; আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি,, বলিয়া মহাবেগে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর অগাধবুদ্ধি মহাত্মা বিদুর সেই বিজন বিপিনে এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট মহাত্মা ক্ষত্তার নিকট সমুপস্থিত হইয়া "মহাশয়! আমি আপনার প্রিয়তম যুধিষ্ঠির, আপনার সহিত সাক্ষাৎকার করিতে আগমন করিয়াছি,, বলিয়া তাঁহার অগ্রে দণ্ডায়মান হইলেন। মহাত্মা বিদুর ধর্ম্মরাজকে সেই নির্জ্জনপ্রদেশে দণ্ডায়মান দেখিয়া যোগবলে তাঁহার দৃষ্টিতে দৃষ্টি, গাত্রে গাত্র, প্রাণে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়সমুদায় সংযোজিত করিয়া তাঁহার দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন তাঁহার শরীর স্তব্ধলোচন ও বিচেতন হইয়া সেই বৃক্ষ অবলম্বন করিয়াই রহিল। ঐ সময়ে ধর্ম্মরাজ আপনারে পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক বলশালী বোধ করিতে লাগিলেন। তখন বেদব্যাসকথিত স্বীয় পুরাতন বৃত্তান্ত সমুদায় তাঁহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। অনন্তর তিনি বিদুরের দেহ দগ্ধ করিতে উদ্যত হইলে এই দৈববাণী তাঁহার কর্ণগোচর হইল যে, "মহারাজ! মহাত্মা বিদুর যতিধর্ম্ম লাভ করিয়াছেন; অতএব আপনি উহাঁর দেহ দগ্ধ করিবেন না। উনি সন্তানিক নামক লোকসমুদায় লাভ করিতে পারিবেন। উহাঁর নিমিত্ত শোক করা আপনার কদাপি বিধেয় নহে।,,

ধর্ম্মরাজ এইরূপ দৈববাণী শ্রবণ করিয়া বিদুরের দেহ দগ্ধ করিবার অভিলাষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্ধরাজের আশ্রমে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তাঁহার নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তখন সেই আশ্চর্য্য ব্যাপারশ্রবণে ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবগণ ও অন্যান্য লোকসমুদায়ের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। অন্ধরাজ সেই অদ্ভুত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি আমার প্রদত্ত জল ও ফলমূল গ্রহণ কর। মনুষ্য যখন যে অবস্থায় অবস্থান করে, তখন তাহারে সেই অবস্থানুরূপ অতিথিসৎকার করিতে হয়। অন্ধরাজ এই কথা কহিলে, ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্যে অঙ্গীকার করিয়া ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য অনুযাত্রিকদিগের সহিত তাঁহার প্রদত্ত ফলমূল ভোজন ও জলপান পূর্ব্বক সে রাত্রি বৃক্ষমূলে অতিবাহিত করিলেন। ঐ রজনীতে আশ্রমবাসীদিগের সহিত পাণ্ডবগণের শাস্ত্রবিষয়ক বিবিধ কথোপকথন হইয়াছিল। তাঁহারা মহামূল্য শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক জননীর চতুর্দ্দিকে ধরাশয্যায় শয়ন এবং ধৃতরাষ্ট্রের ন্যায় ফলমূলাদি দ্বারা আহারকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর শর্ব্বরী প্রভাত হইলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পূর্ব্বাহ্নকৃত্য সমুদায় সমাপন করিয়া জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞানুসারে অন্তঃপুরকামিনী, ভৃত্য, পুরোহিত ও ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে আশ্রমসমুদায় অবলোকনে অভিলাষী হইয়া ইতস্তত পর্য্যটন করিতে করিতে দেখিলেন, মুনিগণ স্নানাহ্নিকক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক বেদীমধ্যে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া আহুতি প্রদান করিতেছেন। বেদীসমুদায় বানেয়, পুষ্প, ফল মূল ও আজ্যধূমে পরিপূর্ণ হইয়াছে। মৃগগণ অশঙ্কিত-

চিত্তে ইতস্তত পরিভ্রমণ করিতেছে। ব্রাহ্মণগণের বেদাধ্যয়ন শব্দ, ময়ূরদিগের কেকারব, দাত্যূহদিগের কলরব, কোকিলগণের কুহূরব ও অন্যান্য পক্ষিগণের শ্রুতিসুখকর সুমধুর নিঃস্বনে আশ্রমমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়াছে। তখন রাজা যুধিষ্ঠির তাপসগণের নিমিত্ত সমানীত কাঞ্চনময় কলস, উড়ুম্বর, অজিন, মাল্য, স্রুক, স্রুব, কমণ্ডলু, স্থালী, লৌহপাত্র ও অন্যান্য নানাবিধ পাত্রসমুদায় তাঁহাদিগকে অর্পণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় যে তাপস যাহা প্রার্থনা করিলেন, ধর্ম্মরাজ তাঁহারে তাহাই প্রদান করিলেন।

এই রূপে রাজা যুধিষ্ঠির আশ্রমের চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ পূর্ব্বক বহুতর ধন দান করিয়া পুনরায় ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে সমাগত হইয়া দেখিলেন, অন্ধরাজ স্নানাহ্নিক ক্রিয়া সমাপন করিয়া গান্ধারীর সহিত একত্র সমাসীন রহিয়াছেন। মনস্বিনী কুন্তী শিষ্যার ন্যায় অতিবিনীতভাবে তাঁহাদিগের অনতিদূরে অবস্থান করিতেছেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীমসেনাদি ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য পরিবারবর্গের সহিত ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহার আদেশানুসারে কুশাসনে সমাসীন হইলেন। কৌরবেন্দ্র ধৃতরাষ্ট্র সেই আত্মীয়পরিবারবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া দেবগণসমাবৃত বৃহস্পতির ন্যায় অতি মনোহর শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর শতযূপপ্রভৃতি কুরুক্ষেত্রনিবাসী ঋষিগণ এবং শিষ্যসমবেত ভগবান্ বেদব্যাস তথায় সমুপস্থিত হইলেন। উহাঁরা উপস্থিত হইবামাত্র রাজা ধৃতরাষ্ট্র, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনাদি সকলে গাত্রোত্থান করিয়া উহাঁদের অভিবাদন করিলেন। তখন ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রকে আসন পরিগ্রহ করিতে আদেশ পূর্ব্বক সমাগত ব্রাহ্মণগণকে কুশাসনে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং উপবেশন করিলেন।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর পাণ্ডবগণ কুশাসনে সমাসীন হইলে, মহর্ষি বেদব্যাস ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! এক্ষণে ত নির্ব্বিঘ্নে তোমার তপোনুষ্ঠান হইতেছে? এখন ত তুমি বনবাসের সুখ অনুভব করিতেছ? আর ত এখন তোমার হৃদয়ে পুত্রশোক নাই? তোমার অন্তঃকরণে জ্ঞান সমুদায় ত নির্ম্মল রূপে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে? তুমি ত দৃঢ়তর অধ্যবসায়সহকারে আরণ্য বিধির অনুষ্ঠান করিতেছ? ধর্ম্মার্থতত্ত্বদর্শিনী দুর্য্যোধনজননী গান্ধারী ত আর শোকে অভিভূত হন না? যিনি গুরুজনের শুশ্রূষার নিমিত্ত পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই দেবী কুন্তী ত অহঙ্কারপরিশূন্য হইয়া তোমাদিগের শুশ্রূষা করিতেছেন? তুমি ত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবকে সান্ত্বনা করিয়াছ? ইহাঁদিগের আগমনে তোমার মন ত আহ্লাদিত হইতেছে? আর ত তোমার মনের মালিন্য নাই? এখন ত তুমি জ্ঞানলাভ করিয়া বিশুদ্ধভাব অবলম্বন করিয়াছ? নির্ব্বৈর, সত্য ও অক্রোধ এই তিনটী সমুদায় প্রাণীর পক্ষেই হিতকর। তোমার ত ঐ তিন গুণের কোন ব্যাঘাত হয় নাই? এখন ত আর তোমার বনবাসজন্য কোন কষ্ট উপস্থিত হয় না? বন্য ফলমূল আহার ও উপবাস করা ত সহ্য হইয়াছে? সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ মহাত্মা বিদুর যে রূপে ধর্ম্মরাজের শরীরে প্রবেশ করিয়াছেন, তাহা তুমি অবগত হইয়াছ। মহাত্মা ধর্ম্মই মাণ্ডব্যশাপে নরকলেবর ধারণপূর্ব্বক বিদুররূপে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। দেবগণমধ্যে বৃহস্পতি ও অসুরগণমধ্যে শুক্রাচার্য্য যেরূপ

বুদ্ধিসম্পন্ন, তোমাদের মধ্যে মহাত্মা বিদুর ও তদ্রূপ প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন, মহর্ষি মাণ্ডব্য চিরসঞ্চিত তপোবল নষ্ট করিয়া ধর্ম্মকে শাপে অভিভূত করাতেই ঐ মহাত্মার জন্ম হয়। আমি পূর্ব্বে ব্রহ্মার আদেশানুসারে বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে উহাঁরে উৎপন্ন করিয়াছিলাম। ঐ মহামতি তোমার ভ্রাতা। উহাঁর অসাধারণ ধ্যান ও মনের ধারণানিবন্ধন কবিগণ উহাঁরে ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন। উনি সত্য, শান্তি, অহিংসা, দান ও দমগুণ দ্বারা বিখ্যাত হইয়াছেন। ঐ অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন মহাত্মা ধর্ম্ম যোগবলে কুরুরাজ যুধিষ্ঠিরকে উৎপাদন করিয়াছেন। অগ্নি, জল, বায়ু, আকাশ ও পৃথিবী যেমন ইহলোক ও পরলোকে বিদ্যমান আছেন, ধর্ম্মও তদ্রূপ উভয় লোকেই বিদ্যমান রহিয়াছেন। উনি এই চরাচর বিশ্বসংসারে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। নিষ্পাপকলেবর সিদ্ধগণই উহাঁর দর্শনলাভে সমর্থ হন। যিনি ধর্ম্ম, তিনিই বিদুর এবং যিনি বিদুর, তিনিই যুধিষ্ঠির। এই দেখ, সেই সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ যুধিষ্ঠির তোমার নিকট ভৃত্যভাবে অবস্থান করিতেছেন। যোগবলসম্পন্ন ধীমান্ বিদুর উহাঁরে দর্শন করিয়া উহাঁরে শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। ঐ ধর্ম্মরাজ অচিরাৎ তোমারও মঙ্গলসাধন করিবেন। আমি কেবল তোমার সংশয়চ্ছেদনার্থ এক্ষণে এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি। পূর্ব্বে কোন মহর্ষি যে অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন নাই, আমি স্বীয় তপোবল প্রভাবে সেই অদ্ভুত কার্য্য সমাধান করিব। অতঃপর আমার নিকট তোমার যে কোন বিষয় দর্শন বা শ্রবণ করিতে বাসনা হইবে, আমি নিশ্চয়ই তোমারে তাহা দর্শন বা শ্রবণ করাইব।

আশ্রমবাসিক পর্ব্ব সম্পূর্ণ।

পুত্রদর্শন পর্ব্বাধ্যায়।

একোনত্রিংশত্তম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! এই রূপে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র কুন্তী ও গান্ধারীর সহিত অরণ্যবাস আশ্রয়, মহাত্মা বিদুর সিদ্ধিলাভ পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজের দেহমধ্যে প্রবেশ ও পাণ্ডবগণ সেই ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে অবস্থান করিলে, ভগবান্ বেদব্যাস স্বীয় প্রতিজ্ঞানুসারে ধৃতরাষ্ট্র কিরূপ অদ্ভুত বিষয় দর্শন করাইলেন এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরই বা সেই সমুদায় পুরবাসী ও সৈন্যসামন্তগণসমভিব্যাহারে তথায় কিরূপে কত দিন বাস করিলেন, এই সমুদায় পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। আপনি ঐ সমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর পাণ্ডবগণ কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া তাঁহার আশ্রমে বিবিধ পানীয় ও ভক্ষ্যদ্রব্য পানভোজন করত পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। এই রূপে এক মাস অতীত হইলে, একদা ভগবান্ বেদব্যাস পুনরায় অন্ধরাজের আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডবগণ তাঁহার যথোচিত সৎকার পূর্ব্বক তাঁহারে উপবেশন করাইয়া আপনারাও উপবেশন করিলেন। ঐ সময় দেবর্ষি নারদ, পর্ব্বত ও দেবল এবং গন্ধর্ব্ব বিশ্বাবসু, তুম্বুরু ও চিত্রসেন তথায় সমুপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে তাঁহাদিগের যথোচিত সৎকার করিয়া তাঁহাদিগকে পবিত্র আসন সমুদায় প্রদান করিলেন। মহর্ষিগণ যুধিষ্ঠিরের সৎকারলাভে পরিতুষ্ট হইয়া সেই সমুদায় আসনে উপবিষ্ট হইলে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডবগণ, গান্ধারী,

কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও অন্যান্য কৌরব-বনিতাগণ তাঁহাদিগের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন। ঐ সময় মহর্ষিগণের দেবতা, অসুর ও পুরাতন মহর্ষি-বিষয়ক বিবিধ ধর্ম্মকথার আন্দোলন হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহাদিগের কথোপকথন সমাপ্ত হইলে, ভগবান্ বেদ-ব্যাস প্রজ্ঞাচক্ষু অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে আশ্চর্য্য দর্শন করাইবার মানসে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! তোমার হৃদয়ের ভাব আমার অবিদিত নাই। তুমি গান্ধারীর সহিত পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়াছ এবং কুন্তী, দ্রৌপদী ও সুভদ্রাও পুত্রশোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়াছেন। আমি তোমার পরিবারগণের সহিত একত্রবাসের কথা শ্রবণ করিয়া তোমাদিগের সংশয় ছেদন করিবার নিমিত্ত এই স্থানে সমুপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আমার নিকট স্বীয় অভিলাষ প্রকাশ কর। আজি এই দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণ আমার চিরসঞ্চিত তপোবল দর্শন করুন।

অগাধবুদ্ধি মহাত্মা বেদব্যাস এই কথা কহিলে, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আজি আমি আপনাদিগের সমাগমলাভে ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। আজি আমার জীবন সফল হইল। আর আমার ইষ্ট গতিলাভে কিছুমাত্র সংশয় ও পরলোকে কিছুমাত্র ভয় নাই। আজি আমি আপনাদিগকে দর্শন করিয়া পরম পবিত্র হইলাম। এক্ষণে কেবল সেই মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধনের কুব্যবহার স্মরণ করিয়া আমার নিতান্ত দুঃখ হইতেছে। ঐ পাপাত্মা অকারণে এই নিরপরাধী পাণ্ডবগণকে ক্লেশপ্রদান এবং পৃথিবীর অসংখ্য হস্তী অশ্ব ও মনুষ্যকে কালকবলে নিক্ষেপ করিয়াছে। মহাত্মা ভূপালগণ তাহারই নিমিত্ত কুরুক্ষেত্রে সমাগত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। হায়! আমার পুত্র পৌত্রগণের এবং যে সমুদায় বীর মিত্রের সাহায্যার্থ পিতা, মাতা ও পুত্রকলত্রদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ইহলোক পরিহার করিয়াছেন, তাঁহাদিগের কি গতি লাভ হইল! আমি মহাবলপরাক্রান্ত মহাত্মা ভীষ্ম ও দ্রোণকে স্মরণ করিয়া কোন রূপেই স্থিরচিত্তে অবস্থান করিতে পারিতেছি না। আমার পুত্র পাপাত্মা দুর্য্যোধন রাজ্যলোভেই কুরুকুল ক্ষয় করিয়াছে। আমি ঐ বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া দিবারাত্রি দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছি। কোন রূপেই আমার শান্তিলাভ হইতেছে না। অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার শান্তি-লাভের উপায় বিধান করুন।

অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ করুণ বাক্য প্রয়োগ করিলে, গান্ধারী, কুন্তী, সুভদ্রা ও অন্যান্য বধূগণের শোক পুনর্ব্বার নূতন হইয়া উঠিল। তখন পুত্রশোকবিধুরা বদ্ধনয়না গান্ধারী কৃতাঞ্জলিপুটে শ্বশুর বেদব্যাসকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! অদ্য ষোড়শ বর্ষ হইল, অন্ধরাজের পুত্রগণ নিহত হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি কোন রূপেই ইহাঁর শান্তি লাভ হইতেছে না। ইনি সর্ব্বদাই পুত্রশোকে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। কখনই নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারেন না। অতএব আপনি ইহাঁর সহিত পুত্রগণের সাক্ষাৎকার করাইয়া ইহাঁরে সুস্থ করুন। আপনি যখন তপোবলে নূতন লোকসমুদায়েরও সৃষ্টি করিতে পারেন, তখন এই অন্ধরাজের সহিত ইহাঁর পরলোকগত পুত্রগণের সাক্ষাৎকার করাইবেন, তাহা বিচিত্র কি। এই দেখুন, আপনার পুত্রবধূগণের প্রিয় পুত্রবধূ দ্রৌপদী ও সুভদ্রা পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়াছেন। ভূরিশ্রবার ভার্য্যা পতি-

শোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়া নানাপ্রকার বিলাপ করিতেছেন। ইহাঁর শ্বশুর মহারাজ সোমদত্তও সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। আর আপনার যে এক শত পৌত্র সংগ্রামে নিহত হইয়াছে। এই দেখুন, তাহাদিগের বনিতাগণ হাহাকার শব্দে রোদন করিয়া পুনঃপুন আমার ও অন্ধরাজের পুত্রশোক পরিবর্দ্ধিত করিতেছে। হায়! আমার সোমদত্ত প্রভৃতি যে শ্বশুরগণ সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহাদিগের কি গতি লাভ হইয়াছে! যাহা হউক, এক্ষণে অন্ধরাজ, আমি ও কুন্তী আমরা আপনার প্রসাদে যাহাতে শোক হইতে বিমুক্ত হইতে পারি, আপনি তাহার উপায় বিধান করুন।

গান্ধারী ব্যাসের নিকট এই কথা কহিলে, কৃশাঙ্গী কুন্তী স্বীয় প্রচ্ছন্নজাত পুত্র কর্ণকে স্মরণ করিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ হইলেন। তখন ভগবান্ বেদব্যাস তাঁহার ব্যাকুলভাব দর্শন করিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎসে! এক্ষণে তুমি আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত কর।

ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

তখন ভোজনন্দিনী কুন্তী পূর্ব্বকথা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত অতি লজ্জিতভাবে বেদব্যাসকে প্রণতিপুরঃসর সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি দেবদেব ও আমার শ্বশুর; অতএব আপনার নিকট আমি আমার পূর্ব্ববৃত্তান্ত যথার্থত প্রকাশ করিয়া অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে একদা অতিকোপনস্বভাব মহর্ষি দুর্ব্বাসা ভিক্ষার্থ আমার পিতার ভবনে সমুপস্থিত হইলে, আমি পরিচর্য্যা দ্বারা তাঁহারে পরিতুষ্ট করিয়াছিলাম। তিনি ঐ সময় এমন অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন, যাহাতে আমার কোপ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা; কিন্তু আমি স্বীয় বিশুদ্ধচিত্তপ্রভাবে কিছুতেই রোষাবিষ্ট হই নাই। তখন সেই বরদাতা মুনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমারে বারংবার বরগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। মহর্ষি বারংবার অনুরোধ করাতে আমি শাপভয়ে তাঁহার বাক্যে সম্মত হইলাম। তখন তিনি আমারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! তুমি ধর্ম্মের জননী হইবে এবং দেবগণের মধ্যে যাঁহারে আহ্বান করিবে, তিনিই তোমার বশবর্ত্তী হইবেন। এই বলিয়া মহর্ষি তৎক্ষণাৎ তথায় অন্তর্হিত হইলেন। আমি তদ্দর্শনে একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলাম। তদবধি সেই ঋষিবাক্য কখনই আমার মন হইতে অপনীত হয় নাই।

অনন্তর একদা আমি প্রাসাদোপরি আরোহণ পূর্ব্বক নবোদিত ভাস্করকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র সেই ঋষিবাক্য আমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। তখন আমি বাল্যনিবন্ধন ঐ বাক্য পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সূর্য্যকে আহ্বান করিলাম। আমি আহ্বান করিবামাত্র ভগবান সহস্ররশ্মি স্বীয় দেহকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া একার্দ্ধ দ্বারা স্বর্গ ও মর্ত্যভূমিতে তাপপ্রদান করিতে লাগিলেন এবং অপরার্দ্ধ দ্বারা আমার নিকট সমুপস্থিত হইলেন। সেই তেজঃপুঞ্জকলেবর দিবাকরকে দেখিবামাত্র আমার কলেবর ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল। তখন তিনি আমারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বরাননে! বর প্রার্থনা কর। তখন আমি কহিলাম, ভগবন্! আমার এই প্রার্থনা যে, আপনি অচিরাৎ স্বস্থানে প্রস্থান করুন। আমি এই কথা কহিলে, তিনি আমারে পুনরায় সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! তোমারে অবশ্যই বর-

গ্রহণ করিতে হইবে। আমার অবগমন কখনই নিরর্থক হইবে না। যদি তুমি বর-গ্রহণ না কর, তাহা হইলে আমি তোমারে এবং তোমার বরদাতা ব্রাহ্মণকে নিশ্চয়ই ভস্মসাৎ করিব। ভগবান্ ভাস্কর এই রূপে ভয়প্রদর্শন করিলে, আমি সেই নির্দ্দোষী ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কহিলাম, ভগবন্! যদি আপনি নিতান্তই আমারে বরপ্রদান করিবেন, তবে এই বর প্রদান করুন যে, আমি যেন আপনার তুল্য পুত্রলাভ করিতে পারি। আমি এই কথা কহিবামাত্র দিবাকর স্বীয় তেজঃপ্রভাবে আমারে মুগ্ধ করিয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক পরিশেষে "শোভনে! তুমি আমার অনুরূপ পুত্রলাভে সমর্থ হইবে,, বলিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। তিনি স্বর্গে গমন করিবার পর আমার এক সুকুমার নবকুমার জন্মিল। তখন আমি ঐ বৃত্তান্ত গোপন করিবার নিমিত্ত পিতার অন্তঃপুরে আগমন করিয়া সেই গূঢ়োৎপন্ন পুত্রকে জলে নিক্ষেপ করিলাম এবং অচিরাৎ সূর্য্যদেবের প্রভাবে পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় কন্যাবস্থা প্রাপ্ত হইলাম। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধসময়ে আমি সেই বৃত্তান্ত জ্ঞাত থাকিয়াও কেবল স্বীয় মূঢ়তানিবন্ধন সেই গূঢ়োৎপন্ন পুত্রকে উপেক্ষা করিয়াছিলাম। এক্ষণে তাহারে স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমি পূর্ব্বে যাহা করিয়াছিলাম, সপাপই হউক, আর নিষ্পাপই হউক, এক্ষণে আপনার নিকট উহা ব্যক্ত করিলাম। আপনার অবিদিত কিছুই নাই। আপনি আমার ও নরপতির মনোগত ভাব-সমুদায় অবগত আছেন; অতএব আমাদিগের উভয়ের পুত্রদর্শনবাসনা পরিপূর্ণ করুন।

কুন্তী দেবী এই কথা কহিলে, মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, শোভনে! তুমি যাহা কহিলে, সে সমুদায়ই সত্য। তুমি কন্যাবস্থায় সূর্য্যকে আহ্বান করিয়াছিলে বলিয়া তোমার ঐ বিষয়ে কিছুমাত্র পাপ নাই। দেবতারা অণিমাদি ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন। উহাঁরা সংকল্প, বাক্য, দৃষ্টি, স্পর্শ ও প্রীতি উৎপাদন এই পাঁচ প্রকারেই পুত্রোৎপাদন করিতে পারেন। তুমি মানুষী, অতএব দেবসম্পর্কে পুত্র উৎপন্ন করাতে তোমার কোন অপরাধ নাই। এক্ষণে তুমি মনোদুঃখ দূর কর। বলবান্ ব্যক্তিদিগের পক্ষে সমুদায় দ্রব্যই পথ্য, সমুদায় বস্তুই পবিত্র, সমুদায় কার্য্যই ধর্ম্ম্য এবং সমুদায় দ্রব্যই স্বকীয়।

একত্রিংশত্তম অধ্যায়।

মহর্ষি বেদব্যাস কুন্তীরে এই কথা কহিয়া গান্ধারীরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্রে! তুমি অবিলম্বেই পুত্র, ভ্রাতা ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণকে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় সন্দর্শন করিবে। কুন্তী কর্ণকে, সুভদ্রা অভিমন্যুরে এবং দ্রৌপদী পঞ্চপুত্র, পিতা ও ভ্রাতাদিগকে দর্শন করিবেন। আমি পূর্ব্বেই পরলোকগত বন্ধুবান্ধবগণের সহিত তোমাদের সাক্ষাৎকার করাইতে বাসনা করিয়াছিলাম। এক্ষণে তুমি, কুন্তী ও নরপতি ধৃতরাষ্ট্র আমারে ঐ বিষয়ে অনুরোধ করাতে আমার সেই ইচ্ছা বলবতী হইয়াছে। অতঃপর সেই সমরনিহত মহাত্মাদিগের নিমিত্ত শোক করা তোমাদিগের কর্ত্তব্য নহে। তাঁহারা ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। উহাঁরা অবশ্যম্ভাবী দেবকার্য্যসাধনের নিমিত্ত স্বর্গ হইতে মহীতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে যে সমুদায় বীর নিহত হইয়াছেন, উহাঁদিগের মধ্যে কেহ কেহ গন্ধর্ব্ব, কেহ কেহ অপ্সরা, কেহ কেহ পিশাচ, কেহ কেহ গুহ্যক, কেহ কেহ রাক্ষস, কেহ কেহ যক্ষ, কেহ কেহ সিদ্ধ, কেহ কেহ দেবতা,

কেহ কেহ দানব এবং কেহ কেহ বা দেবর্ষি। ধৃতরাষ্ট্রনামে যে গন্ধর্ব্বাধিপতি বিখ্যাত আছেন, তিনিই এই মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া তোমার পতি হইয়াছেন। পাণ্ডুরাজ দেবশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুর অংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। বিদুর ও রাজা যুধিষ্ঠির ইহাঁরা উভয়ে ধর্ম্মের অংশ। দুর্য্যোধন কলি, শকুনি দ্বাপর, দুঃশাসনাদি তোমার অন্যান্য পুত্রগণ রাক্ষস, মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন বায়ু, মহাত্মা ধনঞ্জয় পুরাতন ঋষি নর, কৃষ্ণ নারায়ণ, নকুল ও সহদেব অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং সপ্ত মহারথীতে পরিবেষ্টন করিয়া যে মহাবীরকে বিনাশ করিয়াছেন, সেই অর্জ্জুননন্দন অভিমন্যু চন্দ্রস্বরূপ। মহাবীর কর্ণ সূর্য্যের, দ্রৌপদীর সহোদর ধৃষ্টদ্যুম্ন অগ্নির, শিখণ্ডী রাক্ষসের, দ্রোণাচার্য্য বৃহস্পতির, অশ্বত্থামা রুদ্রদেবের এবং গাঙ্গেয় ভীষ্ম বসুর অংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। এই রূপে দেবগণ মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া স্বকার্য্যসাধন পূর্ব্বক পুনরায় স্বর্গলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। যাহা হউক, আজি আমি তোমাদিগের চিরসঞ্চিত মনোদুঃখ দূর করিব। এক্ষণে তোমরা সকলে ভাগীরথীতীরে গমন কর। সেই স্থানে সমরনিহত বন্ধুবান্ধবগণকে সন্দর্শন করিবে।

মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিবামাত্র তত্রত্য সকল লোকেই সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গঙ্গাভিমুখে ধাবমান হইল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণ, অমাত্যগণ, মুনিগণ ও সমাগত গন্ধর্ব্বগণসমভিব্যাহারে ভাগীরথীতীরে যাত্রা করিলেন। অনন্তর সেই সমুদায় লোক ক্রমশ গঙ্গাতীরে সমুপস্থিত হইয়া স্বেচ্ছানুসারে অবস্থান করিতে লাগিল। রাজা ধৃতরাষ্ট্রও সস্ত্রীক হইয়া পাণ্ডব ও স্বীয় অনুচরগণের সহিত অভিলষিত স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। এই রূপে তাঁহারা সকলে মৃত নরপতিদিগের দর্শনবাসনায় গঙ্গাতীরে অবস্থান পূর্ব্বক নিশাসমাগম প্রতীক্ষা করাতে সেই দিবাভাগ তাঁহাদিগের পক্ষে শত বৎসরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়।

অনন্তর ভগবান্ ভাস্কর ক্রমে অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে, তত্রত্য লোকসমুদায় সায়ংকালীন বিধি সমাপন পূর্ব্বক মহাত্মা ব্যাসদেবের নিকট সমুপস্থিত হইল। তখন অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র সমুদায় মহর্ষি ও পাণ্ডবগণের সহিত সমবেত হইয়া পবিত্রচিত্তে সেই গঙ্গাতীরে উপবেশন করিলেন এবং গান্ধারী প্রভৃতি কৌরবরমণীগণ ও অন্যান্য লোকসমুদায় তথায় উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর ভগবান্ বেদব্যাস ভাগীরথীর পবিত্র জলে অবগাহন করিয়া সংগ্রামনিহত কুরুপাণ্ডবপক্ষীয় বীরসমুদায় ও নানাদেশনিবাসী ভূপালদিগকে আহ্বান করিবামাত্র সেই জলমধ্যে পূর্ব্ববৎ কুরুপাণ্ডবসৈন্যের তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। কিয়ৎ ক্ষণ পরে ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি মহাবীরগণ ও তাঁহাদিগের সৈন্যসামন্তসমুদায়, পুত্র ও সৈন্যগণের সহিত মহারাজ বিরাট ও দ্রুপদ, দ্রৌপদীতনয়গণ, সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু, মহাবীর ঘটোৎকচ, কর্ণ, শকুনি, দুর্য্যোধন দুঃশাসন প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ, জরাসন্ধপুত্র সহদেব, মহাবীর ভগদত্ত, জলসন্ধ, ভূরিশ্রবা, শল্য, শাল্ব, অনুজের সহিত বৃষসেন, দুর্য্যোধনতনয় লক্ষ্মণ, ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র, শিখণ্ডীর পুত্রগণ, অনুজের সহিত ধৃষ্টকেতু, অচল, বৃষক, নিশাচর অলাম্বুষ এবং মহারাজ সোমদত্ত ও চেকিতান প্রভৃতি বীরসমুদায় সমুজ্জ্বল দিব্যমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক সলিল হইতে সমুত্থিত হইলেন। পূর্ব্বে যে বীরের যেরূপ বেশ যেরূপ ধ্বজ ও যেরূপ

কেবল অভিমাননিবন্ধন পরমাত্মা বলিয়া অভিহিত হন না। উনি উৎকৃষ্ট বুদ্ধিপ্রভাবে মোহ হইতে বিমুক্ত হইলেই পরমাত্মার সহিত অভিন্ন হইয়া থাকেন। ফলত মনুষ্যের শরীর ও আত্মা উভয়ই অবিনশ্বর। লোকে যে শরীর পরিগ্রহ করিয়া যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারে সেই শরীরেই তাহার ফলভোগ করিতে হয়। সে মন দ্বারা মানসিক ও শরীর দ্বারা শারীরিক কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া থাকে।

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাত্মা বিদুর স্বীয় তপোবলে সিদ্ধিলাভ ও রাজা ধৃতরাষ্ট্র মহর্ষি বেদব্যাসের প্রসাদবলে আত্মতুল্য রূপসম্পন্ন স্বীয় পুত্রগণের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। কুরুরাজ জন্মান্ধত্বনিবন্ধন পূর্ব্বে কখনই পুত্রগণকে দর্শন করিতে সমর্থ হন নাই, তৎকালে কেবল মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অনুগ্রহেই উহাঁর পুত্রমুখ নিরীক্ষণ হইল। ঐ সময় ঐ মহর্ষির প্রভাবে অন্ধরাজের রাজধর্ম্ম, বেদ, উপনিষৎ ও বুদ্ধিনিশ্চয়বিষয়ে বিলক্ষণ অধিকার হইয়াছিল।

সৌতি কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! মহাত্মা বৈশম্পায়ন এই কথা কহিলে, মহারাজ জনমেজয় তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি আপনার মুখে মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়নের প্রভাব শ্রবণ করিয়া নিতান্ত চমৎকৃত হইলাম। এক্ষণে যদি বরদাতা মহর্ষি বেদব্যাস আমারে আমার পিতার রূপ প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে আমি অত্যন্ত উপকৃত ও কৃতার্থ হই এবং আপনার বাক্যেও আমার সমধিক আস্থা জন্মে। অতঃপর ঐ মহর্ষির প্রসাদবলে আমার অভিলাষ পূর্ণ হউক।

মহারাজ! জনমেজয় এই কথা কহিবামাত্র তপঃপ্রভাবসম্পন্ন মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় বয়োরূপসম্পন্ন অমাত্যগণপরিবৃত রাজা পরিক্ষিতকে এবং মহাত্মা শমীক ও তাঁহার পুত্র শৃঙ্গীরে পরলোক হইতে তথায় সমানীত করিলেন। তদ্দর্শনে জনমেজয়ের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। অনন্তর তিনি সেই যজ্ঞ সমাপন করিয়া পিতারে যজ্ঞান্ত স্নান করাইয়া স্বয়ং স্নান সমাপন পূর্ব্বক জরৎকারপুত্র আস্তীককে কহিলেন, ভগবন্! এই যজ্ঞস্থলে শোকনাশন পিতা সমুপস্থিত হওয়াতে আমার এই যজ্ঞ অতি অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতেছে।

তখন আস্তীক কহিলেন, মহারাজ! যাঁহার যজ্ঞে মহর্ষি দ্বৈপায়ন স্বয়ং সমুপস্থিত থাকেন, ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকই তাঁহার হস্তগত হয়। এক্ষণে তুমি বিচিত্র উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া বিপুল ধর্ম্মলাভ করিলে, তোমার প্রভাবে সর্পসমুদায় ভস্মসাৎ হইল এবং তোমার সত্যবাক্যনিবন্ধন তক্ষক কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভ করিল। এক্ষণে মহৎসংসর্গনিবন্ধন তোমার মনের সংশয় দূরীভূত হইয়াছে। তুমি ঋষিগণের যথোচিত পূজা করিয়াছ। চরমে নিশ্চয়ই তোমার পিতার সালোক্য লাভ হইবে। অতঃপর যাঁহারা পরম ধার্ম্মিক ও সদ্ব্যবহারনিরত এবং যাঁহাদিগকে দর্শন করিলে পাপ বিনাশ হয়, তুমি তাঁহাদিগকে নমস্কার কর।

মহাত্মা আস্তীক এই কথা কহিলে, রাজা জনমেজয় তাঁহারে যথোচিত সম্মান করিয়া পূজা করিতে লাগিলেন।

ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

অনন্তর পরিক্ষিতনন্দন ধৃতরাষ্ট্রাদির বনবাসের শেষ বৃত্তান্ত শ্রবণে অভিলাষী হইয়া বৈশম্পায়নকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহি-

লেন, ব্রহ্মন্! অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র ও রাজা যুধিষ্ঠির ইহাঁরা উভয়ে পুত্রপৌত্রাদিকে দর্শন করিয়া কি করিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিয়া শোকশূন্য হইয়া পুনরায় স্বীয় আশ্রমে আগমন করিলেন। তখন ঋষিগণ ও অন্যান্য লোকসমুদায় ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে স্ব স্ব স্থানে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। মহাত্মা পাণ্ডবগণও স্ব স্ব পত্নী ও পরিমিত সৈন্য সমভিব্যাহারে পুনরায় ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে গমন করিলেন। ঐ সময় ত্রিলোকপূজিত মহর্ষি বেদব্যাস ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, কৌরবেন্দ্র! তুমি বেদবেদাঙ্গপারদর্শী পরম ধার্ম্মিক জ্ঞানবৃদ্ধ মহর্ষিদিগের নিকট বিবিধ বিচিত্র কথা শ্রবণ করিয়াছ; অতএব এক্ষণে আর শোকে সমাকৃষ্ট হইও না। পণ্ডিত ব্যক্তিরা কখন স্বীয় দুরদৃষ্টনিবন্ধন ব্যথিত হন না। তুমি দেবর্ষি নারদের নিকট দেবরহস্য সমুদায় শ্রবণ করিয়াছ এবং এক্ষণে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সমরশায়ী পুত্রগণকে শুভগতি লাভ করিয়া স্বেচ্ছানুসারে ভ্রমণ করিতে দেখিলে। অতঃপর ধীমান্ যুধিষ্ঠিরকে স্বীয় পত্নী, সুহৃদ্গণ ও ভ্রাতৃগণের সহিত রাজ্যগমনে অনুমতি কর। উহাঁরা সকলেই তোমার অনুমতি প্রতীক্ষা করিতেছেন। এক মাসের অধিক কাল অতীত হইল, উহাঁরা এই তপোবনে অবস্থান করিতেছেন। আর অধিক দিন এখানে অবস্থান করা উহাঁদের কর্ত্তব্য নহে। রাজ্য বিবিধ বিঘ্নের আস্পদ, অতএব নিয়ত যত্ন পূর্ব্বক উহা রক্ষা করা উহাঁদের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

অমিতপরাক্রম মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিলে, রাজা ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, বৎস! তোমার মঙ্গল লাভ হইক। তোমার অনুগ্রহে আমার শোকসন্তাপ সমুদায় দূরীভূত হইয়াছে। এক্ষণে বোধ হইতেছে, যেন আমি তোমাদিগের সহিত হস্তিনানগরে অবস্থান করিতেছি। তুমি আমার পুত্রের কার্য্য করিয়াছ। আমি তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে আর আমার শোকের লেশমাত্র নাই। অতঃপর তুমি অচিরাৎ হস্তিনানগরে গমন কর। আর বিলম্ব করিও না। তোমারে দর্শন করিয়া স্নেহনিবন্ধন আমার তপস্যার ব্যাঘাত হইতেছে। আমি কেবল তোমার দর্শনে একালপর্য্যন্ত এই তপঃকৃশ শরীর ধারণ করিয়া রহিয়াছি। শীর্ণপত্রজীবিনী কুন্তী ও গান্ধারীও আর অধিক কাল ইহলোকে অবস্থান করিবেন না। মহর্ষি বেদব্যাসের প্রভাব ও তোমার সমাগমে আমি পরলোকগত দুর্য্যোধনাদিরে দর্শন করিলাম। আর আমার জীবিত থাকিবার প্রয়োজন নাই। অতঃপর আমি তোমার আদেশানুসারে ঘোরতর তপস্যা অবলম্বন করিব। এক্ষণে তোমাতে আমাদিগের পিণ্ড, কীর্ত্তি ও কুল প্রতিষ্ঠিত রহিল। তুমি কল্যই হউক, বা অদ্যই হউক, হস্তিনানগরে গমন কর। আর বিলম্ব করিও না। তুমি অনেক বার রাজনীতি শ্রবণ করিয়াছ; অতএব এক্ষণে তোমারে আর কিছু উপদেশ প্রদান করিতে হইবে না।

অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র এই কথা কহিলে, রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তাত! আমি নিরপরাধী, আপনি আমারে পরিত্যাগ করিবেন না। এক্ষণে আমার ভ্রাতৃগণ ও অনুচরগণ হস্তিনানগরে গমন করুন। আমি এই স্থানে অবস্থান করিয়া আপনার ও জননীদ্বয়ের শুশ্রূষা

করিব। ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে, গান্ধারী তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! অমন কথা কহিও না। তুমি কৌরবদিগের বংশধর ও আমার শ্বশুরের জলপিণ্ডস্থল। তুমি একালপর্য্যন্ত আমাদিগের যথেষ্ট সেবা করিলে, এক্ষণে অচিরাৎ রাজধানীতে গমন কর। রাজার বচন রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

অন্ধরাজমহিষী গান্ধারী এই কথা কহিলে, রাজা যুধিষ্ঠির স্বীয় বাষ্পাকুলিত নেত্রদ্বয় পরিমার্জ্জিত করিয়া, কুন্তীরে সম্বোধন পুর্ব্বক কহিলেন, মাতঃ! রাজা ও যশস্বিনী গান্ধারী আমারে রাজধানীগমনে অনুরোধ করিতেছেন। কিন্তু আমি আপনার একান্ত অনুগত; আপনারে পরিত্যাগ করিয়া কি রূপে গমন করিব। আপনার তপোবিঘ্ন করিতেও আমার বাসনা নাই। তপস্যা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। তপস্যা দ্বারা অতি মহৎ ফল লাভ হইয়া থাকে। এক্ষণে আমার আর পুর্ব্বের ন্যায় রাজ্যভোগে অভিলাষ নাই। আমার মন সম্পূর্ণভাবে তপস্যায় অনুরক্ত হইয়াছে। বিশেষত এই পৃথিবী লোকশূন্য হওয়াতে আর উহার প্রতিপালনে আমার কিছুতেই উৎসাহ হইতেছে না। আমাদিগের বান্ধবগণ বিনষ্ট হইয়াছে, আর তাদৃশ সৈন্যসামন্তও নাই। পাঞ্চালগণ একেবারে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে। উহাদের বংশ রক্ষা করে, এমন আর কেহই নাই। দ্রোণাচার্য্য সমরাঙ্গনে উহাদিগকে নিঃশেষিতপ্রায় করিলে, যাহারা অবশিষ্ট ছিল, আচার্য্যতনয় রজনীযোগে তাহাদিগকেও বিনাশ করিয়াছেন। চেদি ও মৎস্যবংশও নিঃশেষ হইয়াছে। এক্ষণে কেবল বাসুদেবের প্রভাবে একমাত্র বৃষ্ণিবংশই অবশিষ্ট রহিয়াছে। তাহাদিগকে দর্শন করিয়া কেবল ধর্ম্মসাধনার্থই রাজ্যমধ্যে অবস্থান করিতে আমার বাসনা হয়। এক্ষণে আপনি নির্ব্বিঘ্নে আমাদিগের সকলকে দর্শন করুন। সকলের সহিত আর আপনার দর্শন লাভ হওয়া নিতান্ত কঠিন হইবে। জ্যেষ্ঠতাত এক্ষণে আপনাদের সহিত ঘোরতর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইবেন।

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, মহাবাহু সহদেব বাষ্পাকুললোচনে তাঁহারে সম্বোধন পুর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! আমি ত কোন ক্রমে মাতারে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। অতএব আপনি অবিলম্বেই রাজধানীতে গমন করুন; আমি এই স্থানে অবস্থান পুর্ব্বক রাজা ও মাতৃদ্বয়ের পদসেবা এবং ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিয়া কলেবর পরিশুষ্ক করি। সহদেব বিনীতভাবে এই কথা কহিলে, ভোজনন্দিনী কুন্তী তাঁহারে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি আমার বাক্যানুসারে হস্তিনানগরে গমন কর। তোমাদিগের শাস্ত্রজ্ঞান পরিবর্দ্ধিত হউক এবং তোমরা পরম সুখে অবস্থান কর। তোমরা এ স্থলে অবস্থান করিলে আমাদিগের তপস্যার ব্যাঘাত হইবে, তোমার স্নেহপাশে বদ্ধ হওয়াতে আমার উৎকৃষ্ট তপস্যা ক্রমশ ক্ষীণ হইতেছে। আমাদিগের পরলোকগমনের আর অধিক বিলম্ব নাই, অতএব তুমি এক্ষণে রাজ্যে প্রতিনিবৃত্ত হও। মনস্বিনী কুন্তী এই রূপে বহুবিধ সান্ত্বনা করিলে, সহদেব ও রাজা যুধিষ্ঠিরের চিত্ত স্থির হইল। তখন পাণ্ডবগণ সকলে সমবেত হইয়া অন্ধরাজের চরণ বন্দন পুর্ব্বক অনুনয় করিতে আরম্ভ করিলেন।

ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি যখন আমাদিগকে অনুজ্ঞা করিতেছেন, তখন আমরা অবশ্যই আহ্লাদসহকারে নগরে প্রতিগমন করিব। ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে, অন্ধরাজ তাঁহারে

অভিনন্দন, ভীমসেনকে সান্ত্বনা এবং অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাদিগকে অচিরাৎ হস্তিনায় গমন করিতে আদেশ করিলেন। তখন পাণ্ডবগণ গান্ধারী ও কুন্তীরে অভিবাদন এবং তাঁহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রকে বারংবার প্রদক্ষিণ ও নিরীক্ষণ করিয়া হস্তিনাভিমুখে ধাবমান হইলেন। দ্রৌপদীপ্রভৃতি কৌরবপত্নীগণ শ্বশ্রূদ্বয় ও শ্বশুরের পাদবন্দনা করিয়া তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত ও কর্ত্তব্যবিষয়ে উপদিষ্ট হইয়া পাণ্ডবগণসমভিব্যাহারে নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ঐ সময় উষ্ট্রের চীৎকারধ্বনি ও অশ্বের হ্রেষারবে আশ্রমমণ্ডল পরিপূরিত হইল এবং সারথিগণ "অশ্বযোজনা কর, অশ্বযোজনা কর", বলিয়া বারংবার চীৎকার করিতে লাগিল। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির স্বীয় পত্নী এবং সৈন্যগণসমভিব্যাহারে সবান্ধবে নির্ব্বিঘ্নে পুনরায় হস্তিনানগরে আগমন করিলেন।

পুত্রদর্শন পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

নারদাগমনপর্ব্বাধ্যায়।

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! পাণ্ডবগণ তপোবন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার পর দুই বৎসর অতীত হইলে একদা তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তখন ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁহার যথোচিত সৎকার করিয়া তাঁহারে আসন প্রদান করিলেন। দেবর্ষি নারদ সেই আসনে উপবিষ্ট হইলে, ধর্ম্মরাজ তাঁহার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! বহুদিনের পর আপনার সহিত আমাদের সাক্ষাৎকার হইল। আপনি কোন্ কোন্ দেশ দর্শন করিয়াছেন, ইহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। আপনিই আমাদিগের পরম গতি। অতএব আজ্ঞা করুন, আমারে আপনার কোন্ কার্য্য সাধন করিতে হইবে।

ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে, দেবর্ষি নারদ তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি বহুকালের পর তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম, এরূপ বিবেচনা করিও না। আমি ধৃতরাষ্ট্রের তপোবনে তোমাদিগকে দর্শন করিয়াছি। এক্ষণে আমি গঙ্গা ও অন্যান্য তীর্থসমুদায় দর্শন করিয়া তপোবন হইতে আগমন করিতেছি।

তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! গঙ্গাতীরনিবাসী মহাত্মারা আমার নিকট আমার জ্যেষ্ঠতাত মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্রের কঠোর তপোনুষ্ঠানের বিষয় কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এক্ষণে তিনি, জননী গান্ধারী ও কুন্তী এবং সুতপুত্র সঞ্জয় ইহাঁরা সকলে কি রূপে কালহরণ করিতেছেন, আপনার মুখে তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। যদি আপনার সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সংবাদ আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

দেবর্ষি নারদ ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া, তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি তোমার জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের তপোবনে যে যে বিষয় দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছি, তৎসমুদায় আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তোমরা তপোবন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র অগ্নিহোত্র, পুরোহিত

এবং গান্ধারী, কুন্তী ও সঞ্জয়ের সহিত কুরুক্ষেত্র হইতে গঙ্গাদ্বারে সমুপস্থিত হইয়া বায়ুভক্ষণ পূর্ব্বক কঠোর তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। ঘোরতর তপস্যা করাতে অন্ধরাজের শরীর অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট হইল। মহর্ষিগণ তাঁহারে যথোচিত সৎকার করিতে লাগিলেন। গান্ধারী কেবল জলমাত্র পান করিয়া এবং কুন্তী এক মাসের পর এক দিন ও সঞ্জয় পাঁচ দিনের পর এক দিন মাত্র ভোজন করিয়া কালহরণ করিতে লাগিলেন। যাজকেরাও বিধিপূর্ব্বক হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন।

এই রূপে ছয়মাস অতীত হইলে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র কাননাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ঐ সময় মহাত্মা সঞ্জয় অন্ধরাজের এবং তোমার জননী কুন্তী গান্ধারীর চক্ষুঃস্বরূপ হইয়া তাঁহাদের সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদা অন্ধরাজ গঙ্গাসলিলে অবগাহন করিয়া স্বীয় আশ্রমাভিমুখে আগমন করিতেছেন, এমন সময়ে দাবানল প্রচণ্ড বায়ুসহযোগে ভীষণ রূপে প্রজ্বলিত হইয়া সমুদায় বন দগ্ধ করিতে লাগিল। মৃগযূথ ও সর্পসমুদায় সেই তীব্র দহনে দগ্ধদেহ হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল এবং বরাহগণ নিতান্ত তাপিত হইয়া জলাশয়মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। ঐ সময় অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তী অনাহারনিবন্ধন নিতান্ত ক্ষীণ হইয়াছিলেন বলিয়া, কোন ক্রমেই তথা হইতে পলায়ন পূর্ব্বক সেই বিষম বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। ক্রমে দাবানল তাঁহাদিগের সন্নিহিত হইল। তখন অন্ধরাজ সঞ্জয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সূতনন্দন! তুমি অবিলম্বে এস্থান হইতে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা কর; আমরা এই অনলেই জীবন পরিত্যাগ করিয়া, পরম গতি লাভ করিব।

অন্ধরাজ এই কথা কহিলে, মহাত্মা সঞ্জয় তাঁহার বাক্যশ্রবণে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহারে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! এই বৃথাগ্নি দ্বারা প্রাণত্যাগ করিলে, আপনার সদ্গতিলাভের সম্ভাবনা নাই; আর এই অনল হইতে আপনার পরিত্রাণেরও কোন উপায় দেখিতেছি না। অতএব এক্ষণে কর্ত্তব্য কি, অবিলম্বে তাহা কীর্ত্তন করুন।

তখন অন্ধরাজ পুনরায় তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহাত্মন্! যখন আমরা গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়াছি, তখন এই দাবানলে প্রাণত্যাগ করিলে, কখনই আমাদিগের অসদ্গতি হইবে না। বিশেষত জল, বায়ু বা অনলসহযোগে অথবা প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করা তাপসগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। এক্ষণে তুমি অবিলম্বে এস্থান হইতে পলায়ন কর। এই বলিয়া কৌরবনাথ গান্ধারী ও কুন্তীর সহিত পূর্ব্বাস্য হইয়া অনন্যমনে উপবেশন করিলেন। তখন সঞ্জয় তাঁহার সেই অবস্থা দর্শন করিয়া তাঁহারে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক আত্মসংযম করিতে কহিলেন। অন্ধরাজও সঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া অচিরাৎ গান্ধারী ও কুন্তীর সহিত আত্মসংযম করিলেন। ঐ সময় ইন্দ্রিয়রোধনিবন্ধন তাঁহাদিগের শরীর কাষ্ঠবৎ নিশ্চল হইয়া রহিল। অনন্তর তাঁহারা তিন জনেই সেই দাবানলে সমাক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। মহাত্মা সঞ্জয় অতিকষ্টে সেই অনল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া গঙ্গাকূলে মহর্ষিগণের নিকট আগমন ও সেই বৃত্তান্ত নির্দ্দেশ পূর্ব্বক হিমালয়ে প্রস্থান করিলেন। ঐ সময় আমি সেই তাপসগণের নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। সঞ্জয়ের মুখে সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র তোমাদিগকে উহা জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত তথা হইতে যাত্রা করিলাম। আগমনসময়ে অন্ধরাজ, গান্ধারী ও কুন্তীর কলেবর আমার দৃষ্টি-

গোচর হইয়াছে। তাপসেরা সেই আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া অন্ধরাজের এবং কুন্তী ও গান্ধারীর পরলোকগমনের বিষয় শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহাদের সদ্গতিলাভে শঙ্কা করিয়া কিছুমাত্র শোক করেন নাই। আমি তাঁহাদের মুখেও উহাঁদের মৃত্যুবৃত্তান্ত সবিশেষ অবগত হইয়াছি। যখন সেই কৌরবনাথ, গান্ধারী ও কুন্তী স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অনলে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তখন তাঁহাদের নিমিত্ত শোক করা কদাপি বিধেয় নহে।

দেবর্ষি নারদ এইরূপে ধৃতরাষ্ট্রাদির পরলোকবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলে, মহাত্মা পাণ্ডবগণের শোকের আর পরিসীমা রহিল না। ঐ সময় অন্তঃপুরে ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ হইতে লাগিল; পুরবাসিগণ হাহাকার করিতে আরম্ভ করিল এবং মহাত্মা যুধিষ্ঠির মাতারে স্মরণ পূর্ব্বক ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বারংবার আমারে ধিক্! বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়।

অনন্তর সেই পুরবাসী ও অন্যান্য লোকসমুদায়ের রোদনধ্বনি উপরত হইলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শোকাবেগ সংবরণ করিয়া দেবর্ষি নারদকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমরা জীবিত থাকিতেও যে তপোনুষ্ঠাননিরত মহাত্মা অন্ধরাজ অনাথের ন্যায় অরণ্যমধ্যে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন, ইহার পর আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে? যখন প্রবলপ্রতাপশালী অন্ধরাজকেও দাবানলে দগ্ধ হইতে হইল, তখন নিশ্চয়ই বুঝিলাম, পুরুষদিগের গতি নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। হায়! যে মহাত্মার মহাবলপরাক্রান্ত এক শত পুত্র ছিল। যিনি অযুতনাগতুল্য পরাক্রান্ত ছিলেন, তাঁহারেও এক্ষণে দাবানলে দগ্ধ হইতে হইল! পূর্ব্বে পরমসুন্দরী রমণীগণ পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া যাঁহারে তালবৃন্ত বীজন করিত, আজি তিনি দাবানলে দগ্ধ হওয়াতে গৃধ্রগণ তাঁহারে পুচ্ছ দ্বারা বীজিত করিতেছে। যিনি সূত ও মাগধগণের স্তুতিবাদ শ্রবণ করিয়া গাত্রোত্থান করিতেন, আজি এই নরাধমের কার্য্যদোষে তাঁহারে ধরাশয্যা আশ্রয় করিতে হইয়াছে। আমি পুত্রবিহীনা জননী গান্ধারীর নিমিত্ত অনুতাপ করি না। তিনি পতির অনুগামিনী হইয়া ভর্ত্তৃলোক লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে কেবল যিনি পুত্রগণের এই সুসমৃদ্ধ রাজ্যসম্পদ্ পরিত্যাগ করিয়া বনগামিনী হইয়াছিলেন, সেই জননী কুন্তীরে স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় শোকানলে দগ্ধ হইতেছে। আমাদিগের রাজ্য, বল, পরাক্রম ও ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে ধিক্! আমরা জীবন্মৃত। হায়! কালের গতি অতিশয় সূক্ষ্ম। দেখুন, মনস্বিনী কুন্তী যুধিষ্ঠির, ভীমসেন ও অর্জ্জুনের জননী হইয়াও রাজ্যসম্পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে গমন করিয়া অনাথার ন্যায় দাবানলে দগ্ধ হইলেন। আমি তাঁহারে স্মরণ করিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছি। অর্জ্জুন অনর্থক খাণ্ডববন প্রদান করিয়া অনলের তৃপ্তিসাধন করিয়াছিল। এক্ষণে আমি নিশ্চয় বুঝিলাম, হুতাশনের তুল্য অকৃতজ্ঞ ও কৃতঘ্ন আর কেহই নাই। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণবেশে অর্জ্জুনের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়া এক্ষণে তিনি কি রূপে তাহার জননীরে দগ্ধ করিলেন? হুতাশনকে ও অর্জ্জুনের সত্যপ্রতিজ্ঞায় ধিক্! অন্ধরাজ বৃথানলে কলেবরপরিত্যাগ করিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছে। হায়! সেই মহাবনে তপোনুষ্ঠাননিরত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রপূত পবিত্র অগ্নি বিদ্যমান থাকিতে তাঁহার বৃথানলে মৃত্যু হইল কেন? বোধ করি, যখন দাবানল আমার জননীর চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়াছিল, তখন তিনি নিতান্ত ভীত হইয়া "হা ধর্ম্মরাজ!

হা ভীমসেন! তোমরা শীঘ্র আমার নিকট আগমন কর,, বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছিলেন। তিনি সমুদায় পুত্র অপেক্ষা সহদেবের প্রতি সমধিক স্নেহ করিতেন, কিন্তু সেও এক্ষণে তাঁহারে অনল হইতে রক্ষা করিল না। ধর্ম্মরাজ এই বলিয়া করুণস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলে, তাঁহার ভ্রাতৃগণ নিতান্ত শোকাকুল হইয়া যুগান্তকালীন প্রাণিগণের ন্যায় পরস্পরকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের সেই ক্রন্দনকোলাহলে প্রাসাদসমুদায় প্রতিধ্বনিত ও আকাশমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল।

একোনচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

পাণ্ডবগণ এইরূপ শোকাকুল হইলে, তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনার জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র বৃথানলে দগ্ধ হন নাই। আমি গাঙ্গাতীরনিবাসী মহর্ষিগণের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি, অন্ধরাজ গঙ্গাদ্বার হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অরণ্যপ্রবেশকালে যজ্ঞাসম্পাদন পূর্ব্বক যজ্ঞীয় অনল পরিত্যাগ করিলে, যাজকেরা সেই অনল নির্জ্জন বনে নিক্ষেপ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিয়াছিলেন। ক্রমে সেই অনল বর্দ্ধিত হওয়াতে তদ্দ্বারা সমুদায় বন দগ্ধ হইয়া যায়। আপনার জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র সেই স্বীয় যজ্ঞানলে দগ্ধ হইয়া ইহলোক পরিহার পূর্ব্বক পরমগতি লাভ করিয়াছেন। তুমি আর তাঁহার নিমিত্ত শোক করিও না। তোমার জননী কুন্তীও গুরুশুশ্রূষানিবন্ধন সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। অতএব এক্ষণে তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত সমাগত হইয়া তাঁহাদিগের তর্পণাদি ক্রিয়া সম্পাদন কর।

দেবর্ষি নারদ এই কথা কহিলে ধর্ম্মপরায়ণ ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণ, অন্তঃপুরস্থ কামিনীগণ ও রাজ ভক্তিপরায়ণ পুরবাসিগণের সহিত একবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক ভাগীরথীতীরে গমন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলেই গঙ্গার পবিত্র জলে অবগাহন পূর্ব্বক যুযুৎসুরে অগ্রসরকরিয়া শাস্ত্রানুসারে অন্ধরাজ, গান্ধারী ও কুন্তীর তর্পণক্রিয়া করিতে লাগিলেন। পরিশেষে সেই উদকক্রিয়া সম্পন্ন হইলে তাঁহারা সকলে তথা হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক নগরের বহির্ভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির বিধিজ্ঞ মানবগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সুহৃদ্গণ! তোমরা গঙ্গাদ্বারের সন্নিহিত কাননে সমুপস্থিত হইয়া জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের উদ্দেশে কর্ত্তব্য কার্য্য সমুদায় সম্পাদন কর। এই বলিয়া তিনি আত্মীয়গণকে গঙ্গাদ্বারে প্রেরণ পূর্ব্বক স্বয়ং নগরের বহির্ভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ক্রমে একাদশ দিন অতীত হইল। দ্বাদশ দিনে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পবিত্র হইয়া বিধিপূর্ব্বক জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও কুন্তীর শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা প্রদান করিলেন। অনন্তর তিনি ধৃতরাষ্ট্রের উদ্দেশে সুবর্ণ, রজত, গাভী ও মহামূল্য শয্যাসমুদায় এবং গান্ধারী ও ভোজনন্দিনী কুন্তীর নামোল্লেখপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট বস্তুসমুদায় প্রদান করিলেন। ঐ সময় ব্রাহ্মণগণ শয্যা, খাদ্যদ্রব্য, মণি, রত্ন, যান, আচ্ছাদন ও সমলঙ্কৃত দাসীপ্রভৃতি যাহা যাহা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, ধর্ম্মরাজ জননী কুন্তী ও গান্ধারীর উদ্দেশে তাঁহাদিগকে তৎসমুদায় প্রদান করিলেন। অনন্তর দানক্রিয়া সমাপন হইলে ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগের সহিত নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার আদেশানুসারে যে সমুদায় লোক গঙ্গাদ্বারে গমন করিয়া

ছিল, তাহারা ধৃতরাষ্ট্রাদির অস্থিসমুদায় গন্ধমাল্যাদি দ্বারা অর্চ্চিত করিয়া গঙ্গায় নিক্ষেপপূর্ব্বক হস্তিনায় প্রত্যাগমন ও নরপতির নিকট সেই বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। এই রূপে সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন হইলে, দেবর্ষি নারদ ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাসিত করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির মাতা জ্যেষ্ঠতাত ও অন্যান্য আত্মীয়দিগের নিধননিবন্ধন নিতান্ত দুঃখিত হইয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। এই রূপে নরপতি ধৃতরাষ্ট্র কুরুক্ষেত্রযুদ্ধাবসানে সমরনিহতপুত্র জ্ঞাতিও বন্ধুবান্ধবদিগের উদ্দেশে বিবিধ বস্তু দান করিয়া পঞ্চদশ বৎসর নগরে ও তিন বৎসর বনে অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

নারদাগমন পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

আশ্রমবাসিক পর্ব্ব সম্পূর্ণ।

মহাভারত।

মৌসল পর্ব্ব।

মৌসল পর্ব্বাধ্যায়।

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীরে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর ষট্‌ত্রিংশ বৎসর সমুপস্থিত হইলে, ধর্ম্মরাজ বিবিধ দুর্নিমিত্তসমুদায় দর্শন করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে কর্করমিশ্রিত নির্ঘাতবায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। পক্ষিগণ দক্ষিণাবর্ত্ত মণ্ডল নির্ম্মাণ পূর্ব্বক আকাশে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। মহানদীসমুদায় স্রোতোবিহীন ও দিক্‌সমুদায় নীহারজালে সমাচ্ছন্ন হইল। অঙ্গারসমাযুক্ত উল্কাসকল গগনমণ্ডল হইতে নিপতিত হইতে লাগিল। সূর্য্যকিরণ ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন হইল। উদয়কালে সূর্য্যের প্রভা তিরোহিত ও সূর্য্যমণ্ডলে কবন্ধসমুদায় লক্ষিত হইতে লাগিল এবং সূর্য্য ও চন্দ্রের পরিধিমণ্ডল শ্যাম, অরুণ ও ধূষর এই ত্রিবিধ বর্ণে রঞ্জিত হওয়াতে অতি ভয়ানক হইয়া উঠিল। তখন সেই সমুদায় ও অন্যান্য বিবিধপ্রকার দুর্লক্ষণদর্শনে যুধিষ্ঠিরের উদ্বেগের আর পরিসীমা রহিল না। কিয়দ্দিন পরে তিনি শুনিলেন, বৃষ্ণিবংশ মুসলপ্রভাবে বিনষ্ট হইয়াছে। বলদেব ও বাসুদেব উভয়েই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তখন তিনি ভ্রাতৃগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে বীরগণ! ব্রাহ্মশাপে বৃষ্ণিবংশ ত একবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে উপায় কি? যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, অন্যান্য পাণ্ডবগণ ঐ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া একান্ত দুঃখিত হইলেন। শার্ঙ্গপাণি বাসুদেবের মৃত্যু সমুদ্রশোষের ন্যায় নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া তাঁহাদের বোধ হইতে লাগিল। তখন তাঁহারা সকলেই শোকে একান্ত অভিভূত ও ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া বিষণ্ণবদনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! মহাত্মা বাসুদেব বিদ্যমান থাকিতে মহারথ অন্ধক, বৃষ্ণি ও ভোজবংশীয়েরা কি নিমিত্ত নিহত হইল?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভের পর ষট্‌ত্রিংশ বৎসর সমুপস্থিত হইলে, বৃষ্ণিবংশমধ্যে কালপ্রভাবে ঘোরতর দুর্নীতি সমুপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহারা সেই দুর্নীতিনিবন্ধন পরস্পর পরস্পরের বিনাশসাধন করেন।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! বৃষ্ণি, অন্ধক ও ভোজবংশীয় মহাবীরগণ তৎকালে কাহার শাপে কালকবলে নিপতিত হইলেন, তাহা আপনি বিস্তারিত রূপে কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! একদা মহর্ষি বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও তপোধন নারদ দ্বারকানগরে গমন করেন। সারণপ্রভৃতি কতিপয় মহাবীর তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া দৈবদুর্ব্বিপাকবশত শাম্বকে স্ত্রীবেশ ধারণ করাইয়া তাঁহাদিগের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! ইনি অমিতপরাক্রম বভ্রুর পত্নী। মহাত্মা বভ্রু পুত্রলাভে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছেন। অতএব আপনারা বলুন, ইনি কি প্রসব করিবেন।

সারণপ্রভৃতি বীরগণ এই কথা কহিলে, সেই সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণ আপনাদিগকে প্রতারিত বিবেচনা করিয়া রোষভরে তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দুর্ব্বৃত্তগণ! এই বাসুদেবতনয় শাম্ব বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশবিনাশের নিমিত্ত ঘোরতর লৌহময় মুসল প্রসব করিবে। ঐ মুসলপ্রভাবে মহাত্মা বলদেব ও জনার্দ্দন ভিন্ন যদুবংশের আর সকলেই এককালে উৎসন্ন হইবে। মহাত্মা বলদেব যোগবলে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইবেন এবং বাসুদেব ভূতলে শয়ন করিয়া জরানামক ব্যাধের শরে বিদ্ধ হইয়া পরলোকে গমন করিবেন। মুনিগণ রোষারুণনেত্রে সারণাদিরে এই কথা কহিয়া, হৃষীকেশের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। মহাত্মা মধুসূদন তাঁহাদিগের নিকট ঐ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উহা অবশ্যম্ভাবী বিবেচনা করিয়া বৃষ্ণিবংশীয়দিগকে কহিলেন যে, মুনিগণ যাহা কহিয়াছেন, নিশ্চয়ই তাহা ঘটিবে। এই কথা কহিয়া, তিনি সেই শাপপরিবারণের কোন উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট না হইয়া পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর পরদিন প্রভাতে শাম্ব বৃষ্ণ্যন্ধককুলনাশক এক ঘোরতর মুসল প্রসব করিলেন। ঐ মুসল প্রসূত হইবামাত্র নরপতিসন্নিধানে সমানীত হইল। তখন তিনি রাজপুরুষগণ দ্বারা সেই মুসল চূর্ণ করাইয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করাইলেন। ঐ সময় আহুক, জনার্দ্দন, বলদেব ও বভ্রুর বাক্যানুসারে নগরমধ্যে এই ঘোষণা হইল যে, আজি অবধি নগরমধ্যে কোন ব্যক্তি সুরা প্রস্তুত করিতে পারিবে না। যে কেহ আমাদের অজ্ঞাতসারে সুরা প্রস্তুত করিবে, তাহারে সবান্ধবে শূলে আরোপিত করা যাইবে। এইরূপ ঘোষণা হইলে নগরবাসী লোকসমুদায় সেই শাসন শিরোধার্য্য করিয়া সুরাপ্রস্তুতকরণে এককালে বিরত হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

হে মহারাজ! বৃষ্ণি ও অন্ধকগণ এই রূপে সাবধান হইয়া অবস্থান করিতে আরম্ভ করিলে, কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণ মুণ্ডিতশিরা বিকটাকার কালপুরুষ প্রতিনিয়ত তাঁহাদিগের গৃহে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কোন কোন সময়ে ঐ পুরুষকে দেখিতে পাইতেন এবং কখন কখন তিনি তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইতেন। ঐ পুরুষ দৃষ্টিপথে নিপতিত হইলেই তাঁহারা তাঁহার প্রতি অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিতেন; কিন্তু কোন রূপেই তাঁহারে বিদ্ধ করিতে পারিতেন না। অনন্তর দিনে দিনে সেই নগরমধ্যে যদুবংশের বিনাশসূচক ভয়ঙ্কর ঝঞ্ঝাবাত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। পথিমধ্যে অসংখ্য মূষিক ও ভগ্ন মৃৎপাত্রসমুদায় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। রাত্রিযোগে মূষিকেরা গৃহমধ্যে নিদ্রিত ব্যক্তিদিগের কেশ ও নখ ছেদন পূর্ব্বক ভক্ষণ করিতে লাগিল। গৃহসারিকাগণ দিবারাত্রি অপ্রীতিকর শব্দে রোদন করিতে লাগিল। সারসেরা উলূকের ন্যায় ও ছাগ-

গণ শৃগালের ন্যায় চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। কালপ্রেরিত রক্তপাদ পাণ্ডুবর্ণ কপোতগণ সতত যাদবদিগের গৃহমধ্যে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং গাবীর গর্ভে রাসভ, অশ্বতরীর গর্ভে করভ, কুক্কুরীর গর্ভে বিড়াল ও নকুলীর গর্ভে মূষিক উদ্ভূত হইতে লাগিল। ঐ সময় কৃষ্ণ ও বলদেব ব্যতীত যদুবংশীয় আর সকলেই ব্রাহ্মণ, দেবতা ও পিতৃগণের দ্বেষ এবং লজ্জাভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান ও গুরুজনকে অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন। পত্নীগণ পতিসংসর্গ ও পতিগণ পত্নীসংসর্গ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। যাজক কর্ত্তৃক প্রজ্বালিত হুতাশন নীল, লোহিত ও হরিদ্বর্ণ শিখা প্রকটিত করিয়া বামভাগে প্রবণ হইতে লাগিলেন। সূর্য্যকে প্রতিদিন উদয় ও অস্তগমনসময়ে কবন্ধগণে পরিবৃত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পাকশালামধ্যে সুসংস্কৃত অন্নসমুদায় আহার করিবার সময় তন্মধ্যে সহস্র সহস্র কীট লক্ষিত হইতে লাগিল। মহাত্মাদিগের জয় ও পুণ্যাহবাক্য কীর্ত্তন করিবার সময় অসংখ্য লোক সেই স্থান দিয়া ধাবমান হইতেছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; কিন্তু কেহই কাহারও দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল না। যাদবগণ সকলেই নক্ষত্রসমুদায়কে পরস্পর নিপীড়িত দর্শন করিতে লাগিলেন; কিন্তু স্বীয় জন্মনক্ষত্র কাহারও দৃষ্টিগোচর হইল না। তাঁহাদিগের গৃহমধ্যে পাঞ্চজন্য নিনাদিত হইলে, চতুর্দ্দিকে রাসভগণ ভয়ঙ্করশব্দে চীৎকার করিতে লাগিল।

ঐ সময় একদা ত্রয়োদশীতে অমাবস্যার সংযোগ হইলে মহাত্মা বাসুদেব উহা নিতান্ত দুর্লক্ষণ বিবেচনা করিয়া বৃষ্ণিগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে বীরগণ! ভারতযুদ্ধকালে রাহু যেরূপ দিনে দিবাকরকে গ্রাস করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমাদিগের ক্ষয়ের নিমিত্ত সেইরূপ দিন সমুপস্থিত হইয়াছে। তিনি তাঁহাদিগকে এই কথা কহিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এত দিনের পর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাবসানে ষট্‌ত্রিংশ বর্ষ পরিপূর্ণ হইল। পূর্ব্বে গান্ধারী পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া যাহা কহিয়াছিলেন; এক্ষণে তাহা সফল হইবার উপক্রম হইয়াছে। সৈন্যসমুদায় ব্যূহিত হইলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভয়ঙ্কর দুর্নিমিত্তদর্শনে যাহা কহিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার অনুরূপ ঘটনা দর্শন করিতেছি।

মহাত্মা মধুসূদন মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া যদুকুল ধ্বংস করিবার বাসনায় বৃষ্ণিগণকে প্রভাসতীর্থে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন। তখন বৃষ্ণিগণও বাসুদেবের আজ্ঞানুসারে সকলকে প্রভাসতীর্থে গমন করিতে হইবে বলিয়া নগরের চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় প্রতিদিন রজনীযোগে বৃষ্ণিবংশীয়দিগের দুঃস্বপ্ন দর্শন হইতে লাগিল। কামিনীগণ নিদ্রিতাবস্থায় দেখিতে লাগিলেন যেন, এক শুভ্রদশনা কৃষ্ণবর্ণা রমণী হাস্য করিতে করিতে তাঁহাদের মঙ্গলসূত্র অপহরণ পূর্ব্বক ধাবমান হইতেছে এবং পুরুষগণ দেখিতে লাগিলেন যেন, ভয়ঙ্কর গৃধ্রগণ অগ্নিহোত্র গৃহ ও বাসগৃহমধ্যে তাঁহাদিগকে ভক্ষণ করিতেছে। এইরূপ দুঃস্বপ্নদর্শনে তাঁহাদের চিন্তার আর পরিসীমা রহিল না। অনন্তর ভীষণাকার রাক্ষসগণ তাঁহাদিগের অলঙ্কার, ছত্র, ধ্বজ ও কবচসমুদায় অপহরণ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। বাসুদেবের অগ্নিদত্ত বজ্রতুল্য চক্র সকলের সমক্ষেই আকাশে গমন করিল। উঁহার অশ্বসমুদায় দারুকের সমক্ষেই আদিত্যবর্ণ

রথ লইয়া সাগরের উপরিভাগ দিয়া প্রস্থান করিল এবং অপ্সরোগণ বলদেবের তালধ্বজ ও বাসুদেবের গরুড়ধ্বজ অপহরণ পূর্ব্বক দিবারাত্রি যাদবগণকে তীর্থযাত্রা করিতে আদেশ করিতে লাগিল।

এইরূপ দুর্নিমিত্তসমুদায় উপস্থিত হইলে, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় বীরগণ সকলেই সপরিবারে তীর্থযাত্রা করিতে ইচ্ছা করিয়া বিবিধ ভক্ষ্য, ভোজ্য, পানীয় ও মদ্যমাংস প্রস্তুত করিতে লাগিলেন এবং অচিরাৎ হস্তী, অশ্ব ও রথারোহী অসংখ্য সৈন্যে পরিবৃত হইয়া নগর হইতে বহির্গত হইলেন। তৎকালে তাঁহাদের ও তাঁহাদের সৈন্যসমুদায়ের শোভার আর পরিসীমা রহিল না। অনন্তর তাঁহারা সকলে সেই প্রভাসতীর্থে সমুপস্থিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক স্ত্রীগণের সহিত অনবরত পানভোজন করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় যোগবিদ্ অর্থতত্ত্ববিশারদ মহাত্মা উদ্ধব যাদবগণকে প্রভাসতীর্থে অবস্থিত অবগত হইয়া, তথায় গমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সম্ভাষণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। তখন মহাত্মা বাসুদেব কালবিপর্য্যয় নিবন্ধন তাঁহারে নিবারণ করা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহারে অভিবাদন করিলেন। মহাত্মা উদ্ধব বাসুদেব কর্ত্তৃক এই রূপে সম্মানিত হইয়া, তেজ দ্বারা শূন্যমার্গ আচ্ছাদন পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তৎপরে মহারথ যাদবগণ কালের বশীভূত হইয়া ব্রাহ্মণের নিমিত্ত সমাহৃত অন্নসমুদায় সুরামিশ্রিত করিয়া বানরদিগকে প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে প্রভাসতীর্থ নট, নর্ত্তক ও মত্ত ব্যক্তিগণে পরিপূর্ণ এবং অসংখ্য তূরীশব্দে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। বলদেব, সাত্যকি, গদ, বভ্রু ও কৃতবর্ম্মা বাসুদেবের সমক্ষেই সুরাপান করিতে আরম্ভ করিলেন। পরিশেষে সাত্যকি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মত্ত হইয়া কৃতবর্ম্মারে উপহাস ও অবমাননা করিয়া কহিলেন, হার্দ্দিক্য! ক্ষত্রিয়মধ্যে কেহই এরূপ নির্দ্দয় নাই যে, নিদ্রিত ব্যক্তিদিগকে বিনাশ করিতে পারে। অতএব তুমি যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ, যাদবগণ কখনই তাহা সহ্য করিবেন না। সাত্যকি এই কথা কহিলে, মহারথ প্রদ্যুম্নও কৃতবর্ম্মারে অবজ্ঞা করিয়া সাত্যকির বাক্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, বামহস্ত সঞ্চালন দ্বারা সাত্যকির ঐ বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, শৈনেয়! মহারাজ ভূরিশ্রবা ছিন্নবাহু হইয়া সংগ্রামে প্রায়োপবেশন করিলে, যখন তুমি তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়াছ, তখন তোমার তুল্য নৃশংস আর কেহই নাই। কৃতবর্ম্মা এই কথা কহিলে, মহাত্মা বাসুদেব তাঁহার বাক্যশ্রবণে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তির্য্যগ্ভাবে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন সাত্যকি স্যমন্তকমণির অপহরণবৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়া, কৃতবর্ম্মা অক্রূর দ্বারা যে রূপে মহারাজ সত্রাজিতের বিনাশসাধন করিয়াছিলেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সত্রাজিতের দুহিতা সত্যভামা সাত্যকির মুখে সেই পিতৃবধবৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র কোপাবিষ্টচিত্তে রোদন করিতে করিতে বাসুদেবের ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইয়া, তাঁহার কোপানল উদ্দীপিত করিলেন। তখন সাত্যকি সহসা গাত্রোত্থান করিয়া সত্যভামারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্রে! আমি শপথ করিয়া কহিতেছি, আজি ঐ পাপপরায়ণ কৃতবর্ম্মারে দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীর পথের পথিক করিব। পূর্ব্বে এই দুরাত্মা

দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামারে সহায় করিয়া শিবির-মধ্যে নিদ্রিত ব্যক্তিদিগকে নিহত করিয়াছিল। সেই পাপে আজি ইহার আয়ু ও যশ নিঃশেষিত হইয়াছে।

মহাবীর সাত্যকি এই বলিয়া বাসুদেবের সমক্ষেই খড়্গ দ্বারা কৃতবর্ম্মার মস্তক ছেদন পূর্ব্বক অন্যান্য বীরগণকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা বাসুদেব তাঁহারে নিবারণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট ধাবমান হইলেন। ঐ সময় সেই মদমত্ত ভোজ ও অন্ধকবংশীয়গণ কালপ্রভাবে বিমোহিত হইয়া সাত্যকিরে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাত্মা বাসুদেব কালের গতি বিবেচনা করিয়া তদ্দর্শনে কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন না। তখন তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া উচ্ছিষ্টপাত্র দ্বারা সাত্যকিরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন।

মহাবীর সাত্যকি এই রূপে ভোজ ও অন্ধকগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইলে, রুক্মিণীনন্দন মহারথ প্রদ্যুম্ন যুযুধানের পরিত্রাণার্থ সংগ্রামস্থলে সমুপস্থিত হইয়া বাহ্বাস্ফোটন পূর্ব্বক ভোজদিগের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। মহাবীর সাত্যকিও বাহ্বাস্ফোটন পূর্ব্বক অন্ধকদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় ভোজ ও অন্ধকদিগের সংখ্যা অধিক ছিল বলিয়া মহাবীর প্রদ্যুম্ন ও সাত্যকি তাঁহাদিগকে কোন ক্রমে পরাজয় করিতে পারিলেন না। ঐ বীরদ্বয় কিয়ৎক্ষণমাত্র সংগ্রাম করিয়া পরিশেষে বাসুদেবের সমক্ষেই সেই ভোজ ও অন্ধকগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিলেন। তখন মহাত্মা বাসুদেব স্বীয় পুত্র প্রদ্যুম্ন ও সাত্যকিরে বিনষ্ট দেখিয়া কোপাবিষ্ট চিত্তে একমুষ্টি এরকা গ্রহণ করিলেন। বাসুদেব এরকামুষ্টি গ্রহণ করিবামাত্র উহা মুসলরূপে পরিণত হইল। তখন তিনি তদ্দ্বারা সম্মুখবর্ত্তী ভোজ ও অন্ধকগণকে নিপাতিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় অন্ধক, ভোজ, শৈনেয় ও বৃষ্ণিগণও কালবশত পরস্পর সেই এরকাঘাতে বিনষ্ট হইতে লাগিলেন। তৎকালে কোন ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইয়া একটীমাত্র এরকা গ্রহণ করিলেও উহা বজ্রের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। ফলত ঐ স্থানের সমুদায় এরকাই ব্রহ্মশাপপ্রভাবে মুসলরূপে পরিণত হইয়াছিল। ঐ সময় বীরগণ কোপাবিষ্ট হইয়া যে সকল এরকা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তৎসমুদায়ই মুসল ও বজ্রস্বরূপ হইয়া অভেদ্য পদার্থ ভেদ করিতে লাগিল। পিতা পুত্রকে ও পুত্র পিতারে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। কুকুর ও অন্ধকবংশীয় বীরগণ মত্ত হইয়া অনলে নিপতিত পতঙ্গের ন্যায় প্রাণত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তথা হইতে পলায়ন করিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইল না। ঐ সময় মহাত্মা মধুসূদন কালের গতি পরিজ্ঞাত হইয়া মুসলীভূত এরকা গ্রহণ পূর্ব্বক সেই ঘোরতর হত্যাকাণ্ড দর্শন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার সমক্ষেই এরকাঘাতে শাম্ব, চারুদেষ্ণ, অনিরুদ্ধ ও গদের প্রাণবিয়োগ হইল। তখন তিনি স্বচক্ষে তাঁহাদের মৃত্যু দর্শন করিয়া, কোপাবিষ্টচিত্তে তত্রত্য সমুদায় বীরের প্রাণসংহার করিলেন। ঐ সময় মহাত্মা বভ্রু ও দারুক মহামতি মধুসূদনের সমীপে দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁহারা সেই বীরসমুদায়কে নিহত দেখিয়া দুঃখিতচিত্তে বাসুদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, জনার্দ্দন! এক্ষণে ত আপনি অসংখ্য লোকের প্রাণসংহার করিলেন। অতঃপর চলুন, আমরা তিন জনে মহাত্মা বলভদ্রের নিকট গমন করি।

চতুর্থ অধ্যায়।

মহাত্মা বভ্রু ও দারুক এই কথা কহিলে,

মহামতি বাসুদেব তাঁহাদের বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত অমিতপরাক্রম বলভদ্রের উদ্দেশে গমন করিয়া ইতস্তত বিচরণ করিতে করিতে দেখিলেন, ঐ মহাবীর অতি নির্জ্জন প্রদেশে বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিতেছেন। মহাত্মা হৃষীকেশ বলভদ্রকে তদবস্থ দেখিয়া দারুককে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সারথে! তুমি সত্বর হস্তিনানগরে গমন করিয়া অর্জ্জুনের নিকট যাদবদিগের বিনাশবৃত্তান্ত সমুদায় নিবেদন কর। তাহা হইলে তিনি অবিলম্বে দ্বারকায় আগমন করিবেন। বাসুদেব এইরূপ আদেশ করিলে, দারুক অবিলম্বে রথারোহণে কৌরবরাজধানীতে প্রস্থান করিলেন। তখন মহাত্মা কেশব সমীপস্থিত বভ্রুরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভদ্র! তুমি অবিলম্বে অন্তঃপুরকামিনীগণের রক্ষার্থ গমন কর। দস্যুগণ যেন ধনলোভে তাহাদিগকে হিংসা না করে। মহাবীর বভ্রু ঐ সময় মদমত্ত ও জ্ঞাতিবধনিবন্ধন নিতান্ত দুঃখিত হইয়া জনার্দ্দনের নিকট উপবেশন পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতেছিলেন। মহাত্মা মধুসূদন এই কথা কহিবামাত্র তিনি যেমন স্ত্রীগণের রক্ষণার্থ ধাবমান হইলেন, অমনি সেই ব্রহ্মশাপসম্ভূত মুসল এক ব্যাধের লৌহময় মুদ্গারে আবির্ভূত ও তাঁহার গাত্রে নিপতিত হইয়া তাঁহার প্রাণসংহার করিল। তখন মহাত্মা হৃষীকেশ বভ্রুরে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া স্বীয় অগ্রজ বলদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহাত্মন্! আমি যে কালপর্য্যন্ত কাহারও প্রতি স্ত্রীগণের রক্ষণাবেক্ষণের ভার সমর্পণ করিয়া প্রত্যাগমন না করি, সেই কালপর্য্যন্ত আপনি এই স্থানে আমার প্রতীক্ষা করুন। এই কথা কহিয়া বাসুদেব অচিরাৎ নগরমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক পিতারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাশয়! যে পর্য্যন্ত ধনঞ্জয় এখানে আগমন না করেন, সেই পর্য্যন্ত আপনি অন্তঃপুরস্থ কামিনীদিগকে রক্ষা করুন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলদেব বনমধ্যে আমার নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতেছেন; অতএব আমি এক্ষণে তাঁহার নিকট চলিলাম। পূর্ব্বে আমি কুরুপাণ্ডবযুদ্ধে কৌরব ও অন্যান্য নরপতিগণের নিধন দর্শন করিয়াছি, এক্ষণে আবার আমারে যদুবংশের নিধনও প্রত্যক্ষ করিতে হইল। আজি যাদবগণের বিরহে এই পুরী আমার চক্ষুর শল্যস্বরূপ বোধ হইতেছে। অতএব আমি অচিরাৎ বনগমন করিয়া, বলদেবের সহিত তীব্রতর তপোনুষ্ঠান করি।

মহামতি বাসুদেব এই কথা কহিয়া, পিতার চরণবন্দন পূর্ব্বক অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি বহির্গত হইবামাত্র অন্তঃপুরমধ্যে বালক ও বনিতাদিগের ঘোরতর আর্ত্তনাদ সমুত্থিত হইল। তখন ধীমান্ বাসুদেব অবলাগণের রোদনশব্দশ্রবণে পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে সীমন্তিনীগণ! মহাত্মা ধনঞ্জয় এই নগরে আগমন করিতেছেন, তিনি তোমাদিগের দুঃখমোচন করিবেন। অতএব তোমরা আর রোদন করিও না। এই কথা কহিয়া মহামতি মধুসূদন অবিলম্বে নির্জ্জন বনপ্রদেশে গমন করিয়া দেখিলেন, বলদেব যোগাসনে আসীন রহিয়াছেন এবং তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে এক বৃহদাকার শ্বেতবর্ণ সর্প বিনির্গত হইতেছে। ঐ সর্পের মস্তক সহস্রসংখ্যক ও মুখ রক্তবর্ণ। সর্প দেখিতে দেখিতে বলদেবের মুখ হইতে বহির্গত হইয়া সমুদ্রাভিমুখে ধাবমান হইল। তখন সাগর, দিব্য নদীসমুদায়, জলাধিপতি বরুণ এবং কর্কোটক, বাসুকি, তক্ষক, পৃথুশ্রবা, বরুণ, কুঞ্জর, মিশ্রী, শঙ্খ, কুমুদ, পুণ্ডরীক, ধৃতরাষ্ট্র, হ্রাদ, ক্রাথ, শিতিকণ্ঠ, উগ্রতেজ,

চক্রমন্দ, অতিষণ্ড, দুর্ম্মুখ ও অম্বরীষপ্রভৃতি নাগগণ সেই সর্পকে প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক স্বাগতপ্রশ্ন ও পাদ্য অর্ঘ্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। এই রূপে সেই সর্প বলদেবের মুখ হইতে বহির্গত হইলে, তাঁহার দেহ নিতান্ত নিশ্চেষ্ট হইল। তখন সর্ব্বজ্ঞ দিব্যচক্ষু ভগবান্ বাসুদেব জ্যেষ্ঠভ্রাতা দেহত্যাগ করিলেন বিবেচনা করিয়া, চিন্তাকুলিতচিত্তে সেই বিজন বনে পরিভ্রমণ করিতে করিতে ভূতলে উপবেশন করিলেন। ঐ সময় পূর্ব্বে গান্ধারী তাঁহারে যাহা কহিয়াছিলেন এবং তিনি উচ্ছিষ্ট পায়স পদতলে লিপ্ত না করাতে দুর্ব্বাসা যে সমুদায় বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, সেই সমুদায় তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল। তখন তিনি নারদ, দুর্ব্বাসা ও কণ্বের বাক্য প্রতিপালন, তাঁহার স্বর্গগমনবিষয়ে দেবতাদিগের সন্দেহভঞ্জন ও ত্রিলোকপালন করিবার নিমিত্ত তাঁহারে মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিতে হইবে, বিবেচনা করিয়া ইন্দ্রিয়সংযম ও মহাযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক ভূতলে শয়ন করিলেন। ঐ সময় জরানামক ব্যাধ মৃগাবনাশবাসনায় সেই স্থানে সমাগত হইয়া দূর হইতে যোগাসনে শয়ান কেশবকে অবলোকন পূর্ব্বক মৃগ জ্ঞান করিয়া, তাঁহার প্রতি শর নিক্ষেপ করিল। ঐ শর নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র উহা দ্বারা হৃষীকেশের পদতল বিদ্ধ হইল। তখন সেই ব্যাধ মৃগগ্রহণবাসনায় সত্বরে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, এক অনেকবাহুসম্পন্ন পীতাম্বরধারী যোগাসনে শয়ান পুরুষ তাহার শরে বিদ্ধ হইয়াছেন। লুব্ধক তাঁহারে দর্শন করিবামাত্র আপনারে অপরাধী বিবেচনা করিয়া, শঙ্কিতমনে তাঁহার চরণে নিপতিত হইল। তখন মহাত্মা মধুসূদন তাহারে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক অচিরাৎ আকাশমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। ঐ সময় ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং রুদ্র, আদিত্য, বসু, বিশ্বদেব, মুনি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ তাঁহার প্রত্যুদ্গমনার্থ নির্গত হইলেন; তখন ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাদের কর্ত্তৃক সংকৃত হইয়া তাঁহাদের সহিত স্বীয় অপ্রমেয় স্থানে সমুপস্থিত হইলেন। দেবতা, মহর্ষি, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও সাধ্যগণ তাঁহার যথোচিত পূজা করিতে লাগিলেন; মুনিগণ ঋগ্বেদপাঠ ও গন্ধর্ব্বগণ সংগীত দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্র আহ্লাদিতচিত্তে তাঁহার অভিনন্দনে প্রবৃত্ত হইলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

এ দিকে কৃষ্ণসারথি দারুক হস্তিনায় সমুপস্থিত হইয়া পাণ্ডবগণের নিকট যদুকুলের নিধনবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলে পাণ্ডবগণ উহা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত শোকসন্তপ্ত ও ব্যাকুলচিত্ত হইলেন। তখন বাসুদেবের প্রিয়সখা মহাবীর ধনঞ্জয় ভ্রাতৃগণকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক মাতুল বসুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত দারুকের সহিত দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনন্তর তিনি দ্বারকায় সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ঐ নগরী অনাথা রমণীর ন্যায় নিতান্ত হীনদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ সময় বাসুদেবের অন্তঃপুরস্থ রমণীগণ তাঁহার বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়াছিলেন; তাঁহারা অর্জ্জুনকে দর্শন করিবামাত্র উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। বাসুদেবের যে ষোড়শসহস্র মহিষী ছিলেন, তাঁহারা অর্জ্জুনকে সমাগত দেখিয়া হাহাকার করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই পতিপুত্রবিহীনা রমণীগণের আর্ত্তনাদ শ্রবণে অর্জ্জুনের নয়নযুগল বাষ্পবারিতে পরিপূর্ণ হওয়াতে তিনি তৎকালে কিছুমাত্র দর্শন করিতে সমর্থ হইলেন না। ঐ সময় সেই বীরশূন্য

দ্বারকাপুরীরে বৈতরণী নদীর ন্যায় তাঁহার বোধ হইতে লাগিল। তিনি বৃষ্ণি ও অন্ধকগণকে উহার জল, অশ্বসমুদায়কে মৎস্য, রথসমুদায়কে উড়ুপ, বাদিত্র ও রথনির্ঘোষকে তরঙ্গ, গৃহসোপানসমুদায়কে মহাহ্রদ, রত্নসমুদায়কে শৈবাল, পথসমুদায়কে আবর্ত্ত, চত্বরসমুদায়কে স্তিমিত হ্রদ এবং বলদেব ও বাসুদেবকে মহানক্র বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সেই দ্বারকাপুরী ও বাসুদেবের বনিতাদিগকে হেমন্তকালীন নলিনীর ন্যায় নিতান্ত শ্রীভ্রষ্ট ও প্রভাশূন্য দর্শন করিয়া বাষ্পাকুলিতলোচনে রোদন করিতে করিতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন বাসুদেবমহিষী সত্যভামা, রুক্মিণী ও অন্যান্য রমণীগণ অর্জ্জুনের নিকট বেগে ধাবমান হইয়া তাঁহারে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক কিয়ৎ ক্ষণ রোদন করিলেন এবং তৎপরে তাঁহারে ধরাতল হইতে উত্থাপন পূর্ব্বক কাঞ্চনময় পীঠে উপবেশন করাইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাত্মা অর্জ্জুন মনে মনে বাসুদেবের স্তব করিয়া স্ত্রীগণকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক মাতুলের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে তাঁহার গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, মহাত্মা বসুদেব পুত্রশোকে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া শয়ান রহিয়াছেন। তাঁহারে তদবস্থ দেখিয়া ধনঞ্জয়ের দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না। তখন তিনি বাষ্পপূর্ণ নয়নে রোদন করিতে করিতে তাঁহার চরণযুগল বন্দনা করিলেন। মহাত্মা বসুদেব আগিনেয় অর্জ্জুনকে সমাগত দেখিয়া নিতান্ত দৌর্ব্বল্যনিবন্ধন তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিতে সমর্থ না হইয়া তাঁহারে আলিঙ্গন পূর্ব্বক পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র ও বান্ধবগণের নিমিত্ত রোদন করিতে করিতে কহিলেন, ধনঞ্জয়! যাহারা অসংখ্য ভূপতি ও দানবগণকে পরাজিত করিয়াছিল, আজি আমি তাহাদিগকে না দেখিয়াও জীবিত রহিয়াছি! তুমি যে প্রদ্যুম্ন ও সাত্যকিরে প্রিয়শিষ্য বলিয়া সর্ব্বদা প্রশংসা করিতে এবং যাহারা বৃষ্ণিবংশের অতিরথ বলিয়া বিখ্যাত ও বাসুদেবের নিতান্ত প্রিয়পাত্র ছিল। এক্ষণে তাহাদিগেরই দুর্নীতিনিবন্ধন এই যদুকুলের ক্ষয় হইয়াছে। অথবা উহাদের এ বিষয়ে দোষ কি? ব্রহ্মশাপই ইহার মূল কারণ। পূর্ব্বে যে কৃষ্ণ মহাবলপরাক্রান্ত কেশী, কংস, শিশুপাল, নিষাদরাজ একলব্য, কাশিরাজ, কালিঙ্গগণ, মাগধগণ, গান্ধারগণ এবং প্রাচ্য, দাক্ষিণাত্য ও পার্ব্বতীয় ভূপালগণকে নিহত করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনিও এই যদুকুল ক্ষয় হইতে দেখিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন। তুমি, দেবর্ষি নারদ ও অন্যান্য মহর্ষিগণ তোমারা সকলেই যাঁহারে সনাতন দেবদেব বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাক, তিনি এক্ষণে স্বচক্ষে জ্ঞাতিবধ প্রত্যক্ষ করিয়া উপেক্ষা করিলেন। বোধ হয়, গান্ধারী ও ঋষিগণের বাক্য অন্যথা করিতে তাঁহার বাসনা হয় নাই। তোমার পৌত্র পরিক্ষিৎ অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা দগ্ধ হইলে, তিনিই তাঁহার জীবন দান করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে স্বীয় পরিজনদিগকে রক্ষা করিতে তাঁহার বাসনা হইল না। তাঁহার পুত্র, পৌত্র, সখা ও ভ্রাতৃগণ সকলে নিহত হইলে তিনি আমার নিকট আগমন পূর্ব্বক আমারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "পিতঃ! আজি এই যদুকুল একবারে নিঃশেষিত হইল। আমার প্রিয়সখা অর্জ্জুন দ্বারকায় আগমন করিলে আপনি তাঁহার নিকট এই কুলক্ষয়ের বিষয় আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিবেন। আমি অর্জ্জুনের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছি। তিনি এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করিলে কখনই

হস্তিনায় অবস্থান করিতে পারিবেন না। অর্জ্জুনের সহিত আমার কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। অতএব ঐ মহাত্মা এ স্থানে আগমন করিয়া যাহা কহিবেন, আপনি অবিচারিতচিত্তে তাহার অনুষ্ঠান করিবেন। তাঁহা দ্বারাই আপনার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পাদন এবং এই বালক ও রমণীগণের রক্ষা হইবে। তিনি এই স্থান হইতে প্রতিগমন করিবামাত্র এই অসংখ্য প্রাচীর ও অট্টালিকাসম্পন্ন দ্বারকাপুরী সমুদ্রজলে প্লাবিত হইয়া যাইবে। আমি এক্ষণে বলদেবের সহিত কোন পবিত্র স্থানে সমুপস্থিত হইয়া কালপ্রতীক্ষায় অবস্থান করিব।,,

অচিন্ত্যপরাক্রম মহাত্মা হৃষীকেশ এই বলিয়া আমারে বালকগণের সহিত এই স্থানে রাখিয়া যে কোথায় গমন করিয়াছেন, কিছুই বলিতে পারি না। আমি নিতান্ত শোকাকুল হইয়া দিবারাত্রি বলদেব, বাসুদেব ও জ্ঞাতিগণকে স্মরণ পূর্ব্বক অনাহারে কালহরণ করিতেছি। আর আমার জীবন ধারণ ও ভোজন করিতে প্রবৃত্তি নাই। এক্ষণে সৌভাগ্যবশত তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎকার লাভ হইল। অতএব তুমি অবিলম্বে বাসুদেবের বাক্যানুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। এক্ষণে এই রাজ্য, স্ত্রী ও রত্নসমুদায় তোমারই অধিকৃত হইল। আমি অচিরাৎ তোমার সমক্ষেই প্রাণত্যাগ করিব।

সপ্তম অধ্যায়।

মহাত্মা বসুদেব এই কথা কহিলে, শত্রুতাপন মহাবীর ধনঞ্জয় একান্ত বিমনায়মান হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মাতুল! আমি কোন ক্রমেই এই কেশব ও অন্যান্য বীরগণপরিশূন্য রাজধানী দর্শনে সমর্থ হইতেছি না। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীমসেন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী ও আমি আমরা সকলেই একাত্মা। এই বন্ধুকুলক্ষয় শ্রবণ করিলে আমার ন্যায় তাঁহাদেরও যাহার পর নাই ক্লেশ হইবে। এক্ষণে মহারাজ যুধিষ্ঠিরেরও মর্ত্ত্যলোক হইতে প্রস্থানসময় সমুপস্থিত হইয়াছে। অতএব আর এ স্থানে অধিক দিন অবস্থান করা আমার উচিত নহে। আমি অচিরাৎ বৃষ্ণিবংশীয় বালক ও বনিতাদিগকে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিব। মহাবীর ধনঞ্জয় মাতুলকে এই কথা কহিয়া দারুককে সম্বোধন করিলেন, দারুক! আমি বৃষ্ণিবংশীয় অমাত্যদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাসনা করি, অতএব তুমি সত্বরে আমারে তাঁহাদের নিকট লইয়া চল। এই কথা কহিয়া তিনি দারুকের সহিত মহারথ যাদবগণের নিমিত্ত শোক করিতে করিতে তাঁহাদের সভায় সমুপস্থিত হইলেন। অনন্তর তিনি তথায় আসন পরিগ্রহ করিলে, অমাত্যগণ, প্রকৃতিমণ্ডল এবং ব্রাহ্মণগণ তাঁহারে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন সেই দীনচিত্ত মৃতকল্প ব্যক্তিদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ! আমি ও অন্ধকদিগের পরিবারদিগকে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিব। কৃষ্ণের পৌত্র বজ্র ঐ নগরে রাজা হইয়া তোমাদিগকে প্রতিপালন করিবেন। এই নগর অচিরাৎ সমুদ্রজলে প্লাবিত হইবে। অতএব তোমরা অবিলম্বে যান ও রত্নসমুদায় সুসজ্জিত কর। সপ্তম দিবসে সূর্য্যোদয়সময়ে আমাদিগকে এই নগরের বহির্ভাগে অবস্থান করিতে হইবে। অতএব তোমরা আর বিলম্ব করিও না, শীঘ্র সুসজ্জিত হও।

মহাত্মা ধনঞ্জয় এই কথা কহিলে, তাঁহারা সকলেই সত্বরে সুসজ্জিত হইতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া কৃষ্ণের গৃহে সেই রা

অতিবাহিত করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে প্রবলপ্রতাপ মহাত্মা বসুদেব যোগাবলম্বন পূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট গতিলাভ করিলেন। তখন তাঁহার অন্তঃপুর-মধ্যে ঘোরতর ক্রন্দনশব্দ সমুত্থিত হইয়া সমুদায় পুরী প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। কামিনীগণ মাল্য ও আভরণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আলোলয়িতকেশে বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা অর্জ্জুন সেই বসুদেবের মৃতদেহ বহুমূল্য যানে আরোপিত করিয়া অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন। দ্বারকাবাসিগণ দুঃখশোকে একান্ত অভিভূত হইয়া, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। ভৃত্যগণ শ্বেতচ্ছত্র ও যাজকগণ প্রদীপ্ত পাবক লইয়া সেই শিবিকাযানের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবকী, ভদ্রা, রোহিণী ও মদিরা নামে বসুদেবের পত্নীচতুষ্টয় তাঁহার সহমৃতা হইবার মানসে দিব্য অলঙ্কারে বিভূষিত ও অসংখ্য কামিনীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। ঐ সময় জীবদ্দশায় যে স্থান বসুদেবের মনোরম ছিল, বান্ধবগণ সেই স্থানে তাঁহারে উপনীত করিয়া তাঁহার প্রেতকৃত্য সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন তাঁহার দেবকীপ্রভৃতি পত্নীচতুষ্টয় তাঁহারে প্রজ্বলিত চিতাতে আরোপিত দেখিয়া তদুপরি সমারূঢ় হইলেন। মহাত্মা অর্জ্জুন চন্দনাদি বিবিধ সুগন্ধ কাষ্ঠ দ্বারা পত্নীসমবেত বসুদেবের দাহকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সেই প্রজ্বলিত চিতানলের শব্দ সামবেত্তাদিগের বেদাধ্যয়ন ও অন্যান্য মানবগণের রোদনধ্বনিপ্রভাবে পরিবর্দ্ধিত হইয়া সেই স্থান প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। অনন্তর তিনি বজ্রপ্রভৃতি যদুবংশীয় কুমারগণ ও কামিনীগণের সহিত সমবেত হইয়া বসুদেবের উদকক্রিয়া সম্পাদন করিলেন।

এই রূপে বসুদেবের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পাদন হইলে, পরমধার্ম্মিক ধনঞ্জয় যে স্থলে বৃষ্ণিবংশীয়েরা বিনষ্ট হইয়াছিলেন, সেই স্থানে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় সেই ব্রহ্মশাপগ্রস্ত মুসলমিহত বৃষ্ণিগণকে নিপতিত সন্দর্শন করিয়া তাঁহার দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না। তখন তিনি জ্যেষ্ঠতানুসারে তাঁহাদিগের সকলের উদকক্রিয়া সম্পাদন করিয়া অন্বেষণ দ্বারা বলদেব ও বাসুদেবের শরীরদ্বয় আহরণ পূর্ব্বক চিতানলে ভস্মসাৎ করিলেন।

মহাত্মা অর্জ্জুন এই রূপে শাস্ত্রানুসারে বৃষ্ণিবংশীয়দিগের প্রেতকার্য্য সম্পাদন করিয়া সপ্তম দিবসে রথারোহণে ইন্দ্রপ্রস্থাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন বৃষ্ণিবংশীয় কামিনীগণ শোকার্ত্ত হইয়া রোদন করিতে করিতে অশ্ব, গো, গর্দ্দভ ও উষ্ট্রসমাযুক্ত রথে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। ভৃত্য, অশ্বারোহী ও রথীগণ এবং পুরবাসী ও জনপদবাসী লোকসমুদায় অর্জ্জুনের আজ্ঞানুসারে বৃদ্ধ, বালক ও কামিনীগণকে পরিবেষ্টন করিয়া গমন করিতে লাগিল। গজারোহিগণ পর্ব্বতাকার গজসমুদায়ে আরোহণ পূর্ব্বক ধাবমান হইল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় বালকগণ বাসুদেবের ষোড়শ সহস্র পত্নী ও পৌত্র বজ্রকে অগ্রসর করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভোজ বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের যে কত অনাথা কামিনী পার্থের সহিত গমন করিয়াছিলেন, তাহার আর সংখ্যা নাই। এই রূপে মহারথ অর্জ্জুন সেই যদুবংশীয় অসংখ্য লোক সমভিব্যাহারে দ্বারকা নগর হইতে বহির্গত হইলেন।

দ্বারকাবাসী লোকসমুদায় নগর হইতে নির্গত হইলে পর মহাত্মা অর্জ্জুন তাঁহাদের সহিত ঐ বিবিধ রত্নসম্পূর্ণ নগরের যে

যে অংশ অতিক্রম করিতে লাগিলেন, সেই সেই অংশ অচিরাৎ সমুদ্রজলে প্লাবিত হইতে লাগিল। তখন দ্বারকাবাসী লোক-সমুদায় সেই অদ্ভুত ব্যাপারসন্দর্শনে নিতান্ত চমৎকৃত হইয়া "দৈবের কি আশ্চর্য্য ঘটনা,, এই কথা বলিতে বলিতে দ্রুতপদে ধাবমান হইল। অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় সেই যদুবংশীয় কামিনীগণ ও অন্যান্য যোধগণসমভিব্যাহারে ক্রমে ক্রমে নদী-তীর, রমণীয় কানন ও পর্ব্বতপ্রদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে তিনি অতি সমৃদ্ধিসম্পন্ন পঞ্চনদ দেশে সমুপস্থিত হইয়া পশু ও ধান্যপরি-পূর্ণ প্রদেশে অবস্থিতি করিলেন। ঐ স্থানে দস্যুগণ ধনঞ্জয় একাকী সেই অনাথা যদুকুল-কামিনীগণকে লইয়া যাইতেছেন দেখিয়া, অর্থলোভে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে বাসনা করিয়া পরস্পর এইরূপ মন্ত্রণা করিল যে, ধনঞ্জয় একাকী কতকগুলি বৃদ্ধ, বালক ও বনিতাসমভিব্যাহারে গমন করিতেছে। উহার অনুগামী যোধগণেরও তাদৃশ ক্ষমতা নাই। অতএব চল, আমরা উহাদিগকে আক্রমণ করিয়া উহাদের ধনরত্নসমুদায় অপহরণ করি। এইরূপ পরামর্শ করিয়া সেই দস্যুগণ লগুড়হস্তে সিংহনাদশব্দে দ্বারকাবাসী লোকদিগকে বিত্রাসিত করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। তখন মহাবীর ধন-ঞ্জয় অনুচরগণের সহিত তাহাদের অভি-মুখীন হইয়া হাস্যবদনে তাহাদিগকে কহি-লেন, দস্যুগণ! যদি তোমাদিগের জীবিত থাকিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে অচি-রাৎ প্রতিনিবৃত্ত হও, নচেৎ আমি নিশ্চ-য়ই শরনিকর দ্বারা তোমাদিগকে নিহত করিব। পাণ্ডুনন্দন এই রূপে তাহাদিগকে ভয়প্রদর্শন করিলেও তাহারা তাঁহার বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া দ্বারকাবাসী লোকদিগকে আক্রমণ করিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় রোষভরে স্বীয় গাণ্ডীব শরাসনে জ্যারোপণ করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু তৎকালে ঐ কার্য্য তাঁহার নিতান্ত কষ্টকর বোধ হইতে লাগিল। পরিশেষে তিনি অতি কষ্টে সেই শরাসনে জ্যারোপণ করিয়া দিব্যাস্ত্রসমুদায় চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু ঐ সময় কোন ক্রমে সেই অস্ত্রসমু-দায় তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল না। তখন তিনি স্বীয় ভুজবীর্য্যের হানি ও দিব্যাস্ত্রসমুদায়ের অস্মরণনিবন্ধন নিতান্ত লজ্জিত হইলেন। ঐ সময় বৃষ্ণিবংশীয়-দিগের হস্তী, অশ্ব ও রথারোহী যোধগণও সেই দস্যুগণকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিতে লাগিল, কিন্তু কোন ক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হইল না। দস্যুগণ যে দিকে গমন করিতে লাগিল, মহাবীর অর্জ্জুন যত্ন পূর্ব্বক সেই দিক্ রক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিলেন না। অনন্তর দস্যুগণ সৈন্যগণের সমক্ষেই অবলা-দিগকে অপহরণ করিতে লাগিল এবং কোন কোন কামিনী ইচ্ছা পূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত গমন করিতে আরম্ভ করিল। মহাত্মা অর্জ্জুন তদ্দর্শনে নিতান্ত উদ্বিগ্ন বৃষ্ণিবংশীয়-দিগের ভৃত্যগণের সহিত মিলিত হইয়া তূণীর হইতে শরসমুদায় নিষ্কাশন পূর্ব্বক দস্যুগণের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগি-লেন। তখন তাঁহার অক্ষয় তূণীরের মধ্যস্থ বাণসমুদায়ও ক্ষণকালের মধ্যে ক্ষয়প্রাপ্ত হইল। শরসমুদায় নিঃশেষ হইলে, পাণ্ডু-নন্দন নিতান্ত দুঃখিত হইয়া শরাসনের অগ্র-ভাগ দ্বারা দস্যুগণকে প্রহার করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাহাদিগকে নিরাকৃত করিতে পারিলেন না। পরিশেষে সেই দস্যুগণ তাঁহার সম্মুখ হইতেই বৃষ্ণি ও অন্ধকদিগের অতি উৎকৃষ্ট কামিনীগণকে অপহরণ করিয়া পলায়ন করিল। তখন

মহাবীর ধনঞ্জয় দিব্যাস্ত্র, ভুজবীর্য্য ও তূণীরস্থ শরসমুদায়ের ক্ষয়নিবন্ধন নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া দৈবদুর্ব্বিপাক স্মরণ পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর তিনি সেই হতাবশিষ্ট কামিনীগণ ও রত্নরাশিসমভিব্যাহারে কুরুক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইয়া হার্দ্দিক্যতনয় ও ভোজকুলকামিনীগণকে মার্ত্তিকাবত নগরে, অবশিষ্ট বালক, বৃদ্ধ ও বনিতাগণকে ইন্দ্রপ্রস্থে এবং সাত্যকিপুত্রকে সরস্বতীনগরীতে সন্নিবেশিত করিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থের রাজ্যভার কৃষ্ণের পৌত্র বজ্রের প্রতি সমর্পিত হইল। ঐ সময় অক্রূরের পত্নীগণ প্রব্রজ্যাগ্রহণে উদ্যত হইলে, বজ্র বারংবার তাঁহাদিগকে নিষেধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহারা প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। রুক্মিণী, গান্ধারী, শৈব্যা, হৈমবতী ও দেবী জাম্ববতী ইহাঁরা সকলে হুতাশনে প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেন। সত্যভামাপ্রভৃতি কৃষ্ণের অন্যান্য পত্নীগণ তপস্যা করিবার মানসে অরণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ফলমূল ভোজন পূর্ব্বক হিমালয় অতিক্রম করিয়া কলাপগ্রামে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর মহাত্মা ধনঞ্জয় দ্বারকাবাসী লোকদিগকে যথোপযুক্ত স্থানবিভাগ প্রদান করিয়া বজ্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

এই রূপে সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিয়া মহাত্মা ধনঞ্জয় বেদব্যাসের আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, মহর্ষি ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন। তখন তিনি তাঁহার নিকট গমন করিয়া "মহর্ষে! আমি অর্জ্জুন আপনার নিকট আগমন করিয়াছি" বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। মহর্ষি পাণ্ডুনন্দনকে অবলোকন পূর্ব্বক স্বাগতপ্রশ্ন ও আসন পরিগ্রহ করিতে আদেশ করিয়া তাঁহারে একান্ত দুঃখিত ও দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া কহিলেন, বৎস! কেহ কি তোমার গাত্রে নখ, কেশ, বস্ত্রাঞ্চল বা কুম্ভমুখস্থিত সলিল প্রক্ষেপ করিয়াছে, তুমি কি রজস্বলাগমন বা ব্রহ্মহত্যা করিয়াছ? যুদ্ধে কি তোমারে কেহ পরাজয় করিয়াছে? আজি তোমারে এমন শ্রীবিহীন দেখিতেছি কেন? তুমি ত কাহারও নিকট কখন পরাজিত হও নাই। যাহা হউক, যদি প্রকাশ করিবার কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে কি নিমিত্ত আজি তোমার এরূপ শ্রীভ্রংশ হইয়াছে, তাহা অবিলম্বে কীর্ত্তন কর।

তখন অর্জ্জুন কহিলেন, ভগবন্! সেই নবজলধরসদৃশ নীলকলেবর পঙ্কজলোচন পীতাম্বর ও বলদেব উভয়েই কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশে যে সকল মহাত্মারা সিংহতুল্য মহাবলপরাক্রান্ত ছিলেন, ব্রহ্মশাপনিবন্ধন প্রভাসে পরস্পর পরস্পরের প্রতি মুসলীভূত এরকাপ্রহার পূর্ব্বক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। কালের কি আশ্চর্য্য গতি, যাঁহারা পূর্ব্বে অনায়াসে গদা, পরিঘ ও শক্তির প্রহার সহ্য করিতেন, এক্ষণে তাঁহারা সামান্য তৃণপ্রহারে নিহত হইলেন! এই রূপে সর্ব্বসমেত পাঁচলক্ষ লোক বিনষ্ট হইয়াছে। আর আমি বারংবার সেই প্রবলপ্রতাপ যদুবংশীয়দিগের বিশেষত যশস্বী কৃষ্ণের বিনাশবৃত্তান্ত স্মরণ করিতে সমর্থ হইতেছি না। মহাত্মা বাসুদেবের বিনাশ সমুদ্রশোষ, পর্ব্বতসঞ্চলন, আকাশপতন এবং অগ্নির শৈত্যভাবের ন্যায় নিতান্ত অবিশ্বাস্য বলিয়া বোধ হয়। এক্ষণে বাসুদেব ব্যতীত আর ক্ষণকাল জীবন ধারণ করিতে আমার বাসনা নাই। হে তপোধন! আমি এক্ষণে যাহা কহিলাম, ইহা অপেক্ষাও ক্লেশকর আর একটী বিষয় চিন্তা করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। এক্ষণে

আমি সেই বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। যদুবংশ ক্ষয় হইবার পর আমি দ্বারকায় গমন পূর্ব্বক তথা হইতে যাদবকুলকামিনীগণকে লইয়া আগমন করিতেছিলাম। পঞ্চনদদেশে দস্যুগণ আমারে আক্রমণ করিয়া আমার সমক্ষেই অসংখ্য কামিনীরে অপহরণ করিয়াছে। তৎকালে আমি গাণ্ডীব শরাসন ধারণ করিয়াও তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারিলাম না। ঐ সময় আমার পূর্ব্বের ন্যায় বাহুবল রহিল না। আমি দিব্যাস্ত্রসমুদায় এককালে বিস্মৃত হইলাম; ক্ষণকালের মধ্যে আমার তূণীরস্থিত শরসমুদায় নিঃশেষিত হইল এবং যে শঙ্খচক্রগদাধারী চতুর্ভুজ পীতাম্বর পুরুষ আমার রথের অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইয়া শত্রুসৈন্যসমুদায়কে দগ্ধ করিতেন, আমি আর তাঁহারে দেখিতে পাইলাম না। ঐ মহাপুরুষ পূর্ব্বে অরাতিসৈন্যগণকে দগ্ধ করাতেই আমি তাহাদিগকে গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত শরনিকরে বিনাশ করিয়াছিলাম। এক্ষণে ঐ মহাত্মার অদর্শনে আমি নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছি এবং আমার সর্ব্বশরীর ঘূর্ণিত হইতেছে। এক্ষণে কিছুতেই আমি শান্তিলাভে সমর্থ হইতেছি না। সেই বীরবর জনার্দ্দন ব্যতিরেকে আর ক্ষণকাল আমার জীবিত থাকিবার বাসনা নাই। নারায়ণ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া অবধি আমার দিক্‌সকল শূন্যময় বোধ হইতেছে। এক্ষণে আমি বীর্য্যবিহীন ও শূন্যহৃদয় হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছি। অতএব অতঃপর আমার কর্ত্তব্য কি, তাহা কীর্ত্তন করুন।

মহাবীর ধনঞ্জয় এই কথা কহিলে মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পার্থ! বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় মহারথগণ ব্রহ্মশাপে দগ্ধ হইয়াছে; অতএব তাহাদিগের নিমিত্ত শোক করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। ঐ বীরগণের নিধন অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই মহাত্মা বাসুদেব উহা নিবারণে সমর্থ হইয়াও উপেক্ষা করিয়াছেন। তিনি মনে করিলে মহর্ষিশাপখণ্ডনের কথা দূরে থাকুক, এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বসংসারকেও অন্যরূপে নির্ম্মাণ করিতে পারেন। সেই পুরাতন মহর্ষি কেবল পৃথিবীর ভারাবতরণ করিবার নিমিত্তই বসুদেবের গৃহে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনিও তোমার প্রতি স্নেহনিবন্ধন তোমার রথের অগ্রে অগ্রে গমন করিতেন। এক্ষণে পৃথিবীর ভারাবতরণ করা হইয়াছে বিবেচনা করিয়া তিনি কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। তুমিও ভীমসেন, নকুল ও সহদেবের সাহায্যে গুরুতর দেবকার্য্য সংসাধন করিয়াছ। এক্ষণে তোমরা সকলেই কৃতকার্য্য হইয়াছ। অতএব অতঃপর ইহলোক হইতে প্রস্থান করাই তোমাদিগের শ্রেয়। লোকের মঙ্গললাভের সময় সমুপস্থিত হইলেই সুবুদ্ধি, তেজ ও অনাগত দর্শন প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া থাকে; আবার অমঙ্গল সময় হইলেই তৎসমুদায়ের ক্ষয় হইয়া যায়। ফলত কালই জগতের বীজস্বরূপ। কালপ্রভাবেই সমুদায় সমুৎপন্ন ও বিলীন হইয়া থাকে। কালই বলবান্ হইয়া আবার দুর্ব্বল এবং ঈশ্বর হইয়াও আবার অন্যের আজ্ঞাবহ হয়। এক্ষণে তোমার অস্ত্রসমুদায়ের কার্য্যশেষ হইয়াছে বলিয়াই উহারা যে স্থান হইতে আগমন করিয়াছিল, সেই স্থানে প্রতিগমন করিয়াছে। আবার যখন উহাদের কার্য্যকাল সমুপস্থিত হইবে, তখন উহারা পুনরায় তোমার হস্তগত হইবে। এক্ষণে তোমাদিগের স্বর্গগমন সমুপস্থিত হইয়াছে; অতএব তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হওয়াই তোমাদিগের শ্রেয়।

মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিলে, মহাত্মা অর্জ্জুন তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক

হস্তিনানগরে গমন করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়দিগের ক্ষয়বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলেন।

মৌসল পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

মৌসল পর্ব্ব সম্পূর্ণ।

মহাভারত।

মহাপ্রস্থানিক পর্ব্ব।

মহাপ্রস্থানিক পর্ব্বাধ্যায়।

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীরে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমার পূর্ব্বপিতামহগণ মুসলপ্রভাবে বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের ক্ষয় এবং মহাত্মা বাসুদেবের স্বর্গগমনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কি করিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনের মুখে বৃষ্ণিবংশীয়দিগের বিনাশ ও কৃষ্ণের স্বর্গগমনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া স্বয়ং মহাপ্রস্থান করিবার মানসে অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাতঃ! কালই প্রাণিগণের কার্য্যসমুদায় সম্পাদন করিয়া থাকে। কালপ্রভাবেই মনুষ্যের বিনাশ হয়। আমি অচিরাৎ সেই কালের অপরিহার্য্য কবলে নিপতিত হইব বলিয়া স্থির করিয়াছি। এক্ষণে তোমার যাহা কর্ত্তব্য হয়, স্থির কর। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিবামাত্র অর্জ্জুন জ্যেষ্ঠভ্রাতার বাক্যে অনুমোদন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমিও অচিরাৎ মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে বাসনা করি। তখন ভীমসেন, নকুল ও সহদেব অর্জ্জুনের অভিপ্রায় অবগত হইয়া "আমরাও অচিরাৎ প্রাণত্যাগ করিব," বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। এই রূপে সকলে প্রাণপরিত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পরিক্ষিতকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসুর প্রতি রাজ্যপালনের ভার সমর্পণ পূর্ব্বক সুভদ্রারে কহিলেন, ভদ্রে! তোমার এই পৌত্র অভিমন্যুতনয় কৌরবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। আর আমি পূর্ব্বেই বাসুদেবের পৌত্রকে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্য প্রদান করিয়াছি। অতঃপর এই অভিমন্যুতনয় হস্তিনায় অবস্থান পূর্ব্বক আমাদের রাজ্য এবং বজ্র ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থান পূর্ব্বক হতাবশিষ্ট যাদবগণকে প্রতিপালন করিবেন। তুমি এই বালকদ্বয়ের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখিয়া উহাদিগকে সাবধানে রক্ষা করিবে। যুধিষ্ঠির এই কথা কহিয়া ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে ধীমান্ বাসুদেব, মাতুল বসুদেব ও বলদেব প্রভৃতি অন্যান্য বৃষ্ণিবংশীয়দিগকে জলাঞ্জলি প্রদান ও তাঁহাদের শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক বাসুদেবের উদ্দেশে মহর্ষি বেদব্যাস, নারদ, মার্কণ্ডেয়, ও যাজ্ঞবল্ক্যকে

সুস্বাদু দ্রব্যসকল ভোজন করাইয়া ব্রাহ্মণদিগকে রত্ন, পরিধেয় বস্ত্র, গ্রাম, অশ্ব, রথ ও দাসীসমুদায় প্রদান করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি কুলগুরু কৃপাচার্য্যকে অর্চ্চনা করিয়া পরিক্ষিতকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি যত্নসহকারে এই অভিমন্যুতনয়কে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করাইবেন।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ প্রকৃতিমণ্ডলকে সমানীত করিয়া তাহাদিগের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, তাহারা একান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, মহারাজ! আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। প্রজাগণ এই রূপে বারংবার অনুনয় করিলেও কালতত্ত্বজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠির তাহাদিগের বাক্যে সম্মত হইলেন না। পরিশেষে তাঁহাদিগকে সমুচিত সম্মান করিয়া ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে বনগমনে কৃতনিশ্চয় হইয়া দিব্য আভরণসমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক বল্কল পরিগ্রহ করিলেন। তখন মহাত্মা ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও মনস্বিনী দ্রৌপদীও তাঁহার ন্যায় বেশধারণে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর পাণ্ডবগণ তৎকালোচিত যজ্ঞ সমাপনপূর্ব্বক সলিলে অনল নিক্ষেপ করিয়া পত্নীর সহিত বনগমনার্থ বহির্গত হইলেন। কৌরবকামিনীগণ পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহাদিগকে বনপ্রস্থান করিতে অবলোকন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন পঞ্চ পাণ্ডব ও দ্রৌপদী হস্তিনানগর হইতে বহির্গত হইলেন। ঐ সময় এক কুকুর তাঁহাদিগের অনুগামী হইল। পুরবাসী ও নগরবাসী লোকসমুদায় বহুদূর পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের অনুগমন করিল, কিন্তু "মহারাজ! প্রতিনিবৃত্ত হউন" এ কথা কাহারও মুখ হইতে বহির্গত হইল না। পরিশেষে তাহারা সকলেই প্রতিনিবৃত্ত হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। কৃপাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মারা যুযুৎসুর নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভুজগনন্দিনী উলূপী জাহ্নবীজলে প্রবিষ্ট হইলেন। চিত্রাঙ্গদা মণিপুরে প্রস্থান করিলেন এবং অবশিষ্ট পাণ্ডবপত্নীগণ পরিক্ষিতের নিকট অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহারে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

এ দিকে পাণ্ডবগণ যশস্বিনী দ্রৌপদীর সহিত উপবাস করিয়া ক্রমাগত পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাত্মা যুধিষ্ঠির সর্ব্বাগ্রে, তৎপশ্চাৎ মহাবীর ভীমসেন, তৎপশ্চাৎ মহাবলপরাক্রান্ত অর্জ্জুন, তৎপশ্চাৎ যমজ নকুল ও সহদেব এবং তৎপশ্চাৎ যশস্বিনী দ্রৌপদী গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের হস্তিনা হইতে বহির্গমনকালে যে কুক্কুর তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারী হইয়াছিল, সে তাঁহাদের সকলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। অনন্তর তাঁহারা ক্রমে ক্রমে অসংখ্য দেশ, নদী ও সাগরসমুদায় সমুত্তীর্ণ হইয়া লোহিত সাগরের কূলে সমুপস্থিত হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় একাল পর্য্যন্ত রত্নলোভনিবন্ধন গাণ্ডীবধনু ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় পরিত্যাগ করেন নাই। পাণ্ডবগণ ঐ সমুদ্রের উপকূলে উপস্থিত হইবামাত্র ভগবান্ হুতাশন অর্জ্জুনকে সেই শরাসন পরিত্যাগ করাইবার নিমিত্ত পুরুষবিগ্রহ পরিগ্রহ পূর্ব্বক পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহাদের পথরোধ করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, পাণ্ডবগণ! আমি অগ্নি; আমি পূর্ব্বে মহাবীর অর্জ্জুন ও বাসুদেবের পরাক্রমপ্রভাবে খাণ্ডববন দগ্ধ করিয়াছিলাম। ভগবান্ হৃষীকেশের নিকট যে চক্র ছিল, তিনি এক্ষণে তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন; অবতারভেদে পুনরায় ঐ চক্র তাঁহার হস্তগত হইবে। এক্ষণে অর্জ্জুনও গাণ্ডীবধনু পরিত্যাগ করিয়া বনগমন করুন। এখন ঐ শরাসনে উহাঁর কিছু-

মাত্র প্রয়োজন নাই। পূর্ব্বে আমি উহাঁর নিমিত্ত বরুণের নিকট হইতে ঐ শরাসন আহরণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে উনি উহা বরুণকে প্রত্যর্পণ করুন। হুতাশন এই কথা কহিলে, যুধিষ্ঠিরাদি সকলেই অর্জ্জুনকে গাণ্ডীবধনু পরিত্যাগ করিতে কহিলেন। তখন মহাত্মা অর্জ্জুন সেই গাণ্ডীব শরাসন ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় অচিরাৎ সলিলে নিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুন শরাসন ও তূণীর নিক্ষেপ করিবামাত্র ভগবান্ হুতাশন সেই স্থানে অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর পাণ্ডবগণ দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়া লবণ সমুদ্রের উত্তরতীর দিয়া দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে প্রতিনিবৃত্ত ও পুনরায় পশ্চিমাভিমুখী হইয়া সমুদ্রজলপ্লাবিত দ্বারকাপুরী সন্দর্শন পুর্ব্বক পৃথিবী প্রদক্ষিণবাসনায় তথা হইতে উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

এই রূপে মহাত্মা পাণ্ডবগণ পত্নীর সহিত উপবাসনিরত ও যোগপরায়ণ হইয়া ক্রমাগত উত্তর দিকে গমন করিতে করিতে হিমালয় গিরি দেখিতে পাইলেন। ঐ পর্ব্বতে আরোহণ পুর্ব্বক গমন করিতে করিতে বালুকাময় সমুদ্র ও সুমেরু পর্ব্বত তাঁহাদিগের নেত্রপথে নিপতিত হইল। তখন তাঁহারা হিমালয় অতিক্রম করিবার মানসে দ্রুতবেগে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় পাণ্ডবমহিষী দ্রৌপদী নিতান্ত পরিশ্রমনিবন্ধন যোগভ্রষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের সম্মুখেই ধরাতলে নিপতিত হইলেন। মহাবীর ভীমসেন তদ্দর্শনে ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন পুর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! রাজপুত্রী দ্রৌপদী ত কখন কোন অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন নাই; তবে কি নিমিত্ত উনি ভূতলে নিপতিত হইলেন?

তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভ্রাতঃ! দ্রৌপদী আমাদের সকলের অপেক্ষা অর্জ্জুনের প্রতি সমধিক পক্ষপাত করিতেন, এই নিমিত্ত আজি উহাঁরে তাহার ফলভোগ করিতে হইল। এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ দ্রৌপদীর প্রতি নেত্রপাত না করিয়া সমাহিতচিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাত্মা সহদেবের সেই স্থান হইতে ধরাতলে পতন হইল। মহাবীর ভীমসেন সহদেবকে নিপতিত হইতে দেখিয়া ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমাদিগের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সহদেব অহঙ্কারবিহীন এবং আমাদিগের শুশ্রূষায় একান্ত অনুরক্ত ছিল। তবে আজি কি নিমিত্ত উহারে ধরাতলে নিপতিত হইতে হইল?

তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভ্রাতঃ! সহদেব আপনারে সর্ব্বাপেক্ষা বিজ্ঞ বলিয়া জ্ঞান করিত। সেই পাপে আজি উহারে ভূমিতলে নিপতিত হইতে হইল। এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ সহদেবকে পরিত্যাগ পুর্ব্বক অনন্যমনে অন্যান্য ভ্রাতৃগণ এবং সেই কুক্কুরের সহিত গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাত্মা নকুল, দ্রৌপদী ও কনিষ্ঠ সহোদর সহদেবের পতননিবন্ধন নিতান্ত দুঃখিত ও যোগভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন পুর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! নকুল পরম ধার্ম্মিক, অলৌকিকরূপসম্পন্ন ও আমাদের আজ্ঞাবহ হইয়া আজি কি পাপে ভূতলে নিপতিত হইল?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভ্রাতঃ! ধর্ম্মপরায়ণ নকুল ইহলোকে আমার তুল্য রূপবান্ আর কেহই নাই এবং আমিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে মনে অহঙ্কার করিত, এই নিমিত্ত আজি উহারে ধরাতলে নিপতিত হইতে হইল। তুমি আর উহার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া আমার সহিত আগমন কর।

যে যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহারে অবশ্যই তাহার ফলভোগ করিতে হয়। এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ নকুলকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমাহিতচিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ইন্দ্রতুল্য পরাক্রান্ত মহাবীর অর্জ্জুন দ্রৌপদী, সহদেব ও নকুলের পতননিবন্ধন নিতান্ত শোকসন্তপ্ত ও বিমনায়মান হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন মহাত্মা ভীমসেন পুনরায় ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা অর্জ্জুন পরিহাসচ্ছলেও কখন মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করে নাই, তবে এক্ষণে কি পাপে উহারে ধরাতলে নিপতিত হইতে হইল?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভ্রাতঃ! অর্জ্জুন শৌর্য্যাভিমানী হইয়া আমি এক দিনেই সমুদায় শত্রু সংহার করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল; কিন্তু উহা প্রতিপালন করিতে পারে নাই। বিশেষত ঐ মহাবীর বলদর্পনিবন্ধন সমুদায় ধনুর্দ্ধরকে অবজ্ঞা করিত। এই নিমিত্ত আজি উহারে ভূমিতলে নিপতিত হইতে হইল।

ধর্ম্মপরায়ণ ধর্ম্মরাজ এই বলিয়া সমাহিতচিত্তে ভীম ও সেই কুক্কুরের সহিত গমন করিতে আরম্ভ করিলে, মহাবীর বৃকোদর অচিরাৎ ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তিনি ভূতলে পতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনার নিতান্ত প্রিয়পাত্র। আজি কোন্ পাপে আমায় ধরাতলে নিপতিত হইতে হইল?

তখন ধর্ম্মরাজ তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাতঃ! তুমি অন্যকে ভক্ষ্য বস্তু প্রদান না করিয়া স্বয়ং অপরিমিত ভোজন ও আপনারে অদ্বিতীয় বলশালী বলিয়া অহঙ্কার করিতে; এই নিমিত্ত তোমারে ভূতলে নিপতিত হইতে হইল। এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ ভীমেরও প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া সমাহিতচিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় কেবল সেই কুক্কুর তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল।

তৃতীয় অধ্যায়।

ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মনন্দন এই রূপে কিয়দ্দূর গমন করিলে, দেবরাজ ইন্দ্র রথশব্দে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল নিনাদিত করিয়া ধর্ম্মরাজের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! তুমি অবিলম্বে এই রথে সমারূঢ় হইয়া স্বর্গারোহণ কর। তখন ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণের পতননিবন্ধন শোকাকুল হইয়া, দেবরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সুররাজ! সুখসংবর্দ্ধিতা সুকুমারী পাঞ্চালী ও আমার পরম প্রিয় ভ্রাতৃগণ ধরাতলে নিপতিত রহিয়াছে। উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করিতে আমার কিছুমাত্র বাসনা নাই। অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার সহিত উহাদিগকে স্বর্গারোহণ করিতে অনুজ্ঞা করুন।

ধর্ম্মরাজ বিনীতভাবে এই কথা কহিলে, দেবরাজ তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! দ্রৌপদী ও তোমার ভ্রাতৃচতুষ্টয় মানুষ দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমার অগ্রেই স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। অতএব তাঁহাদিগের নিমিত্ত শোক করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। তুমি এই নরদেহেই স্বর্গারূঢ় হইয়া তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎকার করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই।

সুররাজ এই রূপে আশ্বাস প্রদান করিলে, ধর্ম্মরাজ পুনরায় তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবরাজ! এই কুক্কুর আমার একান্ত ভক্ত। এ বহুদিন আমার সমভিব্যাহারে রহিয়াছে; অতএব আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহারে আমার সহিত স্বর্গারোহণ

করিতে আদেশ করুন। ইহারে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলে, আমার নিতান্ত নৃশংস ব্যবহার করা হইবে।

ধর্ম্মনন্দন এইরূপ অনুরোধ করিলে, দেবরাজ তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আজি তুমি অতুল সম্পদ্, পরম সিদ্ধি, অমরত্ব ও আমার স্বরূপত্ব লাভ করিবে। অতএব অচিরাৎ এই কুক্কুরকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহারে পরিত্যাগ করিলে তোমার কিছুমাত্র নৃশংস ব্যবহার করা হইবে না।

তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, দেবরাজ! অকর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া ভদ্র লোকের কদাপি বিধেয় নহে। এক্ষণে যদি স্বর্গীয় সম্পত্তি লাভের নিমিত্ত আমারে এই পরম ভক্ত কুক্কুরকে পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে আমার সম্পদে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

ইন্দ্র কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি কুক্কুরের সহিত একত্র অবস্থান করে, সে কখনই স্বর্গে বাস করিতে সমর্থ হয় না। ক্রোধবশ নামক দেবগণ তাহার যজ্ঞ-দানাদির ফল বিনষ্ট করিয়া থাকেন। অতএব তুমি অবিলম্বে এই কুক্কুরকে পরিত্যাগ কর। ইহাতে তোমার কিছুমাত্র নৃশংস ব্যবহার করা হইবে না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, দেবেন্দ্র! ভক্ত জনকে পরিত্যাগ করিলে, ব্রহ্মহত্যাসদৃশ মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। অতএব আজি আমি আত্মসুখের নিমিত্ত কখনই এই কুক্কুরকে পরিত্যাগ করিব না। ভীত, ভক্ত, অনন্যগতি, ক্ষীণ ও শরণাগত ব্যক্তিদিগকে আমি প্রাণপণে রক্ষা করিয়া থাকি।

ইন্দ্র কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! কুক্কুর যজ্ঞ, দান ও হোমাক্রিয়া দর্শন করিলে, ক্রোধবশ নামক দেবগণ ঐ সমুদায় কার্য্যের ফল ধ্বংস করিয়া থাকেন। কুক্কুর অতি অপবিত্র জন্তু। অতএব তুমি অচিরাৎ এই কুক্কুরকে পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে তোমার অনায়াসে পরম পবিত্র দেবলোক লাভ হইবে। যখন তুমি প্রাণাধিকা দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণকে পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় উৎকৃষ্ট কর্ম্মবলে স্বর্গলাভের অধিকারী হইয়াছ, তখন তোমার এই কুক্কুরকে পরিত্যাগ করিবার বাধা কি? তুমি সর্ব্বত্যাগী হইয়া এক্ষণে এরূপ বিমোহিত হইতেছ কেন?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, দেবরাজ! ইহলোকে কাহারও মৃত ব্যক্তিদিগের সহিত সন্ধি বা বিগ্রহ করিবার ক্ষমতা নাই। আমার ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলে, আমি তাহাদের জীবন দান করিতে সমর্থ নহি বিবেচনা করিয়াই উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছি। উহারা জীবিত থাকিতে আমি উহাদিগকে ত্যাগ করি নাই। আমার মতে ভক্ত জনকে পরিত্যাগ করা শরণাগত ব্যক্তিরে ভয়প্রদর্শন, স্ত্রীহত্যা, ব্রহ্মস্বাপহরণ ও মিত্রদ্রোহ এই চারিটী কার্য্যের ন্যায় মহাপাপজনক।

মহাত্মা যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, তাঁহার সমভিব্যাহারী সেই কুক্কুর সাক্ষাৎ ধর্ম্মরূপী হইয়া প্রীতমনে মধুর বাক্যে তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমি তোমারে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত কুক্কুরবেশে তোমার সহিত আগমন করিয়াছিলাম। এক্ষণে বুঝিলাম, তুমি নিতান্ত ধর্ম্মপরায়ণ, বুদ্ধিমান্ ও সর্ব্বভূতে দয়াশীল। পূর্ব্বে আমি দ্বৈতবনে একবার তোমারে পরীক্ষা করিয়াছিলাম। ঐ সময় তোমার ভ্রাতৃগণ জল অন্বেষণার্থ গমন করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে, তুমি ভীম ও অর্জ্জুনের জীবন প্রার্থনা না করিয়া মাদ্রীরে স্মরণ পূর্ব্বক নকুলের জীবন

প্রার্থনা করিয়াছিলে এবং এক্ষণেও কুক্কুরকে আশ্রিত বিবেচনা করিয়া দেবরথ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ। আমি তোমার এই দুই কার্য্য দর্শনে নিতান্ত প্রীত হইয়াছি। তোমার তুল্য ধর্ম্মপরায়ণ স্বর্গলোকে আর কেহই নাই। তুমি এই দেহেই স্বর্গারোহণ পূর্ব্বক অক্ষয় লোক লাভ করিতে পারিবে।

ভগবান্ ধর্ম্ম এই কথা কহিবামাত্র ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্গণ এবং অন্যান্য দেবতা ও দেবর্ষি সমুদায় তাঁহার সহিত সমবেত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে দিব্যরথে আরোপিত করিয়া আপনারা দিব্য বিমানসমুদায়ে সমারূঢ় হইলেন। তখন ধর্ম্মরাজ সেই দিব্যরথে আরোহণ পূর্ব্বক তেজ দ্বারা নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া দেবলোকে গমন করিলেন। তিনি দেবলোকে উপস্থিত হইবামাত্র লোকতত্ত্ববেত্তা তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ দেবগণের মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, যে সমুদায় রাজর্ষি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, আজি মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বীয় যশ ও তেজ দ্বারা তাঁহাদিগের সকলেরই কীর্ত্তি আচ্ছাদন পূর্ব্বক স্বশরীরে স্বর্গারূঢ় হইলেন। পূর্ব্বে আর কোন ব্যক্তিই স্বশরীরে স্বর্গারোহণ করিতে সমর্থ হন নাই।

দেবর্ষি এই কথা কহিলে, ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির, দেবগণ ও স্বপক্ষীয় পার্থিবগণকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাপুরুষগণ! আমার ভ্রাতৃগণ যে লোকে গমন করিয়াছে, তাহা উৎকৃষ্ট হউক বা অপকৃষ্ট হউক, আমি সেই লোকেই গমন করিব। তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য লোকে অবস্থান করিতে আমার কিছুমাত্র বাসনা নাই। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির সরলভাবে এই কথা কহিলে, দেবরাজ তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! তুমি স্বীয় কর্ম্মফলে স্বর্গারোহণ করিয়াছ; অতএব এই স্থানেই অবস্থান কর। কেন তুমি অদ্যাপি মনুষ্যবৎ স্নেহের বশীভূত হইতেছ? আর কেহই কখন তোমার তুল্য সিদ্ধিলাভে সমর্থ হন নাই। তোমার ভ্রাতৃগণ এ স্থানের অধিকারী নহে। এই স্বর্গভূমিতে সমুপস্থিত হইয়া মানুষভাবে সমাক্রান্ত হওয়া তোমার নিতান্ত অনুচিত। এই দেখ, মহর্ষি ও দেবগণ এই স্থানে অবস্থান করিতেছেন।

দেবরাজ এই কথা কহিলে, মহাত্মা যুধিষ্ঠির পুনরায় তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সুররাজ! আমার প্রণয়িণী বুদ্ধিমতী দ্রৌপদী ও আমার পরমপ্রিয় ভ্রাতৃগণ যে স্থানে বাস করিতেছে, সেই স্থানেই গমন করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানে বাস করিতে আমার কিছুতেই ইচ্ছা হইতেছে না।

মহাপ্রস্থানিক পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

মহাপ্রস্থানিক পর্ব্ব সম্পূর্ণ।

মহাভারত।

স্বর্গারোহণ পর্ব্ব।

স্বর্গারোহণিক পর্ব্বাধ্যায়।

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীরে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি অদ্ভুতকর্ম্মা মহর্ষি বেদব্যাসের শিষ্য। আপনার অবিদিত কিছুই নাই। অতএব আমার পূর্ব্বপিতামহ পাণ্ডবগণ এবং ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ স্বর্গলাভ করিয়া কে কোন্ স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে, আপনি তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আপনার পূর্ব্বপিতামহগণ স্বর্গলাভ করিবার পর যেরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বর্গে গমন করিয়া দেখিলেন, মহারাজ দুর্য্যোধন সাধ্য ও দেবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রভামণ্ডলসম্পন্ন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় শোভাধারণ পূর্ব্বক আসনে সমাসীন রহিয়াছেন। তাঁহারে দর্শন করিবামাত্র যুধিষ্ঠিরের ক্রোধের আর পরিসীমা রহিল না। তখন তিনি তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দেবগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সুরগণ! যে লোভাকৃষ্টচিত্ত দুরাত্মা দুর্য্যোধনের নিমিত্ত আমরা পৃথিবী উৎসন্ন ও বন্ধুবান্ধবগণকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছি, যাহার নিমিত্ত আমাদিগকে বনমধ্যে অশেষবিধ কষ্টভোগ করিতে হইয়াছে এবং যে দুরাত্মা সভামধ্যে গুরুজনসমক্ষে আমাদিগের সহধর্ম্মিণী ধর্ম্মচারিণী দ্রৌপদীর কেশাম্বরকর্ষণ করিয়াছে, সেই দুরাত্মার সহিত স্বর্গলোকে অবস্থান করিতে আমার কিছুমাত্র বাসনা নাই; আর আমি উহার মুখদর্শন করিব না। এক্ষণে যে স্থলে আমার ভ্রাতৃগণ অবস্থান করিতেছে, আমি সেই স্থানেই গমন করিব।

ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে, দেবর্ষি নারদ হাস্যবদনে তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ধর্ম্মনন্দন! অমন কথা কহিও না। স্বর্গে অবস্থান করিলে অন্যের সহিত বিরোধ থাকে না। দুর্য্যোধনের প্রতি ওরূপ বাক্য প্রয়োগ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। যে সকল নরপতি স্বর্গে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারা এবং দেবগণ সকলেই দুর্য্যোধনের সৎকার করিয়া থাকেন। উনি সর্ব্বদা তোমাদিগকে হিংসা করিতেন বটে;

কিন্তু ঐ মহাত্মা এক্ষণে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সমরাঙ্গনে স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করিয়া বীরজনোচিত সদ্গতি লাভ করিয়াছেন। উনি পূর্ব্বে মহাভয়ের সময় উপস্থিত হইলেও ভীত হন নাই। উহাঁর সেই পুণ্যবলে এই সম্পত্তি লাভ হইয়াছে। যাহা হউক, অতঃপর তোমার দ্যূতপরাজয়, দ্রৌপদীর কেশাম্বরকর্ষণ, যুদ্ধ ও অন্যান্য ক্লেশসমুদায় স্মরণ করা কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে তুমি রাজা দুর্য্যোধনের সহিত সুহৃদ্ভাবে সঙ্গত হও। এ স্বর্গভূমি; এ স্থলে বৈরভাব অবলম্বন করা উচিত নহে।

দেবর্ষি নারদ এই কথা কহিলে, রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবর্ষে! যে দুরাত্মা দুর্য্যোধনের নিমিত্ত মনুষ্য ও হস্তী অশ্ব প্রভৃতি প্রাণিগণের সহিত পৃথিবী উৎসন্নপ্রায় হইয়াছে; যাহার বৈরনির্য্যাতনার্থ আমরা কোপানলে দগ্ধ হইয়াছি; যদি সেই দুরাত্মার সনাতন বীরলোক লাভ হইল, তাহা হইলে আমার সত্যপ্রতিজ্ঞ প্রবলপরাক্রম সত্যবাদী ভ্রাতৃগণ কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন? কুন্তীতনয় মহাবীর কর্ণের কোন্ লোক লাভ হইয়াছে? ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নের তনয়গণ কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন? বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, শিখণ্ডী, পাঞ্চালরাজ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ ও অভিমন্যু প্রভৃতি বীরগণ কোন্ লোক লাভ করিয়াছেন এবং অন্যান্য যে সমুদায় নরপতি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সমরে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারই বা এক্ষণে কোথায় রহিয়াছেন? আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন। ঐ সকল বীরের সহিত সাক্ষাৎকার করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মতনয় দেবর্ষি নারদকে এই কথা কহিয়া দেবগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সুরগণ! আমি ত এ স্থানে অমিতপরাক্রম রাধেয় এবং মহাবীর উত্তমৌজা ও যুধামন্যুরে দেখিতে পাইতেছি না। তাঁহারা কোথায়? আর শার্দ্দূলতুল্য মহাবলপরাক্রান্ত যে সকল নরপতি ও রাজপুত্রগণ আমার নিমিত্ত সমরানলে শরীর আহুতি প্রদান করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহারাই বা কোন স্থানে অবস্থান করিতেছেন? তাঁহারা কি এই স্বর্গলোকপরাজয়ে সমর্থ হন নাই? যদি সেই মহারথগণ এই স্বর্গলোক লাভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাদিগের সহিত এই স্থানেই অবস্থান করিব। আমি সেই সমুদায় মহাত্মা এবং জ্ঞাতি ও ভ্রাতৃগণ ব্যতীত এ স্থানে বাস করিতে বাসনা করি না। জ্ঞাতিগণের উদকক্রিয়াসময়ে "বৎস! তুমি কর্ণের উদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান কর,, মাতার এই বাক্য শ্রবণাবধি আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। বিশেষত এই আমার এক মহাদুঃখের কারণ যে, আমি মাতার তুল্য সেই অমিতপরাক্রম কর্ণের চরণযুগল দর্শন করিয়াও তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম না। আমরা কর্ণের সহিত মিলিত হইয়া সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলে ইন্দ্রও আমাদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইতেন না। যাহা হউক, এক্ষণে সেই মহাবীর যেখানে অবস্থান করুন না কেন, তাঁহারে দর্শন করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। আমার মতানুসারে মহাবীর অর্জ্জুন তাঁহারে নিপাতিত করিয়াছে বলিয়া আমার হৃদয় শোকানলে দগ্ধ হইতেছে। ভীমপরাক্রম ভীমসেন আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর। এক্ষণে আমি সেই বৃকোদর, ইন্দ্রপ্রতিম মহাবীর অর্জ্জুন, যমসদৃশ যমজ নকুল ও সহদেব এবং ধর্ম্মচারিণী পাঞ্চালীরে দর্শন করিতে বাসনা

করি। আমি আপনাদিগকে সত্য কহিতেছি, আর আমার এ স্থানে অবস্থান করিবার বাসনা নাই। ভ্রাতৃবিহীন হইয়া স্বর্গে অবস্থান করিলে আমার কি সুখোদয় হইবে? যে স্থানে আমার ভ্রাতৃগণ অবস্থান করিতেছে, সেই স্থানই আমার স্বর্গ।

ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মনন্দন এই কথা কহিলে, দেবগণ তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! যদি তোমার ভ্রাতৃগণের নিকট গমন করিবার একান্ত বাসনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে শীঘ্র তথায় গমন কর, আর বিলম্ব করিও না। আমারা সুরপতি ইন্দ্রের আদেশানুসারে তোমার সমুদায় অভিলাষ পরিপূর্ণ করিব। এই কথা বলিয়া তাঁহারা এক জন দেবদূতকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দূত! তুমি অচিরাৎ যুধিষ্ঠিরকে উহাঁর আত্মীয়গণের নিকট নীত করিয়া তাঁহাদের সহিত উহার সাক্ষাৎকার করাও। দেবগণ এই কথা কহিবামাত্র দেবদূত যুধিষ্ঠিরের অগ্রবর্ত্তী হইয়া এক অতিভীষণ পথ দিয়া তাঁহারে তাঁহার আত্মীয়গণের নিকট লইয়া চলিলেন। ঐ পথ অতি দুর্গম ও ঘোরতর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। পাপাত্মারাই সতত ঐ পথে গমনাগমন করিয়া থাকে। উহা পাপাত্মাদিগের দুর্গন্ধ, মাংসশোণিতের কর্দ্দম, দংশ, মশক, ভল্লূক, মক্ষিকা, মৃতদেহ, অস্থি, কেশ, কৃমি ও কীটে পরিপূর্ণ। উহার চতুর্দ্দিকে প্রদীপ্ত হুতাশন প্রজ্বলিত হইতেছে। অয়োমুখ কাক ও গৃধ্রগণ এবং সূচীমুখ পর্ব্বতাকার প্রেতগণ উহাতে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে। ঐ প্রেতগণের মধ্যে কাহার কাহার কলেবর মেদ ও রুধিরে লিপ্ত এবং কাহার কাহার বাহু, কাহার কাহার উরু, কাহার কাহার হস্ত, কাহার কাহার উদর ও কাহার কাহার চরণ ছিন্ন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই শবদুর্গন্ধযুক্ত অতি ভয়ঙ্কর স্থানে নানা প্রকার চিন্তা করিয়া গমন করিতে করিতে দেখিলেন, উষ্ণোদকপরিপূর্ণ নদী, নিশিত ক্ষুরসমাকীর্ণ অসিপত্রবন, লৌহময় কলকসমুদায় ও তীক্ষ্ণকণ্টকযুক্ত শাল্মলিবৃক্ষ ঐ স্থানে বর্ত্তমান রহিয়াছে; চতুর্দ্দিকে লৌহকলসপরিপূর্ণ তৈল ক্বাথিত হইতেছে এবং পাপাত্মারা নিরন্তর বিষম যন্ত্রণাভোগ করিতেছে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই নিতান্ত দুর্গম স্থান দর্শন করিয়া দেবদূতকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহাত্মন্! আর আমাদিগকে এরূপ পথে কত দূর গমন করিতে হইবে। ইহা কোন্ স্থান এবং আমার ভ্রাতৃগণই বা কোন স্থানে অবস্থান করিতেছে, তাহা কীর্ত্তন কর। ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিবামাত্র দেবদূত প্রতিনিবৃত্ত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! আগমনকালে দেবগণ আমারে এই আদেশ করিয়াছেন যে, যুধিষ্ঠির যে স্থানে গমন করিয়া পরিশ্রান্ত হইবেন, তুমি তথা হইতে উহাঁরে লইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইবে। অতএব আপনি যদি নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই স্থান হইতে প্রতিগমন করুন। তখন দুঃখশোকসন্তপ্ত রাজা যুধিষ্ঠির ঐ স্থানের দুর্গন্ধে একান্ত পরিক্লিষ্ট হইয়া তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইবামাত্র চতুর্দ্দিক হইতে এইরূপ করুণবাক্য তাঁহার কর্ণগোচর হইল যে, "হে ধর্ম্মনন্দন! আপনি আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া মুহূর্ত্তকাল এই স্থানে অবস্থান করুন। আপনার আগমনে সুগন্ধপুণ্য সমীরণ প্রবাহিত হওয়াতে আমরা পরম সুখী হইয়াছি। আমরা বহুকালের পর আপনারে দর্শন করিয়া পরম আহ্লাদিত হইতেছি; অতএব আপনি ক্ষণকাল এই স্থানে অবস্থান করিয়া আমাদিগকে সুখী করুন। আপনার আগমনে আমাদি-

গের অনেক যন্ত্রণা দূর হইয়াছে। পরম দয়ালু রাজা যুধিষ্ঠির সেই করুণবাক্যশ্রবণে একান্ত দুঃখিত হইয়া তথায় দণ্ডায়মান হইলেন। ঐ সময় বারংবার ঐরূপ বাক্য তাঁহার শ্রবণগোচর হইতে লাগিল; কিন্তু কোন্ কোন্ ব্যক্তি যে ঐ বাক্য প্রয়োগ করিতেছে, তিনি কোন মতে তাহা অবধারণ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি সেই পরিদেবনশীল ব্যক্তিদিগকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, হে দুঃখার্ত্তব্যক্তিগণ! তোমরা কে; আর কি নিমিত্তই বা এ স্থানে অবস্থান করিতেছ?

ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিবামাত্র তাঁহারা সকলেই একবারে চতুর্দ্দিক হইতে "আমি কর্ণ, আমি ভীমসেন, আমি অর্জ্জুন, আমি নকুল, আমি সহদেব, আমি ধৃষ্টদ্যুম্ন, আমি দ্রৌপদী এবং আমরা দ্রৌপদীর পুত্র" এই বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায়! কি দৈববিড়ম্বনা! আমার ভীমসেনপ্রভৃতি ভ্রাতৃগণ, কর্ণ, দ্রৌপদী ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ এমন কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছেন যে, উহাঁদিগকে এই পাপগন্ধযুক্ত ভীষণ স্থানে অবস্থান করিতে হইল! আমি ত ঐ পুণ্যাত্মাদিগের কোন দুষ্কৃত দেখিতে পাই না। এক্ষণে ধৃতরাষ্ট্রতনয় রাজা দুর্য্যোধন কি নিমিত্ত পাপপরায়ণ হইয়াও অধর্ম্মনিরত অনুচরগণের সহিত ইন্দ্রের ন্যায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও পরম পূজিত হইয়া এই স্বর্গলোকে অবস্থান করিতেছে, আর আমার ভ্রাতৃগণই বা কি নিমিত্ত পরমধার্ম্মিক, সত্যপরায়ণ, শাস্ত্রপারদর্শী ও ক্ষত্রিয়ধর্ম্মনিরত হইয়াও ঘোর নরকে নিমগ্ন রহিয়াছে, আমি ইহার কিছুই নির্ণয় করিতে সমর্থ হইতেছি না। একি আমার নিদ্রিতাবস্থা, না জাগরিতাবস্থা? আমার কি চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হইয়াছে?

রাজা যুধিষ্ঠির শোকাকুলিতচিত্তে এইরূপ চিন্তা করিয়া নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ধর্ম্ম ও দেবগণকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সেই দেবদূতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভদ্র! তুমি যাঁহাদিগের দূত, তাঁহাদিগের নিকট অচিরাৎ গমন করিয়া নিবেদন কর যে, আমি এই স্থানেই অবস্থান করিলাম। আমি আর তথায় গমন করিব না। আমার দুঃখিত ভ্রাতৃগণ আমার আগমনে পরম আহ্লাদিত হইয়াছে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, দেবদূত দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট গমন করিয়া তাঁহার অভিপ্রায় সমুদায় ব্যক্ত করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অতি অল্পকাল সেই অপবিত্র স্থানে অবস্থান করিলে, মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম ও ইন্দ্রাদি দেবগণ তথায় আগমন করিলেন। তখন সেই তেজস্বীদিগের সমাগমে তত্রত্য তিমিররাশি একবারে তিরোহিত হইল। বৈতরিণী নদী, কূটশাল্মলী, লোহকুম্ভী নরক, উত্তপ্ত লৌহফলক ও পাপাত্মাদিগের যাতনাসমুদায় আর লক্ষিত হইল না; মহাত্মা যুধিষ্ঠির ইতিপূর্ব্বে যে সমুদায় বিকৃত শরীর দর্শন করিতেছিলেন তৎসমুদায়ও এককালে অদৃশ্য হইয়া গেল এবং পবিত্রগন্ধযুক্ত সুখস্পর্শ সুশীতল বায়ু চারি দিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

অনন্তর ইন্দ্রের সহিত মরুদ্গণ অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহিত বসুগণ এবং সাধ্য, রুদ্র, আদিত্য, সিদ্ধ, পরমর্ষি ও অন্যান্য দেবগণ ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তখন দেবরাজ ধর্ম্মরাজকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, মহারাজ! সমুদায় দেবতা তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছেন। অতঃপর আর তোমারে কষ্টভোগ করিতে

হইবে না। এক্ষণে তুমি আমার সহিত আগমন কর। তোমার পরম সিদ্ধি ও অক্ষয়লোক লাভ হইয়াছে। তোমার নরক দর্শন হইল বলিয়া তুমি আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইও না। সকল রাজারেই এক এক বার নরক দর্শন করিতে হয়। মনুষ্যমাত্রেরই পাপ ও পুণ্য এই উভয়ের শ্রেণী বিদ্যমান থাকে। যে ব্যক্তি প্রথমে স্বর্গভোগ করে, পশ্চাৎ তাহারে নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, আর যে ব্যক্তি প্রথমে নরক ভোগ করে, সে পশ্চাৎ স্বর্গসুখের অধিকারী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অশেষবিধ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান ও অল্পমাত্র পুণ্য সঞ্চয় করে, সে প্রথমে স্বর্গসুখ অনুভব করিয়া থাকে; আর যে ব্যক্তি অধিক পুণ্য সঞ্চয় ও অল্পমাত্র পাপানুষ্ঠান করে, তাহার প্রথমে নরকভোগ ও পশ্চাৎ স্বর্গভোগ হয়। এই নিমিত্ত আমি তোমার শ্রেয়োলাভার্থী হইয়া তোমারে প্রথমে নরক দর্শন করাইলাম। পূর্ব্বে তুমি ছলপূর্ব্বক গুরু দ্রোণাচার্য্যের নিকট অশ্বত্থামার বিনাশ কীর্ত্তন করিয়া তাঁহারে বঞ্চনা করিয়াছিলে, এই নিমিত্ত তোমারে ছলক্রমে নরক প্রদর্শন করা হইল এবং তোমার ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীও সেই পাপে ছলক্রমে নরকভোগ করিলেন। এক্ষণে তোমার ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী সেই নরক হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তোমার পক্ষীয় সমুদায় ভূপতিরই স্বর্গলাভ হইয়াছে এবং তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা মহাধনুর্দ্ধর কর্ণও পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার সহিত আগমন কর; অনায়াসে তাঁহাদিগকে স্ব স্ব স্থানে অবস্থিত দেখিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিতে পারিবে। আদিত্যসদৃশ কর্ণের নিমিত্ত আর তোমার অনুতাপ করিবার আবশ্যকতা নাই। তোমার মনস্তাপ দূর হউক। তুমি প্রথমে বহুতর কষ্ট ভোগ করিয়াছ; এক্ষণে শোকবিহীন হইয়া আমার সহিত পরম সুখে অবস্থান পূর্ব্বক তপস্যা, দান ও অন্যান্য পুণ্য কার্য্যের ফল ভোগ কর। আজি অবধি গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ সতত তোমার শুশ্রূষা করিবে। অতঃপর তুমি রাজসূয়যাজিত লোকসমুদায় ও তপস্যার মহাফল উপভোগে প্রবৃত্ত হও। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র, মান্ধাতা, ভগীরথ ও ভরত অন্যান্য ভূপতি সমুদায় অপেক্ষা যে অতি উৎকৃষ্ট লোক লাভ করিয়াছেন, তুমি সেই লোকে অবস্থিত হইয়া পরম সুখ ভোগ করিবে। ঐ দেখ, তোমার অনতিদূরে ত্রৈলোক্যপাবনী দেবনদী মন্দাকিনী বিরাজমান রহিয়াছেন, তুমি উহার পবিত্র-জলে অবগাহন করিলেই তোমার শোক-সন্তাপ ও বৈরপ্রভৃতি মানুষভাব সমুদায় একবারে তিরোহিত হইবে।

দেবরাজ এই কথা কহিলে, ভগবান্ ধর্ম্ম স্বীয় পুত্র যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি তোমার ধর্ম্মপরায়ণতা, সত্যনিষ্ঠা, ক্ষমা ও দমগুণ দর্শনে নিতান্ত প্রীত হইয়াছি। এই আমি তৃতীয়বার তোমারে পরীক্ষা করিলাম; কিন্তু এবারেও তোমারে স্বভাব হইতে পরিচালিত করিতে সমর্থ হইলাম না। পূর্ব্বে তোমার দ্বৈতবনে অবস্থানসময়ে আমি অরণিকাষ্ঠ অপহরণ করিয়া মায়াবলে তোমার ভ্রাতৃগণকে সংহার পূর্ব্বক তোমার নিকট যে সমুদায় প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তুমি অনায়াসে তাহার উত্তর করিয়াছিলে। তৎপরে তোমার মহাপ্রস্থানসময়ে আমি কুক্কুররূপে তোমারে পরীক্ষা করিয়াও তোমার বুদ্ধি বিচলিত করিতে পারি নাই। আর এক্ষণেও তুমি ভ্রাতৃগণকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গভোগ করিবে না, ইহা আমার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইল। এখন বুঝিলাম, তোমার তুল্য বিশুদ্ধস্বভাব আর কেহই

নাই। অতঃপর তুমি স্বচ্ছন্দে স্বর্গসুখ অনুভব কর। তোমার ভ্রাতৃগণ নরকভোগের যোগ্যপাত্র নহে। তুমি উহাদিগকে যে নরকভোগ করিতে দেখিয়াছ, দেবরাজ ইন্দ্র মায়াবলে ঐ নরকের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সমুদায় রাজারে অবশ্যই একবার নরক দর্শন করিতে হয়, এই নিমিত্তই মুহূর্ত্তকাল তোমারে সেই ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছে। মহাত্ম অর্জ্জুন, ভীমসেন, নকুল, সহদেব, কর্ণ ও রাজপুত্রী দ্রৌপদী ইহাঁদিগের সকলেরই স্বর্গ লাভ হইয়াছে। এক্ষণে তুমি আমার সহিত আগমন করিয়া ঐ মন্দাকিনীর পবিত্র জলে অবগাহন কর।

ভগবান্ ধর্ম্ম এই কথা কহিলে ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির অচিরাৎ দেবগণের সহিত সেই ত্রিলোকপাবনী মন্দাকিনীর তীরে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার পবিত্র জলে অবগাহন করিলেন। ঐ সলিলে অবগাহন করিবামাত্র তাঁহার মানুষ দেহ তিরোহিত ও দিব্য মূর্ত্তি সমুৎপন্ন হইল এবং তাঁহার অন্তর হইতে শোক ও বৈরভাব একবারে দূরীভূত হইয়া গেল। তখন তিনি ধর্ম্ম ও অন্যান্য দেবগণে পরিবৃত হইয়া ঋষিদিগের স্তুতিবাদ শ্রবণ করিতে করিতে যে স্থলে তাঁহার ভ্রাতৃচতুষ্টয় ও ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ ক্রোধবশীন হইয়া পরম সুখে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই স্থলে গমন করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

এই রূপে ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মতনয় কৌরবগণের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ঐ স্থানে ভগবান্ বাসুদেব ব্রাহ্ম দেহ ধারণ করিয়া বিরাজমান রহিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বদৃষ্ট প্রকৃতির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। চক্র প্রভৃতি ঘোরতর দিব্যাস্ত্রসমুদায় পুরুষরূপ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া তাঁহারে স্তব করিতেছে এবং মহাবীর অর্জ্জুন তাঁহার উপাসনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। মহাত্মা যুধিষ্ঠির ঐ স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র সেই দেবপূজিত বাসুদেব ও ধনঞ্জয় তাঁহার যথোচিত পূজা করিলেন। তখন ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির অন্যান্য ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎকার করিবার মানসে ইতস্তত পরিভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, এক দিকে শস্ত্রধরাগ্রগণ্য মহাত্মা কর্ণ দ্বাদশ আদিত্যের ন্যায় দিব্যমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। আর এক দিকে মূর্ত্তমান্ পবনের পার্শ্বে দিব্যরূপধারী মহাত্মা ভীমসেন মরুদ্গণে পরিবৃত হইয়া পরম শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। অন্য দিকে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নিকট মহাত্মা নকুল ও সহদেব তেজঃপুঞ্জকলেবরে উপবিষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহাদের অনতিদূরে উৎপলমালাধারিণী দ্রৌপদী স্বীয় রূপলাবণ্যে স্বর্গলোক আলোকময় করিয়া অবস্থান করিতেছেন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া ইন্দ্রকে তাঁহাদের ও অন্যান্য ব্যক্তিগণের সবিশেষ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন দেবরাজ তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! তুমি যে পুণ্যগন্ধযুক্তা রূপলাবণ্যবতী দ্রৌপদীরে দর্শন করিতেছ, ইনি অযোনিসম্ভূতা লক্ষ্মী। পূর্ব্বে ভগবান্ শূলপাণি তোমাদিগের প্রীতির নিমিত্ত ইহাঁরে সৃষ্টি করাতে, ইনি মহারাজ দ্রুপদের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই পাবকের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন পাঁচ জন গন্ধর্ব্ব তোমাদিগের ঔরসে দ্রৌপদীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তুমি ঐ যে গন্ধর্ব্বরাজ মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্রকে দর্শন করিতেছ, উনি তোমার জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র। ঐ দেখ তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা সূর্য্য-

পুত্র কর্ণ সূর্য্যের ন্যায় গমন করিতেছেন। পূর্ব্বে ইহাঁরই নাম রাধেয় বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল। ঐ দেখ, বৃষ্ণি, অন্ধক ও ভোজ-বংশীয় সাত্যকিপ্রভৃতি মহাবলপরাক্রান্ত বীরগণ সাধ্য, দেবতা ও বিশ্বদেবগণের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন এবং সুভদ্রাগর্ভসম্ভূত মহাত্মা অভিমন্যু ভগবান্ চন্দ্রের সহিত একত্র সমাসীন রহিয়াছেন। ঐ দেখ, তোমার পিতা মহারাজ পাণ্ডু, কুন্তী ও মাদ্রীর সহিত একত্র হইয়া অবস্থান করিতেছেন। উনি দিব্য বিমানে সমারূঢ় হইয়া সতত আমার নিকট আগমন করিয়া থাকেন। ঐ দেখ, মহাত্মা ভীষ্ম বসুগণের সহিত মিলিত হইয়াছেন; তোমার গুরু দ্রোণাচার্য্য বৃহস্পতির পার্শ্বে অবস্থিত রহিয়াছেন এবং অন্যান্য ভূপাল ও যোধগণের মধ্যে কেহ কেহ গন্ধর্ব্ব ও যক্ষগণ পরিবৃত হইয়া অনুপম স্বর্গসুখ অনুভব আর কেহ কেহ গুহ্যকদিগের গতি লাভ করিয়া উৎকৃষ্ট লোকসমুদায়ে পরিভ্রমণ করিতেছেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, বিরাট, দ্রুপদ, শঙ্খ, উত্তর, ধৃষ্টকেতু, জয়ৎসেন, সত্যজিৎ, দুর্য্যোধনের পুত্রগণ, শকুনি, কর্ণের মহাবল-পরাক্রান্ত পুত্রগণ, জয়দ্রথ, ঘটোৎকচ প্রভৃতি মহাবীরগণ ও অন্যান্য ভূপালসমুদায় কতকাল স্বর্গভোগ করিয়াছিলেন? তাঁহারা কি ভোগাবসানে স্ব স্ব প্রকৃতিতে লীন হইয়াছিলেন, অথবা তাঁহাদের অন্য-কোন গতিলাভ হইয়াছিল? ইহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। তপঃপ্রভাবে আপনার কিছুই অবিদিত নাই, অতএব আপনি ঐ সমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কর্ম্ম-ভোগের অবসানে সকলেই যে স্ব স্ব প্রকৃতি লাভ করিতে পারে, এরূপ নহে। এক্ষণে অগাধবুদ্ধিসম্পন্ন সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ ভগবান্ কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন আমার নিকট সংগ্রামে নিহত বীর-গণমধ্যে যাহার যেরূপ গতি কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি সেই দেবগুহ্য বিষয় আনুপূর্ব্বিক আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

মহাত্মা ভীষ্ম বসুগণের লোকলাভ, দ্রোণ বৃহস্পতির শরীরে প্রবেশ, কৃতবর্ম্মা মরুদ্গণের মধ্যে প্রবেশ, প্রদ্যুম্ন সনৎকুমারের শরীরে প্রবেশ, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর সহিত কুবেরলোক লাভ, মহাত্মা পাণ্ডু কুন্তী ও মাদ্রীর সহিত ইন্দ্রলোক, এবং মহারাজ বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, নিশঠ, অক্রূর, শাম্ব, ভানু, কম্প, বিদূরথ, ভূরিশ্রবা, শল, ভূরি, কংস, উগ্রসেন, বসুদেব, উদ্ধব ও শঙ্খ বিশ্বদেবগণের শরীরে প্রবেশ করিয়াছেন। ভগবান্ চন্দ্রের পুত্র মহাত্মা বর্চ্চা, অর্জ্জুনের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক অভিমন্যু নামে বিখ্যাত হন। তিনি ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে ঘোরতর সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরিশেষে চন্দ্রের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। মহাবীর কর্ণ সূর্য্যের, শকুনি দ্বাপরের ও ধৃষ্টদ্যুম্ন অনলের শরীরে প্রবেশ করিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধন ভিন্ন অন্যান্য পুত্রগণ রাক্ষসগণের অংশে জন্মগ্রহণ করে, তাহারা শস্ত্রপূত হইয়া স্বর্গলাভ করিয়াছে। মহাত্মা বিদুর ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। বলদেব অনন্তরূপী হইয়া রসাতলে গমন করিয়াছেন। উনি সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার আদেশানুসারে প্রতিনিয়ত পৃথিবী ধারণ করিতেছেন। সনাতন নারায়ণের অংশে যাঁহার জন্ম হইয়াছিল, সেই মহাত্মা বাসুদেব নারায়ণে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার যে ষড়শসহস্র বনিতাও কাল-

ক্রমে সরস্বতীর জলে নিমগ্ন হইয়া কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপ্সরোবেশে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছেন। ভীষণ সংগ্রামে ঘটোৎকচ প্রভৃতি যে সমুদায় রাক্ষস ও যে সমুদায় মহাবীর নিহত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ দেবলোক ও কেহ যক্ষলোক লাভ করিয়াছেন। দুর্য্যোধনের অনুগত নিশাচরদিগেরও ইন্দ্রলোক, কুবেরলোক ও বরুণলোক প্রভৃতি উৎকৃষ্ট লোকসমুদায় লাভ হইয়াছে। হে মহারাজ! এই আমি আপনার নিকট কৌরব ও পাণ্ডবগণের চরিত্র আদ্যোপান্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম।

সৌতি কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! সর্পসত্রাবসানে মহারাজ জনমেজয় ভগবান্ বৈশম্পায়নের মুখে এইরূপ ভারতইতিহাস শ্রবণ করিয়া যাহার পর নাই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর তাঁহার যাজকগণ সেই যজ্ঞের অবশিষ্ট কার্য্যসমুদায় সমাপন করিলেন। ঐ সময় মহর্ষি আস্তীক ভুজঙ্গমদিগের মুক্তিলাভনিবন্ধন পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং ব্রাহ্মণগণ প্রভূত দক্ষিণা ও যথোচিত সম্মান লাভ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। মহারাজ জনমেজয় এইরূপে যজ্ঞ সমাপন ও ভারত শ্রবণ করিয়া পরিশেষে সেই তক্ষশিলা হইতে হস্তিনায় প্রত্যাগমন করিলেন।

হে মহর্ষিগণ! এই আমি আপনাদিগের নিকট ব্যাসের আজ্ঞায় বৈশম্পায়নকর্ত্তৃক কীর্ত্তিত পবিত্র ভারতোপাখ্যান সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। ইহার তুল্য পবিত্র ইতিহাস আর কিছুই নাই। সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় সাঙ্খ্যযোগবেত্তা অণিমাদিঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, সর্ব্বজ্ঞ, ধর্ম্মজ্ঞানবিশারদ ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহাত্মা পাণ্ডব ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণের কীর্ত্তি বিস্তার করিবার নিমিত্ত দিব্যজ্ঞানপ্রভাবে এই অপূর্ব্ব ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন। যে ব্যক্তি পর্ব্বে পর্ব্বে এই পবিত্র ইতিহাস অন্যকে শ্রবণ করান, তিনি পাপনির্ম্মুক্ত হইয়া ব্রহ্মের স্বরূপত্ব লাভ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া এই বেদব্যাসপ্রণীত ভারতোপাখ্যান শ্রবণ করেন, তাঁহার কোটি কোটি ব্রহ্মহত্যাদি পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণগণকে ইহার কিয়দংশমাত্রও শ্রবণ করান, তাঁহার পিতৃগণ অক্ষয় অন্নপান লাভ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ দিবসে মন ও ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা বিবিধ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া সায়ং সন্ধ্যাসময়ে ভক্তিপূর্ব্বক ইহার অল্পাংশমাত্র পাঠ করিলে অনায়াসে দিনকৃত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন, আর তিনি রাত্রিযোগে স্ত্রীসংসর্গনিবন্ধন যে পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, প্রাতঃসন্ধ্যাসময় ইহার কিয়দংশমাত্র পাঠ করিলে তাঁহার সেই রাত্রিকৃত পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। এই পবিত্র ইতিহাস সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ ও ইহাতে ভরতবংশীয়দিগের চরিত্র কীর্ত্তিত আছে বলিয়া ইহার নাম মহাভারত হইয়াছে। যে ব্যক্তি এই মহাভারতের অর্থ সমুদায় পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনি সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হন। এই মহাভারতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ চারি বর্গই বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে যাহা আছে, তাহা অনুসন্ধান করিলে অন্যত্র প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে; কিন্তু ইহাতে যাহা নাই, তাহা আর কুত্রাপি নাই। মোক্ষাভিলাষী ব্রাহ্মণ, রাজা ও গর্ভবতী স্ত্রীর এই জয়াখ্য পবিত্র ইতিহাস শ্রবণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহা শ্রবণ করিলে স্বর্গকামীদিগের স্বর্গ, জয়াকাঙ্ক্ষীদিগের জয় এবং গর্ভবতী রমণীদিগের পুত্র বা সৌভাগ্যবতী কন্যা লাভ হইয়া থাকে।

মোক্ষলাভার্থী সিদ্ধ পুরুষ মহাত্মা বেদ-

ব্যাস ধর্ম্মকামনায় ষষ্টিলক্ষ শ্লোক রচনা করিয়া এই মহাভারতসংহিতা প্রস্তুত করেন। ঐ ষষ্টিলক্ষ শ্লোকের মধ্যে দেবলোকে ত্রিংশৎলক্ষ, পিতৃলোকে পঞ্চদশ লক্ষ ও যক্ষলোকে চতুর্দ্দশ লক্ষ শ্লোক বিদ্যমান রহিয়াছে। এই মনুষ্যলোকে উহার একলক্ষমাত্র শ্লোক বর্ত্তমান আছে। পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ দেবগণকে, অসিত দেবল পিতৃগণকে, মহাত্মা শুকদেব রাক্ষস ও যক্ষদিগকে এবং মহর্ষি বৈশম্পায়ন মনুষ্যদিগকে এই ইতিহাস শ্রবণ করাইয়াছিলেন। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণকে অগ্রসর করিয়া এই ব্যাসোক্ত বেদসম্মত পবিত্র ইতিহাস শ্রবণ করেন, তিনি ইহলোকে সুখ সম্ভোগ ও কীর্ত্তিলাভ করিয়া চরমে পরম সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি ভগবান্ বেদব্যাসের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া মহাভারতের কিয়দংশমাত্র অন্যকে শ্রবণ করান, তাঁহারও পরম সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন স্বীয়পুত্র শুকদেবকে এই ভারত সংহিতা অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। এই মহাভারতমধ্যে কীর্ত্তিত আছে, যে "মনুষ্যগণ এই সংসারমধ্যে অসংখ্য মাতা, পিতা ও পুত্র কলত্রের সহিত মিলিত ও তাহাদের বিয়োগে দুঃখিত হইয়া থাকে। এই সংসারে সহস্র সহস্র হর্ষের কারণ ও শত শত ভয়ের কারণ বিদ্যমান আছে। ঐ সমুদায় প্রতিনিয়ত মূঢ় ব্যক্তিদিগকেই আক্রমণ করিয়া থাকে; পণ্ডিতদিগের নিকট কখনই আগমন করিতে পারে না। আমি ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বৃথা রোদন করিতেছি, কেহই আমার বাক্য শ্রবণ করিতেছে না। ধর্ম্মোপার্জ্জনের নিমিত্তই অর্থ ও কামে লিপ্ত হওয়া মনুষ্যের কর্ত্তব্য। কাম, ভয়, লোভ বা জীবনরক্ষার নিমিত্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। ধর্ম্ম ও জীব নিত্য এবং সুখদুঃখ ও জীবের উপাধি শরীর অনিত্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।" যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া পবিত্রচিত্তে মহাভারতের এই অংশটী পাঠ করেন, তিনি নিশ্চয়ই পরম সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হন। সমুদ্র ও হিমাচলের ন্যায় এই মহাভারতও রত্ননিধি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। যিনি সমাহিতচিত্তে এই পবিত্র ইতিহাস পাঠ করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই পরম সিদ্ধি লাভ হয়। যে মহাত্মা ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ওষ্ঠপুট বিনিঃসৃত পাপনাশন পরম পবিত্র ভারতকথা শ্রবণ করেন, তাঁহার আর পুষ্করজলে অভিষিক্ত হইবার আবশ্যক কি?

ষষ্ঠ অধ্যায়।

হে মহর্ষিগণ! মহারাজ জনমেজয় এই রূপে বৈশম্পায়নের মুখে মহাভারতবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! কিরূপ নিয়মে মহাভারত শ্রবণ করা কর্ত্তব্য? ভারতশ্রবণের ফল কি? উহা শ্রবণান্তে পারণসময়ে কোন্ কোন্ দেবতারে পূজা করা কর্ত্তব্য? কোন্ কোন্ পর্ব্ব সমাপন হইলে কি কি বস্তু প্রদান করা উচিত এবং উহার পাঠকই বা কিরূপ হওয়া আবশ্যক? তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যেরূপ নিয়মে মহাভারত শ্রবণ করা কর্ত্তব্য এবং ভারতশ্রবণে যে ফল লাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহাভারতমধ্যে ক্রীড়ার্থ ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ দেবগণ, আদিত্যগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়; লোকপাল, মহর্ষি, গুহ্যক, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, সিদ্ধ ও অপ্সরোগণ; গিরি, সাগর, নদী, গ্রহ, বৎসর, অয়ন ও ঋতুসমুদায় এবং মূর্ত্তিমান্ ভগবান স্বয়ম্ভু ও স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় জগতের বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত রহিয়াছে।

ভারতপাঠসময়ে মনুষ্যগণ উহাঁদিগের নাম ও কার্য্যসমুদায় শ্রবণ করিয়া অচিরাৎ ঘোরতর পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। সংযত ও শুচি হইয়া আনুপূর্ব্বিক এই ইতিহাস শ্রবণ করিতে আরম্ভ করিয়া সাধ্যানুসারে ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ রত্ন, গাভী, কাংস্যময় দোহনপাত্র, অলঙ্কৃত কন্যা, বিবিধ যান, বিচিত্র হর্ম্ম্য, ভূমি, বস্ত্র, সুবর্ণ, অশ্ব ও মত্তমাতঙ্গ প্রভৃতি বাহন, শয্যা, শিবিকা, অলঙ্কৃত রথ ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট দ্রব্যসমুদায় ব্রাহ্মণগণকে দান করা কর্ত্তব্য। অধিক কি কহিব, এই মহাভারত শ্রবণ সময়ে ব্রাহ্মণগণকে আত্মদান, পত্নী দান ও পুত্রদান করিয়াও সন্তুষ্ট করা উচিত। ভারত শ্রবণাভিলাষী ব্যক্তি হৃষ্ট ও অসন্দিগ্ধচিত্তে সাধ্যানুসারে ভক্তিপূর্ব্বক এই সমুদায় বস্তু প্রদান করিলে ক্রমশ মহাভারত শ্রবণ সমাপন করিতে সমর্থ হন।

এক্ষণে সত্য, সরলতা, দমগুণ ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন জিতক্রোধ ব্যক্তি যে উপায়ে এই ভারতশ্রবণে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পবিত্রতা ও শিষ্টাচারসম্পন্ন, শুক্লাম্বর পরিধায়ী জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী, ঈর্ষাপরিশূন্য, রূপবান্ দমগুণযুক্ত সত্যবাদী ও সম্মানার্হ ব্যক্তিরই ভারতের পাঠকতাকার্য্যে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। পাঠক পরম সুখে সমাসীন হইয়া সমাহিতচিত্তে অদ্রুত, অনতিবিলম্বিত ও স্পষ্টরূপে পাঠ করিবেন। পাঠকালে ত্রিষষ্টি বর্ণ উচ্চারণ ও কাষ্ঠাদির অষ্ট স্থলের সাহায্যে বর্ণ নিঃসরণ হওয়া আবশ্যক। পাঠক এই জয়াখ্য গ্রন্থ পাঠের পূর্ব্বে নারায়ণ, নরোত্তম, নর ও দেবী সরস্বতীরে নমস্কার করিবেন। শ্রোতা এইরূপ নিয়মে অবস্থান পূর্ব্বক পাঠকের নিকট মহাভারত শ্রবণ করিলে মহাফল লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন।

যিনি প্রথমপারণ সময়ে বিবিধরূপে ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন করেন, তাঁহার অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি অপ্সরোগণ সমাকীর্ণ দিব্যবিমানে আরোহণ করিয়া মহা আহ্লাদে দেবগণের সহিত স্বর্গলোকে গমন করেন। যিনি দ্বিতীয় পারণ সমাপন করেন, তাঁহার অতিরাত্র যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি দিব্য মাল্য দিব্য বস্ত্র ও দিব্যগন্ধে বিভূষিত হইয়া রত্নময় দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক দেবলোকে গমন করিয়া থাকেন। তৃতীয় পারণ সমাপন করিতে পারিলে দ্বাদশাহ উপবাসের ফল লাভ এবং অপরিমিত কাল দেবতার ন্যায় স্বর্গবাস হয়। চতুর্থ পারণ সমাপন করিতে পারিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে। যিনি পঞ্চম পারণ সমাপন করেন, তাঁহার বাজপেয় যজ্ঞের দ্বিগুণ ফল লাভ হয় এবং তিনি অনায়াসে নবোদিত ভাস্কর সদৃশ প্রজ্বলিত পাবক তুল্য দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক দেবগণের সহিত স্বর্গে গমন করিয়া ইন্দ্র ভবনে অপরিমিত কাল অবস্থান করিতে পারেন। ষষ্ঠ পারণ সমাপন করিতে পারিলে পঞ্চম পারণের ফল অপেক্ষা দ্বিগুণ এবং সপ্তম পারণ সমাপন করিতে পারিলে তদপেক্ষা তিনগুণ ফল লাভ হয়। সপ্তম পারণ সমাপনকর্ত্তা কৈলাশশিখর সদৃশ, বৈদূর্য্যমণিবেদিকাযুক্ত মণিমুক্তাপ্রবালখচিত অপ্সরোগণসমাকীর্ণ দিব্যবিমানে আরোহণ করিয়া দ্বিতীয় দিবাকরের ন্যায় অনায়াসে সমুদায় লোক পরিভ্রমণ করিতে সমর্থ হন। যিনি অষ্টম পারণ সমাপন করেন, তাঁহার রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি মন্যের ন্যায়যোগশালী চন্দ্রকিরণসমবর্ণ তুরঙ্গমযুক্ত দিব্যাঙ্গনাসমাকীর্ণ পূর্ণচন্দ্রসদৃশ দিব্য বিমানে আরোহণ করেন ও অতি মনোহরমূর্ত্তি কামিনীগণের কমনীয় ক্রোড়ে

নিদ্রাভিভূত হইয়া পুনরায় তাহাদিগের নূপুরধ্বনি ও মেখলাশব্দশ্রবণে জাগরিত হন। যিনি নবম পারণ সমাপন করেন, তাঁহার যজ্ঞশ্রেষ্ঠ অশ্বমেধের ফল লাভ হয় এবং তিনি কাঞ্চনময় স্তম্ভ, বৈদূর্য্যমণিময় বেদিকা ও সুবর্ণময় অতি উৎকৃষ্ট গবাক্ষযুক্ত, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণে সমাকীর্ণ দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া দেবলোকে গমন পূর্ব্বক দিব্য মাল্য, দিব্য বস্ত্র ও দিব্য গন্ধে বিভূষিত হইয়া দেবগণের সহিত স্বর্গসুখ সম্ভোগ করেন। যে ব্যক্তি দশম পারণ সমাপন করিয়া ব্রাহ্মণগণের পূজা করেন, তিনি কিঙ্কিণীজালজড়িত, ধ্বজপতাকাশোভিত, রত্নময় বেদি, বৈদূর্য্যময় তোরণ ও প্রবালময় বলভীসংযুক্ত, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণে সমাকীর্ণ বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক সুবর্ণবিভূষিত অনলবর্ণ দিব্য মুকুট, দিব্য চন্দন ও দিব্য মাল্যে বিভূষিত হইয়া পরম সুখে দিব্য লোকসমুদায় বিচরণ করেন এবং একবিংশতি সহস্র বৎসর গন্ধর্ব্বগণের সহিত ইন্দ্রালয়ে বাস করিয়া বহুদিন সূর্য্যলোক, চন্দ্রলোক ও শিবলোকে অবস্থান পূর্ব্বক পরিশেষে বিষ্ণুর সালোক্য প্রাপ্ত হন। আমার উপাধ্যায় মহর্ষি বেদব্যাস কহিয়াছেন যে, শ্রদ্ধান্বিত হইয়া এই রূপে ভারত শ্রবণ করিলে নিশ্চয়ই এইরূপ ফল লাভ হয়। পাঠকালে পাঠককে হস্তী অশ্ব প্রভৃতি বিবিধ বাহন, রথাদি যানসমুদায়, কটক, কুণ্ডল, ব্রহ্মসূত্র, বিচিত্র বস্ত্র ও গন্ধদ্রব্য প্রদান করিয়া দেবতার ন্যায় তাঁহার পূজা করিলে বিষ্ণুলোক লাভ হয়।

অতঃপর প্রত্যেক পর্ব্বে ক্ষত্রিয়দিগের জাতি, দেশ, সত্য, মাহাত্ম্য ও ধর্ম্মপ্রভৃতি শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে যে সমুদায় দ্রব্য প্রদান করিতে হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রথমতঃ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক কার্য্য আরম্ভ করিয়া পরিশেষে পর্ব্ব সমাপ্ত হইলে, সাধ্যানুসারে তাঁহাদের পূজা করা কর্ত্তব্য। আদিপর্ব্ব পাঠ সময়ে শাস্ত্রানুসারে পাঠককে গন্ধ ও বস্ত্র প্রদান পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট মধু ও পায়স ভোজন করাইবে। আস্তীক পর্ব্ব পাঠসময়ে ঘৃত, মধু ও ফলমূলযুক্ত পায়স এবং গুড়োদন অপূপ ও মোদক দ্বারা পাঠকের ভোজন সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। সভাপর্ব্ব পাঠসময়ে ব্রাহ্মণগণকে হবিষ্যান্ন ভোজন করাইবে। আরণ্যকপর্ব্ব পাঠসময়ে ফলমূলাদি দ্বারা ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তি সাধন এবং অরণীপর্ব্ব আরম্ভ হইলে ব্রাহ্মণদিগকে পূর্ণকুম্ভ, ধান্য, ফল মূল ও অন্ন প্রদান করা উচিত। বিরাট পর্ব্ব পাঠসময়ে ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ বস্ত্র; উদ্যোগপর্ব্ব আরম্ভ হইলে, তাঁহাদিগকে গন্ধমাল্যাদি দ্বারা বিভূষিত করিয়া অভিলাষানুরূপ আহার; ভীষ্মপর্ব্ব পাঠসময়ে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট যান ও সুসংস্কৃত অন্ন; দ্রোণপর্ব্ব পাঠসময়ে অতি উৎকৃষ্ট ভোজ্য দ্রব্য, শয্যা, শরাসন ও খড়্গ; কর্ণপর্ব্ব পাঠসময়ে অভিলাষানুরূপ উৎকৃষ্ট ভোজ্য দ্রব্য; শল্যপর্ব্ব পাঠসময়ে গুড়োদন, মোদক, অপূপ ও বিবিধ অন্ন; গদাপর্ব্ব পাঠসময়ে মুদ্গমিশ্রিত অন্ন; ঐষিকপর্ব্ব পাঠ সময়ে ঘৃতান্ন এবং স্ত্রীপর্ব্ব পাঠসময়ে বিবিধ রত্ন প্রদান করা কর্ত্তব্য। শান্তিপর্ব্ব পাঠসময়ে ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বগুণসমন্বিত হবিষ্যান্ন ভোজন করাইবে। অশ্বমেধপর্ব্ব পাঠসময়ে অভিলাষানুরূপ ভোজ্য দ্রব্য প্রদান করিবে। আশ্রমবাসিকপর্ব্ব পাঠসময়ে হবিষ্যান্ন ভোজন করাইবে। মৌসলপর্ব্ব পাঠসময়ে চন্দনাদি ও মহাপ্রস্থানিকপর্ব্ব পাঠসময়ে অভিলাষানুরূপ ভোজ্য দ্রব্য প্রদান করা উচিত। স্বর্গপর্ব্ব পাঠসময়ে ব্রাহ্মণদিগকে হবিষ্যান্ন ভোজন করাইবে এবং হরিবংশ সমাপন হইলে সহস্র

ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে এক এক নিষ্কসংযুক্ত এক একটী গাভী ও দরিদ্রদিগকে অর্দ্ধনিষ্কসংযুক্ত এক একটী গাভী প্রদান করিবে। সমুদায় পর্ব্ব সমাপ্ত হইলে সুন্দর অক্ষরযুক্ত এক খণ্ড মহাভারত পাঠককে প্রদান করা এবং হরিবংশ পর্ব্ব সমাপনসময়ে তাঁহারে পায়স ভোজন করান অবশ্য কর্ত্তব্য।

শাস্ত্রকোবিদ ব্যক্তি সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন পাঠক দ্বারা সমুদায় মহাভারতসংহিতা পাঠ করাইয়া ক্ষৌম বা শুক্লবস্ত্র, মাল্য ও অলঙ্কার ধারণ পূর্ব্বক সংযতচিত্তে পবিত্র স্থানে উপবেশন করিয়া গন্ধ-মাল্য দ্বারা মহাভারত পুস্তকের অর্চ্চনা, ব্রাহ্মণগণকে যথোচিত সৎকারসহকারে প্রভূত সুবর্ণ দক্ষিণা ও বিবিধ অন্নপানীয় প্রদান এবং নর, নারায়ণ ও অন্যান্য দেব-গণের নাম কীর্ত্তন করিবেন। এইরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করিলে তাঁহার অতিরাত্র যজ্ঞের ফল লাভ হয়, সন্দেহ নাই। এই মহাভারতের এক এক পর্ব্ব পাঠ সমাপ্ত হইলে শ্রোতার এক এক যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে। পাঠক উৎকৃষ্ট স্বরসংযোগসহকারে স্পষ্ট স্পষ্ট শব্দসমুদায় উচ্চারণ করিয়া মহাভারত পাঠ করিবেন। ভারতপাঠ সমাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া অল-ঙ্কারাদি প্রদান দ্বারা পাঠককে পরিতুষ্ট করা শ্রোতার অবশ্য কর্ত্তব্য। পাঠকের তুষ্টিলাভ হইলে শ্রোতার উৎকৃষ্ট প্রীতি-লাভ হয় এবং ব্রাহ্মণগণ পরিতুষ্ট হইলে দেবগণ তাহার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া থাকেন। অতএব ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মারা ভারত পাঠা-বসানে বিবিধ বস্তু প্রদান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ-গণকে পরিতুষ্ট করিবেন। এই আমি আপ-নার নিকট ভারত শ্রবণ ও কীর্ত্তনের বিধি সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আপনি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আমার উপদেশানুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন। যে ব্যক্তি শ্রেয়োলাভের বাসনা করেন, তাঁহার সর্ব্বদা যত্ন পূর্ব্বক মহাভারত শ্রবণ ও শ্রবণান্তে পারণ করা আবশ্যক। নিয়ত মহাভারত শ্রবণ ও কীর্ত্তন করা ধর্ম্মপরায়ণ মানবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তির গৃহে মহাভারত পুস্তক থাকে, জয় তাহার হস্তগত হয়, সন্দেহ নাই। ভারতের তুল্য পবিত্র ও পবিত্রতাজনক আর কিছুই নাই। ভারতমধ্যে বিবিধ পবিত্র কথা সন্নিবেশিত রহিয়াছে। দেবগণ সর্ব্বদা ভারতের উপাসনা করিয়া থাকেন। ভারতই পরম পদস্বরূপ। ভারত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শাস্ত্র আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। ভারত হইতেই মোক্ষলাভে সমর্থ হওয়া যায়। যে ব্যক্তি মহাভারত, ক্ষিতি, গো, সরস্বতী নদী, বাসুদেব ও ব্রাহ্মণগণের নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহারে কখনই অবসন্ন হইতে হয় না। পরম পবিত্র বেদ, রামায়ণ ও মহাভারতের আদি, অন্ত ও মধ্য সর্ব্বত্রেই হরিনাম কীর্ত্তিত রহিয়াছে। যাহাতে বিষ্ণু-কথা ও বেদবাক্য সন্নিবেশিত আছে এবং যাহা পরম পবিত্র, ধর্ম্মের আকর ও সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন, সেই ভারতসংহিতা শ্রবণ করা পরম-পদাকাঙ্ক্ষী মানবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। যেমন সূর্য্যোদয় হইলে তিমিররাশি বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ হইয়া ভারত-কথা শ্রবণ করিলে কায়িক, মানসিক ও বাচ-নিক এই ত্রিবিধ পাপ ধ্বংস হইয়া যায়। বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ মহাত্মারা অষ্টাদশ পুরাণ শ্রবণের ফললাভে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, যে হউক না কেন, বিষ্ণু-ভক্ত হইলেই বৈষ্ণব পদ লাভ করিতে পারে। কামিনীগণ পুত্রলাভবাসনায় এই বিষ্ণু-কথাত্মক মহাভারত শ্রবণ করিবেন। যে ব্যক্তি উন্নতিলাভের নিমিত্ত হরিকথা শ্রবণ করেন, পাঠককে যথাশক্তি সুবর্ণ, সুবর্ণমণ্ডিত-শৃঙ্গযুক্তা সবৎসা কপিলা ধেনু, অলঙ্কার,

কর্ণাভরণ ও ভূমি দক্ষিণা প্রদান করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি নিরন্তর মহাভারত শ্রবণ করেন, অথবা অন্যকে উহা শ্রবণ করান, তিনি সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুপদ লাভ করিতে সমর্থ হন এবং তাঁহার ঊর্দ্ধতন একাদশ পুরুষ ও পুত্র-কলত্রের নিষ্কৃতি লাভ হইয়া থাকে। এই পবিত্র ইতিহাসের পাঠকার্য্য সমাপ্ত হইলে দশসহস্র হোম করা নিতান্ত আবশ্যক। হে মহারাজ! এই আমি আপনার নিকট সমুদায় ভারতোপাখ্যান সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম।

স্বর্গারোহণিক পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

স্বর্গারোহণ পর্ব্ব সম্পূর্ণ।

বিজ্ঞাপন।

আসিয়াটিক্ সোসাইটির মুদ্রিত পুস্তক তথা শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও মৃত বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের পুস্তকালয়স্থ হস্তলিখিত মূল পুস্তক দৃষ্টে এই খণ্ড সঙ্কলিত হইল।

গ্রন্থার্পণ।

পরমভক্তিভাজন শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভিক্টোরিয়া

অতুলশ্রদ্ধাস্পদেষু

মহারাজ্ঞি!

পৃথিবীমধ্যে যখন যে দেশের সৌভাগ্যদিবাকর সমুদিত হইতে আরম্ভ হয়, সে সময় তত্রত্য রাজলক্ষ্মী অবশ্যই কোন না কোন সর্ব্বগুণাধার মহাত্মারে সমাদর পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। নৈসর্গিক নিয়মই এই যে, রাজ্যের উন্নতির সময় বিশুদ্ধগুণশালী প্রজাবৎসল নরপতিগণই রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। জগদীশ্বরপ্রসাদে চিরদুঃখিনী ভারতভূমির ভাগ্যে এক্ষণে সেই শুভ দিন উপস্থিত। হিন্দুশাসনাবসানে যবনসাম্রাজ্যের অন্তিম কালে নিত্যন্যায়পরায়ণ বৃটিস জাতি রাহুগ্রস্ত শশধরসদৃশ মোগলরাজগণের করাল কবলস্থিত ভারতবর্ষকে উদ্ধার করিয়াছেন, এক্ষণে দিনে দিনে তাহার মলিন মুখশ্রী পুনর্ব্বার তপনোপম উজ্জ্বল কান্তি ধারণ করিতেছে এবং ভারতবর্ষবাসিগণ আপনার অকৃত্রিম স্নেহ ও অনুগ্রহচ্ছায়া লাভ করিয়া আপনাদিগকে আশাতিরিক্ত কৃতার্থম্মন্য ও চরিতার্থ জ্ঞান করিতেছেন।

দেবি! আমি এই শুভক্ষণ সন্দর্শনে স্বদেশের হিতসাধন করিতে উৎসাহিত হইয়া আগ্রহাতিশয়সহকারে মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত সংস্কৃত মহাভারত বাঙ্গালাভাষায় অবিকল অনুবাদে প্রবৃত্ত হই। এক্ষণে আট বৎসর প্রতি-

নিয়ত পরিশ্রমের পর বিশ্বপাতা জগদীশ্বরের অপার কৃপায় অদ্য আমার সেই চিরসঙ্কল্পিত কঠোরব্রত উদযাপিত হইল। এই আট বৎসরের বহুপরিশ্রম ও যত্নসঞ্জাত সাহিত্যকুসুম অন্য কোন নিভৃত নির্ব্বাত স্থলে বিন্যস্ত করা কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে। বিশেষত মহাভারত যেরূপ অনুপম গ্রন্থ, উহাতে ভারতেশ্বরী মহারাজ্ঞীর নাম অঙ্কিত না হইলে শোভা পায় না। যেমন দেবতারা বহু পরিশ্রমে পয়োনিধি মন্থন করিয়া তদুত্থিত পারিজাত কুসুম সুররাজ পুরন্দরকে অর্পণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমি এই বহুযত্নলব্ধ বিকশিত ভারত-পঙ্কজ আপনারে উপহার প্রদান করিলাম।

ভারতেশ্বরি! অবশেষে জগদীশ্বরসমীপে আমার এই প্রার্থনা যে, ভারতবর্ষের রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজ্যশাসনসময়ে যেরূপ কালিদাসাদি ভুবনবিখ্যাত মহাকবি-গণ জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক সংস্কৃতসাহিত্যের উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছেন এবং মহারাণী এলিজেবেথের ইংলণ্ডশাসনসময়ে যেরূপ সেক্‌সপিয়রপ্রভৃতি কতিপয় সুপ্রসিদ্ধ কবি জন্মগ্রহণ করিয়া কবিত্বশক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার শাসনকাল চির-স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন, তদ্রূপ আপনার শাসনকালেও হিন্দুস্থানে শত শত কবি ও গ্রন্থকার জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক আপনারে চিরস্মরণীয় এবং স্তিমিত নির্ব্বাণোন্মুখ সংস্কৃতসাহিত্যদীপের উজ্জ্বলতা সাধন করিয়া লোকের মোহান্ধকার নিরাকৃত ও এই বিশ্বরূপ বাসগৃহ আলোকিত করুন ইতি।

মহারাজ্ঞি!

আপনার চিরানুগত প্রজা ও বিনয়াবনত দাস

সারস্বতাশ্রম
শকাব্দা ১৭৮৮

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

অষ্টাদশ পর্ব্ব অনুবাদের উপসংহার।

১৭৮০ শকে সংকীর্ত্তি ও জন্মভূমির হিতানুষ্ঠান লক্ষ্য করিয়া ৭ জন কৃতবিদ্য সদস্যের সহিত আমি মূল সংস্কৃত মহাভারত বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হই। তদবধি এই আট বর্ষকাল প্রতিনিয়ত পরিশ্রম ও অসাধারণ অধ্যবসায় স্বীকার করিয়া বিশ্বপাতা জগদীশ্বরের অপার কৃপায় অদ্য সেই চিরসঙ্কল্পিত কঠোর ব্রতের উদ্‌যাপনস্বরূপ মহাভারতীয় অষ্টাদশ পর্ব্বের মূলানুবাদ সম্পূর্ণ করিলাম। অনুবাদিত গ্রন্থ কতদূর সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে, তাহা গুণাকর পাঠকবৃন্দ ও সহৃদয়সমাজ বিবেচনা করিবেন; তবে সাহস করিয়া এইমাত্র বলিতে পারি যে, অনুবাদসময়ে মূল মহাভারতের কোন স্থলই পরিত্যাগ করি নাই ও উহাতে আপাতরঞ্জন অমূলক কোন অংশই সন্নিবেশিত হয় নাই; অথচ বাঙ্গালাভাষার প্রসাদগুণ ও লালিত্য পরিরক্ষণার্থ সাধ্যানুসারে যত্ন পাইয়াছি এবং ভাষান্তরিত পুস্তকে সচরাচর যে সকল দোষ লক্ষিত হইয়া থাকে, সে গুলির নিবারণার্থ বিলক্ষণ সচেষ্ট ছিলাম।

অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারতের অতিরিক্ত হরিবংশ নামক গ্রন্থকে অনেকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত একটি পর্ব্ব বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন এবং উহারে আশ্চর্য্য পর্ব্ব বা ঊনবিংশ পর্ব্ব বলিয়া উল্লেখ করেন, কিন্তু বস্তুত হরিবংশ ভারতান্তর্গত একটি পর্ব্ব নহে। উহা মূল মহাভারতরচনার বহুকাল পরে পরিশিষ্ট রূপে উহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। হরিবংশের রচনাপ্রণালী ও তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বিচক্ষণ ব্যক্তি অনায়াসেই উহার আধুনিকত্ব অনুভব করিতে সমর্থ হয়েন। যদিও মূল মহাভারতের স্বর্গারোহণ পর্ব্বে হরিবংশশ্রবণের ফলশ্রুতি বর্ণিত আছে; কিন্তু তাহাতে হরিবংশের প্রাচীনত্ব প্রমাণ না হইয়া বরং ঐ ফলশ্রুতি বর্ণনেরই আধুনিকত্ব প্রতিপন্ন হয়। মূল ভারত গ্রন্থের সহিত হরিবংশ অনুবাদিত ও প্রচারিত করিলে লোকের মনে পূর্ব্বোক্ত ভ্রম দৃঢ়ীভূত হইবে, আশঙ্কা করিয়া উহা এক্ষণে অনুবাদ করিতে ক্ষান্ত রহিলাম। উত্তরকালে পুরাণসংগ্রহের দ্বিতীয় কল্পে অপরাপর পুরাণের সহিত উক্ত গ্রন্থের অনুবাদ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করিব না।

বহু দিবস সংস্কৃত সাহিত্যের সম্যক পরিচালনার বিলক্ষণ অসদ্ভাব হওয়াতে আপাতত মূল মহাভারতের হস্তলিখিত পুস্তকসমুদায়ের পরস্পর এপ্রকার বৈলক্ষণ্য হইয়া উঠিয়াছে যে, ২।৪ খানি গ্রন্থ একত্র করিলে পরস্পরের শ্লোক, অধ্যায় ও প্রস্তাবঘটিত অনেক বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। তন্নিবন্ধন অনুবাদকালে সবিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে। আমি বহুযত্নে আসিয়াটিক সোসাইটির মুদ্রিত এবং সভাবাজারের রাজবাটীর, মৃত বাবু আশুতোষ দেবের ও শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পুস্তকালয়স্থিত, তথা আমার প্রপিতামহ দেওয়ান ৺ শান্তিরাম সিংহবাহাদুরের কাশী হইতে সংগৃহীত হস্তলিখিত পুস্তকসমুদায় একত্রিত করিয়া বহুস্থলের বিরুদ্ধভাবের ও ব্যাসকূটের সন্দেহ নিরাকরণ পূর্ব্বক অনুবাদ করিয়াছি। এই বিষয়ে কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের সুবিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় আমারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তিনি এরূপ না করিলে ভারতের দুরবগাহ কূটার্থের কখনই প্রকৃষ্টানুবাদকরণে সমর্থ হইতাম না। মহাভারতের কোন কোন অংশ এরূপ সুকঠিন ও কূটার্থপরিপূর্ণ যে, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম প্রাপ্ত না হইয়া অদ্যাপি অনেক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত স্বীয় স্বীয় মতানুসারেই তাহার কথঞ্চিৎ যথাশ্রুত অর্থ করিয়া থাকেন। ইহার অনেক স্থলে এরূপ মতবৈপরীত্য লক্ষিত হয় যে, তাহার সমন্বয় সাধন করা নিতান্ত সুকঠিন। অনুবাদকালে চেষ্টা

দ্বারা ঐ সকল স্থান যতদূর সঙ্গত করিতে পারা যায়, তাহার ত্রুটি হয় নাই।

মহাভারতানুবাদসময়ে অনেক স্থলে অনেক কৃতবিদ্য মহাত্মার নিকট আমারে ভূয়িষ্ঠ সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে, তন্নিমিত্ত তাঁহাদিগের নিকট চিরজীবন কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম। আমার অদ্বিতীয় সহায় পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং মহাভারতের অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন এবং অনুবাদিত প্রস্তাবের কিয়দংশ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের অধীনস্থ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ক্রমান্বয়ে প্রচারিত ও কিয়দ্ভাগ পুস্তকাকারেও মুদ্রিত করিয়াছিলেন; কিন্তু আমি মহাভারতের অনুবাদ করিতে উদ্যত হইয়াছি শুনিয়া, তিনি কৃপাপরবশ হইয়া সরলহৃদয়ে মহাভারতানুবাদে ক্ষান্ত হন। বাস্তবিক বিদ্যাসাগর মহাশয় অনুবাদে ক্ষান্ত না হইলে আমার অনুবাদ হইয়া উঠিত না। তিনি কেবল অনুবাদেচ্ছা পরিত্যাগ করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই, অবকাশানুসারে আমার অনুবাদ দেখিয়া দিয়াছেন ও সময়ে সময়ে কার্য্যোপলক্ষে যখন আমি কলিকাতায় অনুপস্থিত থাকিতাম, তখন স্বয়ং আসিয়া আমার মুদ্রাযন্ত্রের ও ভারতানুবাদের তত্ত্বাবধারণ করিয়াছেন। ফলত বিবিধ বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট পাঠাবস্থাবধি আমি যে কত প্রকারে উপকৃত হইয়াছি, তাহা বাক্য বা লেখনী দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় না।

এতদ্ভিন্ন আমার প্রিয়চিকীর্ষু বান্ধবেরা ও কলিকাতার অদ্বিতীয় পৌরাণিক শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর তর্কবাগীশ, শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র, সোমপ্রকাশসম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কালেজের বাঙ্গালাসাহিত্যাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলদর্পণনাটকপ্রভৃতির লেখক শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু মিত্র ও ভাস্করসম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বিদ্যারত্নপ্রভৃতি মহাত্মারা অনুবাদসময়ে সৎপরামর্শ ও সদভিপ্রায় দ্বারা আমারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন এবং সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত অনুবাদিত ভাগ হইতে উৎকৃষ্ট প্রস্তাব সকল সংগ্রহ করিয়া অমিত্রাক্ষর পদ্যে ও নাটকাকারে পরিণত করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া আমারে বিলক্ষণ উৎসাহিত করিয়াছেন।

যে সকল মহাত্মারা সময়ে সময়ে আমার সদস্যপদে ব্রতী হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের ব্যাকরণের অধ্যাপক ও সংস্কৃত রঘুবংশের বাঙ্গালা অনুবাদক ৺ চন্দ্রকান্ত তর্কভূষণ, ৺ কালীপ্রসন্ন তর্করত্ন, ৺ ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরমাত্মীয় ৺ শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ৺ ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ও ৺ অযোধ্যানাথ ভট্টাচার্য্যপ্রভৃতি ১০ জন অনুবাদশেষের পূর্ব্বেই অসময়ে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ঐ সকল মহাত্মাদিগের নিমিত্ত আমারে চিরজীবন যার পর নাই দুঃখিত থাকিতে হইবে।

এক্ষণকার বর্ত্তমান শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ তর্কালঙ্কার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত রামসেবক বিদ্যালঙ্কার ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রভৃতি সদস্যদিগকে মনের সহিত সকৃতজ্ঞচিত্তে বার বার নমস্কার করিতেছি। এই সমস্ত সুবিচক্ষণ কর্ণধারদিগের কৃপাবলেই আমি অনায়াসে মহাভারতস্বরূপ সমুদ্রের পরপার প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইলাম। হিন্দুকালেজের দ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালিদাস চট্টোপাধ্যায়, সংস্কৃত যন্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অন্যতর যন্ত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য ও দরজিপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাভারত মুদ্রাঙ্কনসময়ে কেহ পুরাণসংগ্রহ যন্ত্রের তত্ত্বাবধারক, কেহ প্রুফদর্শক ও কেহ কাপিপাঠক ছিলেন। হুগলির গবর্ণমেণ্ট নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন বহুদিন ভারতানুবাদের পরিদর্শকতা ও শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর তর্কবাগীশ পুরাণান্তরের উপদেশ প্রদান করিয়া আমারে যথেষ্ট উপকৃত করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী এবং ঐ সমাজের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার তথা বর্ত্তমান সহকারী সম্পাদক ও উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ প্রভৃতি মহাত্মারাও মুদ্রাঙ্কন ও পুরাণসংগ্রহ যন্ত্র স্থাপনবিষয়ে আমারে সম্যক্ সাহায্য প্রদান করিয়াছেন; তন্নিমিত্ত ঐ সমস্ত মহাত্মাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

হিন্দু সমাজের শিরোভূষণস্বরূপ সুবিখ্যাত শব্দকল্পদ্রুমগ্রন্থকার পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর মহাভারতের অনুবাদবিষয়ে আমারে প্রার্থনাধিক সম্মানিত ও উপকৃত করিয়াছেন। রাজা বাহাদুর প্রতিদিন সায়ংকালে আমার অনুবাদিত গ্রন্থের আনুপূর্ব্বিক পাঠ শ্রবণ

করিয়াছেন এবং সময়ে সময়ে অনুবাদবিষয়ক বিবিধ সৎপরামর্শ দ্বারা আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মিত্রপ্রভৃতি বিখ্যাত হিন্দুদলপতিরা আমার নির্দ্দিষ্ট পাঠক ছিলেন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য যে যে মহাত্মারা আমার বিতরিত পুস্তক সমুদায় পাইয়াছেন, প্রায় সকলেই প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে পাঠ করিয়া আমারে ধন্য ও কৃতার্থম্মন্য করিয়াছেন। পল্লীগ্রামে প্রত্যেক বিশিষ্ট সমাজে স্থানে স্থানে অবকাশানুসারে সায়ং ও প্রাতে মহাভারতের পাঠনা হইয়াছে এবং অনেক কৃতবিদ্য সহৃদয় মনোনিবেশ পূর্ব্বক সমাদরের সহিত উহা শ্রবণ করিয়াছেন। যখন ইহার প্রথমভাগ মুদ্রিত হয়, সে সময় একদিনের জন্য স্বপ্নেও উদয় হয় নাই যে, আমার মহাভারত এতাদৃশ সম্মানিত হইয়া স্বদেশীয় সহৃদয় সাধুসমাজে স্থান পাইবে ও কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা সন্তোষের সহিত ইহা পাঠ করিবেন। এই নিরাশতানিবন্ধনই আমি প্রত্যেক খণ্ড ৩ সহস্রের অধিক মুদ্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হই নাই, কিন্তু এক্ষণে ক্ষুদ্রকীট যেমন পুষ্পসহবাসে দেবশিরে আরোহণ করে, মহাভারতের অনুবাদে আমি সেইরূপ অনেকানেক মহাত্মা সাধুজনের সহবাসলাভে চরিতার্থ হইলাম। ইহাই আমার অসামান্য সৌভাগ্য ও ইহাই আমার পরম লাভ।

এই ভারতবর্ষে কত কত মহাবলপরাক্রান্ত রাজাধিরাজেরা সুদূরবিস্তৃত পন্থা, সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা ও দুর্গম দুর্গ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু কালের ভীষণ দশনে সেই সকলেরই কিছুমাত্র চিহ্ন থাকিবে না। কত কত সুসমৃদ্ধ জনপদ গহন বিপিনে পরিণত ও নদীগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। সুতরাং কেবল জ্ঞানচিহ্নস্বরূপ গ্রন্থাদি ভিন্ন অপর কীর্ত্তিমাত্রই বিনশ্বর। গ্রন্থাদি ভাষার সহিত চিরদিন বর্ত্তমান থাকে এবং নবাবিষ্কৃত লোকের নিকট চিরদিন নবীন বলিয়া প্রতীত হয়। কালক্রমে যদিও উহা জনপদপরিভ্রষ্ট হয় বটে, তথাপি পৃথিবীমধ্যে যে স্থানে সেই ভাষার প্রচার থাকে, সেই খানেই তাহার সমাদর হয়, সন্দেহ নাই।

এক্ষণে যে মহাত্মার কল্যাণে প্রথমে বঙ্গদেশের অপর সাধারণ আবালবৃদ্ধবনিতা মহাভারতের মর্ম্মাবগত হইতে সমর্থ হন, যে মহাত্মা অতিকঠোর যবনশাসনসময়েও বঙ্গভাষায় মহাভারতের মর্ম্মানুবাদ দ্বারা ক্ষুদ্রান্তঃকরণেও আলোকসঞ্চার করিয়া গিয়াছেন, আমার সেই ভূতপূর্ব্ব সহযোগী কবিবর কাশীরামদেবের সুনিশ্চিত জীবনবৃত্তান্ত অবগত হওয়া অতীব দুরূহ এবং তিনি কোন্ সময় কি প্রকারে পদ্যানুবাদ সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন, তাহারও নিশ্চয় করা সহজ নহে। উক্ত অনুবাদক যেরূপ আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া আদিপর্ব্বের উপসংহার করিয়াছেন, পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত তাহা নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত করিলাম।

" ইন্দ্রানী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা গতা ভাগীরথী॥
কায়স্থকুলেতে জন্ম বাস সিদ্ধি গ্রামে।
প্রিয়ঙ্কর দাস পুত্র সুধাকর নামে॥
তনুজ কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা।
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা॥
কাশীদাস কহে সাধুজনের চরণে।
হইবে নির্ম্মল জ্ঞান শুন এক মনে॥ "

কিন্তু এই পদ্যময় রচনাতেও পরিষ্কার রূপে কাশীরামদেবের কোন বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহাতে যে কয়েক ব্যক্তির নাম বর্ণিত হইয়াছে, কাশীরামের সহিত যে তাহাদিগের কোন্ ব্যক্তির কিরূপ সম্বন্ধ, তাহাও সংশয়শূন্য হইয়া স্থির করা কঠিন। ফলত তিনি যে কোন্ শকে জন্মগ্রহণ করিয়া কত বয়সে ভারতানুবাদকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন ও কতদিনে তাহার শেষ করেন এ বিষয়ে কোন নির্দ্দেশ নাই। পদ্যানুবাদিত সমস্ত মহাভারত কাশীরামকৃত নহে বলিয়াও কেহ কেহ অনুমান করেন এবং সেই অনুমান সপ্রমাণ করণার্থ লোকপরম্পরাগত এই উভয় কবিতার প্রয়োগ হইয়া থাকে। যথা,

" আদি সভা বন বিরাটের কতদূর।
ইহা রচি কাশীদাস গেলা স্বর্গপুর॥
ধন্য হইল কায়স্থকুলেতে কাশীদাস।
তিন পর্ব্ব ভারত যে করিল প্রকাশ॥ "

এই কবিতা প্রামাণিক হইলে আদি, সভা, বন ও বিরাটের কিয়দংশমাত্র কাশীরামের রচিত বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হয়, কিন্তু পদ্যানুবাদিত গ্রন্থের অষ্টাদশ পর্ব্বের পরিশেষেও কাশীরাম দাসের ভণিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে; অতএব এই পরস্পরবিরুদ্ধ বাক্যের সমন্বয় সাধন করা সহজ ব্যাপার নহে। যাহা হউক, আদি, সভা ও বনপর্ব্ব যে প্রণালীতে রচিত দৃষ্ট হয়, অবশিষ্ট পর্ব্বগুলি অবিকল সে প্রণালীতে রচিত নহে; বিশেষ অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলে অনেক বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয়, সন্দেহ নাই। এক্ষণে সেই বৈলক্ষণ্য বিবেচনা করিয়া যতদূর পর্য্যন্ত সিদ্ধান্ত করা

যাইতে পারে, আমাদিগকে অগত্যা তাহাতেই তৃপ্ত থাকিতে হইয়াছে।

যাহা হউক, কাশীরাম যে কথকদিগের মুখে মহাভারত শ্রবণ করিয়া তাঁহার পদ্যময় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা রচনাভাব ও মূলের সহিত অনৈক্য দেখিয়া অনেকে অনুভব করিয়া থাকেন এবং কাশীরাম তাঁহার গ্রন্থেও সে কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। যথা বিরাটপর্ব্বে,

"মহাভারতের কথা কে বর্ণিতে পারে।
যেন ভেলা বান্ধি চাহে সিন্ধু তরিবারে॥
শ্রুতমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার।
সাধুজনচরণেতে বিনয় আমার॥"

পুনরায় শল্যপর্ব্বে,

"মহাভারতের কথা অমৃতলহরী।
আমার কি শক্তি ইহা বর্ণিবারে পারি॥
শ্রুতিমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার॥"

আর তিনি গ্রন্থ রচনা করিবার সময় যে তৎকালীন দুই এক জন কৃতবিদ্য পৌরাণিক বা শাস্ত্রব্যবসায়ীর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, নিম্নের কবিতায় তাহা প্রকাশিত হইতেছে। যথা উদ্‌যোগপর্ব্বে,

"হরিহর পুরগ্রাম সর্ব্বগুণধাম।
পুরুষোত্তমনন্দন মুখটি অভিরাম॥
কাশীদাস বিরচিল তাঁর আশীর্ব্বাদে।
সদাচিত্ত রহে যেন দ্বিজপাদপদ্মে॥"

৺ গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ বহুযত্নে অনেক হস্তলিখিত পুস্তক ঐক্য করিয়া কাশীদাসের ভারত মুদ্রিত করেন। তাহাতে ভারত সম্পূর্ণ হইবার বিষয়ে কেবল এইমাত্র আছে। যথা আদিপর্ব্বে,

"সুধাময় এ ভারত ব্যাসবিরচিত।
ফাল্গুনের বিংশদিনে সমাপ্ত বিহিত॥"

এই কবিতা দ্বারা অবগত হওয়া যাইতেছে যে, কাশীদাস ২০ ফাল্গুন আদিপর্ব্ব সম্পূর্ণ করিয়াছেন, কিন্তু কোন্ সালের ২০ ফাল্গুনে যে, ঐ আদিপর্ব্ব সম্পূর্ণ হয়, তাহা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। বাজারে বহুকালাবধি যে কাশীরামদাসদেবের মহাভারত বিক্রীত হইয়া আসিতেছে, তাহাতে এবং শ্রীরামপুরে মুদ্রিত পুস্তকে নিম্নের পদ্যগুলি নাই। পৌরাণিক কথক ও পাঠক কথকতা ও পাঠের পূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষায় ব্যাসদেবের যে বন্দনাটি পাঠ করিয়া থাকেন, নিম্নের পদ্যটি তাহার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অনুবাদ। তর্কবাগীশ মহাশয় শ্রীযুক্ত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের নিকট কাশীরামের হস্তলিখিত যে মূল পুস্তক আছে, তদ্দৃষ্টে ইহা প্রচার করিয়াছেন। যথা,

"বন্দে মহামুনি ব্যাস তপস্বিতিলক।
মহামুনি পরাশর যাঁহার জনক॥
বেদশাস্ত্রপরিনিষ্ঠ শুদ্ধবুদ্ধি ধীর।
নীলপদ্ম আভা জিনি কোমলশরীর॥
কনকাভ জটাভার শিরে শোভা করে।
প্রচণ্ড শরীর পরিহিত বাঘাম্বরে॥
নয়নযুগলে দীপ্ত উজ্জ্বল মিহির।
পদযুগে কত মুনি শোভে ইন্দ্রশির॥
ভাগবত ভারতাদি যতেক পুরাণ।
যাঁহার কোমল মুখে সবার নির্ম্মাণ॥
শ্রীকৃষ্ণের লীলা আর বেদ চারি খান।
ঋক্ যজু সাম আর অথর্ব্ব বিধান॥
কৈবর্ত্তিনীগর্ভে যাঁর দ্বীপেতে উৎপত্তি।
বাল্যকালাবধি যাঁর তপস্যা সম্পত্তি॥
প্রণতি কবীন্দ্র মুনি চরণপঙ্কজে।
পরম আনন্দে কাশীদাস সদা ভজে॥
বেদে রামায়ণে আর পুরাণে ভারতে।
লিখিত যতেক তীর্থ আছে ত্রিজগতে॥
সর্ব্বশাস্ত্র বিচারিয়া বুঝ পুনঃ পুনঃ।
আদি অন্ত অভ্যন্তরে গাঁথা হরিগুণ॥"

এই অনুবাদটি পাঠ করিলে বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে, কাশীরাম কথকতা শুনিয়া শুনিয়া বহুদিনে তাঁহার পদ্যময় মহাভারত প্রস্তুত করেন। পূর্ব্বকালাবধি পৌরাণিক কথকেরা লোকরঞ্জনার্থ অন্যান্য পুরাণ ও জৈমিনী ভারত হইতে যে সকল প্রস্তাব কথকতার সময় কহিয়া আসিতেছেন, কাশীরাম দাসের পুস্তকে সেই সমস্তই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পূর্ব্বে কাশীরামের পদ্যময় মহাভারত উৎসবসময়ে, পুণ্যাহমাসে ও সময়ে সময়ে গৃহস্থের ভবনে কবিকঙ্কনের চণ্ডী, কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ এবং বাঙ্গালা ভাষার আদি কবি বৃন্দাবন দাস ও মুরারিদাসের চৈতন্যমঙ্গলাদি গ্রন্থসকলের ন্যায় সংগীত হইত। কথকতার বহুলপ্রচার ও সুলভতা হওয়াতে সেই সংগীতসম্প্রদায় এক্ষণে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। বাস্তবিক পূর্ব্বে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচার না থাকাতে স্থানে স্থানে গান করা ভিন্ন নূতন বিষয় সাধারণকে অবগত করিবার কোনপ্রকার উপায় ছিল না। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর ও অন্নদামঙ্গলও গান হইয়া গিয়াছে এবং কোন কোন মুদ্রিত পুস্তকে অদ্যাপিও পালা বাঁধা আছে।

যাহা হউক, আমার ভূতপূর্ব্ব সহযোগী ৺ কাশীরাম দেব যে সাহিত্যসমাজের শত শত ধন্যবাদের পাত্র, তাহার আর সন্দেহ নাই। বাঙ্গালা পদ্যের প্রায় সমস্ত পূর্ব্বতন কবি অপেক্ষা তাঁহার

রচনাপ্রণালী যেরূপ সরল ও প্রাঞ্জল, তেমনি প্রসাদ-গুণপরিপূর্ণ। উহা এমনি অপূর্ব্ব কৌশলে লিখিত যে, অদ্যাপি অনেক কৃতবিদ্য লোকে ঐরূপ সরল পদ্য লিখিতে চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অল্প কথায় অনেক ভাব প্রকাশ করাও কাশীরামের একটী অদ্বিতীয় ক্ষমতা। প্রায় দুই শত বৎসর হইল, অদ্যাপি অন্য কেহই ঐরূপ ক্ষমতা প্রাপ্ত হন নাই। ফলে কাশীরামের পদ্য-গ্রন্থে স্থানে স্থানে তাঁহার বাঙ্গালাভাষা লিখিবার চমৎকার কৌশল ও অনুপম কবিত্ব দেখা যায়। তাঁহার সমকালীন অন্যান্য বাঙ্গালাভাষার গ্রন্থ-কারদিগের গ্রন্থে সেরূপ অতি বিরল।

দুঃখের বিষয় এই যে ভারতবর্ষীয় পুর্ব্বতন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ও কবিদিগের সটীক জীবনবৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া অতীব দুরূহ। ইহাতেই স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, জীবনচরিত সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ করিবার রীতি এ দেশে নিতান্ত অপরিচিত ছিল। যাহা হউক, কেবল লোকপরম্পরাগত গল্পের উপর নির্ভর করিয়া প্রসিদ্ধ লোকদিগের জীবনচরিত সংগ্রহ করিতে উদ্যম করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ উহা এতদূর মিথ্যা ও অমূলক প্রবাদপরি পূর্ণ যে, তাহাতে লব্ধমনোরথ না হইয়া বরং মৃত ব্যক্তিদিগের অমূলক নিন্দাপ্রচার করাই হয়। যাহা হউক, উত্তরকালে জগদীশ্বরের কৃপায় কোন না কোন মহাত্মা কর্ত্তৃক উপস্থিত বিষয়ের ক্ষতিপূরণ হইতে পারিবে।

মৃত সহযোগীর জীবনবৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া মূল মহাভারতের সমালোচন করিতে আমার নিতান্ত বাসনা ছিল। তন্নিবন্ধন আমি বিশেষ পরি-শ্রমসহকারে নানাবিধ সংস্কৃত পুস্তক, এস্যাটিক রিসার্চ্চ ও ম্যাক্সমূলরকৃত সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিবৃত্ত প্রভৃতি পুস্তকের সারসঙ্কলন ও সমন্বয় করিয়াছিলাম; কিন্তু কতিপয় প্রতিবন্ধক বশত আপাততঃ পুনর্ম্মুদ্রাঙ্কনপর্য্যন্ত আমারে সে বিষয়ে নিরস্ত হইতে হইল। ভারতসমালোচনের প্রতি-বন্ধকসমুদায়ের মধ্যে একটী গুরুতর প্রতিবন্ধক এই যে, পক্ষপাতশূন্য হইয়া ঐ গ্রন্থ সমালোচন করিলে তদ্দর্শনে কুসংস্কারবিহীন উন্নতচিত্ত সাধু-গণ যেরূপ প্রীতিলাভ করিবেন, সম্প্রদায়বিশেষের সেরূপ প্রীতিলাভের সম্ভাবনা নাই; সুতরাং আমি যে উদ্দেশে মহাভারতের অনুবাদে এতাদৃশ পরিশ্রম স্বীকার করিলাম, তাহার হানি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। বাস্তবিক নীতিপুস্তক বলিয়াই হউক, ধর্ম্মার্থ কথা বলিয়াই হউক অথবা মনো-রঞ্জন ইতিহাস বলিয়াই হউক, এই বহুযত্ন-সঞ্জাত মহার্হ কল্পপাদপকে যিনি যেরূপে আশ্রয় করিবেন, তাঁহার তদনুরূপ ফললাভ হইবে; ইহাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য।

এক্ষণে জগদীশ্বরসমীপে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, দেশীয় ক্ষমতাশালী ধনবান্ ব্যক্তিরা কায়মনে জন্মভূমির উন্নতিসাধনে নিযুক্ত হইয়া ধনের সার্থকতা সম্পাদনপূর্ব্বক অবিনশ্বর সৎকীর্ত্তি লাভ করুন। তাঁহাদিগের যশঃসৌরভে ভূমণ্ডল পরিপূরিত হউক। বিদ্যার বিমলজ্যোতি সাধারণের হৃদয়নিহিত মোহান্ধকার দূর করুক। দীর্ঘকাল-মলিনা ভারতবর্ষের সৌভাগ্য দিন দিন নবোদিত শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি হউক। সহৃদয় সাধু জনেরা নিরাপদে চিরদিন স্বদেশীয় সাহিত্যরসাস্বাদনে কালাতিপাত করুন এবং শত শত অনুবাদক, গ্রন্থ-কার ও কবিবরেরা জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক ভাষাদেবীরে অনুপম অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়া সাধুসমাজের মনোরঞ্জন করত অমরতা লাভ করুন ইতি।

সারস্বতাশ্রম, ১৭৮৮ শক। } শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।